অষ্টম উল্লাসঃ ।

অথ বৃন্দাটবী-দেবী তদ্‌বৃন্দেষু পুরস্কৃতা ।
অনুষ্টু বাদিচ্ছন্দঃস্থ গায়ত্রীব ব্যরোচত ॥ ১ ॥
মদাঘূর্ণৈরপি তদা তেষাং নেত্রমধুব্রতৈঃ ।
সম্পন্মধুভরঃ পাতুমৈষি তস্যাঃ পুনঃ পুনঃ ॥ ২ ॥
অংশুরংশুকমেতস্যাঃ ক্লিন্নমাত্মনি লীনয়ন্ ।
স্বয়ং দৃশা দুষ্প্রবেশঃ শাটী-পাটবমীয়িবান্ ॥ ৩ ॥
তদাঙ্গমার্জনাবর্য্য-পরিকর্ম্মণি কর্ম্মণি ।
ইষ্টমুনিবরাদিষ্টমীহামূহে সখীজনঃ ॥ ৪ ॥

কৃপাকণিকা ঃ

অথ বেশ-বিন্যাসাদিকং বর্ণয়িষ্যন্ প্রথমত স্তস্যাঃ শোভাবিশেষমাহ—অথ বৃন্দাটব্যাঃ দেবী কৃতাভিষেকা প্রেয়সী পুরস্কৃতা পূজিতা সতী তস্যাঃ বৃন্দেষু গণেষু ব্যরোচত ব্যরাজত। তত্র দৃষ্টান্তঃ—অনুষ্টুবাদিচ্ছন্দঃস্থ মধ্যে গায়ত্রী ইব। 'গায়ত্রীচ্ছন্দসামহ'মিতি শ্রীভগবদ্গীতোক্তিতঃ সা যথা ছন্দসাং মুখ্যা, শ্রীরাধাপি গণাধ্যক্ষা সতী অশোভততরামিত্যর্থঃ। ইতঃপ্রভৃতি অনুষ্টুপ্ ছন্দঃ ॥ ১ ॥ তদা তেষাং মদেন আ সম্যক্ ঘূর্ণাযুক্তৈঃ অপি নেত্রাণি এব মধুব্রতা ভ্রমরা স্তৈ তস্যাঃ রাধায়াঃ সম্পৎ গুণোৎকর্ষ এব মধু তস্য ভর অতিশয়ঃ পাতুং ঐষি ঐষ্যত [ইষ ইচ্ছায়াং কর্ম্মণি লুঙি রূপং] ॥ ২ ॥ এতস্যাঃ অংশুঃ অঙ্গপ্রভা ক্লিন্নং আর্দ্রং অংশুকং বস্ত্রং আত্মনি লীনং শ্লিষ্টং কুর্ব্বন্ অথচ স্বয়মাত্মনা দৃশা নয়নেন দুষ্প্রবেশঃ দুর্লক্ষ্যঃ অপি পট্যাঃ বস্ত্রস্য যবনিকায়া বা পাঠান্তরে শাট্যাঃ পাটবং পটুতাং ঈয়িবান্ প্রাপ্তবান্। অঙ্গলাবণ্যমেব তাং বস্ত্রবৎ আচ্ছাদয়ামাসেতি ভাবঃ ॥ ৩ ॥ তৎপ্রসাধনকর্ম সবিস্তারং বর্ণয়তি—তদা অঙ্গমার্জনা চ বর্য্যং শ্রেষ্ঠং পরিকর্ম্ম প্রসাধনং চ তস্মিন্ কর্ম্মণি সখীজনঃ ইষ্টায়াঃ অভীষ্ট-দেব্যাঃ মুনিবরায়াঃ পৌর্ণমাস্যাঃ আদিষ্টং আদেশং ঈহাং বাঞ্ছাং ঊহে অকরোৎ। [বহ প্রাপণে আত্মনেপদে লিটি, দ্বিকর্ম্মকত্বং] ॥ ৪ ॥

ততা কাণ্ডপটী তাভিঃ সমন্তাদপি সুভ্রুবঃ।
অদীব্যৎ পরিবেষশ্রীরমৃতাংশু-তনোরিব ॥ ৫ ॥
যয়ো র্নিমেষঃ কল্পায় কল্পতে ব্যতিলোকনে।
তাবন্তরা জবনিকা লোকালোকায়তে ন কিং ॥ ৬ ॥
বিশ্লেষং দয়িতৌ লব্ধৌ তৌ তিরস্করিণী-কৃতং।
প্রেম্না কিল মিথঃ প্রেমা সাক্ষাদক্ষ্ণোরপুস্ফুরৎ ॥ ৭ ॥
রুদ্ধা দৃষ্টিচকোরীণাং তৃপ্তিং কর্ত্তু মিবালিভিঃ।
চন্দ্রাননেয়ং তন্মধ্যে স্বকুলৈ (সঙ্কুলৈ) রাবৃতাংশুভিঃ ॥৮॥
গুরূণাং ব্যবধাকারং প্রতীসারন্তমন্তরা।
অথ রাধাঽধিনোদালীঃ স্বৈরস্মের-সমীক্ষয়া ॥ ৯ ॥

তাভিঃ সখীভিঃ সুভ্রুবঃ রাধিকায়াঃ সমন্তাদপি চতুর্দ্দিক্ষু ততা বিস্তারিতা কাণ্ডপটী অন্তঃপটঃ তদা অমৃতাংশোঃ চন্দ্রস্য তনোঃ মূর্ত্তেঃ পরিবেষস্য মণ্ডলস্য শ্রীঃ শোভা ইব অদীব্যৎ ব্যরাজত, তদুক্তং—বাতেন মণ্ডলীভূতাঃ সূর্য্যাচন্দ্রমসোঃ করাঃ। মালাভা ব্যোম্নি তন্বুতে পরিবেষঃ প্রকীর্ত্তিতঃ ॥৫॥ কিশোরয়ো র্দর্শনাভাবেন মহাদুঃখমাহ—যয়োঃ রাধাকৃষ্ণয়োঃ ব্যতিলোকনে মিথো দর্শনে নিমেষঃ অপি কল্পায় কল্পতে কল্পবৎ সুদীর্ঘতমো ভবেৎ; অত্র রূঢ়ভাবস্যানুভাব-রূপং নিমেষাসহত্বং ক্ষণকল্পত্বঞ্চ বিরহাবসরে প্রদর্শিতং। তৌ অন্তরা মধ্যদেশে জবনিকা তিরস্করিণী লোকালোক-পর্ব্বতঃ ইব আচরতি ন কিং? আচরত্যেব। অন্তর্লোক্যতে সূর্য্যরশ্মিভিঃ স্পৃশ্যমানত্বাদিতি লোকঃ। তথা বহিঃ সূর্য্যকিরণাস্পর্শাৎ ন লোক্যতে ইতি অলোকঃ। লোকৃঞ্ ঈক্ষে কর্মণি ঘঞ্। লোকশ্চেতি অলোক-শ্চেতি লোকালোকঃ। লুপ্তোপমা ॥ ৬ ॥ তয়োঃ বিপ্রলম্ভেঽপি প্রেম-কৃত-বিস্ফূর্ত্তিমাহ—প্রেম্না কর্ত্রা তিরস্করিণ্যা যবনিকয়া কৃতং বিশ্লেষং বিয়োগং লব্ধৌ প্রাপ্তৌ তৌ দয়িতৌ (কর্ম্মণি প্রথমা) পুনঃ প্রেমা এব অক্ষ্ণোঃ সাক্ষাদপি মিথঃ পরস্পরং অপুস্ফুরৎ স্ফূর্ত্তিং কারিতবান্। [স্ফুর্—ণিচি+লুঙি]। বিপ্রলম্ভেঽপি বিস্ফূর্ত্তিরিয়ং সাক্ষাদ্দর্শনাকারৈব, স্ফূর্ত্তি-সামান্যস্য রত্যাদাবপি দৃষ্টেঃ। তদেবোক্তং অক্ষ্ণোঃ সাক্ষাদিত্যনেন ॥ ৭ ॥ দৃষ্টিঃ নয়নমেব চকোরী তাসাং তৃপ্তিং কর্ত্তু মিব আলিভিঃ সখীভিঃ ইয়ং চন্দ্রাননা তন্মধ্যে যবনিকা-মধ্যে সঙ্কুলৈঃ সর্ব্বত্র স্বাসাং প্রসৃতৈঃ অংশুভিঃ

তাভিরুদ্‌গমনীয়ং সা রমণীয়ং সমর্পিতং।
বিদলদ্দল-নীলাব্জলোচনশ্রীরশিশ্রিয়ৎ ॥ ১০ ॥
যদেতদ্ বসিতং দেব্যা বস্ত্রমুদ্বাপনে তনোঃ।
বিভ্রংশাদিব তদ্ভীতং সিষ্বেদ স্নানবার্মিষাৎ ॥ ১১ ॥
অথ শুষ্কেণ বস্ত্রেণ মৃষ্টং কুন্তল-মণ্ডলং।
মল্লীবলয়িধম্মিল্লমস্যামাল্যো বিনির্ম্মমুঃ ॥ ১২ ॥
রাধা তত্রাভিষেকান্তে কান্তি-সাম্রাজ্যমাত্মনঃ।
দ্রষ্টুং কিল পরিষ্কারমবাতীতরদালিভিঃ ॥ ১৩ ॥
অবস্ত বস্ত্রং সা হংসৈ র্যৈ র্বিচিত্রিতমত্র তান্।
কাঞ্চিবল্ল্যা নাদয়ন্তী ন্যস্তজীবানিবাকৃত ॥ ১৪ ॥

কিরণপটলেঃ আবৃতা সতী রুদ্ধা অবরুদ্ধা ॥ ৮ ॥ অথ তত্রত্য-সেবামাহ—গুরূণাং ব্যবধাকারং ব্যবধানকারকং তং প্রতীসারং [প্রতিসরঃ এব স্বার্থে ষ্ণঃ] মণ্ডলং অন্তরা মধ্যে অথ রাধা স্বৈরং যথেচ্ছং যথা স্যাত্তথা যা স্মেরা ঈষদ্ধাস্যযুক্তা সমীক্ষ্য সন্দর্শনং তয়া আলীঃ সখীঃ অধিনোৎ অপ্রীণাৎ ॥ ৯ ॥ বস্ত্র-পরিধানমাহ—তাভিঃ সখীভিঃ সমর্পিতং রমণীয়ং উদ্‌গমনীয়ং ধৌতবস্ত্র-যুগলং সা অশিশ্রিয়ৎ অগৃহ্লাৎ। [শ্রিঞ্ সেবায়াং লুঙি রূপং]। তাং বিশিনষ্টি—বিদলন্তি প্রস্ফুটন্তি দলানি যস্য তথাবিধং যৎ নীলাব্জং নীলপদ্মং তদিব লোচনস্য শ্রীঃ যস্যাঃ তথাবিধা দরবিকসিত-নীলনয়না রাধা বস্ত্রং পরিদধাতি স্ম ॥ ১০ ॥ তনোঃ উদ্‌বাপনে উন্মুক্তী-করণে যদ্ এতদ্ বস্ত্রং দেব্যা বৃন্দাবনেশ্বর্য্যা বসিতং পরিহিতমাসীৎ, তদ্ বিভ্রংশাৎ অঙ্গবিচ্যুতেঃ ভীতং সদিব স্নানস্য বাঃ জলং তস্য মিষাৎ ছলেন সিষ্বেদ ঘর্মাক্তমভূৎ ॥ ১১ ॥ কেশ-সংস্কারাদিকমাহ—অথ শুষ্কেণ বস্ত্রেণ অস্যাং মৃষ্টং জলনির্মুক্তং কুন্তলানাং কেশানাং মণ্ডলং মল্লীভিঃ বলয়িতং বেষ্টিতং ধম্মিল্লং কবরীমিত্যর্থঃ আল্যঃ সখ্যঃ বিনির্ম্মমুঃ বিরচিতবত্যঃ ॥ ১২ ॥ তত্র অভিষেকস্য অন্তে রাধা আত্মনঃ কান্তি-সাম্রাজ্যং রূপরাশিং দ্রষ্টুং আলিভিঃ পরিষ্কারং ভূষণাবলিং অবাতীতরৎ উত্তারয়তিস্ম। [ত প্লবন-তরণয়োঃ ণিচি লুঙি রূপং]; কিলেতি সম্ভাবনায়াং ॥ ১৩ ॥ পরিহিত-বস্ত্রস্য বৈশিষ্ট্যমাহ—যৈঃ হংসৈঃ বিচিত্রিতং চিহ্নিতং বস্ত্রং সা অবস্ত

রক্তা মৃগমদৈ শ্চোলী চিত্র-সৌরভ-বাসিতা।
তয়া পরিহিতা সূক্ষ্মা ভিন্নাসীন্নাঙ্গরাগতঃ ॥ ১৫ ॥
শ্যামস্থ তস্থ চোলস্থ রক্তকং বহিরুদ্‌বভৌ।
কৃষ্ণো রাগাবৃতং কিম্বা তস্যা হৃদয়মভ্যগাৎ ॥ ১৬ ॥
অরিক্তার্থমেবাদৌ পুষ্পৈরেষা পরিষ্কৃতা।
কৃষ্ণস্থ তদ্বনশ্রী র্বা রেজে পুষ্পেষু-কান্তিদা ॥ ১৭ ॥
ভিন্না বৃতিকয়া কান্ত্যা ধিন্বতী সা বহিঃস্থিতান্।
আকৃষ্টেঽন্তঃপটে সুষ্ঠু সন্নটীব বিদিদ্যুতে ॥ ১৮ ॥

পরিহিতবতী তান্ কাঞ্চিলতয়া নাদয়ন্তী কলং কারয়ন্তী ন্যস্তজীবান্ ন্যস্ত-জীবনান্ ইবাকৃত অকার্ষীৎ। উৎপ্রেক্ষেয়ং। (বৃ) পুস্তকে পাঠান্তরং—অবস্ত বস্ত্রং সা হংসৈ র্যৈ র্বিচিত্রতমেষু তু। কাঞ্চিবল্ল্যা শব্দবৎসু প্রাণ-ন্যাসমিবাকৃতেতি। অর্থস্তু সমান এব ॥ ১৪ ॥ কঞ্চুলিকাধারণমাহ—মৃগমদৈঃ কস্তুরিকাভিঃ রক্তা রঞ্জিতা অতঃ বিচিত্রৈঃ অপূর্ব্বৈঃ সৌরভৈঃ সুগন্ধৈঃ বাসিতা সুরভীকৃতা তথা সূক্ষ্মা শ্লক্ষ্ণা চোলী কঞ্চুলিকা তয়া রাধয়া পরিহিতা—সা অঙ্গরাগতঃ বিলেপনাদিতঃ ন ভিন্না আসীৎ, সমানবর্ণা এবাসীদিত্যর্থঃ ॥ ১৫ ॥ তদ্‌বৈশিষ্ট্যমপ্যাহ—তস্থ শ্যামবর্ণস্থ চোলস্থ বহিঃ রক্তকং রক্তবর্ণং উদ্‌বভৌ প্রাকাশত। তত্রোৎপ্রেক্ষা—কৃষ্ণঃ তস্যা রাধায়াঃ অনুরাগেণাবৃতং আচ্ছাদিতং হৃদয়ং বক্ষোদেশং অভ্যগাৎ অভিসসার বা ইব কিং? ১৬ ॥ অরিক্তার্থং দেহস্থ নিরাভরণত্বহানয়ে আদৌ এব সা পুষ্পৈঃ পরিষ্কৃতা ভূষিতাসীৎ। তত্রোৎপ্রেক্ষা—কৃষ্ণস্থ তস্থ বৃন্দাবনস্থ শ্রীরিব সা পুষ্পেষু কান্তিং জ্যোতিঃ দদাতীতি বা দ্যতি অবখণ্ডয়তীতি বা কান্তিদা সতী রেজে ব্যরাজত। যদ্বা পুষ্পেষুঃ কামঃ তস্যাপি কান্তিনাশিকা যদ্বা পুষ্পেষুঃ মূর্ত্তমহাশৃঙ্গারঃ কৃষ্ণঃ তস্যাপি কান্তিং কামনাং দদাতি দ্যতীতি বা। প্রথমপক্ষে স্বাভিলাষং জনয়তি, অন্তে তু যথেষ্টভোগসামগ্রীং সংপ্রদায় বাসনা-পরিপূরিকেত্যর্থঃ 'সর্ব্বকান্তি'-রিত্যুক্তেঃ ॥ ১৭ ॥ বৃতিকয়া যবনিকয়া ভিন্না পৃথক্‌কৃতাপি সা কান্ত্যা অঙ্গজ্যোতিষা বহিঃস্থিতান্ সর্ব্বান্ ধিন্বতী প্রীণয়ন্তী সতী তথা অন্তঃপটে যবনিকায়াং আকৃষ্টে অপসৃতে চ সন্নটী উত্তমা নর্ত্তনকারিণী ইব সুষ্ঠু যথা স্যাত্তথা বিদিদ্যুতে প্রাকাশত। (বৃ) পুস্তকে দ্বিতীয়ার্দ্ধমেবং—

রাধা-মাধবয়ো র্দ্বন্দ্বং রূপং মুহুরপীক্ষিতং।
মেনে তদা যদাশ্চর্যং তন্নাশ্চর্য্যমপীদৃশি ॥ ১৯ ॥
তদা তাং স্তোতুমারব্ধা বিধুধাদি-বধূজনাঃ।
উদ্যতীং রবিমূর্ত্তিম্বা প্রাতঃ সন্ধ্যাভিবন্দকাঃ ॥ ২০ ॥
তস্যা নির্মঞ্ছনে চন্দ্র স্তপঃক্ষীণ ইতীব তে।
অনানীয় তমাত্মীয়-চিন্তারত্নেন তদ্ব্যধুঃ ॥ ২১ ॥
সার্দ্ধং পরার্দ্ধমণিভি শ্চক্ষুর্ভি ভ্র্মিতৈরমী।
প্রেম্না নির্মঞ্ছনাকর্ম্ম স্বৈরপি স্ফুটমাচরন্ ॥ ২২ ॥
বৃন্দাবন-মহারাজ্ঞী স্নান-সিংহাসনাৎ পরম্।
অরূরুচৎ পীঠরত্নং নখরত্নৈঃ পদাব্জয়োঃ ॥ ২৩ ॥
অথ হৈয়ঙ্গবীনে সা মুখমালোকয়ন্মুদা।
স্বজনস্নেহ-সন্দোহে নিমগ্নমিব চাক্ষুষে ॥ ২৪ ॥

ক্লৃপ্তাবৃতিকয়া সুষ্ঠু নাট্যকর্ত্রীব দিছ্যতে। অর্থস্তু সমঃ ॥ ১৮ ॥ মিথঃ শোভাসন্দর্শনমাহ—রাধা-মাধবয়োঃ দ্বন্দ্বং যুগলং মিথঃ রূপং মুহুঃ ঈক্ষিতং অপি তদা যৎ আশ্চর্য্যং অপরিকলিতপূর্ব্বং মেনে, তৎ ঈদৃশি একাত্মনি নৈব আশ্চর্য্যং বিস্ময়করং। অপি নির্দ্ধারে। অনাশ্চর্য্যত্বে হেতুঃ খলু তয়োরনুরাগ এব, 'সদানুভূতমপি যঃ কুর্য্যান্নবনবং প্রিয়'মিত্যাদ্যুক্তেঃ। বিরোধ-শ্লেষয়োঃ সংসৃষ্টিঃ ॥ ১৯ ॥ দেবীগণকৃতস্তোত্রাদিকমাহ—তদা তাং রাধাং বিবুধাদীনাং বধূজনাঃ কামিন্যঃ স্তোতুং প্রারভন্ত। তত্র দৃষ্টান্তঃ—বা ইবার্থে। প্রাতঃ সন্ধ্যাভিবন্দকাঃ উপাসনাকৃতো যথা উদ্যতীং উদীয়মানাং সূর্য্যমূর্ত্তিং স্তবন্তি ॥ ২০ ॥ তাসাং নির্মঞ্ছন-সাধনমাহ—তস্যা নির্মঞ্ছনে নীরাজনে চন্দ্রঃ তপসা ভাগ্যেন তপস্যয়া ধর্ম্মেণ বা ক্ষীণঃ শূন্যঃ ইতি কৃত্বা ইব তে বধূজনাঃ তং চন্দ্রং ন আনীয় আত্মীয়ানাং চিন্তারত্নেন তৎ নির্মঞ্ছনং ব্যধুঃ অকুর্ব্বন্ ॥ ২১ ॥ পরার্দ্ধসংখ্যৈঃ মণিভিঃ সার্দ্ধং স্বৈঃ স্বকীয়ৈঃ ভ্রমিতৈঃ ঘূর্ণিতৈঃ চক্ষুর্ভিরপি অমী প্রেম্না তস্যাঃ নির্মঞ্ছনাকর্ম্ম নীরাজনং স্ফুটং ব্যক্তং যথা স্যাত্তথা আচরন্ অকুর্ব্বন্ ॥ ২২ ॥ স্নান-সিংহাসনাদন্যত্র বিজয়ং বর্ণয়তি—বৃন্দাবনস্য অধীশ্বরী স্নানসিংহাসনাৎ পরং অন্যৎ পীঠরত্নং আসনবর্য্যং পদাব্জয়োঃ নখরত্নৈঃ অরূরুচৎ

সা রাজপদবীং যাতা দানং দিৎসুরিবাভিতঃ।
প্রসাদকর-বিক্ষেপাদাজহ্রে সর্ব্বহৃন্মণীন্ ॥ ২৫ ॥
লিখিত-স্বাহ্বয়ং বৃন্দাটব্যাঃ পল্লব-সম্পুটং।
দানারম্ভে সূনপূর্ণং মুনীশামন্থ সাঽদিশৎ ॥ ২৬ ॥
সা সদা তান্ স্নেহদানৈ ব্র্রহ্মডিম্ভান্ প্রধিন্বতী।
তদ্দক্ষিণা বহ্ব্যতরত্তেভ্য স্তানি ধনানি তু ॥ ২৭ ॥
যেষ্বেকমেকং রত্নেষু পরা স্যাদ্ গুরুদক্ষিণা।
স্নাতকেভ্যো দদৌ তানি যাবদূঢ়ং ক্ষিতীশ্বরী ॥ ২৮ ॥

শোভয়াঞ্চকার। [রুচ্ দীপ্তৌ ণিচি লুঙি রূপম্] ॥ ২৩ ॥ সন্ত্যোঘৃতে মুখাবলোকনমাহ—অথাসৌ মুদানন্দেন হৈয়ঙ্গবীনে সন্ত্যোঘৃতে মুখং আলোকয়ৎ অপশ্যৎ। তত্রোৎপ্রেক্ষা—স্বজনানাং চাক্ষুষে নয়নসমুদ্ভূতে স্নেহসন্দোহে স্নেহরাশৌ নিমজ্জিতমিবাসীৎ। ঘৃতস্নেহোদাহরণমেতৎ, আত্যন্তিকাদরময়ত্বাৎ, ভাবান্তরান্বিতত্বাৎ, তথা নিসর্গাতিশীতলত্বেন ঘনীভাবাচ্চেতি; সাদৃশ্যে খলু উক্তিরিয়ং, নতু তাত্ত্বিকত্বেনোৎপ্রেক্ষা-সূচকত্বাৎ ॥ ২৪ ॥

তত্র দান-বিনোদং বর্ণয়তি—সা রাজপদবীং অধীশ্বরীত্বং পক্ষে চন্দ্র-সাদৃশ্যং ['রাজা মৃগাঙ্কে ক্ষত্রিয়ে নৃপে' ইত্যমরঃ] যাতা প্রাপ্তা সতী অভিতঃ সমন্তাৎ দানং দেবব্রাহ্মণাদিভ্যোঽভীষ্টং পক্ষে স্বসুধাং দিৎসুঃ দাতুমিচ্ছুঃ প্রসাদঃ প্রসন্নতা এব করঃ কিরণং তস্য বিক্ষেপাৎ ইতস্ততো বিকিরণাৎ সর্বস্য লোকস্য হৃদেব মণিঃ স্তান্ আজহ্রে জহার; চন্দ্রকিরণৈঃ তন্নামকমণিঃ দ্রুতীভবতীতি লোকপ্রসিদ্ধিঃ, তদ্বদত্রাপি রাজরাজেশ্বরী অভীষ্টবরসমর্পিকা সতী প্রসন্নদৃশা সর্ব্বহৃদয়ং দ্রাবয়ামাস ॥ ২৫ ॥ শ্রীগুরবে প্রথমদানমাহ—বৃন্দাটব্যাঃ পল্লবৈঃ বিরচিতং তত্রাপি লিখিতং স্বাহ্বয়ং পৌর্ণমাসীতি নাম যত্র তথাবিধং সম্পুটং সমুদ্গকং সূনৈঃ কুসুমৈঃ পূর্ণং কৃত্বা সা দানারম্ভে মুনীশামন্থ পৌর্ণমাস্যৈ অদিশৎ অদদাৎ ॥ ২৬ ॥ ব্রহ্ম-চারিভ্যো দানমাহ—সা সদা তান্ পূর্বোদ্দিষ্টান্ ব্রহ্মডিম্ভান্ ব্রাহ্মণ-বালকান্ স্নেহস্য দানৈঃ প্রধিন্বতী প্রকৃষ্টং প্রীণয়ন্তী তু তেষাং স্নেহদানানাং বহ্বীঃ দক্ষিণাঃ অনল্পদক্ষিণাস্বরূপতয়া তানি প্রসিদ্ধানি ধনানি রত্নানি অতরৎ অদদাৎ ॥ ২৭ ॥ তদেব বিশদীকরোতি—যেষু রত্নেষু একং একমেব

বিহাপয়ন্ত্যা রত্নানি তস্যা ব্যঞ্জিত-সৌহৃদা ।
'দন্তশ্রীঃ প্রসৃতা' * তেষামনুব্রজ্যামিবাকরোৎ ॥ ২৯ ॥
তস্যা বিনয়-সম্পত্তি স্তৃপ্তিকর্ত্রী যথাজনি ।
নান্যেষাং স্থূললক্ষাণাং তদ্বদংহতি-সংহতৌ ॥ ৩০ ॥
বিতীর্ণং ব্রহ্মপূজায়াং তয়াপাঙ্গমণিং গতে ।
গোপালে ব্রহ্মতাপ্যদ্ধা সিদ্ধাভূদ্ ব্রহ্মবাদিনাম্ ॥ ৩১ ॥
মধুমঙ্গলনামাথ কৃষ্ণবন্ধু র্বিদূষকঃ ।
মণিকন্দুকমাসাদ্য স্বাদ্যমোদকবদ্ ব্যধাৎ ॥ ৩২ ॥
তস্য মধ্বিবতি নাম প্রাক্ পদেনাহূয় কাপি তং ।
জহাস কিঞ্চিদ্দিশতী রসনাসর-বিপ্রুষং ॥ ৩৩ ॥

পরা অত্যুত্তমা গুরুদক্ষিণা স্যাৎ, ক্ষিতীশ্বরী রাধা তু তানি রত্নানি যাবদৃঢ়ং বহনশক্তিং অভিব্যাপ্য স্নাতকেভ্যঃ ব্রহ্মচারিভ্যো দদৌ ॥ ২৮ ॥ রত্নানি বিহাপয়ন্ত্যাঃ দদত্যা স্তস্যাঃ ব্যঞ্জিতং স্ফুটীকৃতং সৌহৃদং সখ্যং যত্র তথাভূতা দন্তশ্রীঃ হাস্যচ্ছটা, [পাঠান্তরে দত্তস্য দানস্য শ্রীঃ সুষমা] প্রসৃতা উদ্‌গতা প্রাদুর্ভূ্তা সতী তেষাং স্নাতকানাং অনুব্রজ্যাং অনুগমনমিবাকরোৎ ॥ ২৯॥ তস্যা রাধায়া বিনয়ঃ এব সম্পত্তিঃ যথা তেষাং তৃপ্তিকর্ত্রী সন্তোষ-দায়িকা অজনি অভূৎ, স্থূললক্ষাণাং বদান্যানাং অন্যেষাং অংহতীনাং দানানাং সংহতৌ সমূহে অপি তদ্বৎ তৃপ্তিঃ নাভবদিত্যর্থঃ ॥ ৩০ ॥ তয়া রাধয়া ব্রহ্মপূজায়াং বিতীর্ণং দত্তং অপাঙ্গমণিং গোপালে কৃষ্ণে গতে প্রাপ্তে সতি ব্রহ্মবাদিনাং অদ্বৈতব্রহ্মচিন্তকানাং ব্রহ্মতা ব্রহ্মস্বরূপতা-প্রাপ্তিঃ অপি অদ্ধা তত্ত্বতঃ সিদ্ধা অভূৎ। শ্রীরাধয়া সম্প্রদানকালে অপাঙ্গ-বিক্ষেপেণ তং গোপালমেব নিরীক্ষমাণা সতী তেভ্যো ব্রহ্মচারিভ্যঃ তস্যৈব সমর্পণেন তেষাং সাক্ষাদ্ ব্রহ্মাবাপ্তিঃ সূচিতেতি। 'ব্রহ্ম গোপালবেশ'মিত্যাদ্যুক্তি-নিচয়াৎ ॥ ৩১ ॥ মধুমঙ্গলে দান-বৈশিষ্ট্যমাহ—অথ মধুমঙ্গলনামা কৃষ্ণস্য বন্ধুঃ বিদূষকঃ মণিময়ং কন্দুকং গেণ্ডুকং আসাদ্য প্রাপ্য স্বাদ্যং ভোজ্যং মোদকমিব ব্যধাৎ অকরোৎ অলিক্ষৎ। বিদূষকলক্ষণমুজ্জ্বলে—'বসন্তাদ্য-ভিধো লোলো ভোজনে কলহপ্রিয়ঃ। বিকৃতাঙ্গবচোবেশৈ র্হাস্যকারী

---

* দত্তশ্রীরুদ্‌গতা (গো)

বৃণীধ্বমিষ্টং ভূদেবা ইত্যালিদ্বার-তদ্গিরি ।
দেহি ত্বদিষ্টমিত্যূচে সাঞ্জলি র্মধুমঙ্গলঃ ॥ ৩৪ ॥
স্মেরে সখীজনে রাধা কৃতসন্ধা তথাকৃত ।
ভ্রূগতিং স যথা মোহাত্তমালম্বত মাধবঃ ॥ ৩৫ ॥
মাল্যং দিশন্তী সাভিপ্রৈন্মদিষ্টং নয়তাদিতি ।
স্বস্তীত্যুক্ত্বা স জগ্রাহ মাধবং মধুমঙ্গলঃ ॥ ৩৬ ॥
ততঃ স্বকণ্ঠে তং সক্তং কৃত্বা স চ বিদূষকঃ ।
তথানর্ত্তীদনেনাপি যথানর্ত্তীব সংসদি ॥ ৩৭ ॥
কটাক্ষেণাথ গোবিন্দ-মিত্রাণ্যালিততি র্মিথঃ ।
দৃষ্ট্বা জহাস কুরলদাকৃষ্ট-পটসংবৃতং ॥ ৩৮ ॥
স্বস্থে সখ্যৌ তমাচখ্যৌ সম্বৃত্য স্মিতমুজ্জ্বলঃ ।
অনাসীন শ্চিরং ক্ষীণঃ স্বং শ্রমং বেৎসি বা ন বা ॥ ৩৯ ॥

বিদূষকঃ । বিদগ্ধমাধবে খ্যাতো যথাসৌ মধুমঙ্গলঃ ॥ ৩২ ॥ কাপি গোপী তস্য 'মধুমঙ্গল' ইত্যেতন্নাম্নঃ প্রাক্ 'মধু' ইতি পদেন তং আহূয় রসনায়ৈ রসনাপ্রিয়ঃ বা সরঃ দধিদুগ্ধাদিকাগ্রং মধু বা তস্য বিপ্রুষং বিন্দুং কিঞ্চিৎ অল্পমাত্রং দিশতি দদানা জহাস ॥ ৩৩ ॥ 'হে ভূদেবাঃ ব্রাহ্মণাঃ ! যূয়ং ইষ্টং অভিলষিতং বস্তু বৃণীধ্বং যাচত' ইতি আলি-দ্বারেণ সখীমুখেন তস্যাঃ গিরি বাক্যে মধুমঙ্গলঃ সাঞ্জলিঃ কৃতাঞ্জলিঃ সন্ উবাচ 'তব ইষ্টং কৃষ্ণং দেহি' ইতি ॥ ৩৪ ॥ স্মেরে মধুমঙ্গলপ্রার্থনামাকর্ণ্য হাস্য-পরায়ণে সখীজনে (ভাবে সপ্তমী) রাধা কৃতা সন্ধা প্রতিজ্ঞা যয়া তথাভূতা সতী ভ্রূগতিং ভ্রূভ্রমণং তথা অকৃত, যথা স মাধবঃ মোহাৎ তং মধুমঙ্গলং আলম্বত আশ্রয়ত ॥ ৩৫ ॥ সা রাধা মাল্যং দিশন্তী দদতী 'মম ইষ্টং কৃষ্ণং নয়তাৎ গৃহাণ' ইতি অভিপ্রৈৎ ঐচ্ছৎ [অভি—প্র+ইন্ গতৌ লঙি রূপং]। মধুমঙ্গলঃ 'স্বস্তি' ইতি উক্ত্বা মাধবং জগ্রাহ ॥ ৩৬ ॥ ততঃ স চ বিদূষকঃ তং কৃষ্ণং স্বস্য কণ্ঠে সক্তং আলিঙ্গিতং কৃত্বা তথা অনর্ত্তীৎ অনটৎ, যথা অনেন কৃষ্ণেণ সংসদি সভায়াং অনর্ত্তি নৃত্যতে স্ম ॥ ৩৭ ॥ অথ আলিততিঃ সখীগণঃ কুরলাৎ চূর্ণকুন্তলাৎ আকৃষ্টং পটস্য বস্ত্রস্য সংবৃতং আবরণং যত্র তদ্ যথা স্যাত্তথা কটাক্ষেণ নয়ন-প্রান্তভাগেন গোবিন্দস্য মিত্রাণি সখীন্ দৃষ্ট্বা

অদীব্যদেবমেতেষাং বৈদগ্ধীদিগ্ধ-চেতসাং।
'সভায়াং সমভাবানাং' † নিহ্নুতি নর্ম্মকর্ম্মণি ॥ ৪০ ॥
রাধে নিত্যং সখীনেত্র-কৈরবশ্রীবিকাসিনি।
সেব্যা পূর্ণিময়া বৃন্দারণ্য-সাম্রাজ্যমাশ্রয় ॥ ৪১ ॥
এবমাশীশিষৎ পৌর্ণমাসী-মুখগুরুস্ত্রিয়ঃ।
বিবর্দ্ধিষ্ণুশ্রিয়া জাতা স্তয়া তু ফলিতাশিষঃ ॥ ৪২ ॥
[যুগ্মকম্]
তস্যা রাজ্যাভিষেকান্তে লব্ধে বন্ধ-বিমোচনে।
চিত্রং বন্ধমভূদ্ ভূরি তেনাজিতমনঃ পুনঃ ॥ ৪৩ ॥

জহাস ॥ ৩৮ ॥ উজ্জ্বলঃ সখা স্মিতং সংবৃত্য আচ্ছাদ্য নিবার্য্য বা সখ্যৌ কৃষ্ণে স্বস্থে প্রকৃতিস্থে সতি তং কৃষ্ণং আচখ্যৌ অবদৎ—'চিরং বহুক্ষণং যাবৎ অনাসীনঃ দণ্ডায়মানঃ অতঃ ক্ষীণঃ সন্ স্বং স্বকীয়ং শ্রমং বেৎসি জানাসি ন বা ? 'অতঃ ইদানীং উপবিশ ॥ ৩৯ ॥ এবং সমভাবানাং বৈদগ্ধ্যা চাতুর্য্যা দিগ্ধং লিপ্তং সমাযুক্তমিতি যাবৎ চেতঃ মনো যেষাং তথা-বিধানাং এতেষাং সখীনাং সভায়াং নর্ম্মকর্ম্মণি পরীহাসেঽপি নিহ্নুতিঃ গোপনং চৌর্যং বা অদীব্যৎ বিরাজতি স্ম ॥ ৪০ ॥

অথ পৌর্ণমাসী-দ্বারা পুরন্ধ্রীণামাশীর্ব্বাদমাহ—'নিত্যং সখীনাং নেত্রে এব কৈরবে পদ্মে তয়োঃ শ্রিয়াং সৌন্দর্য্যাণাং বিকাশকারিণি, রাধে ! এতেন রাধায়াং চন্দ্রত্বমারোপ্যতে ; পূর্ণিময়া মুনিবরয়া পক্ষে তিথ্যা সেব্যা সতী বৃন্দারণ্যস্য সাম্রাজ্যং আধিনায়কং আশ্রয় গৃহাণ। গগনচন্দ্রমা অপি অরণ্যে রাজত্বং করোতীতি 'ওষধীশ' 'ওষধীপতী'ত্যাদি নামনিরুক্তেঃ ॥' পৌর্ণমাসী প্রযোজিকা মুখং প্রধানা গুরুস্ত্রিয়ঃ এবং পূর্বোক্তপ্রকারেণ তাং আশীশিষৎ আশিষমকারয়ৎ ॥ [আঙ্‌শিষ্‌লৃ বিশেষণে ণিচি+লুঙি রূপং]। তয়া রাধয়া তু তাঃ এব স্ত্রিয়ঃ বিবর্দ্ধিষ্ণুঃ ক্রমবৃদ্ধিশীলা যা শ্রীঃ শোভা সমৃদ্ধিঃ তয়া করণভূতয়া ফলিতাশিষঃ ফলিতা পরিণতা আশীঃ মঙ্গলাকাঙ্ক্ষা যাসাং তথাভূতা জাতাঃ সমভবন্ ॥ আশীর্বচন-দানসমকাল এব তস্যাং শ্রীবৃদ্ধেঃ দর্শনেন তাসামপি পরিফুল্লতাভূদিত্যর্থঃ ॥ ৪১-৪২ ॥ তস্যা রাজ্যে অভিষেকস্যান্তে অবসানে বদ্ধানাং বিমোচনে বিমুক্তীকরণে

---

† নানাবিধ সভামধ্যে (রা)

তস্যাঃ প্রেম্না সিতাঃ সর্ব্বা মুক্তিদানাখ্য-পর্ব্বণি ।
অকম্পন্ত তদাদেশান্নিজত্যাগ-ভয়াদিব ॥ ৪৪ ॥
অসত্ত্বাদন্যবন্দীনাং ক্রীড়াপত্রিমৃগাঃ পরং ।
তয়াভুবন্ বহির্মুক্তা নান্তঃ স্বপ্রেম-বন্ধনাৎ ॥ ৪৫ ॥
যদা তত্রাভিষেকান্তে ত্যক্তহিংসে জগত্যপি ।
বৃন্দাবনে সদা শান্তে সা নাশিষদবধ্যতাং ॥ ৪৬ ॥
আদ্যূন-ধনিকস্বৈরতর্পণে চিন্তিতে তয়া ।
নূনং নানারসানূহু র্নদ্যো রত্নানি পর্ব্বতাঃ ॥ ৪৭ ॥
ধূর্য্যাণাং ধূর্বিমোকে তু লব্ধে বীক্ষিতমন্যথা ।
মধুপুষ্পধুরাং ভূরি স্বতঃস্তব্ধা নগা দধুঃ ॥ ৪৮ ॥

লব্ধে শাসনে প্রাপ্তে সতি চিত্রং অদ্ভুতং অভূৎ, যৎ তেন অজিতস্য কৃষ্ণস্য মনঃ সদোন্মুক্তমপি পুনঃ ভূরি প্রচুরং যথা স্যাত্তথা বদ্ধং জাতং ॥ ৪৩ ॥ কিঞ্চ, তস্যা রাধায়াঃ প্রেম্না সিতা বদ্ধাঃ সর্বাঃ সখ্য ইতি শেষঃ, মুক্তিদান-সংজ্ঞকে উৎসবে তস্যা আদেশাৎ নিজত্যাগভয়াৎ ইব অকম্পন্ত। ইবেতি কম্পস্য স্বাত্বিক-বিকারহেতুকত্বং গময়তি ॥ ৪৪ ॥ অন্যেষাং বন্দীনাং প্রগ্রহাণাং অসত্ত্বাৎ অভাবাৎ ক্রীড়ায়ৈ যে পত্রিণঃ পক্ষিণঃ মৃগাঃ পশবশ্চ আসন্, তে তয়া রাধয়া বহি র্মুক্তাঃ উন্মোচিতাঃ অভবন্ ন অন্তঃ, তত্র হেতুমাহ— স্বপ্রেমবন্ধনাদিতি ॥ ৪৫ ॥ তত্র বৃন্দাবনে অভিষেকান্তে যদা জগতি অপি ত্যক্তহিংসে হিংসারহিতে অতঃ সদা শান্তে চ সতী সা অবধ্যতাং অবধ্যানাং মারণানর্হাণাং সমূহং ন আশিষৎ 'সমূহে খণ্ড-কাণ্ড-তলঃ' ইতি। যদ্বা অবধ্যানাং অনর্থকবাক্যানাং সমূহং ন অশিষৎ আদিশৎ ॥ ৪৬ ॥ আদ্যূনা ঔদরিকাশ্চ ধনিকাঃ সাধবঃ, সাধুনার্য্যঃ, যুবত্যো বা, তেষাং তাসাঞ্চ স্বৈরং যথেচ্ছং যথা স্যাত্তথা তর্পণে সন্তোষ-বিষয়ে তয়া চিন্তিতে নদ্যঃ মুহু র্বারং বারং নানারসান্ তথা পর্বতাঃ রত্নানি নূনং নিশ্চিতমূহুঃ উদগময়ন্। ধনিকা সাধু নার্য্যাং না ধন্যাকে ত্রিষু সাধুধনিনোশ্চেতি মেদিনী। ধূর্য্যাণাং ভারবাহিনাং ধুরঃ ভারস্য বিমোকে বিমোচনে তু লব্ধে শাসনে প্রাপ্তে অন্যথা শাসনবৈপরীত্যং বীক্ষিতং দৃষ্টং। স্বতঃ স্বভাবত এব স্তব্ধা জড়া নগা বৃক্ষাঃ অপি মধূনাং চ পুষ্পাণাঞ্চ ধুরাং ভারাণাং ভূরি

অদোহ্যানাং তথোস্রাণাং প্রস্নবা প্লাবকা ভুবাং।
রাজ্যাদস্যাঃ স্বয়ম্ভূষ্ণৌ শস্যে বৃষ্টিযশো যযুঃ ॥ ৪৯ ॥
[কলাপকম্]

গোবিন্দস্যাভিষেকেণ পুরা যদপি তদ্বিধং।
বৃন্দাবনমথাপ্যস্যাঃ স এবাদীব্যদদ্ভুতং ॥ ৫০ ॥
সা স্ববেশায় পূর্ম্ধ্যং পূর্ণিমানুস্থতা বিশৎ।
'তারাঃ পরিচিকীর্ষুর্ব্বা পুরোঽদ্রিং শশিন স্তনূঃ'* ॥৫১॥
সা কৃষ্ণং পূর্ণিমা দেবী রগ্রেকৃত্বা তদাস্পদং।
দিব্যালিবন্দিতৈঃ পুষ্পৈঃ সিক্তাগাদ্ বিশ্ববন্দিতা ॥৫২॥
তদ্‌গৌরীমণ্ডলং কান্ত্যা জিত-কুঙ্কুম-কন্দলং।
কৃষ্ণাগ্রং সংব্রজদ্ ভ্রেজে নিজবক্ষোজ-সম্মিতং ॥ ৫৩ ॥✝

প্রাচুর্য্যং দধুঃ ধৃতবন্তঃ। তথা অস্যা রাজ্যাৎ রাজ্যলাভাদবধি অদোহ্যানাং দুগ্ধরহিতানাং উস্রাণাং ধেনূনাং ভুবাং পৃথিবীনাং প্লাবকাঃ প্রস্নবাঃ দুগ্ধ-ক্ষরণানি তথা স্বয়ং ভূষ্ণৌ ভবনশীলে শস্যে বৃষ্টেঃ বর্ষায়াঃ যশঃ যযুঃ অগচ্ছন্ ॥ ৪৮-৪৯ ॥ পুরা যদ্যপি গোবিন্দস্য অভিষেকেণ তদ্বিধং বৃন্দাবন-মাসীৎ, তথাপি অস্যাঃ স এবাভিষেকঃ অদ্ভুতং বিস্ময়করং অপরিকলিত-পূর্ব্বং বা যথা স্যাত্তথা অদীব্যৎ অশোভত। ততোঽপি আশ্চর্য্যকরং সঞ্জাতমিতি ভাবঃ ॥ ৫০ ॥ ভূষায়ৈ পুরমধ্য-গমনমাহ—স্ববেশায় সা রাধা পূর্ম্ধ্যং অন্তঃপুরে পূর্ণিমাং অনুস্থতা অনুগতা সতী অবিশৎ। তত্র দৃষ্টান্তঃ —শশিনঃ তনূঃ চন্দ্রমূর্ত্তিঃ তারাঃ পরিচিকীর্ষুঃ ভূষয়িতুমিচ্ছুঃ পুরোদ্রিং পূর্ব্বাচলং বা ইব। স যথা তত্র উদেতি, তথেয়মপি পুরীমধ্যে ইত্যর্থঃ ॥ ৫১ বিশ্ববন্দিতা সা পূর্ণিমা কৃষ্ণং দেবীশ্চ অগ্রেকৃত্বা দিব্যৈঃ মনোরমৈঃ অলিভিঃ ভ্রমরৈঃ বন্দিতৈঃ স্তুতৈঃ পুষ্পৈঃ সিক্তা অভিষিক্তা সতী তদাস্পদং স্থানং অগাৎ অগমৎ ॥ ৫২ ॥ তত্রত্য-শোভাবিশেষমাহ—কান্ত্যা স্বাঙ্গভাসা জিতং ধিক্কৃতং কুঙ্কুমস্য কন্দলং সমূহো যেন তদ্ গৌরীণাং মণ্ডলং সমবায়ঃ কৃষ্ণস্য অগ্রদেশং সংব্রজৎ গচ্ছৎ নিজবক্ষোজয়োঃ কুচয়োঃ সম্মিতং তুল্যং

---

* তত্ত্ব, তেন পুরৈবাসীৎ প্রবেশেন সুবেশতাং (বৃ, রা)
✝ শ্লোকোঽয়ং (বৃ, রা) পুস্তকয়ো র্ন দৃশ্যতে ॥

ঘনাগ্রা চন্দ্রলেখা চেন্মধ্যে ভানাং বিরাজতে।
কৃষ্ণ-পশ্চাদালিবৃতা রাধা তর্হ্যুপমীয়তে ॥ ৫৪ ॥
মধ্যেকক্ষন্তথা রাধামধিমাধবিকা-গৃহং।
পরিবার্য্যানয়ন্ সখ্যো বৃন্দয়াদিষ্টবর্ত্মনা ॥ ৫৫ ॥
তদা তদ্ ভাসয়ামাস বাসন্তী-সদনান্তরং।
বৃন্দারণ্যধরাধীশা মধুশ্রীরিব দেহিনী ॥ ৫৬ ॥
বিষ্ণোঃ পূজামসৌ তত্র ব্যদধাদ্ বিধিগোচরং।
যত্র দেবীগণে স্মেরে সলজ্জং সিস্মিয়ে হরিঃ ॥ ৫৭ ॥
দন্তিদন্তাসনে দেবীং তূলিকাদি-কৃতশ্রিয়ি।
নিবিষ্টামভিতোঽভীষ্টা যথাযথমথাসত ॥ ৫৮ ॥
পূর্ণিমা তন্মুখস্যাগ্রে মধুপর্কমথার্পয়ৎ।
সসর্পিঃ পায়সেনাপি সুধাংশো স্তর্পণং মতং ॥ ৫৯ ॥

ভ্রেজে বিরাজিতাভূৎ। স্তনাগ্রভাগস্থ শ্যামলিমা খলু প্রসিদ্ধ এব ॥ ৫৩ ॥ কিঞ্চ, ভানাং নক্ষত্রাণাং মধ্যে যদি ঘনঃ মেঘঃ অগ্রভাগে যস্যাঃ তথাবিধা চন্দ্রলেখা বিরাজতে, তদা আলিভিঃ সখীভিঃ বৃতা পরিবেষ্টিতা কৃষ্ণস্য পশ্চাৎ রাধা উপমীয়তে ॥ তৃতীয়াতিশয়োক্তিরিয়ং ॥ ৫৪ ॥ অধিমাধবিকা-গৃহং মাধবীগৃহে মধ্যেকক্ষং কক্ষমধ্যে রাধাং পরিবার্য্য পরিবেষ্ট্য সখ্যঃ ইতঃ অস্মাৎ স্থানাৎ বৃন্দয়া আদিষ্টং নির্দ্দিষ্টং যৎ বর্ত্ম পন্থা স্তেন আনয়ন্ ॥ ৫৫ ॥ তদা বৃন্দাবনেশ্বরী তদ্ বাসন্তিকা-গৃহমধ্যং ভাসয়ামাস উজ্জ্বলীচকার। তত্র দৃষ্টান্তঃ—দেহিনী মূর্ত্তিমতী মধুশ্রীঃ বাসন্তীলক্ষ্মীরিব ॥ ৫৬ ॥ তত্র বাসন্তীগৃহে অসৌ রাধা বিধিগোচরং যথাবিধি বিষ্ণোঃ পূজাং ব্যদধাৎ অকরোৎ। যত্র দেবীগণে স্মেরে ঈষদ্ধাস্যপরায়ণে সতি হরিঃ লজ্জয়া সহ বর্ত্তমানং যথা স্যাত্তথা সিস্মিয়ে ঈষদ্ধাসমরোৎ ॥ ৫৭ ॥ দন্তিনঃ হস্তিনঃ দন্তনির্ম্মিতাসনে তথা তূলিকাদিভিঃ কৃতা সম্বর্ধিতা শ্রীঃ শোভা যস্য তথাবিধে নিবিষ্টাং উপবিষ্টাং দেবীং পট্টমহারাজ্ঞীং রাধা মভিতঃ অথ অভীষ্টাঃ প্রিয়তমাঃ সখ্যঃ যথাযথং যোগ্যতানুসারেণ আসত উপাবিশন্ ॥৫৮

অথ পূর্ণিমা তস্যাঃ মুখস্যাগ্রে সম্মুখং মধুপর্কং আর্পয়ৎ নিহিতবতী। মধুপর্ক-লক্ষণং—'দধি সর্পি র্জলং ক্ষৌদ্রং সিতৈতাভিস্ত পঞ্চভিঃ।

অথ সা পূজয়ামাস মুনীশাং গুরুমাত্মনঃ।
সংজ্ঞাচ্ছায়ে অপি তদা সর্ব্বগ্রহবিদাং গুরূ ॥ ৬০ ॥
যৎকান্তি-কীর্ত্তিত স্ত্রাসাদকীর্ত্তিঃ সর্ব্বতো দ্রুতা।
স্পর্দ্ধিনং চন্দ্রমন্বদ্ধা সম্বদ্ধা লাঞ্ছনায়তে ॥ ৬১ ॥
যস্যা গীতাং সদাজস্রং শুশ্রূষুরিব চারুতাং।
স্মরে নানুমৃতিং ভেজে রতিঃ স্মরহরোষিতে ॥ ৬২ ॥
যস্যাঃ সেবোচিতং ন স্যাৎ পুংদেহমিতি কিং স্মরঃ।
রুদ্রাৎ ক্রোধাগ্নিমুৎপাদ্য প্লুষ্টঃ প্রাগাদনঙ্গতাং ॥ ৬৩ ॥

প্রোচ্যতে মধুপর্কস্তু সর্ব্বদেবৌঘ-তুষ্টয়ে।' তত্র হেতুমাহ—সর্পিষা ঘৃতেন সহ পায়সেনাপি সুধাংশো শ্চন্দ্রস্য তর্পণং তৃপ্তিঃ স্যাদিতি মতং জ্যোতির্বিদামিতি শেষঃ। তদুক্তং গ্রহযাগে সূর্য্যায় গুড়ৌদনং, সোমায় ঘৃত পায়সমিত্যাদিনা ; অয়ং ভাবঃ—যথা চন্দ্রযাগে ঘৃতপায়সং প্রীতিকরং, তথা শ্রীচন্দ্রমুখ্যৈ মধুপর্কমপি রোচত ইতি ভাবঃ ॥ ৫৯ ॥ অথ সা আত্মনঃ গুরুং মুনীশাং পৌর্ণমাসীং পূজয়ামাস। তদা সর্বেষাং গ্রহবিদাং গুরূ সংজ্ঞাচ্ছায়ে অপি অপূজয়ৎ ॥ ৬০ ॥

অথ তামেব বিশিনষ্টি পঞ্চদশভিঃ শ্লোকৈঃ—যস্যা রাধায়াঃ কান্তেঃ আভায়াঃ কীর্ত্তিতঃ যশঃ শ্রুত্বা অকীর্ত্তিঃ সর্ব্বতঃ সমন্তাৎ দ্রুতা পলায়িতা [তদুক্তং—ইন্দিরামৃগ্যসৌন্দর্য্যস্ফুরদঙ্ঘ্রিনখাঞ্চলে ইতি] তথা স্পর্দ্ধিনং প্রতিপক্ষিণং চন্দ্রমনু লক্ষ্যীকৃত্য অদ্ধা সাক্ষাৎ সংবদ্ধা সতী তত্র লাঞ্ছনমিব কলঙ্কবৎ আচরতি। অত্র প্রতীপালঙ্কারঃ—'উপমানস্য ধিক্কার উপমেয়স্ততৌ যদি। প্রতীপমুপমানস্য ধিক্কৃত্যৈ চোপমেয়তা।' অত্রোপমেয়স্য রাধাকান্তেঃ শুভ্রতয়া উপমানস্য চন্দ্রস্য ধিক্কারঃ, অতঃ প্রতীপম্ ॥ ৬১ ॥ সদা অজস্রং অনবরতং গীতাং প্রস্তুতাং যস্যাঃ চারুতাং মাধুর্য্যং যদ্বা গীতাং সংস্তুতাং চারুতাং সদা অজস্রং শুশ্রূষুঃ শ্রোতুমিচ্ছুঃ সতী রতিঃ কামপত্নী স্মরহরেণ শিবেন স্মরে কামে উষিতে দগ্ধেঽপি (উষ দাহে ভৌবাদিকঃ নিষ্ঠায়াং) অনুমৃতিং সহমরণং ন ভেজে প্রাপ্তবতী। ইবেত্যুৎপ্রেক্ষাদ্যোতকম্ ॥ ৬২ ॥ 'যস্যাঃ সেবোচিতং পুংদেহং ন স্যাৎ'—ইতি মত্বা স্মরঃ কামদেবঃ রুদ্রাৎ শিবাৎ ক্রোধাগ্নিং উৎপাদ্য জনয়িত্বা প্লুষ্টঃ দগ্ধঃ সন্ অনঙ্গতাং দেহহীনত্বং মনোজত্বমিতি যাবৎ প্রকৃষ্টরূপেণাগাৎ প্রাপ্নোৎ

ফুল্লতাং কুর্বতী শশ্বৎ কৃষ্ণাঙ্গদ্যুতিবারিধেঃ।
উদয়ন্তী তনু র্যস্যা ধত্তে বিধুতনো স্তুলাং ॥ ৬৪ ॥
অঙ্গরাগ-শ্রিয়া যস্যা দুর্বর্ণানি সুবর্ণতাং।
রজতানি পুলিন্দানাং কলত্রানি চ বিভ্রতি ॥ ৬৫ ॥
অলঙ্কারৈ রলং ন স্তে স্বয়ন্তু বয়মিত্যদঃ।
যস্যা স্তদ্বিম্বদন্তেন ব্যজ্যতে স্মাঙ্গপঙ্‌ক্তিভিঃ ॥ ৬৬ ॥

কিম্? উৎপ্রেক্ষা ॥ ৬৩ ॥ যস্যা রাধায়াঃ তনুঃ কৃষ্ণস্য অঙ্গানাং যো দ্যুতিবারিধিঃ কান্তি-সমুদ্র স্তস্য শশ্বৎ পুনঃ পুনঃ ফুল্লতাং বিবৃদ্ধিং কুর্ব্বতী উদয়ন্তী সমুদয়ং প্রাপ্নুবতী সতী বিধুতনোঃ চন্দ্রমূর্ত্তেঃ তুলাং সাদৃশ্যং ধত্তে বিভর্ত্তি। সোঽপি বারিধে রুদ্‌গতঃ 'সিন্ধুজন্মেতি' 'সমুদ্রনবনীতেতি' 'ক্ষীরোদনন্দনে'তি তস্য নাম-নিরুক্তেঃ ॥ ৬৪ ॥ যস্যা অঙ্গরাগস্য লাবণ্যস্য শ্রিয়া সম্পত্ত্যা দুর্বর্ণানি রজতানি শ্লেষেণ মন্দবর্ণানি অপি সুবর্ণতাং স্বর্ণত্বং পক্ষে সুন্দরবর্ণং যাতি প্রাপ্নোতি। পুলিন্দানাং কলত্রাণি কামিন্যশ্চ যস্যাঃ অঙ্গরাগঃ অঙ্গবিশেষাণাং কুঙ্কুমচন্দনাদি-বিলেপণং তদেব শ্রীঃ মহাসম্পত্তি স্তয়া রজতানি হারান্ বিভ্রতি পরিদধতি। তদুক্তং শ্রীদশমে (২১।১৭) পূর্ণাঃ পুলিন্দ্য উরুগায়-পদাব্জরাগশ্রীকুঙ্কুমেন দয়িতা-স্তন-মণ্ডিতেন। তদ্দর্শনস্মররুজ-স্তৃণরুষিতেন লিম্পন্ত্য আনন-কুচেষু জহু-স্তদাধিমিতি। এতৎপদ্যস্য ব্যাখ্যাবিশেষশ্চ শ্রীসনাতন-গোস্বামি-চরণ-কমলেভ্যো জ্ঞাতব্যঃ আস্বাদনীয়শ্চ [বৃ, ভা, ২।৭।১১৯]। শ্লেষগর্ব্বা তুল্যযোগিতেয়ং ॥ ৬৫ ॥ যস্যাঃ অঙ্গপংক্তিভিঃ অঙ্গপ্রত্যঙ্গৈঃ তৎ প্রসিদ্ধং বিম্বং প্রতিবিম্বং তস্য দন্তেন ছলাৎ অদঃ ইদং ব্যজ্যতে স্ফুটীক্রিয়তে স্ম। 'কিং তদিত্যত আহ—"অলঙ্কারৈঃ নঃ অস্মাকং অলং প্রয়োজনং নাস্তীত্যর্থঃ। 'অলং ভূষণ-পর্য্যাপ্তি-বারণেষু নিরর্থকে' ইতি মেদিনী। তু বৈশিষ্ট্য-দ্যোতনে, তে অলঙ্কারাস্তু স্বয়ং বয়মেব।" পরং পদং ভূষণভূষণাঙ্গ-মি'ত্যুক্তেঃ। 'সর্ব্বসৌন্দর্য্যমর্য্যাদানীরাজ্যপদনীরজৌ' ইতি চ কার্পণ্য-পঞ্জিকায়াং। বিচ্ছিত্তিরিয়ং—যদুক্তমুজ্জ্বলে—'আকল্পকল্পনাল্পাপি বিচ্ছিত্তিঃ কান্তিপোষকৃদিতি'। যদ্বা রূপমিদং, তত্রৈবোক্তং—"অঙ্গান্যভূষিতান্যেব কেনচিদ্ ভূষণাদিনা। যেন ভূষিতবদ্‌ভান্তি তদ্রূপমিতি কথ্যতে" ॥ ৬৬ ॥

যস্যাঃ সুবলিতাঙ্গানি প্রেক্ষ্যাবয়বরাজয়ঃ।
হরেঃ স্বিদ্যন্তি গুণিষু গুণবানেব মেদ্যতি ॥ ৬৭ ॥
সর্ব্বাঙ্গ-সুষ্ঠুতালক্ষ্মী র্যস্যাঃ শ্রীকৃষ্ণচেতসি।
ধৈর্য্যাণাং চৌর্য্যকর্ত্রী চ শ্লাঘ্যতে মুনিভিঃ সদা ॥ ৬৮ ॥ *
যস্যা বিলাস-মাধুর্য্যামতৃপ্তিরিব মাধবী।
মাধবশ্চাদধাৎ পুষ্পলক্ষ্যেণাক্ষীণি লক্ষশঃ ॥ ৬৯ ॥
যস্যা লব্ধাসনাৎ কুঞ্জাদঞ্জসা সহ সৌরভৈঃ।
নিষ্ক্রম্যাবিভ্রমন্ ভৃঙ্গান্ স্বর্ণজাতীসমা রুচঃ ॥ ৭০ ॥

যস্যাঃ সুবলিতানি সুঘটিতানি অঙ্গানি প্রেক্ষ্য হরেঃ অবয়বরাজয়ঃ অঙ্গানি স্বিদ্যন্তি প্রস্বেদমুদ্গময়ন্তি। অর্থান্তরন্যাসেন তদেব দ্রঢ়য়তি—গুণিষু গুণবানেব মেদ্যতি স্নিহ্যতি [ঞি মিদা স্নেহনে দৈবাদিকঃ]। সৌন্দর্য্যং নাম উদ্দীপনমিদং। তদুক্তমুজ্জ্বলে—"অঙ্গপ্রত্যঙ্গকানাং যঃ সন্নিবেশো যথোচিতং। সুশ্লিষ্টঃ সন্ধিবন্ধঃ স্যাত্তৎ সৌন্দর্য্যমিতীর্য্যতে॥" ৬৭॥ তদেব পুনঃ বিশদীকরোতি—যস্যাঃ সর্ব্বাঙ্গানাং সুষ্ঠুতায়াঃ লক্ষ্মীঃ সুষমা শ্রীকৃষ্ণস্য চেতসি স্থিতানাং ধৈর্য্যাণাং চৌর্য্যকর্ত্রী অপহারিণীতি চ মুনিভিঃ ভরতাদ্যৈঃ সদা শ্লাঘ্যতে প্রশস্যতে॥ ৬৮॥ যস্যাঃ বিলাসাঃ প্রিয়সঙ্গজানি তাৎকালিকানি বৈশিষ্ট্যাদীনি তেষাং মাধুর্য্যাং চারুতায়াং অতৃপ্তিঃ ন নাস্তি তৃপ্তিঃ তোষঃ যস্য যস্যা বা সৈব মাধবী লক্ষ্মীঃ শ্লেষেণ বাসন্তীলতা মাধবঃ কৃষ্ণঃ, নারায়ণো বা, শ্লেষেণ বসন্তঃ ঋতুশ্চ পুষ্পাণাং লক্ষ্যেণ ব্যাজাৎ লক্ষশঃ অক্ষীণি চক্ষূংষি অদধাৎ অধারয়ৎ। বিলাস-লক্ষণং যথোজ্জ্বলে—গতিস্থানাসনাদীনাং মুখনেত্রাদি-কর্ম্মণাং। তাৎ-কালিকন্তু বৈশিষ্ট্যং বিলাসঃ প্রিয়সঙ্গজমিতি॥ ৬৯॥ যস্যাঃ লব্ধং গৃহীত-মাসনং পীঠং স্থিতি র্বা যত্র তস্মাৎ কুঞ্জাৎ অঞ্জসা দ্রুতং সৌরভৈঃ সুগন্ধৈঃ সহ স্বর্ণজাতীনাং স্বর্ণবর্ণমালতীকুসুমানাং সমাঃ সদৃশাঃ রুচঃ কান্তয়ঃ নিষ্ক্রম্য উদ্গত্য ভৃঙ্গান্ ভ্রমরান্ পক্ষে ষিড়্গ-নায়কং কৃষ্ণং (গৌরবে

---

* ইতঃপরং (গৌ) পুস্তকেঽধিকোঽয়ং—
গুণোত্তরাপি রূপশ্রী র্যস্যা গোবিন্দ-মোহিনী।
অগুণীভূতভাবেন কৃৎস্নে জগতি খেলতি॥

সৌরীমানসগঙ্গাভ্যাং চারুচামর-বীজনাৎ।
যস্যা বিসার্য্যমাণেব রেজে বিস্থমরা রুচিঃ ॥ ৭১ ॥
অধঃস্থেনাপি যেনাসীৎ পূর্ণিমেন্দোরধঃকৃতিঃ।
ঊর্দ্ধস্থেনামুনা চ্ছত্রেণাভূদ্ যস্যাঃ সমুন্নতিঃ ॥ ৭২ ॥
অনিমেষবধূভিশ্চ বন্দ্যা যস্যা দিদৃক্ষয়া।
অনিমেষদশাং লব্ধুং সখ্য স্তৃষ্ণামকুর্ব্বত ॥ ৭৩ ॥
কৃষ্ণাদ্যা বামপুরতঃ পুরতঃ পূর্ণিমাদয়ঃ।
যস্যাঃ সব্যপুরো দেব্য শ্চক্ষুঃ পূর্ণামৃতং ব্যধুঃ ॥ ৭৪ ॥
তস্যা বৃন্দাবনেশ্বর্য্যা ভূষাং কর্ত্তুমথাগতাঃ।
তদ্রূপ-বৈভবেনাল্যঃ স্বয়মাসন্ বিভূষিতাঃ ॥ ৭৫ ॥
[পঞ্চদশভিঃ কুলকং]

বহুবচনং, যদ্বা তস্য বহুবিধনায়কগুণানবেক্ষ্য তথোক্তিঃ) অবিভ্রমন্ বিভ্রমং অকুর্বন্। দ্বিতীয়পক্ষে 'গন্ধোন্মাদিতমাধবেতি' প্রসিদ্ধমেব। শ্লেষো ভ্রান্তিমাংশ্চ ॥ ৭০ ॥ অথ চামরান্দোলন-প্রভাবং বর্ণয়তি—যস্যা রুচিঃ কান্তিঃ সৌরী যমুনা চ মানসগঙ্গা চ তাভ্যাং চারুচামরয়োঃ বীজনাৎ বিসার্য্যমাণা সর্ব্বতঃ প্রসারিতা ইব বিস্থমরা বিসরণশীলা সতী রেজে ব্যরাজত। উৎপ্রেক্ষা ॥ ৭১ ॥ শ্বেতচ্ছত্র-শোভামাহ—অধঃস্থেনাপি যেন ছত্রেণ করণেন পূর্ণিমায়াঃ ইন্দোশ্চন্দ্রস্য অধঃকৃতিঃ শ্বেতিম্না ধিক্কার আসীৎ, অমুনা ঊর্দ্ধগামিনা ছত্রেণ যস্যাঃ রাধায়াঃ সমুন্নতিঃ উচ্ছ্রায়ঃ সমুচ্চতা অভূৎ ॥ ৭২ ॥ যস্যা রাধায়া দিদৃক্ষয়া দর্শনলিপ্সয়া অনিমেষাণাং দেবানাং বধূভিশ্চ বন্দ্যাঃ স্তুত্যাঃ সখ্যঃ অনিমেষদশাং নিমেষ-রাহিত্যং লব্ধুং প্রাপ্তুং তৃষ্ণাং লালসামুৎকণ্ঠাং বা অকুর্ব্বত অকুর্ব্বন্ ॥ ৭৩ ॥ যস্যাঃ বাম-পুরতঃ কৃষ্ণাদ্যাঃ গোপালাঃ, পুরতঃ সম্মুখং পূর্ণিমাদয়ঃ গুরুজনাঃ সব্যপুরঃ দক্ষিণস্থাং সম্মুখং চ দেব্যঃ চক্ষুষাং পূর্ণামৃতং মহারসায়নত্বং ব্যধুঃ প্রাপ্নুবন্নিত্যর্থঃ ॥ ৭৪ ॥ অথ তস্যা বৃন্দাবনেশ্বর্য্যা রাধায়াঃ ভূষাং কর্ত্তুমাগতাঃ আল্যঃ সখ্যঃ তস্যাঃ তৎ প্রসিদ্ধং বা যৎরূপং সৌন্দর্য্যং [তদুক্তং— 'অঙ্গান্যভূষিতান্যেব কেনচিদ্ ভূষণাদিনা। যেন ভূষিতবদ্ভাতি তদ্রূপমিতি কথ্যতে' উজ্জ্বলে] তস্য বৈভবেন সম্পদা, এতদুপলক্ষিতেন অন্যেঽপি

আকল্পারম্ভণে তস্মিং স্তস্যাং প্রত্যফলৎ প্রভোঃ।
মুখশ্রীঃ কাপি তদ্‌যুক্তং সৈব তৎ প্রতিকর্ম্ম যৎ ॥ ৭৬ ॥
প্রসাধনায় রাধায়া দৃষ্ট্বা দেবীঃ সমুৎসুকাঃ।
সখ্যঃ প্রোচুরিমাং স্পৃষ্ট্বা প্রাগাশিষয়ত স্বয়ম্‌ ॥ ৭৭ ॥
তৎ কেশবেশকর্ম্মাসীৎ প্রসূতি র্বিশ্বকর্ম্মণঃ ;
তস্মাজ্জন্মগুণ স্তস্যা যস্মিন্‌ দ্বিগুণিতামগাৎ ॥ ৭৮ ॥
ততা কাণ্ডপটী তাভিঃ পুনঃ কাণ্ডমবাপ্যসৌ।
যা দৃষ্টিকাণ্ডাভেদ্যাপি ধ্যানভেদ্যা হরেরভূৎ ॥ ৭৯ ॥

কায়িকা গুণা গ্রাহ্যাঃ। তে যথোজ্জ্বলে—'তে বয়োরূপলাবণ্যে সৌন্দর্য্যমভিরূপতা। মাধুর্য্যং মার্দ্দবাদ্যাশ্চ কায়িকাঃ কথিতা গুণা' ইতি। এতেষাং লক্ষণানি চ তত্রৈব মৃগ্যাণি। স্বয়ং বিভূষিতা আসন্‌। যদুক্তং [বৃ, ম, ২।৮৬] শ্রীরাধাপাদপদ্মচ্ছবিমধুরতরপ্রেমচিজ্জ্যোতিরেকাম্ভোধেরুদ্ভূতফেনস্তবকময়তনূরিত্যাদিনা। [এবঞ্চ ৯।৫৫, ১৪।৩৪ শ্লোকং দ্রষ্টব্যং] ॥ ৭৫ ॥

অথাকল্পরচনা-বৈচিত্রীং বর্ণয়তি—তস্মিন্‌ আকল্পস্য বেশস্য আরম্ভণে সতি তস্যাং রাধায়াং প্রভোঃ কৃষ্ণস্য কাপি অনির্বাচ্যা মুখশ্রীঃ প্রতিবিম্বিতাভূৎ। তচ্চ প্রতিফলনং যুক্তং ন্যায্যমেব। যদ্‌ যস্মাৎ সৈব কৃষ্ণমুখশ্রীঃ তৎ সুবিলক্ষণং তস্যাঃ রাধায়া বা প্রতিকর্ম্ম প্রসাধনং ॥ ৭৬ ॥ রাধায়াঃ প্রসাধনায় শৃঙ্গারায় দেবীঃ সম্যক্‌রূপেণ উৎকণ্ঠিতা দৃষ্ট্বা সখ্যঃ প্রোচুঃ—'প্রাক্‌ প্রথমতঃ যূয়ং ইমাং স্পৃষ্ট্বা স্বয়মাত্মনৈব আশিষয়ত আশীর্ব্বাদং কুরুধ্বমিত্যর্থঃ ॥ ৭৭ ॥ বিশ্বকর্ম্মণঃ প্রসূতিঃ কন্যা সংজ্ঞা তস্যাঃ কেশানাং বেশকর্ম্মা বেশরচনায়ৈ প্রবৃত্তা আসীৎ। তস্মাদেব হেতোঃ তস্যাঃ যস্মিন্‌ বিশ্বকর্ম্মণি জন্মনঃ গুণঃ উৎকর্ষঃ দ্বিগুণিতাং প্রাপ্নোৎ। বিশ্বকর্ম্মণঃ অসাধ্যেঽপি তৎপরিকর্ম্মণি তৎকন্যকায়াঃ নিয়োগাৎ ন্যায্যমেব তস্যা স্তস্মাদপি গুণভূয়স্ত্বমিতি দিক্‌ ॥ ৭৮ ॥ পুনঃ যবনিকা-মধ্যং তস্যা গমনং বর্ণয়তি—তাভিঃ সখীভিঃ পুনঃ কাণ্ডপটী তিরস্করিণী ততা বিস্তৃতা। কাণ্ডং নির্জ্জনস্থানমবাপি প্রাপ্যতে স্ম চ। যা অসৌ রাধা হরেঃ দৃষ্টিঃ নয়নং কটাক্ষঃ ইতি যাবৎ সৈব কাণ্ডঃ শরঃ তেন অভেদ্যা দুর্ভেদ্যাপি ধ্যানভেদ্যা ধ্যানগম্যা আসীৎ। নয়নাগোচরাপি সা তস্য মনসি নিতরাং অপুষ্কুর-

আয়ত্যাঞ্চ বিতত্যাঞ্চ নিতম্বঃ কেবল স্তদা ।
স্রস্তস্য কচহস্তস্য মর্যাদাং পর্য্যবিন্দত ॥ ৮০ ॥ *
ব্যঞ্জতা-মঞ্জুলং ভব্যং নেপথ্যারম্ভ-সম্ভৃতং ।
মুক্তেন কেশ-মেঘেন বব্রষে পুষ্প-সংহতিঃ ॥ ৮১ ॥
কেশপাশঃ স জেতা চ নীলনীরমুচাং রুচা ।
কৃষ্ণাপূর ইবান্যোন্যং সংমর্দ্দাদিব ভঙ্গবান্ ॥ ৮২ ॥
যদা তস্যাঃ কেশমেঘা বব্রষুঃ সৌরভামৃতং ।
বিজহ্রুস্তর্হি কৃষ্ণস্য শ্বাস-প্রশ্বাস-চাতকাঃ ॥ ৮৩ ॥
রূক্ষিতত্বেঽপি যে স্নিগ্ধা বিযুতত্বেঽপি যে যুতাঃ ।
কেশা স্তেষু বৃথৈবাসীদ্বস্ত্র-কঙ্কতি-মার্জনং ॥ ৮৪ ॥ †

দিত্যর্থঃ ॥ ৭৯ ॥ তদা অস্যাঃ কেবলঃ কৃৎস্নঃ নিতম্বঃ আয়ত্যাং দৈর্ঘ্যে চ বিতত্যাং বিস্তারে চ স্রস্তস্য উন্মুক্তস্য কেশপাশস্য মর্যাদাং সীমাং পরিকৃষ্ট-রূপেণ অবিন্দত প্রাপ্নোৎ, অতিবিস্তারী পৃথুলশ্চাসীদিত্যর্থঃ ॥ ৮০ ॥ নেপথ্যস্য শৃঙ্গারস্য আরম্ভঃ প্রক্রমঃ তস্য ভব্যং যোগ্যং যৎ সম্ভৃতং সামগ্রী-জাতং ব্যঞ্জতয়া প্রকাশমানতয়া মঞ্জুলং মনোজ্ঞং আসীৎ। [বি অঞ্জূ ব্যক্তি-ম্রক্ষণকান্তিগতিষু পচাদ্যচ্ ব্যঞ্জঃ প্রকাশমানঃ তস্য ভাবঃ ব্যঞ্জতা দীপ্তিঃ]। মুক্তেন উন্মুক্তেন কেশ এব মেঘ স্তেন পুষ্পাণাং সংহতিঃ সমূহঃ বব্রষে অবৃষ্যত। গর্ভকাৎ বিচ্যুতানি কুসুমানীতি ভাবঃ ॥ ৮১ ॥ স চ কেশ-পাশঃ রুচা কান্ত্যা নীলানাং নীরমুচাং মেঘানাং জেতা। কৃষ্ণায়াঃ যমুনায়াঃ পূরঃ জলপ্রবাহ ইব অন্যোন্যং মিথঃ সংমর্দ্দাৎ ভঙ্গঃ তরঙ্গঃ পক্ষে কৌটিল্যং তদ্‌যুক্তঃ ইবাসীৎ। প্রথমতঃ ইবেতি সাদৃশ্যে, দ্বিতীয়স্তু উৎপ্রেক্ষায়াং ॥ ৮২ ॥ যদা তস্যাঃ কেশা এব মেঘাঃ সৌরভং সদ্‌গন্ধ এব অমৃতং সুধাং বব্রষুঃ অসিঞ্চন্, তর্হি তদা কৃষ্ণস্য শ্বাস-প্রশ্বাসা এব চাতকাঃ বিজহ্রুঃ বিহারং কৃতবন্তঃ। মেঘদর্শনে খলু চাতকানাং আনন্দাতিরেকো জায়ত ইতি প্রসিদ্ধমেব ॥ ৮৩ ॥ কেশানাং স্বতঃ সৌন্দর্য্যমাহ—রূক্ষিতত্বে তৈলাদ্য-ভাবেনাচিক্কণত্বে অপি যে কেশাঃ স্নিগ্ধাঃ মসৃণা আসন্, তথা বিযুতত্বে

---

* 'বৃ' পুস্তকে পরবর্ত্তিনা শ্লোকেনাস্য স্থান-বিনিময়ো দৃশ্যতে।
† শ্লোকোঽয়ং (গৌ) পুস্তকে নাস্তি।

মৃষ্টং তনুপটেনাসৌ রাধায়া শ্চারু কৈশিকং।
মণি-কঙ্কতিকাগ্রেণ প্রতিস্বং সংব্যয়ীয়বৎ ॥ ৮৫ ॥
ভৃশং ভ্রমতি চেদভ্রে চিরশ্রীরচিরপ্রভা।
তদোপমীয়তে রাধাকেশে রত্ন-প্রসাধনী ॥ ৮৬ ॥
পরিতোঽথ পরিষ্কৃত্য করাভ্যাং কচ-সঞ্চয়ং।
সীমন্তং রচয়াঞ্চক্রে সীমান্তমিব তৎশ্রিয়াঃ ॥ ৮৭ ॥
সাঽথ বৃন্দাবনেশ্বর্য্যা বেণ্যা বন্ধনমাতনোৎ।
বাঢ়মাসীন্মুকুন্দস্য মঙ্‌ক্ষু শৃঙ্খলিতং মনঃ ॥ ৮৮ ॥
প্রসূনমণিফুল্লশ্রী স্তস্যা বেণীব যা লতা।
তদূর্দ্ধং লোলভৃঙ্গাণাং লীলামাপুঃ সখীদৃশঃ ॥ ৮৯ ॥

পৃথগ্‌-ভূতে অপি যুতা দীপ্তিযুক্তাঃ আসন্‌ তেষু বস্ত্রেণ কঙ্কতিকয়া চ মার্জ্জনং শোধনং বৃথৈবাসীৎ। স্বতঃমসৃণাঃ দীপ্তিময়াশ্চ তৎকেশা ইত্যর্থঃ। বিরোধাভাসালঙ্কারঃ, যথাশ্রুতার্থে বিরোধঃ, তৎপরিহারপক্ষেঽত্র ব্যাখ্যাতঃ॥ [যুত্‌ ভাসনে + ক ইগুপধজ্ঞাপ্রীকিরঃ ক ইতি যুতঃ দীপ্তঃ] ॥ ৮৪ ॥ বিশ্বকর্ম্মতনয়াকৃত-কেশবিন্যাসমাহ—অসৌ কন্যকা সংজ্ঞা তনুপটেন সূক্ষ্মবস্ত্রখণ্ডেন মৃষ্টং শোধিতং জলবিমুক্তং রাধায়াঃ চারু মনোজ্ঞং কৈশিকং কেশকলাপং [কেশানাং সমূহঃ ইত্যর্থে কেশ + ষ্ণিক্] মণিময়কঙ্কতিকায়াঃ অগ্রেণ অগ্রভাগেন প্রতিস্বং সংব্যয়ীয়বৎ পৃথগকার্ষীৎ [সং—বি + যু মিশ্রণামিশ্রণয়োঃ ণিচি লুঙি রূপং] ॥ ৮৫ ॥ চেদ্‌ যদি চিরশ্রীঃ বহুক্ষণস্থায়িসুষমাবিশিষ্টা অচিরপ্রভা বিদ্যুৎ অভ্রে মেঘে ভৃশং অত্যর্থং ভ্রমতি, তদা রাধায়াঃ কেশে রত্নময়ী প্রসাধনী কঙ্কতিকা উপমীয়তে। তৃতীয়াতিশয়োক্তিরিয়ং ॥ ৮৬ ॥ অথ করাভ্যাং কচসঞ্চয়ং কেশকলাপং পরিতঃ পরিষ্কৃত্য সীমন্তং রচয়ামাস। তত্রোৎপ্রেক্ষা শ্রিয়াঃ সৌন্দর্য্যস্য সীমান্তং পরাকাষ্ঠা ইব তৎ সীমন্তরচনং বভূব ॥ ৮৭ ॥ অথ সা বৃন্দাবনেশ্বর্য্যা বেণ্যা বন্ধনমাতনোৎ অকরোৎ। তেন চ মুকুন্দস্য মনঃ বাঢ়ং অত্যর্থং তত্রাপি মঙ্‌ক্ষু শীঘ্রং শৃঙ্খলিতং বদ্ধমাসীৎ। তস্য মনোমোহনং তৎসৌন্দর্য্যমাসীদিত্যর্থঃ। অসঙ্গতিরলঙ্কারঃ, তদুক্তং—অত্যন্তভিন্নাধারত্বে যুগপদ্‌ভাসনং যদি। ধর্ম্ময়ো র্হেতুফলয়ো স্তদা সা স্যাদসঙ্গতিরিতি ॥ ৮৮ ॥ বেণীশোভাং বর্ণয়তি—

প্রবেণী-শিখরে তস্যা ন্যস্তং চন্দ্রকি-চন্দ্রকং।
তত্র বদ্ধে কৃষ্ণচিত্তে কামমুদ্রেব রাজতে ॥ ৯০ ॥
রেজে পুষ্পেষুতূণ্যেব বেণ্যা পুষ্পিতয়া তয়া।
সা গতা কাণ্ডপৃষ্ঠত্বং নির্জেতুমজিতং যয়া ॥ ৯১ ॥
সংজ্ঞাত্বেন যথাত্মানং তথাচ্ছায়ামনন্দয়ৎ।
ছায়াত্বং বা সখীত্বং বা তদ্ধেতুঃ কিমুত দ্বয়ং ॥ ৯২ ॥
রাধা-মূর্দ্ধাণমাঘ্রায় সংজ্ঞয়া চাপচক্রমে ॥
প্রসাধয়িতুন্তাং ছায়া বাঞ্ছয়া চোপচক্রমে ॥ ৯৩ ॥

প্রসূনৈঃ পুষ্পৈঃ মণিভিশ্চ ফুল্লা বৰ্দ্ধিতা শ্রীঃ সুষমা যস্যাঃ তাদৃশী যা তস্যাঃ রাধায়া বেণী ইব লতা বিরাজতি স্ম, তস্যা ঊর্দ্ধং সখীনাং দৃশঃ নয়নানি লোলানাং চঞ্চলানাং ভৃঙ্গাণাং ভ্রমরাণাং লীলাং বিনোদমাপুঃ। তদ্‌বেণী গ্রন্থনং সখীনাং নয়নরসায়নত্বং গতমিতি ভাবঃ ॥ ৮৯ ॥ তস্যাঃ প্রবেণ্যাঃ শিখরে অগ্রভাগে ন্যস্তং চন্দ্রকিণঃ ময়ূরস্য চন্দ্রকং পিঞ্ছং তত্র বেণীশিখরে বদ্ধে সংসক্তে কৃষ্ণচিত্তে কামমুদ্রা ইব রাজতে। মুদ্রা হি প্রত্যয়কারিণী, তয়া চিহ্নিতং বস্তু নাপরস্য গ্রাহ্যং স্যাৎ, কেবলং স্বামিনা নির্দ্দিষ্টলোক এব তদুদ্‌ঘটনায়ালং ভবেৎ, তথা কামদেবেন মুদ্রিতা ইয়ং তন্নির্দ্দিষ্টঃ মূর্ত্ত-মহাশৃঙ্গার এবস্যা রসদোহী ভবিতেতি হি ধ্বনিঃ ॥ ৯০ ॥ তয়া পূর্ব্বোদ্দি-ষ্টয়া পুষ্পিতয়া পুষ্পযুক্তয়া বেণ্যা যদ্বা তয়া রাধয়া, অন্যৎ সমানং ; পুষ্পেষোঃ কামদেবস্য তূণ্যা তূণীরেণ ইব রেজে অরোচি। যয়া বেণ্যা সা রাধা অজিতং কৃষ্ণং নির্জেতুং পরাজেতুং কাণ্ডপৃষ্ঠত্বং শস্ত্রাজীবত্বং গতা প্রাপ্তা ॥ তদুক্তং শ্রীলচক্রবর্ত্তিচরণৈঃ—'হরিমনোরথকল্পলতোর্দ্ধ্বতো যমবরোহমধত্ত তদগ্রতঃ। বিজিতমিন্দ্রপুরান্মদনোঽসিনোদ্বররুচামরচামরমেব কিম্?' ইতি শ্রীকৃষ্ণভাবনামৃতে (৪।৪৮) ॥ ৯১ ॥ কেশবিন্যাস-কৃতঃ সংজ্ঞায়াঃ আনন্দবিশেষমাহ—সংজ্ঞাত্বেন নাম স্বরূপেণ বুদ্ধিমত্ত্বয়া বা যথা সা আত্মানং আনন্দয়ৎ বেশরচনাং কৃত্বা আনন্দ-প্রাচুর্য্যমলভত, তথা ছায়াং সপত্নীমপি অনন্দয়ৎ, অন্যৎ প্রসাধনং তস্যৈ ন্যবেদয়দিত্যর্থঃ। তদ্ধেতুঃ স্বয়মকৃত্বা ছায়াদ্বারেণ প্রসাধনকরণে কারণং ছায়াত্বং তৎপ্রতিকৃতিত্বং বা সখীত্বং সমপ্রাণত্বং বা, অথবা তদ্‌দ্বয়মেব ভবেদিতি শেষঃ ॥ ৯২ ॥

অথ ছায়াকৃত-শৃঙ্গারদিকং বর্ণয়তি—রাধায়াঃ মূর্দ্ধাণং মস্তকং আঘ্রায়

শীর্ষণ্যে নলিকা-ক্লিন্নে তস্যাঃ কঙ্কতি-মার্জিতে।
তয়া চিত্রং কৃতং রেজে তারাবারবদম্বরে ॥ ৯৪ ॥ ÷
সিন্দূর-রেখা তন্মূর্দ্ধমধ্যে রেজে তয়ার্পিতা।
বকারি-হৃদয়ে লগ্না সৈব শোণাংশুকা যথা ॥ ৯৫ ॥
সীমন্তপট্টীং বিস্পষ্টমহা-রত্নাং তয়াঽর্পিতাং।
সা দধ্রে যদ্রুচা কৃষ্ণনেত্র-পদ্মে বিরেজতুঃ ॥ ৯৬ ॥
স্বচ্ছরত্নাবলী-মৌলিঃ সা বভ্রাজে যদন্তরে।
কাপি বিম্বিত-লক্ষ্মী র্বা কবরশ্রীরলক্ষ্যত ॥ ৯৭ ॥

সংজ্ঞয়া চ অপচক্রমে অপসৃতমিত্যর্থঃ। অথ তাং প্রসাধয়িতুং ছায়া চ বাঞ্ছয়া উপচক্রমে আরব্ধবতী ॥ ৯৩ ॥ তস্যাঃ নলিকা-ক্লিন্নে নলিকা নাম গন্ধদ্রব্যবিশেষ স্তেনার্দ্রীকৃতে কঙ্কতিকয়া মার্জিতে পরিশোধিতে চ শীর্ষণ্যে বিশদ-কেশকলাপে, স্বতঃ স্নানাদিনা বা নির্মলে অন্যোন্যাসংপৃক্তে কেশপাশে ইতি যাবৎ তয়া ছায়য়া যৎ চিত্রং রত্নপুষ্পাদ্যৈঃ বিচিত্রিতং অপূর্ব্ববিস্ময়জনকং বা কৃতং, তত্তু তারাণাং বারঃ সমূহ ইব অম্বরে গগনে রেজে বিররাজ ॥ ৯৪ ॥ তদেব বিশেষেণ বর্ণয়তি—তয়া ছায়য়া অর্পিতা অঙ্কিতা সিন্দূররেখা তস্যাঃ রাধায়াঃ মূর্ধ্নঃ মস্তকস্য মধ্যে রেজে, সৈব বকারেঃ বীরশিরোমণেঃ কৃষ্ণস্যাপি হৃদয়ে শোণাংশুকা রোহিতলেখা যথা তথা লগ্নাসীৎ। কামোঽস্ত্রেণ তস্য হৃদয়ং প্রসভং দ্বিধাকৃত্য বহিরপি রক্তবিন্দূন্ সংস্থাপয়ামাসেতি ভাবঃ। 'সুষ্ঠু সীমন্তসিন্দূরতিলকানাং বর-ত্বিষা'মিত্যাদিনা শ্রীবিশাখানন্দদস্তোত্রে সিন্দূররেখায়া অপি যুদ্ধবস্তুত্বেন কীর্ত্তনাৎ, তদ্দর্শনে নাগরেন্দ্রস্য প্রচুরতরভোগ-লালসায়াঃ প্রোদ্বুদ্ধেশ্চ, তথা তত্র কৃত-তিলকস্য স্মরযন্ত্রেতি নামবিশ্রুতেশ্চেতি দিক্ ॥ ৯৫ ॥ সা রাধা তয়া অর্পিতাং সীমন্তপট্টীং তত্রাপি বিস্পষ্টানি মহোজ্জ্বলানি মহারত্নানি যত্র তথাভূতাং তাং দধ্রে পরিদধাতি স্ম। যস্যাঃ রুচা কান্ত্যা কৃষ্ণস্য নেত্রে এব পদ্মে বিরেজতুঃ। রূপকেণাত্র সীমন্তপট্টিকায়াং সূর্য্যত্বারোপণং, তদুক্তং শ্রীদাসগোস্বামীভিঃ দানকেলিচিন্তামণৌ—'সীমন্তকান্তিবিলসন্নবরাগ বন্ধু সিন্দূরয়ো স্তপনকান্ত-মণীন্দ্রলক্ষমিতি। শ্রীকবিরাজচরণৈশ্চ 'সীমন্তরেখাঞ্চ্যরুণা-ম্বরাবৃতং সৈন্দূরমস্যা স্তিলকং বিভাতি। করাবগুণ্ঠাভিধমুদ্রয়া বৃতং

÷ 'খ' পুস্তকে নাস্তি।

শোণাম্বরতলে তস্যা মুত্তংস-গ্রহ-সংগ্রহঃ।
তদন্ত গুপ্তবক্ত্রেন্দুং ব্যক্তং কুর্বন্নদৃশ্যত ॥ ৯৮ ॥ *
পুণ্ড্রং পশ্চাদহং দদ্যামিতি দেব্যা নিবেদিতাঃ।
সৌখ্য-প্রসাধনং তস্যা ব্যধুঃ সখ্যঃ প্রসাধনম্ ॥ ৯৯ ॥
যাসাং বৈস্বর্য্য-বৈবর্ণ্য-পুলকা এব সাত্ত্বিকাঃ।
কম্পস্তম্ভাদিভাবাভি স্তদ্বেশা তাঃ পুরস্কৃতাঃ ॥ ১০০ ॥

তাম্রার্ঘ্যপাত্রং সশিখং স্মরস্য বেতি [গো, লী, ১১।১০৮] ॥ ৯৬ ॥ যদন্তরে তৎপরমিত্যর্থঃ স্বচ্ছা বিশুদ্ধা রত্নানাং যা আবলিঃ সা মৌলৌ শিরসি যস্যাঃ তথাবিধা সা রাধা যদ্বা সা প্রসিদ্ধা স্বচ্ছরত্নরাজিযুক্তা মৌলিঃ চূড়া বভ্রাজে অদীব্যৎ। তত্র কবরস্য কেশপাশস্য শ্রীঃ সুষমা যদ্বা কবরা সংপৃক্তা শ্রীঃ শোভা সমৃদ্ধিঃ কাপি অনির্বাচ্যা বিম্বিতস্য চন্দ্রসূর্য্যমণ্ডলস্য লক্ষ্মীঃ সুষমা বা ইব অলক্ষ্যত অদৃশ্যত। চন্দ্রসূর্য্যকান্ত-মণিখচিতত্বাৎ তৎকিরীটস্য। যদ্বা বিম্বিতাঃ প্রতিবিম্বীভূতাঃ লক্ষ্ম্যঃ সর্বশোভাসমৃদ্ধয়ঃ যত্র সা, 'সর্ব্বলক্ষ্মীময়ী'-ত্বাৎ তস্যাঃ অঙ্গপ্রত্যঙ্গেষ্বেব লক্ষ্মীণাং যথাযথমবস্থিতেরৌচিত্যাৎ। বেতি উৎপ্রেক্ষায়াং। এতেন চাহং মন্যে শ্রীরাধায়াঃ কবরীমাশ্রিত্য কাপি লক্ষ্মীঃ বিরাজতিতরামিতি ভাবঃ ॥ ৯৭ ॥ তস্যাঃ রাধায়াঃ শোণস্য রক্তবর্ণস্য অম্বরস্য বস্ত্রস্য তলে অধস্তাৎ উত্তংসাঃ শিরোভূষণান্যেব গ্রহাঃ উজ্জ্বলত্বাৎ তেষাং সংগ্রহঃ সমবায়ঃ তদন্তঃ তন্মধ্যে গুপ্তং গোপনীয়ং অবগুণ্ঠনেনাবৃতত্বাৎ, সুরক্ষণীয়ং বা পরমাদৃতত্বাৎ যদ্ বক্ত্রং বদনমেব চন্দ্র স্তং ব্যক্তং স্ফুটং প্রকাশশীলং কুর্ব্বন্ অদৃশ্যত। শ্লেষপক্ষে রক্তবর্ণীভূতে আকাশে খলু গ্রহনক্ষত্রাদীনাং উদয়ঃ; পশ্চাৎ লোকচক্ষুরন্তরা তিষ্ঠন্ চন্দ্রমা অপি উদেতীতি ব্যক্তার্থমেতৎ ॥ অনুরূপশ্লোকো জীবজীবাতুভিঃ শ্রীজীবচরণৈ র্বিন্যস্তোঽস্তি উত্তরচম্প্বাং (৩৪।২৫) 'শিরসি গ্রথিতকচাং বলয়ে রত্নাবলী বলিতা। সন্তমসাচিতনভসি প্রথতে তারাততি র্যদ্বৎ' ॥ ৯৮ ॥ 'পশ্চাৎ অহং পুণ্ড্রং তিলকং দদ্যামিতি' দেব্যা ছায়য়া নিবেদিতা বিজ্ঞাপিতাঃ সখ্যঃ তস্যা রাধায়াঃ সৌখ্যস্য বন্ধুত্বস্য প্রকৃষ্টরূপেণ সাধনং প্রমাণং উপকরণং বা যস্মাৎ তৎ প্রসাধনং অঙ্গভূষাদিসন্নিবেশং ব্যধুঃ কৃতবত্যঃ ॥ ৯৯ ॥

---

* শোণাম্বরতলং রাজদুত্তংসংগ্রহ সংগ্রহং।
কিঞ্চিদুদ্যদ্ বক্ত্রচন্দ্রং ক্ষণদা সা তদা দধে ॥ (রা)

রেজে ভ্রমরক-শ্রেণী-সখীভাবং গতা লতা।
রোচনা-পল্লবময়ী কস্তূরী-রচিতা পরং ॥ ১০১ ॥
অলি-পালি-দ্বয়ীচুম্বিস্বর্ণাব্জচ্ছদ-সম্পদা।
চিল্লী-পত্রাবলীমধ্যে ভালমস্যা ব্যরোচত ॥ ১০২ ॥
কৃষ্ণধাম্নোপগূঢ়ে চ সদা কৃষ্ণৈকতর্ষিণী।
ইতীব চক্ষুষী তস্যা ররঞ্জাতে বরাঞ্জনৈঃ ॥ ১০৩ ॥
রেজাতে নেত্রকমলে তস্যাঃ কজ্জল-রেখয়া।
মনোজেন নবে শস্ত্রে ধারাগ্রেণেব সংস্কৃতে ॥ ১০৪ ॥

কম্পাদিসাত্ত্বিকভাবাঢ্যাভিরপি সখীভিঃ তস্যাঃ রাধায়াঃ বেশে প্রসাধন-কর্ম্মণি বৈস্বর্য্যাদিমুখভাবত্রয়বত্য এব সখ্যঃ পুরস্কৃতাঃ অগ্রেকৃতাঃ পূজিতাঃ, তা এব তদ্বেশরচনাং চক্রুরিত্যর্থঃ। পূর্বাসাং কম্পাদিমত্তয়া শৃঙ্গাররচনায়াং বিঘ্ন-সম্ভবাদিতি ॥ ১০০ ॥ অথ সখীগণকৃতাকল্পরচনাং বিবৃণোতি—অথ ভ্রমরকাণাং ললাটলম্বিত-কুঞ্চিত-কেশানাং যা শ্রেণী তস্যাঃ সখীভাবং সহাবস্থানং গতা গোরোচনয়া কৃতো যঃ পল্লব স্তন্ময়ী তৎস্বরূপা তথা কস্তূর্য্যা মৃগমদেন রচিতা লতা পত্রভঙ্গী অরুচৎ অদীব্যৎ [রুচ দীপ্তাভি-প্রীতৌ চ লুঙি দ্যুতাদিত্বাৎ পরস্মৈপদং] ॥ ১০১ ॥ ললাটশোভামাহ—অলীনাং ভ্রমরাণাং পালিদ্বয়ীং শ্রেণীদ্বয়ং চুম্বিতুং আস্বাদিতুং শীলমস্যেতি তৎস্পৃষ্টমিত্যর্থঃ যৎ স্বর্ণাব্জং স্বর্ণপদ্মং তস্য ছদানাং দলানাং সম্পদা শোভয়া সাদৃশ্যেনেত্যর্থঃ অস্যাঃ ভালং ললাট-পটলং চিল্লী ভ্রূদ্বয়ঞ্চ পত্রাবলী পত্রভঙ্গী-রচনা চ তয়ো র্মধ্যে ব্যরোচত অদীপ্যত। গোপালচম্প্বাং 'চিল্লীমৃগমদ-বল্লীমধ্যে লসতি স্ম ভালমেতস্যাঃ। অলিপালিদ্বয়-পালিতং পর্ণং বা স্বর্ণবর্ণকঞ্জস্য' ॥ ১০২ ॥ চক্ষুষো রঞ্জনশোভামাহ—কৃষ্ণধাম্না কৃষ্ণকান্ত্যা উপগূঢ়ে আলিঙ্গিতে লীলাবিশেষে কৃষ্ণাঙ্গ-বিশেষেণ মুখেন বা চুম্বিতে সদা কৃষ্ণে কৃষ্ণদর্শনে এব একা কেবলা তৃষ্ণা আকাঙ্ক্ষা যয়ো স্তথাবিধে চেতি হেতোঃ তস্যাঃ চক্ষুষী বরৈঃ উৎকৃষ্টৈঃ অঞ্জনৈঃ কজ্জলৈঃ ররঞ্জাতে শুশুভাতে, ইবেত্যুৎপ্রেক্ষাদ্যোতকং ॥ ১০৩ ॥ পুন স্তদেব ব্যনক্তি—তস্যা নেত্রকমলে কজ্জল-রেখয়া রেজাতে অদীব্যতাং। তত্রোৎপ্রেক্ষা মনোজেন কামদেবেন ধারাগ্রেণ ধারস্য প্রস্তরভেদস্য অগ্রভাগেণ [ধারো গ্রাবান্তরেঽপ্যৃণে' ইতি মেদিনী] সংস্কৃতে শাণিতে নবে নূতনে শস্ত্রে ইব। এতেন

নূনং বিধাত্রা রাধায়া শ্চপলে বীক্ষ্য চক্ষুষী।
শ্রুতি-মর্য্যাদয়া শিষ্টে তথাপি বত তাদৃশে ॥ ১০৫ ॥
কিং তস্যা বর্ত্মনাং বৃন্দে নেত্র-কৈরবয়োরলী।
যদ্বিধূদয়-বেলাসু রসানাকর্ষত স্তয়োঃ ॥ ১০৬ ॥
তস্যা ভ্রূধনুষা নাসা-বজ্রপুষ্পশরে যুতে।
'মুক্তাফলং কৃষ্ণসারমনাবিধ্যাপি বিধ্যতি' * ॥ ১০৭ ॥
ভ্রমদ্ভ্যাং ভ্রমরাভ্যাং বা দৃগন্তাভ্যাং সুচুম্বিতে।
তস্যা বতংসৈরুৎফুল্লে রেজতুঃ শ্রুতি-সল্লতে ॥ ১০৮ ॥

তস্যা শ্চক্ষুর্ভ্যাং মহাকামবাণ-জর্জ্জরীকৃতত্বং শ্যামস্য সূচ্যতেতরামিতি ভাবঃ॥ ১০৪॥ চক্ষু র্বিশালত্বং বর্ণয়তি—রাধায়াঃ চক্ষুষী নেত্রে চপলে বীক্ষ্য বিধাত্রা শ্রুত্যোঃ কর্ণয়োঃ মর্য্যাদয়া সীময়া তে শিষ্টে স্থাপিতে নির্দ্দিষ্টে ইতি যাবৎ। [শিষ্‌লৃ বিশেষণে, বিশেষণন্ত যথাস্থিতস্য বস্তুনঃ গুণান্তরাধানমিতি ধাতুপ্রদীপঃ] নূনমিতি বিতর্কে। বতেতি খেদে! তথাপি কর্ণসংলগ্নীকরণেঽপি তে নেত্রে তাদৃশে চঞ্চলে এবাতিষ্ঠতামিতি বিধাতুঃ রচনাবৈফল্যং॥ ১০৫ ॥ তস্যাঃ বর্ত্মনাং নেত্রচ্ছদানাং বৃন্দে নেত্রে এব কৈরবে তয়োঃ বিষয়ে অলী ভ্রমরৌ কিং? তৎ কুত ইত্যত্রাহ—যদ্ যস্মাৎ বিধোঃ চন্দ্রস্য শ্লেষেণ শ্যামস্য উদয়-বেলাসু দর্শনসময়েষু তে পক্ষ্মবৃন্দে তয়োঃ নেত্রকুমুদয়োঃ রসান্ মধূনি আকর্ষতঃ। চন্দ্রকিরণৈঃ খলু কৈরববিকাশ স্তত্র চ ভ্রমরো মধু সংগৃহ্নাতীতি প্রসিদ্ধমেব। তথাত্রাপি শ্যামদর্শনে রাধায়া নেত্রবিস্ফারণং, ততোঽশ্রুনিপাতঃ, তেন চ নেত্রচ্ছদানামার্দ্রতেতি জ্ঞেয়ম্॥ ১০৬॥ নাসাগ্রমুক্তাফলপ্রভাবং বর্ণয়তি—তস্যা ভ্রূরেব ধনুঃ বক্রত্বাৎ তেন সহ যুতে দীপ্তে [যুতৃ দীপ্তৌ ইগুপধেত্যাদিনা কর্ত্তরি কঃ] নাসা এব বজ্রপুষ্পং তিলকুসুমং তদেব শরঃ বাণঃ তস্মিন্ মুক্তা এব ফলং বাণাগ্রং কৃষ্ণসারং মৃগং পক্ষে কৃষ্ণস্য সারং বলং স্থৈর্য্যং বা অনাবিধ্য বেধনং অকৃত্বাপি বিধ্যতি পীড়য়তি। তদ্ দৃষ্ট্বা শ্যামস্য হৃদয়ে কামপীড়া অজায়তেতি ভাবঃ। রূপক-বিরোধাভাস-বিভাবনা-শ্লেষানুপ্রাসাদয়োঽত্রালঙ্কারাঃ॥ ১০৭॥ কর্ণশোভামাহ—ভ্রমদ্ভ্যাং ভ্রমরাভ্যামিব দৃগন্তাভ্যাং

---

* যুক্তং মুক্তাফলং যুক্তং ধাম্নেব রুরুধে হরিং (গৌ, রা)

বৈয়র্থ্যমাযযৌ লোধ্রপরাগঃ পাণ্ডুগণ্ডয়োঃ।
স্বর্ণাবতংসে বিন্যস্তেঽবিন্দৎ সন্ধ্যাবিধুদ্যুতিং ॥ ১০৯ ॥
অস্যাঃ কস্তূরিকা-চিত্রং যদ্ বিরেজে কপোলয়োঃ।
কিন্তরাং তদগাদিন্দোঃ কলায়াস্তু কলঙ্কিতাং ॥ ১১০ ॥
ওষ্ঠহল্লকমুৎফুল্লং সদালক্ষি শ্রিয়া যয়োঃ।
তে তস্যাং দ্বিজপঙ্‌ক্তী দ্বে দ্বিজরাজায়তেক্ষিতে ॥ ১১১ ॥
স্বত ওষ্ঠপুটে রক্তে 'স্মিতেনাপাটলীকৃতে' *।
'তাম্বূলশ্রী র্বৃথা ভূতা' † সলজ্জেব ব্যলীয়ত ॥ ১১২ ॥

সুষ্ঠু চুম্বিতে তস্যাঃ শ্রুতী কর্ণৌ এব সত্যৌ অত্যুত্তমে লতে বতংসৈঃ কর্ণ-তাটঙ্কৈঃ উৎফুল্লে সুন্দরে রেজতুঃ ব্যরাজেতাং। 'শ্রুতি র্ন চ জগজ্জয়ে মনসিজস্য মৌর্বীলতেতি' জগন্নাথবল্লভে ॥ ১০৮ ॥ গণ্ডয়োঃ প্রতিফলিত-সৌন্দর্য্যমাহ—পাণ্ডূ শ্বেতপীতমিশ্রিতবর্ণযুক্তৌ গণ্ডৌ কপোলৌ তয়োঃ লোধ্রস্য পরাগঃ রেণুঃ বৈয়র্থ্যং নিরর্থকত্বং আযযৌ প্রাপ্তৌ, তত্র চ স্বর্ণা-বতংসে বিন্যস্তে অর্পিতে সতি সন্ধ্যাকালীনস্য বিধোঃ চন্দ্রস্য দ্যুতিং কান্তিং অবিন্দৎ অলভত। তদ্‌গুণালঙ্কারঃ ॥ ১০৯ ॥ পুনঃ কপোলয়োঃ শোভা-মাহ—অস্যাঃ কপোলয়োঃ যৎ কস্তূরিকাভিঃ মৃগমদৈঃ কৃতং চিত্রকং তিলকাদিকং বিরেজে, তৎ ইন্দোঃ চন্দ্রস্য কলায়াঃ তু কলঙ্কিতাং কলঙ্ক-স্বরূপং অগাৎ প্রাপ্নোৎ কিন্তরাং? মুখচন্দ্রে নীলচিহ্নং খলু কলঙ্কঃ এব ভবিতেতি ভাবঃ ॥ ১১০ ॥ অধরদন্তশোভাং বিবৃণোতি—যয়োঃ শ্রিয়া শোভাসমৃদ্ধ্যা ওষ্ঠ এব হল্লকং রক্তকহ্লারং সদা উৎফুল্লং প্রফুল্লং অলক্ষি অদৃশ্যত, তস্যাং তে দ্বে দ্বিজানাং দন্তানাং পঙ্‌ক্তী রাজী দ্বিজরাজতয়া চন্দ্রস্বরূপেণ ঈক্ষিতে অদৃশ্যেতাং। দন্তানাং শুভ্রতয়া চন্দ্রত্বারোপস্তথাধরস্য রক্ততয়া হল্লকত্বং। চন্দ্রোদয়ে খলু কহ্লারবিকাশঃ যুজ্যতে এব। রূপকানুমানশ্লেষোৎপ্রেক্ষাঃ ॥ ১১১ ॥ ওষ্ঠপুটশোভা-বিশেষমুদ্‌ঘাটয়তি—স্বতঃ স্বভাবতয়া রক্তবর্ণে অপি ওষ্ঠপুটে কিন্তু স্মিতেন আ ঈষৎ পাটলী-কৃতে শ্বেতরক্তীকৃতে সতি তাম্বূলস্য শ্রীঃ রাগঃ বৃথা নিরর্থকী ভূতা সলজ্জা লজ্জাযুক্তা ইব ব্যলীয়ত পলায়ত। তদ্‌গুণস্বভাবোক্ত্যুৎপ্রেক্ষাঃ ॥ ১১২ ॥

---

* স্মিতাদাপাটলে সদা (রা)। † পুনরুক্তালক্তকশ্রীঃ (রা)।

রুরুচে চিবুকং তস্যা গন্ধোরু-শ্যামবিন্দুনা।
শয়ানেনেব ভৃঙ্গেণ পাকিমাম্রফলীতলে ॥ ১১৩ ॥
অস্যাঃ কপোলদন্তালি-ভালচন্দ্রা যদাননং।
অধীশমিব সেবন্তে তত্তুল্যোঽভূৎ স লাঞ্ছনী ॥ ১১৪ ॥
স্পৃষ্টা করেণ কংসারেঃ কদাপি সুরসুভ্রুবাং।
পাঞ্চজন্যভ্রমং ধত্তে যা তদ্‌গ্রীবা ররাজ সা ॥ ১১৫ ॥
শ্রীরাধা শ্রীহরি র্বা তৎপ্রেমা বেত্তি ত্রিকং পরং।
বস্ত্বিতি ব্যঞ্জতী গ্রীবা রেজে তস্যা স্ত্রিরেখিকা ॥ ১১৬॥ *
কৃষ্ণনামাঙ্কিতং দেব্যা গ্রৈবেয়কমরোচত।
সদান্তশ্চারি-তন্মন্ত্র-মহো ব্যক্তিমিবাগতম্ ॥ ১১৭ ॥

চিবুকশোভামাহ—তস্যাঃ চিবুকং গন্ধঃ উরুঃ বিশালঃ যস্য তেন গন্ধাঢ্যেন কৃষ্ণাগুরুকস্তূর্য্যাদিকৃতেন শ্যাম-বিন্দুনা রুরুচে অদীব্যৎ। তত্রোপমা—পাকিমা পক্কা যা আম্রফলী আম্রং তস্যাঃ তলমধঃস্থলং যথা শয়ানেন নিশ্চলেন ভৃঙ্গেণ ভ্রমরেণ রোচতে তদ্বৎ। উত্তর-চম্প্বাং (৩৪।৩৫) রুরুচে চিবুকমমুষ্যা মগুরুজগন্ধস্য বিন্দুনা শিতিনা। যদ্বৎ পক্করসালস্যাধঃ সুপ্তেন ভৃঙ্গেণেতি ॥ ১১৩ ॥ তদ্‌বিন্দুকৃতমুখশোভা-বৈচিত্র্যমাহ—কপোলৌ গণ্ডৌ চ দন্তালিঃ দন্তাশ্চ ভালং ললাটঞ্চ তত্তদ্রূপা চন্দ্রাঃ অস্যাঃ যৎ আননং মুখং অধীশং রাজানমিব সেবন্তে শোভাধিক্য-সম্পাদনরূপাং সেবাং তন্বন্তি, স লাঞ্ছনী চিহ্নং মৃগমদবিন্দুরপি তত্তুল্যঃ তেষাং সমানঃ অভূৎ ॥ ১১৪ ॥ গ্রীবাসৌন্দর্য্যমাহ—তস্যাঃ যা গ্রীবা কদাপি কংসারেঃ কৃষ্ণস্য করেণ স্পৃষ্টা সতী সুরসুন্দরীণাং পাঞ্চজন্যস্য ভ্রমং বিদধাতি, সা ররাজ অশোভত। 'পাঞ্চজন্যং হৃষীকেশ' ইতিশ্রীগীতোপ-নিষদুক্তেঃ। শঙ্খবৎ ত্রিরেখিকা সেত্যর্থঃ ॥ ১১৫ ॥ তত্র রেখাত্রয়স্য কারণমুট্টঙ্কয়তি—শ্রীরাধা, শ্রীহরিঃ বা, তয়োঃ প্রেমা বা ইতি ত্রিকং ত্রয়-মেব পরং সর্বোৎকৃষ্টং বস্তু ইতি ব্যঞ্জতী সংসূচয়ন্তী তস্যা গ্রীবা ত্রিরেখিকা রেখাত্রয়সংযুক্তা সতী রেজে ব্যশোভত। উৎপ্রেক্ষেয়ং গম্যা ॥ ১১৬ ॥ তত্র গ্রৈবেয়কশোভামাহ—দেব্যা রাধায়াঃ কৃষ্ণস্য নামভিঃ অঙ্কিতং

---

* (গৌ) পুস্তকে নাস্তি।

তদংসৌ রেজতু র্নম্রৌ হরিদো-র্মণিযূপয়োঃ।
অসকৃদ্বহনেনেব স্রগ্ভারেণাথবা কিল ॥ ১১৮ ॥
হরে র্বিহার-সরসী সা সত্যমভিতোঽপি যাং।
আরোহদেশমাসন্নং সন্নালং সরসীরুহম্ ॥ ১১৯ ॥
অধিদোঃ স্বস্তিকং কৃষ্ণেণাশ্লেষে মণিমালিকা।
মণ্ডনং স্বয়মঙ্কেন তস্যা ভবতি মণ্ডনী ॥ ১২০ ॥

গ্রৈবেয়কং কণ্ঠভূষা-বিশেষঃ অরোচত অশোভত। তত্রোৎপ্রেক্ষা—সদা অন্তশ্চরতি দেদীপ্যত ইতি [চর+শীলার্থে ণিন্] তস্য কৃষ্ণস্য যো মন্ত্রঃ তস্য মহঃ তেজঃ প্রভাবো বা ব্যক্তিং প্রকাশং আগতমিব। নিত্যান্ত-র্বিরাজিবস্তুনঃ বহিরনুভাবো হি যুক্ত এব ॥ ১১৭ ॥ অংস-শোভাং ব্যঞ্জয়তি—তস্যাঃ অংসৌ স্কন্ধৌ নম্রৌ আনতৌ সন্তৌ রেজতুঃ শুশুভাতে। তত্রোৎপ্রেক্ষ্যতে—হরেঃ দোষৌ বাহূ এব মণিযূপৌ ইন্দ্রনীল-নির্ম্মিতৌ জয়স্তম্ভৌ যাগস্তম্ভৌ বা, বর্ত্তুলত্বাৎ, সুশোভনত্বাৎ, বিশালত্বাচ্চ। তয়োঃ অসকৃৎ পুনঃ পুনঃ বহনেন ইব অথবা স্রজাং মাল্যানাং ভারেণ নম্রৌ। কিলেতি বিতর্কে ॥ ১১৮ ॥ সামান্যতঃ সার্ব্বাঙ্গীনশোভা-বাহুল্যং বর্ণয়তি—সা হরেঃ বিহার-সরসীতি সত্যং, তৎ কুত ইত্যত আহ—যাং রাধামভিতঃ সমন্তাৎ আরোহদেশং আ আরোহদেশং নিতম্বমারভ্য সন্নালং নালযুক্তং সরসীরুহং পদ্মং আসন্নং সংসক্তং তিষ্ঠতি। নাভিচরণস্তনমুখনেত্রহস্তাদয়ঃ খলু পদ্মানি, বাহূ জঙ্ঘে চ নালে। তদুক্তং শ্রীকবিরাজ-গোস্বামিভিঃ (গো, লী, ১১।৪৮)—"রাধায়াঃ সুতনুঃ সুধা-সুরধুনী বাহূ বিশে সংস্তনৌ কোকৌ শ্রীমুখনাভিপাণিচরণাঃ পদ্মানি বক্রালকাঃ। রোলম্বা মধুর স্মিতঞ্চ কুমুদং নেত্রে তথেন্দীবরে রোমালী জলনীলিকেহ লসতি শ্রীকৃষ্ণ-হৃৎকুঞ্জরঃ ॥" ১১৯ ॥ তত্র মণিমালাকৃতশোভাবিশেষমাহ—কৃষ্ণেণ তস্যাঃ রাধায়াঃ অধিদোঃ বাহূ অধিকৃত্য (বিভক্ত্যর্থেঽব্যয়ীভাবঃ) স্বস্তিকং দক্ষিণবামকর-বামদক্ষস্কন্ধধারণং যথা স্যাত্তথা আশ্লেষে আলিঙ্গনে সতি মণিমালিকা দন্তক্ষত-বিশেষ এব মণ্ডনং অলঙ্কারঃ ভবেৎ, স্বয়মাত্মনা তেন অঙ্কেনৈব মণ্ডনীভবতি সুতরাং অলঙ্কৃতা স্যাদিতি ভাবঃ। শ্লেষেণ—তস্যাঃ বাহুদ্বয়মুপরি যৎ স্বস্তিকাখ্যং মঙ্গলপ্রদং বা মণিমালিকানাং হার-বিশেষাণাং মণ্ডনং দত্তং, তৎ স্বয়ং কৃষ্ণেণ কৃষ্ণবর্ণেন অঙ্কেন চিহ্নেন সহ

মণিকিৰ্ম্মীরিতে তস্যাঃ প্রগণ্ডযুগ্মমণ্ডিতে।
অঙ্গদে রেজতু র্যে তু কৃষ্ণে ভৃশমনঙ্গদে ॥ ১২১ ॥
তস্যা রেজু র্মহারত্ন-কর্ব্বুরদ্যোত-কর্ব্বুরাঃ।
প্রকোষ্ঠধাম্নোঃ কটকাঃ কলেন চটকা ইব ॥ ১২২ ॥
স্তবকৌ পারিহার্য্যস্য তস্যা মুক্তামুখৌ শিতী।
কিন্তৌ পাণ্যম্বুজ-স্কন্নং পিবন্তৌ মধুপৌ মধু ॥ ১২৩ ॥
এতস্যাঃ পাণিতলয়ো রেজে যাবকজো দ্রবঃ।
উদয়দ্‌ভাস্বতো রশ্মী রক্তসারসয়োরিব ॥ ১২৪ ॥
রাধয়া করশাখাসু যা ধৃতাঃ পরিতোঽপি তাঃ।
ঊর্মিকা ইব কংসারে রূর্ম্মীরস্য হৃদি ব্যধুঃ ॥ ১২৫ ॥

আশ্লেষে মিলনে সতি তস্যাঃ মণ্ডনীভবতি শোভাতিরেকং বিদধাতীতি ভাবঃ ॥ ১২০ ॥ অঙ্গদধারণশোভামাহ—তস্যাঃ মণিভিঃ কির্মীরিতে বিচিত্রিতে তথা প্রগণ্ডয়োঃ কূর্পরোপরিকক্ষপর্য্যন্ত-ভাগয়োঃ যৎ যুগ্মং তেন তস্য বা মণ্ডিতে শোভিতে অঙ্গদে রেজতুঃ, যে তু কৃষ্ণে কৃষ্ণহৃদয়ে ভৃশমত্যর্থং অনঙ্গদে কামক্ষোভ-সমর্পকে ভবতঃ ॥ ১২১ ॥ বলয়ধারণ-শোভামাহ—তস্যাঃ প্রকোষ্ঠ-ধাম্নোঃ কফোণেরধোমণিবন্ধপর্য্যন্ত-হস্তভাগয়োঃ কটকাঃ বলয়াঃ রেজুঃ বিরাজিতা আসন্। কটকান্ বিশিনষ্টি—মহারত্নানাঞ্চ কর্বুরাণাং স্বর্ণানাঞ্চ দ্যোতেন জ্যোতিষা কর্ব্বুরাঃ বিচিত্র-বর্ণযুক্তাঃ। তেষাং বৈশিষ্ট্যমাপাদয়তি কলেন অব্যক্তমধুরনাদেন চটকা ইব ; চটকা যথা নৃত্যাবসরে কলনাদং কুর্ব্বন্তি, তথা বলয়া অপি সুরত-সমরকালে বা স্বাভিলাষদ্যোতনে বা প্রিয়মনোরঞ্জকং নাদং কুর্ব্বন্তীত্যর্থঃ ॥ ১২২ ॥ তস্যাঃ পারিহার্য্যস্য বলয়স্য মুক্তামুখৌ [মুক্তা মুখে যয়ো স্তৌ] শিতী কৃষ্ণবর্ণে স্তবকৌ পট্টগুচ্ছৌ মুক্তাগুচ্ছৌ পুষ্পগুচ্ছৌ বা তৌ পাণী হস্তৌ এব অম্বুজে পদ্মে তয়োঃ স্কন্নং গলিতং মধু পিবন্তৌ ভ্রমরৌ কিং ? উৎপ্রেক্ষেয়ং ॥ ১২৩ ॥ এতস্যাঃ পাণিতলয়োঃ যাবকজঃ দ্রবঃ অলক্তকরসঃ রেজে। তত্রোৎপ্রেক্ষা—রক্তবর্ণ-পদ্ময়োঃ উপরি উদয়তঃ উদীয়মানস্য ভাস্বতঃ সূর্য্যস্য রশ্মিঃ কিরণঃ ইব। স্বতো রক্তবর্ণে রক্ততাপাদনং খলু তদ্বিবৃদ্ধিকারণমিতি ভাবঃ ॥ ১২৪ ॥ অঙ্গুরীয়কধারণপ্রভাবমাহ—রাধয়া

তস্য নখর-মাণিক্যলক্ষ্মীমনু মনোরমাঃ।
ঊর্ম্মিকা-মণয়োঽদীব্যন্ যথা তাং ললিতাদয়ঃ ॥ ১২৬ ॥
ভুজয়োরন্তরং রেজে স্তন-স্তবক-সঙ্কুলং।
তে হি কল্পলতা-লীলামীয়তু র্মধুসূদনে ॥ ১২৭ ॥
তদুরোজমণিশ্যাম-কঞ্চুলী-ব্যতিসঙ্গজাঃ।
ইন্দ্রচাপনিভা রেজুঃ শোভা হারবলাকয়া ॥ ১২৮ ॥
উরো গুঞ্জাদিহারেণ তস্যা হারি ন কেবলং।
হরে শ্চিত্তং হরত্যেবমপি হারিতয়া মতং ॥ ১২৯ ॥

করশাখাসু অঙ্গুলীষু যাঃ ঊর্মিকাঃ অঙ্গুলীয়কানি ধৃতাঃ আসন্, তাঃ এব পরিতঃ অপি অস্য কংসারেঃ কৃষ্ণস্য হৃদি অপি ঊর্মীঃ তরঙ্গান্ উৎকণ্ঠা ইত্যর্থঃ ব্যধুঃ দত্তবত্য ইত্যর্থঃ ॥ ১২৫ ॥ কিঞ্চ, তস্যাঃ নখরা এব মাণিক্যানি তেষাং লক্ষ্মীং সুষমামনু লক্ষ্যীকৃত্য তৎসমীপে ইত্যর্থঃ মনোরমাঃ ঊর্ম্মিকাণাং অঙ্গুরীয়াণাং মণয়ঃ তথা অদীব্যন্ অদীপ্যন্ত যথা তাং পরিবৃত্য ললিতাদয়ঃ সখ্যঃ বিরাজন্তে ইতি শেষঃ। উপমারূপকে ॥ ১২৬ ॥ উরোজশোভাবিশেষমাহ—তস্যা ভুজয়োঃ অন্তরং মধ্যদেশঃ স্তনৌ এব স্তবকৌ গুচ্ছৌ তাভ্যাং সঙ্কুলং নিরবকাশং যথা স্যাত্তথা রেজে। তে হি ভুজে ('ভুজা' শব্দঃ) মধুসূদনে কৃষ্ণে পক্ষে ভ্রমরে কল্পলতায়াঃ লীলাং স্বাভিলাষ-প্রদানেন পক্ষে স্বাভীষ্টমধু-সমর্পণেন বিনোদ-বিশেষং ঈয়তুঃ প্রাপ্নুতাং ॥ ১২৭ ॥ বক্ষোজ-কঞ্চুলিকা-মিলন-শোভাং বর্ণয়তি—তস্যাঃ উরুজৌ স্তনৌ চ মণিভিঃ খচিতত্বাৎ শ্যামা কঞ্চুলী চ, তত্র ব্যতিষঙ্গাৎ পরস্পরমেলনাৎ জায়তে যাঃ শোভাঃ সুষমাঃ তাঃ রেজুঃ দেদীপ্যন্তে স্ম। তত্রোপমা—হারঃ মুক্তামালা এব বলাকা বকজাতিঃ তয়া সহ ইন্দ্রস্য চাপঃ ধনু স্তৎসদৃশাঃ রেজুরিতি শেষঃ। স্তনয়োঃ গৌরত্বং, মণীনাং বিবিধবর্ণত্বং, কঞ্চুলিকায়াঃ শ্যামত্বং, মুক্তামালানাং ধাবল্যমিতি তেষাং সম্মেলনে ইন্দ্রচাপপ্রতীতি র্যুক্তৈব। উত্তরচম্প্বাং (৩৪।৪৩) ঘনরুচিকঞ্চুকরুচিরা বিবিধ-মণীনাং বিরাজিতা রাজিঃ। ইন্দ্রধনুঃপ্রতিমা যা মুক্তাশ্রেণীবলাকয়া রুরুচে ॥ ১২৮ ॥ বক্ষঃশোভা বিশেষমাহ—তস্যা উরঃ বক্ষঃ ন কেবলং গুঞ্জাদিহারেণ হারি হারযুক্ত-

হারা স্তেন পরং শৌরে শ্চেতসঃ পশ্যতো হরাঃ।
আত্মীয়তরলে মঙ্‌ক্ষু সংক্রামন্ত্যা স্তনোরপি ॥ ১৩০ ॥
স্তন-নব্যাব্জয়ো রস্যাঃ পায়ং পায়ং রসার্ণবং।
সূক্ষ্মরোমালিভি র্নাভিবিলং মধুগৃহীকৃতং ॥ ১৩১ ॥
তদা তস্যাঃ কৃশোদর্য্যা বলয়ঃ কাম-তর্পণাৎ।
উপেন্দ্রে বলিতাং যাতা যেন দ্বাঃস্থায়িতাং স তু ॥ ১৩২ ॥

মিত্যর্থে বিরোধঃ, পরিহার-পক্ষেতু হর্ত্তুং শীলমস্যেতি [হৃ+ণিন্] হারি মনোহরণশীলমিত্যর্থঃ। তদেব ব্যনক্তি পরাৰ্দ্ধেন—হরেঃ জগতাং মনঃ-প্রাণহরণশীলস্যাপি কৃষ্ণস্য চিত্তং হরতি, এবমপি তৎ হারিতয়া হরণশীল-ধর্ম্মতয়া হারভূষিতয়া বা মতং। শ্লেষঃ॥ ১২৯॥ হারশব্দস্য নিরুক্তিং প্রতিপাদয়তি—ন কেবলং পশ্যতঃ শৌরেঃ মহাবীর্য্যবতঃ কৃষ্ণস্যাপি [ষষ্ঠী চানাদরে—তমনাদৃত্যেত্যর্থঃ] চেতসঃ চিত্তস্য হরাঃ অপহারকা ইতি তে হারা ইতি বাচ্যং। অপি তু আত্মীয়তরলে স্বস্যমন্তকমণৌ বা অন্যেষাং হারাণাং মধ্যমণৌ বা মঙ্‌ক্ষু দ্রাক্ সংক্রামন্ত্যাঃ প্রতিবিম্বিতায়াঃ কৃষ্ণস্য তনোঃ দেহস্য চ হরাঃ চৌরা ইতি চ হারতয়া মতাঃ ইতি শেষঃ॥ ১৩০॥ সরোমাবলিনাভি-শোভা-বিশেষং প্রতিপাদয়তি—অস্যাঃ স্তনৌ এব নব্যে নবীনে স্তত্যে বা অব্জে পদ্মে তয়ো রসার্ণবং রসসমুদ্রং পায়ং পায়ং পীত্বা পীত্বা [আভীক্ষ্ণ্যে ণমুল্] সূক্ষ্মাণি রোমাণি এব অলয়ঃ ভ্রমরাঃ কৃষ্ণবর্ণত্বাৎ তৈঃ কর্ত্তৃভিঃ নাভিরেব বিলং সরোবরঃ মধুগৃহীকৃতং [অভূততদ্ভাবে চ্বিঃ] মধুকোষরূপেণাশ্রিতমিতি ভাবঃ। রূপকোৎপ্রেক্ষে॥ ১৩১॥ উদরবলি-শোভামাহ—তদা তস্যাঃ কৃশোদর্য্যাঃ বলয়ঃ চর্ম্মতরঙ্গাঃ কামস্য স্বাভিলাষস্য তর্পণাৎ পূরণাদ্ধেতোঃ উপেন্দ্রে কৃষ্ণবিষয়ে বলিতাং বলে দৈত্যরাজস্য স্বভাবং বলশালিত্বং বা যাতাঃ প্রাপ্তবত্যঃ। বলয়স্তাঃ দর্শন-স্পর্শনাদ্যৈ র্বহুশঃ তস্য নাগরবরস্য স্বাভিলাষপূরণং কুর্বন্তীতি প্রসিদ্ধমেব। অতো যেন যস্মাৎ কামতর্পণাদ্ধেতোঃ স তু কৃষ্ণঃ তস্যাঃ দ্বারি স্থায়িতাং নিত্যাব-স্থানং যাতা গতবান্। অত্র কাচিদাখ্যায়িকা বর্ত্ততে—বলিঃ দৈত্যরাজঃ খলু ত্রিপাদপরিমিতাং ভূমিং যাচমানস্য বামনস্যাভিলাষপূর্ত্ত্যা সুতলে নিবসতি। তত্র দ্বারপালতয়াস্য প্রভোরপি নিত্যাবস্থানং ভক্তবশ্যতয়া স্মর্য্যত ইতি শ্রীমদ্ভাগবতাগ্নিবামনপুরাণাদিষু মৃগ্যম্। শ্লেষব্যতিরেকোৎ-

অস্যাং তুলসিকা-মালা মধ্যমা রঙ্গণ-স্রজোঃ।
রেজে যত্রাপি ভৃঙ্গাণাং মালা দৃব্ধেব দৃশ্যতে ॥ ১৩৩ ॥
পঞ্চবাণস্য বাণানাং ব্যূহ-শ্রেণ্যেব তাং হরিঃ।
পঞ্চবর্ণপ্রসূনানাং মালয়া পশ্যদঞ্চিতাং ॥ ১৩৪ ॥ *
তস্যা ন বর্ণ্যতে মধ্যং মধ্যেশ্রোণি-পয়োধরং।
মাংসলানাং সভাপাতী কৃশো বা কেন গণ্যতে ? ১৩৫ ॥
তস্যাঃ শ্রোণিফলং বাসো বব্রে বাসোহথ মেখলাং।
মেখলা কলমাধুর্য্যং কৃৎস্নমেব হরে র্মনঃ ॥ ১৩৬ ॥
সর্ব্বাক্ষিপ্রতিবিম্বাম্বুজন্মবন্যাভিরাজিতৌ।
তেনতুঃ 'কম্রতা' † মস্যা মঞ্জু শিঞ্জান-হংসকৌ ॥ ১৩৭ ॥

প্রেক্ষাদয়ঃ ॥ ১৩২ ॥ পুষ্পমালা-ধারণ-শোভামাহ—অস্যাং রাধায়াং রঙ্গণকুসুম-নির্মিতমাল্যয়োঃ মধ্যমা মধ্যবর্ত্তিনী তুলসীমালা রেজে যত্রাপি ভৃঙ্গাণাং ভ্রমরাণাং পক্ষে কৃষ্ণস্য নেত্রভ্রমরাণাং মালা শ্রেণী দৃব্ধা গ্রথিতা ইব দৃশ্যতে ॥ ১৩৩ ॥ কিঞ্চ পঞ্চবাণস্য কামদেবস্য বাণানাং শরাণাং ব্যূহানাং দেহানাং শ্রেণ্যা ইব পঞ্চবর্ণ-পুষ্পাণাং মালয়া বৈজয়ন্ত্যা অঞ্চিতাং শোভিতাং তাং রাধাং হরিঃ অপশ্যৎ। 'অরবিন্দমশোকঞ্চ চূতঞ্চ নবমল্লিকা। নীলোৎপলঞ্চ পঞ্চৈতে পঞ্চবাণস্য শায়কা' ইতি পঞ্চ পুষ্পাঃ কামস্য শরাঃ। বৈজয়ন্তী খলু পঞ্চবর্ণকুসুমগ্রথিতাজানুলম্বিতা মালা। যুদ্ধার্থ-সৈন্যসমাবেশং দৃষ্ট্বা যথা প্রতিপক্ষিণঃ হৃৎকম্পো জায়তে, তথা বৈজয়ন্তীমালাদর্শনেনৈব শ্যামস্য হৃদি মহাকামো জজ্ঞন্যতে ইতি ধ্বনিঃ ॥ ১৩৪ ॥ মধ্যদেশশোভামাহ—তস্যাঃ শ্রোণ্যাঃ জঘনস্য চ পয়োধরয়োশ্চ মধ্যং মধ্যশ্রোণিপয়োধরং [পারে মধ্যে ষষ্ঠ্যাবেতি অব্যয়ীভাবঃ] মধ্যদেশঃ ন বর্ণ্যতে। তৎ কুত ইত্যত আহ—মাংসলনাং পৃথুলানাং সভাপাতী কৃশো জনো বা কেন গণ্যতে ? ন কেনাপি। অতিসূক্ষ্ম ইত্যর্থঃ ॥ ১৩৫ ॥ কিঞ্চ, তস্যাঃ শ্রোণিফলং নিতম্বঃ বাসঃ বস্ত্রং বব্রে অগৃহ্নাৎ, বাসঃ মেখলাং পর্য্যধাৎ, মেখলাপি কলস্য অব্যক্তমধুরনিনাদস্য মাধুর্য্যং তেনে, কিন্তু তত্তদখিলমপি হরে র্মনঃ জগ্রাহ ॥ ১৩৬ ॥ হংসকধারণ-শোভাবিশেষ-

---

* (গৌ) পুস্তকে নাস্তি। † হ্রদতা (রা)।

মঞ্জীরৌ খঞ্জনাবংঘ্রীপদ্মে তত্রেতি নিশ্চিতং।
তয়োঃ শ্রুতে তয়োঃ শব্দে হরেঃ ফলতি কামনা ॥ ১৩৮ ॥
পাদাঙ্গুলীয়কান্যস্যা মণিজানি বিরেজিরে।
চারুতারাচয়শ্রীণি নখচন্দ্রাবলীমনু ॥ ১৩৯ ॥
অপূর্ব্বাং রচয়িত্বা তু বিধি 'স্তামঙ্ঘ্রি-কঞ্জয়োঃ' *।
চিত্রং সৌভাগ্য-মুদ্রাঢ্যং স্বশিল্প-ব্যঞ্জকং ব্যধাৎ ॥ ১৪০ ॥

মাহ—অস্যাঃ মঞ্জু মনোজ্ঞং যথা স্যাত্তথা শিঞ্জানৌ ধ্বনিযুক্তৌ হংসকৌ পাদকটকৌ [শিজি অব্যক্তশব্দে+শানচ্। শ্লেষেণ হংস ইব কায়তি মধুরধ্বনিত্বাৎ (কৈ+ড), হংসাকৃতিত্বাৎ হংস ইব হংসক ইতি বা ইবার্থে বিকারসঙ্জ্যেত্যাদিনা কঃ। রাজহংস ইত্যর্থঃ] কম্রতাং কমনীয়তাং তেনতুঃ বিস্তারয়ামাসতুঃ। ননু রাজহংসাঃ পদ্মচারিণ ইতি শ্রূয়ন্তে ইত্যত আহ—সর্বেষাম্ অক্ষাং চক্ষুষাং প্রতিবিম্বানি এব অম্বুজন্মানি পদ্মানি তেষাং বন্যা বনসমূহঃ তত্র অভিরাজিতৌ সুষ্ঠু রাজমানৌ, অতএব কম্রতাং দধতুঃ ॥ ১৩৭ ॥ পুনর্মঞ্জীরশোভাং বর্ণয়তি—তত্র রাধায়াং মঞ্জীরৌ এব খঞ্জনৌ, অংঘ্রী চরণে এব পদ্মে ইতি নিশ্চিতং নিরূপিতং। শ্রুতে কর্ণে ইতয়োঃ প্রাপ্তয়োঃ কর্ণগোচরীভূতয়োঃ তয়োঃ মঞ্জীরয়োঃ শব্দে হরেঃ কামনা ফলতি। মঞ্জীর-শব্দেন তস্যা অভিসার-নিশ্চয়াদ্বা, সুরতসমরাবসরে কলনাদেন রসাধায়কত্বাদ্ বা তয়োরুপযোগিতাত্র। উত্তরচম্প্বাং (৩৪।৪৯) কৃতচরণাম্বুজচরণাবিহ মঞ্জীরৌ তু খঞ্জনৌ মঞ্জু। হরিরপি যৎকলকলনে হরিতাং জয়বন্মুদামনুত ॥ ১৩৮ ॥ অস্যাঃ নখা এব চন্দ্রাঃ তেষাং আবলিং অনু সংবেষ্ট্য মণিময়ানি অতঃ চারুঃ মনোজ্ঞা তারাচয়ানাং নক্ষত্রসমূহানাং শ্রীঃ শোভাসমৃদ্ধি র্যত্র তানি পাদাঙ্গুলীয়কানি বিরেজিরে প্রাকাশন্ত ইত্যর্থঃ। রূপকোৎপ্রেক্ষে ॥ ১৩৯ ॥ পদতলে সৌভাগ্যমুদ্রাদিকমুৎপ্রেক্ষ্যতে—বিধিঃ ব্রহ্মা তাং রাধাং অপূর্ব্বাং বিস্ময়করীং অস্পৃষ্টপূর্ব্বাং বা রচয়িত্বা অঙ্ঘ্রিকঞ্জয়োপাদকমলয়োঃ তলয়ো রিতি শেষঃ স্বস্য শিল্পস্য কারুকার্য্যস্য ব্যঞ্জকং সূচকং চিত্রং বিচিত্রং বহুবিধং বা সৌভাগ্যমুদ্রাঢ্যং ব্যধাৎ সমার্পয়ৎ। তু বৈশিষ্ট্যদ্যোতনে। শঙ্খার্দ্ধচন্দ্রযবাঙ্কুশাদয় এব তত্রত্যমুদ্রাঃ। রূপকব্যতিরেকোৎপ্রেক্ষাদয়ঃ ॥ ১৪০ ॥ পদয়োঃ স্বতঃ

---

* স্তাং পাদয়ো স্তলে (রা)

সখীকরাম্বুজ-স্পর্শাদেব তৎপাদ-পল্লবৌ।
অলং শোণীকৃতৌ লেভে মৃষা লাক্ষারসো যশঃ॥ ১৪১॥
রাধাঙ্গধাম-সাম্রাজ্যে জাম্বূনদ-বিভূষণং।
দধার কাঞ্চনক্ষৌণে রিন্দ্রগোপাবলীমহঃ॥ ১৪২॥
ভূষণান্যপি লাবণ্যে তস্যা ভূষাত্বমৈয়রুঃ।
স্রবন্ত্যঃ স্ফুটমায়ান্তি মহত্বং সিন্ধু-সীমনি॥ ১৪৩॥
স্বমাতৃ-প্রেষিতাং ব্রহ্মকন্যা সৌগন্ধিকস্রজম্।
দাতুং বষ্টিস্ম যর্হ্যন্তঃপটী বিঘটিতীকৃতা॥ ১৪৪॥
তস্যা গৃহীত্বা শিবয়া কণ্ঠে কৃষ্ণস্য নর্মণা।
নিদধে মালিকা তত্রাবেশব্যাজাদ্ ভ্রমাদিব॥ ১৪৫॥

রক্তিমানমাহ—তস্যাঃ পাদৌ এব পল্লবৌ কিসলয়ে সুকোমলত্বাৎ রক্তবর্ণত্বাচ্চ, সখ্যাঃ করাম্বুজয়োঃ স্পর্শাদেব অলং ভৃশং শোণীকৃতৌ রক্তবর্ণৌ বভূবতুঃ। তত্র লাক্ষারসঃ অলক্তকঃ মৃষা মিথ্যা তদ্‌যশঃ প্রাপ। স্বভাবোক্তি-রূপক-তদ্‌গুণাদয়ঃ॥ ১৪১॥ তত্র ভূষা-বৈশিষ্ট্যমাপাদয়তি—রাধায়াঃ অঙ্গানাং ধাম দীপ্তিঃ তদেব সাম্রাজ্যং বিশালত্বাৎ, সর্ব্বতঃ প্রসৃতত্বাদ্ বা, তস্মিন্ জাম্বূনদ-বিভূষণং হেমালঙ্কৃতিঃ কাঞ্চনক্ষৌণেঃ স্বর্ণভূমেঃ সুমেরোরিতি যাবৎ ইন্দ্রগোপাবলীনাং রক্তবর্ণ-কীটবিশেষাণাং মহঃ কান্তিং দধার প্রাপ॥ ১৪২॥ তত্র ভূষণ-ভূষণত্বমাহ—তস্যা লাবণ্যে সৌন্দর্য্যাতিরেকে ['মুক্তাফলেষুচ্ছায়ায়া স্তরলত্বমিবান্তরা। প্রতিভাতি যদঙ্গেষু তল্লাবণ্যমিহোচ্যতে॥'] ভূষণানি অপি ভূষাত্বং ঐয়রুঃ অগচ্ছন্ [ঋ-গতৌ+লঙি অন্] 'পরং পদং ভূষণভূষণাঙ্গমিতি' শ্রীমদ্‌ভাগবত উক্তত্বাৎ। অর্থান্তরন্যাসেন তদেব দ্রঢ়য়তি—সিন্ধুসীমনি সাগরসান্নিধ্যে স্রবন্ত্যঃ নদ্যঃ স্ফুটং ব্যক্তং যথা স্যাত্তথা মহত্বং মাহাত্ম্যমায়ান্তি সম্যক্ প্রাপ্নুবন্তি॥ ১৪৩॥

অথ সরস্বতীনীতমাল্যসমর্পণ-প্রকারমাহ—ব্রহ্মকন্যা সরস্বতী স্বমাত্রা সাবিত্র্যা প্রেষিতাং সৌগন্ধিকানাং নীলোৎপলানাং স্রজং মাল্যং দাতুং বষ্টিস্ম ঐচ্ছৎ [বশ কান্তৌ+লটি তিপ্]। তত্র কথং বা তস্যাঃ প্রবেশ ইত্যত্রাহ—যর্হি যদা অন্তঃপটী বিঘটিতীকৃতা অপসারিতা॥ ১৪৪॥ তত্র

স্মিত্বা তাং যমুনাচখ্যৌ মাল্যং সখ্যাঃ কথং মম।
ভ্রাতৃসাদকৃথাঃ কিম্বাং কিম্বা প্রেমা করোতি ন ॥ ১৪৬ ॥
তস্যামপলপন্তীব দেবী স্বাং নর্ম্ম-চাতুরীং।
সদাস্মি ভ্রান্তি-শীলেতি ব্যঞ্জয়ৎ সা স্মিতাননা ॥ ১৪৭ ॥
অপি হারেণ তাং মালাং হরন্তী হরি-বক্ষসঃ।
স্বমাল্যং নয় দেবীতি রাধায়া নিদধে হৃদি ॥১৪৮॥[যুগ্মকম্]
সুরাজ-মাল্যোপর্য্যস্যা বিররাজ মুখাম্বুজং।
পার্শ্বয়োরগ্রতঃ শ্রেণীকৃতৈ রাজা নিজৈরিব ॥ ১৪৯ ॥
ভূষণস্যোপজীব্যা চ সা রেজে হারতো যতঃ।
চিত্রং তদপহারেঽপি প্রসসাদ ভৃশং হরিঃ ॥ ১৫০ ॥

বিন্ধ্যবাসিনী কৃষ্ণকণ্ঠে মাল্যং দদাতি—তস্যাঃ সরস্বত্যাঃ সকাশাৎ শিবয়া নর্মণা কৌতুকেন কৃষ্ণস্য কণ্ঠে মালিকা নিদধে সমর্পিতা, তত্র নর্মণি আবেশব্যাজেন ভ্রমাদিব। ইবেতি বস্তুতঃ ভ্রমং নিরাকরোতি, স্বেচ্ছা-কৃতত্বাৎ ॥ ১৪৫ ॥ যমুনাকৃতস্মিতোক্তিমাহ—যমুনা স্মিত্বা ঈষদ্ধাস্যং কৃত্বা তাং বিন্ধ্যবাসিনীমাচখ্যৌ অবদৎ [খ্যা প্রকথনে লিটি রূপং] 'কথং মম সখ্যাঃ রাধায়াঃ মাল্যং ভ্রাতৃসাৎ অকৃথাঃ ভ্রাত্রে দত্তবতীত্যর্থঃ। কিম্বা বাং যুবয়োঃ প্রেমা কিং ন করোতি? অপি তু অকরণীয়মপি করোতীত্যর্থঃ ॥ ১৪৬ ॥ তদা বিন্ধ্যবাসিনীকৃত্যমাহ—সা দেবী বিন্ধ্যবাসিনী তস্যাং যমুনায়াং স্বাং নর্মণঃ চাতুরীং অপলপন্তী নিহ্নুবন্তী ইব স্মিতাননা সতী 'সদা ভ্রান্তিশীলা ভ্রমময়ী পক্ষে ভ্রমণশীলা অস্মি' ইতি ব্যঞ্জয়ৎ প্রাকাশয়ৎ। হরিবক্ষসঃ তাং মালাং হারেণ মুক্তামালয়া চ সহ হরন্তী গৃহ্নতী 'হে দেবি! রাধে! স্বমাল্যং নয়' ইতি রাধায়া হৃদি নিদধে অর্পিতবতী ॥ ১৪৭-১৪৮ ॥ তত্র বৈচিত্রীমাহ—সুরাজানাং সৌগন্ধিকানাং মাল্যস্য উপরি অস্যা মুখাম্বুজং বিররাজ অশোভত। অগ্রতঃ সম্মুখং পার্শ্বদ্বয়ে স্থিতৈঃ শ্রেণীবদ্ধৈঃ নিজগণৈঃ উপলক্ষিতঃ রাজা যথা রাজতে তদ্বৎ ॥ ১৪৯ ॥ কিঞ্চ, ভূষণস্য উপজীব্যা জীবনোপায়স্বরূপা চ সা রাধা, যতঃ যস্মাৎ কারণাৎ হারতঃ ভূষণধারণেন সা রেজে। যদ্বা যতঃ যস্মাৎ হারাৎ সা রেজে অশোভত, তস্য হারস্য অপহারে অপনয়নেঽপি হরিঃ ভৃশমত্যর্থং প্রসসাদ প্রসন্নোঽ-

মুক্তাবল্যা মদাল্যাঃ কিং পরপুংস স্তনুস্পৃশা ।
ইত্যেতদ্ব্যাজতঃ কৃষ্ণা রাধাহারং হরৌ ন্যধাৎ ॥ ১৫১ ॥
পশ্য লোলুপয়া গর্ব্বং দর্শয়ন্ত্যাপি সংসদি ।
প্রত্যাখ্যয়েব হারোঽসৌ হরে র্বিনিমিতোঽনয়া ॥ ১৫২ ॥
ইতি কৃষ্ণোরসি ন্যস্য করং হারিণি পার্বতী ।
তদ্বিলেপন-কস্তূরী রসধারামিবোদিতাং ॥ ১৫৩ ॥
আদায়ানুল্বণং স্মেরা বৃষভানুকুলশ্রিয়ঃ ।
লিলেখ তিলকং ভালে তিলকং নিজ-জাতিষু ॥ ১৫৪ ॥
[সন্দানিতকম্]
বিদগ্ধয়ো স্তয়ো স্তেন নর্মণা সকলা সভা ।
সিস্মিয়ে 'যৎকৃতে পুষ্পবর্ষং তত্র ব্যলোকি ন' * ॥ ১৫৫ ॥

ভবদিতি চিত্রং আশ্চর্যকরম্। রূপমিদং—তদুক্তমুজ্জ্বলে—অঙ্গান্য-ভূষিতান্যেব কেনচিদ্ ভূষণাদিনা। যেন ভূষিতবদ্ভান্তি তদ্রূপমিতি কথ্যতে। নিরাভরণদেহাপি সা শ্রীকৃষ্ণং প্রীণয়তীত্যর্থঃ ॥ ১৫০ ॥ অথ যমুনাকৃতহার-বিনিময়মাহ—'পরপুংসঃ তনুস্পৃশা হৃদয়সঙ্গিন্যা মুক্তাবল্যা মম সখ্যাঃ কিং? প্রয়োজনং নাস্তীত্যর্থঃ।' ইতি এতস্য ব্যাজাৎ ব্যপ-দেশেন যমুনা রাধায়া হারং হরৌ কৃষ্ণকণ্ঠে ন্যধাৎ অর্পয়তি স্ম ॥ ১৫১ ॥ ততো বিন্ধ্যবাসিনী কংসারিবক্ষঃস্থলাদ্ গৃহীতেন মৃগমদেন রাধিকায়া স্তিলকং বিদধে ইত্যাহ ত্রিভিঃ—'পশ্য হে সখি! অনয়া সংসদি সভায়ামপি গর্ব্বং দর্শয়ন্ত্যা অথচ লোলুপয়া লুব্ধয়া যমুনয়া প্রত্যাখ্যয়া বিপ্রকৃত্যা ইব হরেঃ অসৌ হারঃ বিনিমিতঃ পরিদত্তঃ' ইতি কৃত্বা পার্ব্বতী একানংসা কৃষ্ণস্য মনোহারিণি উরসি বক্ষোদেশে করং হস্তং ন্যস্য সমর্প্য তত্র উদিতাং উদ্গতাং ইব তস্য বিলেপনরূপা যা কস্তূরী মৃগমদঃ তস্যা রসধারাং অনুল্বণং অপ্রকটং যথা স্যাত্তথা আদায় গৃহীত্বা স্মেরা হাস্যমুখী সতী বৃষভানোঃ কুলস্য লক্ষ্ম্যাঃ রাধায়াঃ ভালে ললাটে নিজজাতিষু তিলকং শ্রেষ্ঠং তিলকং বিশেষকং রচয়ামাস ॥ ১৫২-১৫৪ ॥ তত্রত্য নর্ম্মণানন্দ বিশেষমাহ—বিদগ্ধয়োঃ চতুরয়োঃ তয়োঃ যমুনা-বিন্ধ্যবাসিন্যোঃ তেন

---

* পুষ্পবৃষ্টি র্যদ্দ্যোরিব স্মিতমৈক্ষত (বৃ)।

নিচোলাবৃত-সর্ব্বাঙ্গী 'জগৃহে সা' * প্রবোধনং।
বকারেরপি যত্রাসীন্মনোজস্য প্রবোধিনী ॥ ১৫৬॥
সুখাভা তন্মুখান্তর্যদ্ বিরেজে কৃষ্ণবীক্ষয়া।
তচ্ছায়া বহিরুদ্ব্যক্তা ব্যানশে কৃষ্ণমপ্যথ ॥ ১৫৭ ॥ †
সংক্রামন্ত্যান্তদা তস্যামর্পিতে মণিদর্পণে।
সংক্রামযত্য প্রিয়ং পর্ব্বণ্যুপজহ্রুরিবালয়ঃ ॥ ১৫৮ ॥
সা মিথঃ প্রতিবিম্বাপ্ত-প্রিয়াসঙ্গা মদালসা।
দর্পণার্পণকারিণ্যাং ভুজকল্পলতামধাৎ ॥ ১৫৯ ॥

পূর্বোক্তেন নর্ম্মণা পরীহাসেন সকলা সভা গোষ্ঠী সিস্মিয়ে ঈষদ্ধাস্যমকরোৎ [স্মিঙ্ ঈষদ্ধসনে + লিটি] যস্য হাস্যস্য কৃতে তত্র স্থলে কালে বা পুষ্পবর্ষং ন ব্যলোকি দৃষ্টং। পুষ্পবর্ষন্ত স্মিতেনৈব সিদ্ধমভূদিতি ভাবঃ। স্মিতস্য পুষ্পবর্ষণেন সাদৃশ্যাপত্তেঃ [কবিকল্পলতায়াং ৪।৪] ॥ ১৫৫ ॥

তস্যাঃ প্রবোধন-প্রকারমাহ—নিচোলেন বস্ত্রবিশেষেণ আবৃতানি আচ্ছাদিতানি অঙ্গানি যস্যাঃ সা রাধা প্রবোধনং গন্ধাদ্যৈঃ ধূপনং সংস্কার-বিশেষং জগৃহে উপাদদে। যত্র প্রবোধনে বকারেঃ কৃষ্ণস্যাপি মনোজস্য কামস্য প্রবোধিনী জাগরণমাসীৎ ॥ ১৫৬ ॥ তত্র কৃষ্ণদর্শনলালসা বৈশিষ্ট্যং সূচয়তি—তস্যা মুখমধ্যে কৃষ্ণস্য বীক্ষয়া দর্শনেন যৎ সুখাভা আনন্দময়ী কান্তিঃ বিরেজে, তস্য ছায়া প্রতিবিম্বং বহির্দেশে উদ্ব্যক্তা উদ্গতা সতী অথ কৃষ্ণমপি ব্যানশে ব্যাপ্নোৎ (বি আ + অশূ ব্যাপ্তৌ লিটি রূপমিতি)। রাধায়া আনন্দপ্রাচুর্য্যং দৃষ্ট্বা কৃষ্ণস্যাপি আনন্দবাহুল্যমজনিষ্টেতি ভাবঃ ॥ ১৫৭ ॥ বিম্বাবিম্বি কৌতুকং বর্ণয়তি—তদা স্বভূষণপর্য্যাপ্তি-দর্শনায় অর্পিতে মণিময়দর্পণে সংক্রামন্ত্যাং প্রতিবিম্বিতায়াং তস্যাং রাধায়াং আলয়ঃ প্রিয়ং কৃষ্ণমপি সংক্রময্য প্রতিফাল্য পর্ব্বণি উৎসবে উপজহ্রুঃ উপহৃতং কৃতবত্যঃ। ইবেত্যুৎপ্রেক্ষায়াং ॥ ১৫৮ ॥ কিঞ্চ, মিথঃ পরস্পরং প্রতিবিম্বেন আপ্তঃ লব্ধঃ প্রিয়স্য আসঙ্গো মেলনং যয়া তথাবিধা সা রাধা মদেন অলসা মন্থরা সতী দর্পণস্য অর্পণকারিণ্যাং সখ্যাং ভুজএব কল্পলতা অভীষ্ট-সংপূরণাৎ,

* ধূপেনাদাৎ (রা)
† তাম্বূলৈ বর্দনং তস্যা রঞ্জিতেঽথ নিজান্তরে।
ব্যঞ্জদ্বহিশ্চ তচ্ছায়াং কোপীবাকম্পয়ৎ প্রিয়ং ॥ (গৌ, রা)।

স্বজনেনাভিতো ব্যক্তৈঃ কৃষ্ণরাধাদিসঙ্গমৈঃ।
ধ্যানং মদন-গায়ত্র্যা দর্পণার্কস্থমৈক্ষ্যত ॥ ১৬০ ॥
ততো রাধা স্বাভিঃ মুহুরুপহৃতৈ র্ভূষণগণৈ
র্ধৃতৈঃ কৈশ্চিৎ কৈশ্চিৎ কৃত-পরিধিভাবং স্বমভিতঃ।
বিরাজন্তী তাশ্চ স্বয়মথ পুরস্কৃত্য বিবিধৈ-
রলঙ্কারৈ স্তস্মিন্ন্যশময়দুপশ্লোকিতমিদং ॥ ১৬১ ॥
অয়ি শ্রীগোবিন্দ-প্রিয়বন-মহাদেবি ! সুষমা
তবালঙ্কর্ত্রীয়ং ভুবনগৃহ-রত্নং বিধুমপি।
অলঙ্কারান্ ধত্তে স্বয়মপররত্নৈঃ করুণয়া
স্ফুটং তদ্দীনানাং স্বভজন-রতিং নঃ প্রথয়তি ॥ ১৬২ ॥

তামধাৎ নিহিতবতী ॥ ১৫৯ ॥ স্বজনেন কর্ত্রা অভিতঃ সমন্তাদ্ ব্যক্তৈঃ স্পষ্টীকৃতৈঃ কৃষ্ণস্য রাধায়াশ্চ আদিপদেন গোপীনাঞ্চ সঙ্গমৈঃ একত্র মেলনৈঃ উপলক্ষিতং মদন-গায়ত্র্যাঃ কামগায়ত্র্যাঃ ধ্যানং দর্পণঃ মুকুর এব অর্কঃ সূর্য্যঃ তস্মিন্ স্থিতং ঐক্ষ্যত অদৃশ্যত। তথাহি হরিভক্তিবিলাসে—'ধ্যানোদ্দিষ্ট-স্বরূপায় সূর্য্যমণ্ডলবর্ত্তিনে। কৃষ্ণায় কামগায়ত্র্যা দত্ত্বাদর্ঘ্য-মনন্তরমিতি'। (৩।১৪৫) ॥ ১৬০ ॥

ততো বন্দিগণকৃতস্তুতিপাঠপ্রকারং বর্ণয়তি—ততঃ স্বাভিঃ নিজ-পরিজনৈঃ মুহুঃ উপহৃতৈঃ ভূষণগণৈঃ কৈশ্চিৎ ধৃতৈঃ, তথা স্বং অভিতঃ সমন্তাৎ কৃতঃ পরিধেঃ পরিবেষ্টনস্য ভাবঃ যত্র তদ্ যথা স্যাত্তথা ধৃতৈঃ কৈশ্চিচ্চ বিরাজন্তী অথ তাশ্চ সখীঃ স্বয়ং নিজহস্তেন বিবিধৈঃ অলঙ্কারৈঃ পুরস্কৃত্য তস্মিন্ স্থলে কালে বা ইদং উপশ্লোকিতং শ্লোকৈ র্নিবদ্ধং গীত-বিশেষং ন্যশময়ৎ অশৃণোৎ। ইতঃপ্রভৃতি শ্লোক-নবকং শিখরিণীবৃত্তিকং —'রসৈ রুদ্রৈশ্ছিন্না যমনসভলাগঃ শিখরিণীতি লক্ষণাৎ ॥ ১৬১ ॥ শ্লোকানাহ—অয়ি ! শ্রীগোবিন্দস্য প্রিয়বনানাং মহাদেবি ! ইয়ং তব সুষমা পরমশোভা ভুবনানাং গৃহাণাং রত্নং মণিমাণিক্যাদিকং বিধুং চন্দ্রং বা অলঙ্কর্ত্রী শোভাসম্পাদয়িত্রী। যদ্বা ভুবনরূপ-গৃহস্য রত্নভূতং বিধুমপি শোভয়িত্রী। সা স্বয়ং করুণয়া যদপররত্নৈঃ কৃতান্ অলঙ্কারান্ ধত্তে পরিদধাতি, তত্তু দীনানাং নঃ অস্মাকং স্বস্যাঃ সুষমায়াঃ ভজনস্য স্তুতি-

কচান্তঃ সিন্দূরাদিতমরুণতা মঞ্জনরুচা
তথাক্ষি-দ্বন্দ্বং তে শিতি মণিসরৈঃ কর্ব্বুরমুরঃ।
তবাশেষে গৌরি! প্রচুর-যশসা শ্বেততি পদে
'গুণাঃ কিন্তে কান্ত্যাহুতিমিত ইতঃ প্রাপুরভিতঃ?'* ॥১৬৩॥
তবোত্তংসঃ শীর্ষ্ণি শ্রবণ-যুগলে কুণ্ডলযুগং
তথা ঘ্রাণে মুক্তা হৃদি বিবিধমালা-সমুদয়ঃ।
ককুদ্মত্যাং কাঞ্চী কর-পদযুগে কঙ্কণমুখং
কিমামুক্তিং ভেজে কিমথ হৃদয়ে নঃ শশিমুখি!! ১৬৪ ॥

করণস্য রতিং রুচিং স্ফুটং ব্যক্তং যথা স্যাত্তথা প্রথয়তি বর্দ্ধয়তি। তদ্দর্শনেনৈবাস্মাকং বন্দনা-গীতস্ফূর্ত্তিরিতি ভাবঃ॥ ১৬২॥ "হে গৌরি! তব কচান্তঃ কেশমধ্যবর্ত্তিস্থানং সিন্দূরাৎ অরুণতাং রক্তবর্ণং ইতং প্রাপ্তং, তথা অক্ষিযুগং অঞ্জনরুচা কজ্জলকান্ত্যা শিতি কৃষ্ণবর্ণং ইতং, তথা উরঃ বক্ষঃস্থলং মণিসরৈঃ মুক্তাহারৈঃ কর্ব্বুরবর্ণং বিচিত্রবর্ণমগচ্ছৎ। তব অশেষে নিখিলে পদে অঙ্গপ্রত্যঙ্গে যদ্বা নিখিলে ভুবনে প্রচুরযশসা শ্বেতীকৃতে সতি [শ্বেত ইবচরাতীতি 'সর্ব্বপ্রাতিপদিকেভ্যঃ ক্বিপ্‌বা বক্তব্যঃ' ইতি ক্বিপ্‌, ভাবে সপ্তমী] তে তব কান্ত্যা অসমোর্দ্ধরূপমাধুর্য্যা সহ গুণাঃ অলোক-সাধারণাঃ ইতঃ ইতঃ স্থানাৎ অভিতঃ সমন্তাৎ ঊর্দ্ধতন-লোকেষু হুতিং আহ্বানং প্রাপুঃ কিম্? অয়ং ভাবঃ—'জগচ্ছ্রেণীলসদ্‌যশা' ত্বমসি, 'উমাদিরমণীব্যূহস্পৃহণীয়গুণোৎকরাসি', তথা 'গৌরীশ্রীমৃগ্য-সৌন্দর্য্যবন্দিতশ্রীনখপ্রভাসি', অতো শিববৈকুণ্ঠাদিধামসু অপি তব যশোগুণকান্তিগাথাদিকং সর্বত্র প্রচুররূপং বরীবর্ত্তীতি জানীয়াঃ॥ ১৬৩॥ "তব শীর্ষ্ণি মস্তকে উত্তংসঃ শিরোভূষণং চূড়াদি, শ্রবণযুগে কুণ্ডলদ্বয়ং, তথা নাসিকায়াং মুক্তা, হৃদি চ বিবিধমাল্যসমূহঃ, ককুদ্মত্যাং কট্যাং কাঞ্চী মেখলা, করয়োঃ পদয়োশ্চ কঙ্কণপ্রমুখং, 'মুখ' পদেন পাদকটক-নূপুরাদিকানাং গ্রহণং। হে শশিমুখি! এতদ্‌ভূষণজাতং কিং আমুক্তিং সম্যক্‌মুক্তিং ভেজে অগচ্ছৎ, অথবা নঃ অস্মাকং হৃদয়ে আমুক্তিং ধারণ-যোগ্যতাং অগচ্ছৎ। অয়ম্ভাবঃ—রাজ্যাভিষেকে তব সর্ব্বজন্তূনাং

---

* গুণাঃ কিম্বা কৃৎস্না গতিমিত ইতো ভেজুরভিতঃ। (রা)

বিরাজন্তী হস্তাধর-কিশলয়ৈ র্ভূষণমণি-
প্রসূনা তন্বানা দ্যুতিভর-পরাগান্ দিশি দিশি।
সুধাবর্ষিণ্যেষা স্মিতমনু চলন্নেত্র-মধুপা
বিধাত্রী কামান্ বঃ কিমিহ সুরবল্লী বিলসতি ॥ ১৬৫ ॥
পরো দাতা লোকঃ কটক-মুকুটাদ্যৈঃ কবিজনান্
বিরোচিষ্ণূন্ হৃষ্টঃ প্রিয়সখি! সমন্তাদ্ বিতনুতে।
স্বয়ং ধৃত্বা তানি স্ফুরিত-বপুষা ত্বং নিজরুচা
চিরত্নাং রত্নালঙ্কৃতিরুচিমহো নো দময়সি ॥ ১৬৬
শশীচ্ছত্রং জ্যোৎস্না ব্যজনযুগমৃক্ষাবলিরলং-
ক্রিয়া-জাতং জজ্ঞে জনিষত চকোরা জনদৃশঃ।

মুক্তিদানপ্রসঙ্গোঽস্মাভিঃ পরিকলিতঃ, তৎ কথং স্বাঙ্গস্থিতানাং অতো বদ্ধানাং ভূষণানামপি মোচনং ন কৃতমিতি খলু নঃ জিজ্ঞাসা। তেষামপি মোচনে সতি অস্মাভিরেব তানি যথাসুখং ধার্য্যাণীতি গূঢ়াভিপ্রায়ঃ ॥১৬৪॥ রূপকেণ তস্যাং কল্পলতাত্বমাবিষ্কৃত্য স্ববাসনাচরিতার্থতায়ৈ প্রষতত বন্দিগণঃ। "হস্তৌ চ অধরৌ চ হস্তাধরং [প্রাণিতূর্য্যসেনাঙ্গানামিতি দ্বন্দ্বৈক্যং] তদেব কিসলয়ং পল্লবঃ, লৌহিত্যাৎ সুকোমলত্বাচ্চ; তেন বিরাজন্তী। ভূষণানাং মণয়ঃ এব প্রসূনানি কুসুমানি যত্র সা। দিশি দিশি প্রতিদিশং দ্যুতিভরান্ কান্তিরাশীনেব পরাগান্ পুষ্পরেণূন্ তন্বানা বিস্তারয়ন্তী। স্মিতমনু হাস্যেন সুধাং বর্ষিতুং শীলমস্যা ইতি তাচ্ছীল্যে ণিন্ অমৃতবর্ষাকৃৎ তথা চলন্তি নেত্রানি এব মধুপা ভ্রমরা যত্র তথাভূতা বঃ যুষ্মাকং কামান্ অভিলাষান্ বিধাত্রী দাত্রী সতী এষা ইহ বৃন্দাবনে কিম্ সুরবল্লী কল্পলতা বিলসতি? নূনং সৈব ভবিতেত্যর্থঃ ॥ ১৬৫ ॥ অধুনা স্বাভিলাষং স্ফুটং ব্যঞ্জয়তি—"হে প্রিয়সখি! পরো দাতা বদান্যঃ জনঃ হৃষ্টঃ সন্ সমন্তাদ্ অভিতঃ কবিজনান্ স্তুতিপাঠকান্ কটকমুকুটাদ্যৈঃ ভূষণৈঃ বিরোচিষ্ণূন্ দীপ্তিময়ান্ বিতনুতে কুরুতে। অহো! খেদে! ত্বং তু তানি ভূষণানি স্বয়মাত্মনা ধৃত্বা পরিধায় স্ফুরিতং প্রকাশিতং যদ্ বপুঃ দেহ স্তেন নিজরুচা স্বকান্ত্যা নঃ অস্মাকং চিরত্নাং পুরাতনীং রত্নময়ানাং অলঙ্কৃতীনাং রুচিং কান্তিমপি দময়সি শময়সি নাশয়সীত্যর্থঃ ॥

কথং রাধে ! দাম্না বসিতমিব মাল্য-প্রতিভটং
মিলদ্ভৃঙ্গং হ্রীণা ত্বমপলপিতাসি স্তুতিকৃতি ॥ ১৬৭ ॥
অসৌ তে সৌন্দর্য্যোন্নতিততিরিয়ং বেশ-রচনা
বয়োলক্ষ্মীরেষা হরি-সখগুণোন্মীলিত-মদঃ ।
ইদং লীলারাজ্যং বরদয়িত-ভাগ্যাম্বুধিরয়ং
বিধাত্রা লব্ধৈতদ্ব্যতিঘটনমস্মান্ ভ্রময়তি ॥ ১৬৮ ॥
ইদং শ্রুত্বা সর্ব্বৈঃ প্রচুর-পুলকৈঃ সভ্যনিবহৈঃ
স্বয়ং রাজ্ঞ্যা দত্তং স্তুতিকৃতিগণে ভূষণ-শতং ।
দদানে তু শ্রীশে স তু কবিজনঃ কৌস্তুভমণিং
'স্বয়ং প্রেম্না নাদাদপি নিজমনস্থং কমিতবান্' * ॥১৬৯॥

---

১৯৬ ॥ কিঞ্চ, শশী তব ছত্রং, শ্বেতত্বাৎ, শোভনত্বাৎ, মৃদুকিরণবত্ত্বাচ্চ। জ্যোৎস্না তব ব্যজনদ্বয়ং তথা ঋক্ষাবলি নক্ষত্রসমূহঃ তে অলংক্রিয়াজাতং আভরণরাজিঃ জজ্ঞে, জনানাং দৃশঃ নয়নানি এব চকোরাঃ অজনিষত অজায়ন্ত [জনী প্রাদুর্ভাবে+লুঙি অন্ত]। হে রাধে! দাম্না রজ্জুনা বসিতং বদ্ধং [বস আচ্ছাদনে+ক্ত] ইব মাল্যমেব প্রতিভটং প্রতিপক্ষং তত্রাপি মিলন্তঃ ভৃঙ্গাঃ যত্র তথাভূতং হ্রীণা লজ্জিতা সতী ত্বং কথং স্তুতিকৃতি বন্দিজনে অপলপিতাসি অপহ্নোতাসি ? তস্মাৎ মাল্যমেতদ্ দূরীকুরু ইতি ধ্বনিঃ ॥ ১৬৭ ॥ কিঞ্চ অসৌ তে সৌন্দর্য্যস্য রূপলাবণ্যাদেঃ উন্নতি-ততিঃ পরম-পরাকাষ্ঠা, ইয়ং তে বেশরচনা, এষা তে বয়ঃসুষমা, হরিশ্চাসৌ সখা (সমপ্রাণত্বাৎ) চেতি হরিসখঃ তস্মিন্ অদঃ তে গুণানাং উন্মীলিতং প্রকটনং, ইদং তে লীলারাজ্যং, অয়ং বরস্য দয়িতস্য প্রিয়তমস্য ভাগ্যনিধিঃ, বিধাত্রা লব্ধং এতদ্ ব্যতিঘটনং পরস্পর-মেলনং অস্মান্ ভ্রময়তি বিমোহয়তি" ॥ ১৬৮ ॥ অথ বন্দিগণে দানপ্রসঙ্গমাহ—ইদং শ্রুত্বা প্রচুরাঃ পুলকা যেষাং তৈঃ সর্ব্বৈঃ সভ্যনিবহৈঃ সভাসদ্ভিঃ রাজ্ঞ্যা স্বয়মাত্মনা চ স্তুতিকৃতিগণে বন্দিভ্যঃ ভূষণানাং শতং দত্তং। তদা শ্রীশে লক্ষ্মীকান্তে তু কৌস্তুভমণিং দদানে স কবিজনস্তু স্বয়ং তং ন আদাৎ অগৃহ্লাৎ, অপিতু নিজমনস্থং বাঞ্ছিতং কমিতবান্ প্রার্থিতবান্ ॥ ১৬৯ ॥

---

* স্বয়ং প্রেম্না নাত্তাদপি নিজমনোরাজ্যমিতবান্ (বৃ, গৌ)

রসততিভিরিতীয়ং প্রাপ্য দিব্যাধিরাজ্যং
হরিজলধরবর্য্যং শশ্বদুল্লাসয়ন্তী।
স্বজন-নয়নরূপাং পুষ্ণতী চাতকালীং
'নিখিলজনদৃগন্তো-নিম্নগাং' * সুষ্ঠু তেনে ॥ ১৭০ ॥
ব্রজবনগণরাজ্যে রাজপট্টাভিষিক্তে
রধিকমধিগতশ্রীর্মঞ্জু কুঞ্জাসনস্থা।
হরিমুখবিধুলক্ষ্ম্যা সান্দ্রিতৈরত্র ভাবৈ
র্মণিভিরপি সমন্তাদুজ্জ্বলা পাতু রাধা ॥ ১৭১ ॥

অধ্যায়ং সমাপয়ন্ প্রকরণার্থং উপসংহরতি—ইতি ইত্থং রসানাং পক্ষে জলানাং ততিভিঃ রাশিভিঃ ইয়ং দিব্যম্ অপার্থিবং আধিরাজ্যং সাম্রাজ্যং প্রাপ্য হরিরেব জলধরবর্য্যঃ মেঘশ্রেষ্ঠঃ বর্ণসাম্যাৎ লীলামৃত-বর্ষণাচ্চ, তং শশ্বৎ পুনঃ পুনঃ উল্লাসয়ন্তী আনন্দয়ন্তী, স্বজনানাং নয়নরূপাং চাতকালিং পুষ্ণতী পালয়ন্তী তথা নিখিলানাং জনানাং দৃশাং নয়নানাং অন্তঃ অশ্রু এব নিম্নগা নদী তাং সুষ্ঠু তেনে বিস্তারয়ামাস ॥ ১৭০ ॥ তস্যাঃ আশিষং প্রার্থয়তে—ব্রজবনানাং রাজ্যে রাজপট্টে রাজসিংহাসনে অভিষিক্তেঃ অতিষেকাৎ হেতোঃ অধিকং যথা স্যাত্তথা অধিগতা লব্ধা শ্রীঃ শোভাসমৃদ্ধি র্যয়া তথাবিধা, মঞ্জু মনোজ্ঞং যৎ কুঞ্জং তস্য আসনে স্থিতা তথা হরেঃ কৃষ্ণস্য মুখমেব বিধুঃ চন্দ্রঃ তস্য লক্ষ্ম্যা সুষময়া, অত্রাভিষেকে সান্দ্রিতৈঃ মৃদুভিঃ স্নিগ্ধৈ র্বা ভাবৈঃ মণিভিশ্চ সমন্তাৎ সর্ব্বতোভাবেন উজ্জ্বলা অলঙ্কৃতা রাধা পাতু সর্ব্বান্ পরিরক্ষতাৎ। মঞ্জুকুঞ্জাসনস্থেতি বর্ত্তিষ্যমাণবস্তুবীজং সূচয়তি ॥ ১৭১ ॥ সর্ব্বশেষে স্বাভীষ্টদেবং প্রার্থয়তি—নিজস্য গুণানাং উৎকর্ষাণাং যো গণঃ স এব দাম রজ্জুঃ তেন, ধাম্নেতি পাঠে তৎপ্রভাবেণেত্যর্থঃ। বিপ্রযুক্তান্ প্রাপ্তমোক্ষানপি নিরুন্ধে। কৃষ্ণপক্ষে 'আত্মারামগণাকর্ষী'ত্যুক্তত্বাৎ 'আত্মারামাশ্চ মুনয়ো নির্গ্রন্থা অপ্যুরুক্রমে। কুর্ব্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তিমিত্থম্ভূতোগুণো হরিরিতি' শ্রীভাগবতোক্তেশ্চ। শ্রীরূপপক্ষে—স্বীয়-ভজনপ্রতাপেন তেষাং আকর্ষণং যুক্তমেব! মোক্ষ-লঘুতাকৃদ্‌ভক্তিস্তু ভক্তসঙ্গবাহনা ভক্তকৃপা-বাহনা বেত্যুক্তত্বাচ্চ। ন

---

* জগদুদিত মুদ্রেন্দ্রে নিম্নগাঃ (বৃ)

নিজগুণগণদাম্না বিপ্রমুক্তান্নিরুন্ধে
প্রণয়-বিনয়জালৈ রুধ্যতে তৈঃ সমন্তাৎ।
অথ চ বিপথপন্নং ত্রায়তে মদ্‌বিধং য-
স্তমিহ মহিতরূপং কৃষ্ণদেবং নিষেবে ॥ ১৭২ ॥

ইতি শ্রীরাধাভিষেক-চরিতে শ্রীমাধব-মহোৎসব নাম্নি কাব্যে
উজ্জ্বল-রাধিকো নাম অষ্টম উল্লাসঃ ॥ ৮ ॥

কেবলং নিরোধ এব তাৎপর্য্যং, অপিতু প্রণয়শ্চ বিনয়ঃ নম্রতা, নীতিঃ প্রণতি র্বা তেষাং জালৈঃ সমূহৈঃ শ্লেষেণ আনায়ৈঃ তৈ র্বিমুক্তৈঃ সমন্তাৎ রুধ্যতে স্বয়মেবাবধ্যতে। তদুক্তং শ্রীশ্রীসনাতনগোস্বামিভিঃ (বৃ. ভা. ২।৭।১৫৭) তস্মৈ নমোঽস্তু নিরুপাধিকৃপাকুলায় শ্রীগোপরাজতনয়ায় গুরূত্তমায়। যঃ কারয়ন্নিজজনং স্বয়মেব ভক্তিং তস্যাতিতুষ্যতি যথা পরমোপকর্ত্তু রিতি। 'প্রণয়রশনয়া ধৃতাঙ্ঘ্রিপদ্ম' ইত্যাদ্যুক্তিতশ্চ। দ্বিতীয়পক্ষে তু নিজাভীষ্টপ্রসাদপ্রাপ্তেঃ স্বয়মপি তদ্‌বশীভূতো ভবতীতি ন্যায্যমেব ; অথচ বিপথে গতং মদ্‌বিধং জনং যঃ ত্রায়তে রক্ষতি, ইহ তং মহিতরূপং কৃষ্ণদেবং নিষেবে ইতি প্রাগ্বৎ ॥ ১৭২ ॥

ইতি কৃপাকণিকায়ামষ্টম উল্লাসঃ ॥ ৮ ॥

——০——

নবম উল্লাসঃ।

গান্ধর্ব্বায়াঃ সিংহপীঠ-প্রয়াণে
তস্মিন্ যোগীন্দ্রাদি-জল্পোঽনুকূলঃ।
বায়ুশ্চাসীদ্ বাসনা-মাধুরীভি
র্যৌ তৌ লোকৈ স্তুষ্টিদৌ তুষ্টুবাতে ॥ ১ ॥
অথোন্মুখীয়মুদ্ভবৌ নৃপাসনোদয়াদ্রয়ে।
হরেঃ সহাশয়া যথা বিধো রখণ্ডমণ্ডলী ॥ ২ ॥
নিখিল-সভাসু নিরীক্ষ্য ফুল্লদৃক্ষু
প্রিয়তম-বংশকলাদি-বান্ধবন্দ্যে।

কৃপাকণিকা ;

অথালঙ্কৃতায়া রাধায়াঃ সিংহাসন-বিজয়োৎসবমাহ—গান্ধর্বায়াঃ রাধায়াঃ তস্মিন্ পূর্বোদ্দিষ্টে সিংহপীঠে সিংহাসনে প্রয়াণে বিজয়ে যোগীন্দ্রাস্থানাং জল্পঃ সর্ব্ববিরুদ্ধমত-খণ্ডনপূর্ব্বকস্বমত-ব্যবস্থাপনং তৎকথা বা, তথা মাধুরীভিঃ মাধুর্য্যৈঃ চিত্তদ্রবীভাবময়হ্লাদবিশেষৈ র্বা [বিশেষলক্ষণা-তৃতীয়া] বাসনা ভাবনা চ অনুকূলঃ সহায়ঃ বায়ু রাসীৎ। যথা বাতেন নীয়মানং শীঘ্রমেব গন্তব্যস্থানং প্রাপ্নোতি, তথা তাসাং ব্যবস্থা সংকল্পশ্চ তস্যাঃ অভীষ্টপূর্ত্ত্যৈ প্রচুরতরং সাহায্যমকরোদিত্যর্থঃ। যৌ তৌ বাসনা-জল্পৌ তুষ্টিদৌ সন্তোষপ্রদৌ, অতঃ লোকৈঃ তুষ্টুবাতে অস্তূয়েতাম্। 'নানাবৃত্তময়ঃ কাপি সর্গঃ কশ্চন দৃশ্যতে' ইতি সাহিত্যদর্পণোক্তদিশা-ত্রোল্লাসে নানাবিধানি চ্ছন্দাংসি। অত্র তু শালিনী বৃত্তং মাত্তৌ গৌ চেৎ শালিনী বেদ-লোকৈরিতি লক্ষণাৎ ॥ ১ ॥ নৃপাসনে যাত্রা-প্রকারমাহ—অথ ইয়ং রাধা নৃপাসনমেব উদয়াচলঃ তস্মৈ হরেঃ শ্রীকৃষ্ণস্য পক্ষে ইন্দ্রস্য আশয়া সহ ইচ্ছানুসারেণ পক্ষে ইন্দ্রাধিষ্ঠিতস্য দিশা পূর্ব্বয়া সহ বিধো শ্চন্দ্রস্য অখণ্ডা সম্পূর্ণা মণ্ডলী যথা উদ্‌বভৌ উচ্চৈঃ চকাস্তিস্ম। সোঽপি চন্দ্রমাঃ উদয়াচলে পূর্ব্বদিশি গচ্ছন্নত্যর্থং ভাতি, তদ্বদিত্যর্থঃ। অত্রানুষ্টুব্ ভেদেষু প্রমাণিকা নাম বৃত্তং 'প্রমাণিকা জরৌ লগাবিতি' ॥ ২ ॥ অজিরাবতরণমাহ—প্রফুল্লাঃ আনন্দিতাঃ দৃশঃ নয়নানি যাসাং তাসু

অজিরবরেঽবততার সাঽথ রাজ্ঞী
স্ফুরদুরুমঙ্গলসঙ্গত-ক্রমেণ ॥ ৩ ॥
ছত্রমুখক্ষিতিপালক-লক্ষ্মা-
সক্তকরৈঃ স্বজনৈ রনুযদ্ভিঃ।
স্তব্ধতামপি গতং নিজদেহং
তদ্গুণেন কিল কৃষ্টমমানি ॥ ৪ ॥
দেববৃষ্টমনুযন্ প্রতিপুষ্পং
যশ্চ যশ্চ মধুলুব্ধতয়াসীৎ।
তত্র দিব্যমধুপঃ স স তস্যাং
প্রাপ তত্তদুপদাতুমিবাথ ॥ ৫ ॥
পঞ্চবর্ণ-পটবাস-সংহতিং
সংভজদ্ভিরিহ পুষ্পপাংশুভিঃ।

নিখিলাসু সভাসু সমাজেষু নিরীক্ষ্য প্রিয়তমস্য কৃষ্ণস্য বংশস্য মুরল্যাঃ কলঃ মধুরাস্ফুটধ্বনিরাদি মুখ্যং যেষাং তথাবিধৈঃ বাদ্যৈঃ বন্দ্যে প্রশংসনীয়ে অজিরবরে চত্বররাজে অথ সা পূর্বোদ্দিষ্টা রাজ্ঞী রাধা স্ফুরন্তি প্রকাশমানানি উরূণি বহূনি মঙ্গলানি তৈঃ সঙ্গতঃ সম্যগনুগতঃ সমুচিতঃ যঃ ক্রমঃ অনুক্রমঃ পাদবিক্ষেপো বা তেন করণেন অবততার। অত্র মৃগেন্দ্রমুখং নাম বৃত্তং—'ভবতি মৃগেন্দ্রমুখং নজৌ জরৌ গ' ইতি ॥ ৩ ॥ গমন-মন্থরতাং প্রতিপাদয়তি—ছত্রমুখানি ছত্রচামরাতপত্র-প্রভৃতীনি যানি ক্ষিতিপালকস্য রাজ্ঞঃ লক্ষ্মাণি চিহ্নানি তৈঃ আসক্তাঃ সংসক্তাঃ করা হস্তা যেষাং তৈঃ স্বজনৈঃ অনুযদ্ভিঃ অনুগচ্ছদ্ভিঃ নিজদেহং স্তব্ধতাং স্তম্ভং গতমপি তস্যাঃ গুণেন উৎকর্ষেণ শ্লেষেণ রজ্জ্বা কৃষ্টং আকৃষ্টং অমানি অমন্যত। কিলেতি বার্তায়াম্। পূর্বার্ধে দোধকং বৃত্তং 'দোধকমিচ্ছতি ভত্রিতয়াদ্ গৌ' ইতি লক্ষণাৎ, পরার্দ্ধে স্বাগতা চ, তেনোপজাতিরিতি জ্ঞেয়ম্ ॥ ৪ ॥ তত্র ভ্রমরাসক্তিকারণমুপন্যস্যতি—দেবৈঃ বৃষ্টং প্রতিপুষ্পং অনুযন্ অনুগচ্ছন্ যশ্চ যশ্চ দিব্যমধুপঃ সুন্দরঃ ভ্রমরঃ তত্র মধুলোভাৎ আসীৎ, অথ স স তত্তৎ মধু উপদাতুং গ্রহীতুমিব তস্যৈ রাধায়ৈ প্রাপ প্রাগচ্ছৎ। উৎপ্রেক্ষেয়ং। স্বাগতা বৃত্তিঃ—'স্বাগতা রনভগৈ গুরুণা চেতি' লক্ষণাৎ ॥ ৫ ॥

লাজবৃন্দমপি পুষ্প-মণ্ডলৈ
বৃষ্টিরপ্রথত দৃষ্টি-মোহিনী ॥ ৬ ॥
অথ তামনিমেষবীক্ষণা-
দধিযত্যঃ সমমেব বিস্মিতাঃ।
ভুবি দিব্যপি বন্দি-সুভ্রুবঃ
স্তবতে স্ম প্রতিকান্তি-বিভ্রমং ॥ ৭ ॥
'উপরি যত্র' * বনং বিরলায়তে
সপদি তত্র মুদা স্থর-সুভ্রুবাং।
অজনি ভানুসুতামবলোকিতুং
রথকুলেঽথ পরস্পর-ঘট্টনা ॥ ৮ ॥
অথ কক্ষা-ত্রিতয়াদধীশ্বরী
স্বগণৈঃ পট্টগৃহান্তমাগতা।

তত্র দর্শনীয়বৈচিত্রীমাহ—ইহ স্থলে পঞ্চবর্ণা যা পটবাসানাং গন্ধচূর্ণানাং পিষ্টাতকানাং সংহতিঃ রাশিঃ তাং সম্যক্ ভজদ্ভিঃ আশ্রয়দ্ভিঃ মিলদ্ভিরিত্যর্থঃ পুষ্পাণাং পাংশুভিঃ পরাগৈঃ তথা লাজানাং ভৃষ্টযবাদিনাং বৃন্দং সংভজদ্ভিঃ পুষ্পসমূহৈশ্চ দৃষ্টেঃ মোহিনী বৃষ্টিঃ অপ্রথত অতনোৎ॥ উভয়োঃ বর্ণসাম্যাৎ মোহনত্বং। রথোদ্ধতা বৃত্তিঃ 'রাৎপরৈ র্নরলগৈ রথোদ্ধতেতি লক্ষণাৎ॥ ৬॥ দেবীভিঃ নির্নিমেষা নার্য্যঃ তাং স্তুষ্টুবুঃ—অথ ভুবি পৃথিব্যাং দিবি আকাশেঽপি বন্দিনাং সুভ্রুবঃ রমণ্যঃ অনিমেষ-বীক্ষণাৎ নির্নিমেষলোচনেন তাং রাধাং সমমেব যুগপদেব শ্লেষেণ সমানভাবেনৈব অধিযত্যঃ প্রাপ্য দৃষ্ট্বেতি যাবৎ প্রতিকান্তি-বিভ্রমং প্রত্যেকং কান্তিচ্ছটানাং স্তবতে স্ম প্রাশংসীৎ। অত্র সুন্দরী নামার্দ্ধসমং বৃত্তং—'অযুজো র্যদি সৌজগৌ যুজোঃ স ভরাল্ গৌ যদি সুন্দরী তদেতি' লক্ষণাৎ॥ ৭॥ অন্যাসাং দেবীনামাগমনমাহ—উপরিভাগে যত্র বনং বিরলায়তে দূরসন্নিবিষ্ট মাসীদিত্যর্থঃ তত্র সুরসুন্দরীণাং সপদি ঝটিতি ভানুসুতাং রাধাং মুদানন্দেন অবলোকিতুং রথসমূহে পরস্পরং ঘট্টনা সংঘট্টঃ বিমর্দ্দনমিতি যাবৎ অজনি। দ্রুতবিলম্বিতং বৃত্তং 'দ্রুতবিলম্বিতমাহ নভৌ ভরাবিতি'॥ ৮॥ তত্র পট্টগৃহা-

---

* উপবিয়ন্ন (রা)

উদয়াদ্রিস্থলমণ্ডলাদিব
গ্রহবৃন্দৈ নর্ভ ইন্দুমণ্ডলী ॥ ৯ ॥
স্ফুটচম্পকালিভি রভাজি বরণপদমূঢ়-জাতিভিঃ।
যত্র ভজতি 'ভগণঃ স-শশী' † খলু তাসু
তোরণ-বিলাসভূরিতাম্ ॥ ১০ ॥
দিশি দিশি মধুপাঃ সগোত্রভাবা-
দ্বহুরুচি-পুষ্পলতালয়াবলিভ্যঃ।
পতদথ মণিসানুবুদ্ধি যস্মিন্
ঘনকুলমচ্ছ পতন্তি মৎসরেণ ॥ ১১ ॥

গমনমাহ—অথ অধীশ্বরী রাধা কক্ষাত্রিতয়াৎ প্রকোষ্ঠত্রয়মতিক্রম্য স্বগণৈঃ সখীভিঃ সহ পট্টগৃহস্থ সার্ব্বভৌমস্থ অন্তং মধ্যদেশমাগতা। তত্রানুরূপো দৃষ্টান্তঃ—ইন্দুমণ্ডলী চন্দ্রঃ গ্রহবৃন্দৈঃ সহ যথা উদয়াদ্রেঃ স্থলমণ্ডলমতীত্য নভঃ আকাশং আগচ্ছতি তদ্বৎ। অত্র প্রভাবতী নাম বৃত্তং—'সভরাল্ গৌ কথিতা প্রভাবতীতি'কেচিদাহুঃ ॥ ৯ ॥

অথ সার্বভৌমগৃহমেব বিশিনষ্টি সপ্তদশভিঃ—স্ফুটেতি। যত্র পট্টগৃহে ঊঢ়াঃ সমাশ্রিতাঃ জাতয়ঃ জাতিলতা যাসু তাভিঃ স্ফুটানাং বিকসিতানাং চম্পকানাং আলিভিঃ শ্রেণীভিঃ বরণপদং সৎক্বতিঃ পূজনাদি র্বা অভাজি অকারি। তাসু জাতি-সমাশ্রিতাসু চম্পকততিষু খলু নিশ্চিতং শশিনা চন্দ্রেণ সহ বর্ত্তমানো ভানাং নক্ষত্রাণাং গণঃ তোরণস্থ নগরদ্বারস্থ বিলাসস্থ সৌন্দর্য্যস্থ ভূরিতাং প্রাচুর্য্যং ভজতি দধাতি। উদ্‌গতানাম বিষমবৃত্তভেদঃ —'প্রথমে সজৌ যদি সলৌ চ, নসজ গুরুকাণ্যনন্তরং। যদ্যথ ভনজলগাঃ স্যুরথো সজসা জগৌ চ ভবতীয়মুদ্‌গতেতি ॥ ১০ ॥ তত্র ভ্রমরাণাং ভ্রান্তি-মাহ—অথ যস্মিন্ গৃহে দিশিদিশি মধুপাঃ ভ্রমরাঃ বহুবিধ-কান্তিশীলানাং পুষ্পলতালয়ানাং নিকুঞ্জানাং আবলিভ্যঃ সমূহেভ্যঃ পতদ্ উদ্‌গচ্ছৎ ঘনকুলং অভ্রসমূহং অচ্ছ পতন্তি আভিমুখ্যেন গচ্ছন্তি [অচ্ছ গত্যর্থবদেষু' ইতি তৎপুরুষঃ]। তৎকারণমাহ মৎসরেণ ক্রোধেন, তত্রাপি হেতুমুট্টঙ্কয়তি সগোত্রভাবাদিতি সমানং গোত্রং অস্যেতি জ্ঞাতিরিত্যর্থঃ তস্য ভাবেন

---

† হি মহোবলয়ং (গৌ)

বিবিধরাগ-সুপরাগ-মণ্ডলৈ
র্মলয়জানিল-বিলাস-লালিতৈঃ।
নিজকণৈরিব পরীতমুচ্চকৈ
র্লসতি যত্র মণিমুদ্রিতাঙ্গনং ॥ ১২ ॥
মণিকুট্টিমং কুসুম-পুঞ্জিনি যত্র
প্রসবশ্রিয়াধিবসতি দ্রুমরাজঃ।
হরিদাসবর্য্যগিরি-মস্তজ-কূট-
প্রচিত-স্থলে মণিরুচা মুরজিদ্বা ॥ ১৩ ॥
সোঽয়ং কৃষ্ণবনস্থ ভূরুহাং রাজা যত্র বিচিত্র-ভূরুহঃ।
যস্মাদেব বিভাতি সার্ব্বয়া লক্ষ্ম্যা তেষু নৃপাংশভাগিব ॥ ১৪ ॥

বর্ণসাম্যাৎ ইতি ভাবঃ। নন্থ কথং তত্র এতাবৎ সম্ভাবনমিতি চেত্তদাহ—মণিময়ঃ সান্থঃ পর্ব্বতসমভূতলমিতি বুদ্ধি র্যত্র তদ্ যথা স্যাত্তথা। তত্র নিকুঞ্জ-গৃহে পর্ব্বতস্থ-সমতলভূমিবুদ্ধিঃ তথা ঘনকুলে জ্ঞাতিবুদ্ধিশ্চ সাম্যভাক্ত্বাৎ। ভ্রান্তিমানলঙ্কারঃ। পুষ্পিতাগ্রানাম বৃত্তং—'অযুজি ন যুগরেফতো যকারো যুজিতু নজৌ জরগাশ্চ পুষ্পিতাগ্রেতি ॥ ১১ ॥ মণিচত্বরং বর্ণয়তি—যত্র মণিভিঃ মুদ্রিতং খচিতং অঙ্গনং প্রাঙ্গণং লসতি বিরাজতি। তদেব বিশিনষ্টি—মলয়জবায়োঃ বিলাসৈঃ সমন্তাৎ সঞ্চরণৈঃ কৃত্বা লালিতৈঃ অত্যন্তস্নিগ্ধীকৃতৈঃ [লডকোপসেবে] বিবিধা রাগা লোহিতাদিবর্ণাঃ যেষু তথাবিধাঃ সুপরাগাঃ উৎকৃষ্টাঃ পুষ্পরেণব স্তেষাং মণ্ডলৈঃ রাশিভিঃ উচ্চকৈরত্যর্থঃ পরীতং পরিব্যাপ্তং। তত্রোৎপ্রেক্ষা—নিজকণৈরিব স্বস্য রজঃকণাভিরাবৃতমিব। অত্র প্রিয়ংবদা নাম বৃত্তং—'ভুবি ভবেন্নভজরৈঃ প্রিয়ংবদেতি' ॥ ১২ ॥ তত্রত্য কল্পবৃক্ষরাজং প্রস্তৌতি—কুসুমানাং পুঞ্জং রাশি র্যত্র স্থলে মণিকুট্টিমং মণিময়ভূমিং [উপান্বধ্যাঙ্ বসঃ ইতি অধিকরণস্য কর্ম্মত্বং] দ্রুমরাজঃ বৃক্ষবর্য্যঃ প্রসবানাং ফলপুষ্পদীনাং শ্রিয়া সুষময়া অধিবসতি বিরাজতীত্যর্থঃ। তত্রোৎপ্রেক্ষা হরিদাসানাং বর্য্যঃ শ্রেষ্ঠশ্চাসৌ গিরিঃ পর্ব্বতশ্চেতি গোবর্দ্ধনঃ তস্য মস্তং মস্তকং তস্মিন্ জায়ন্তে বিরাজন্তে যানি কূটানি শৃঙ্গাণি তৈঃ প্রচিতে অভিব্যাপ্তে স্থলে মণীনাং রুচা কান্ত্যা মুরজিৎ কৃষ্ণঃ ইব ॥ অত্র কলহংসো নাম ত্রয়োদশাক্ষরং বৃত্তং—সজসাঃ সগৌ চ কথিতঃ কলহংস ইতি ॥ ১৩ ॥ কিঞ্চ, সোঽয়ং বিচিত্রঃ বিস্ময়করঃ

শোভাস্পদ-প্রসবসার-সম্পদা
বৃন্দাবনস্য চ গুণৈ র্বৃতোঽখিলৈঃ।
কল্পদ্রুমং স জিতবানিদং কিয়দ্
যত্রাশ্রিতা ব্যসনিতা হরেরপি ॥ ১৫ ॥
'মলয়গিরিভুবং গন্ধসার-বল্লীং' †
স তরুরুদবহদ্ যত্র ফুল্লদঙ্গঃ।
খগরুতি-মণিতং তেন চারু জজ্ঞে
যদনিশমপি তদ্ভাতি নাতি চিত্রম্ ॥ ১৬ ॥

বিচিত্রিতো বা ভূরুহঃ বৃক্ষরাজঃ যত্র কৃষ্ণবনস্য ভূরুহাং বৃক্ষাণাং রাজা, যস্মাদেব হেতোঃ অসৌ তেষু বৃক্ষেষু নৃপাংশং করং ভজতীতি ভজো ন্বিঃ ইতি ভাক্ গ্রহীতা ইব সার্ব্বয়া সর্ব্বসম্বন্ধিন্যা লক্ষ্যা শোভাসম্পদা বিভাতি প্রকাশতে। অত্র শুদ্ধবিরাড্ নাম দশাক্ষরং বৃত্তং—'ম্সৌ জ্গৌ শুদ্ধ-বিরাড়িদং মতমিতি' বৃত্তরত্নাকরে॥ ১৪॥ অপি চ, শোভায়াঃ আস্পদং ভাজনং যঃ প্রসবানাং ফলকুসুমাদীনাং সারঃ অত্যুৎকৃষ্টাংশঃ তস্য সম্পদা তথা বৃন্দাবনস্য চ অখিলৈঃ গুণৈঃ মহোৎকর্ষৈঃ বৃতঃ সমাযুক্তঃ স যৎ কল্প-দ্রুমং জিতবান্ তৎ ইদং কিয়ৎ অকিঞ্চিৎকরমিত্যর্থঃ। তত্র হেতুমপ্যুট্ট-ঙ্কয়তি—যত্র স্থলে হরেঃ নিখিলানাং মনোহরণস্য কৃষ্ণস্য অপি ব্যসনিতা মহাসক্তিঃ আশ্রিতা প্রজাতাভবদিতি ভাবঃ। 'বৃন্দাবনং পরিত্যজ্য-পাদমেকং ন গচ্ছতী'ত্যুক্তেঃ। অত্র ললিতা নাম দ্বাদশাক্ষরবৃত্তং 'ধীরৈর-ভাণি ললিতা তভৌ জরৌ' ইতি বৃত্তরত্নাকরে॥ ১৫॥ কিঞ্চ, স তরুঃ মলয়-গিরেঃ মলয়-পর্ব্বতাৎ ভূঃ জনি র্যস্যাঃ তথাবিধাং কন্যাং গন্ধসারবল্লীং চন্দনলতাং উদবহৎ উদযচ্ছত, তেন চ ফুল্লদঙ্গঃ সন্ যৎ অনিশমপি সন্তত-মেব খগরুতিঃ কাকলিরেব মণিতং রতি-কূজিতং চারু মনোহরং যথা স্যাৎ তথা জজ্ঞে উদভূৎ, তৎ ন অতিচিত্রং অতিবিস্ময়করং ন ভাতি প্রকাশতে। রূপকমিদং ; মলয়জায়া তরুবরস্যাস্য মিলনং সুযোগ্যমেব। শীতল-সুগন্ধি-মৃদুলপবনসেব্যত্বাদসৌ সর্ব্ববিধপক্ষিণামাশ্রয়ঃ কাকলিমুখরিতশ্চেত্যর্থঃ। ত্রয়োদশাক্ষরায়া অতিজগত্যাখ্যায়াঃ জাতিভেদোঽয়ং ছন্দোমঞ্জর্য্যাদৌ নো

---

† মলয়গিরিসুতাং গন্ধবাহলীলাং (বৃ)।

অধিযৎ সুরশাখি-নায়কঃ
স মিথশ্চ প্রতিকূল-ধর্ম্মিণীঃ।
স্বগুণৈ রখিলা ঋতুশ্রিয়ো
মিলিতীকৃত্য সদোপগূহতে ॥ ১৭ ॥
স বিরাজতি যত্র ভূরুহেন্দ্রঃ
শ্রিত-সিংহাসন-কাঞ্চন-প্রকাণ্ডঃ।
কনকাংশুকশোভিতাধরাঙ্গ-
স্থির-পদ্মাসনরীতি রচ্যুতো বা ॥ ১৮ ॥

লক্ষিতঃ ॥ ১৬ ॥ অধিযৎ যত্র স পূর্বোদ্দিষ্টঃ সুরশাখিনাং কল্পবৃক্ষাণাং নায়কঃ রাজা যদ্বা সুরশাখী চাসৌ নায়কশ্চেতি স্বগুণৈঃ মিথঃ প্রতিকূল-ধর্ম্মিণীঃ বিরুদ্ধধর্ম্মশীলা অপি অখিলাঃ ঋতু-শ্রিয়ঃ ঋতু-লক্ষ্মীঃ শোভাসম্পদঃ মিলিতীকৃত্য একত্র সদা উপগূহতে আলিঙ্গতি। তত্র ষড়্‌তুসুষমা একদৈব প্রকাশত ইত্যর্থঃ। অত্র সুন্দরীনাম বৃত্তং ॥ ১৭ ॥ কিঞ্চ, স ভূরুহেন্দ্রঃ বৃক্ষরাজঃ যত্র অচ্যুতঃ বা ইব বিরাজতি। তত্র সাদৃশ্যমেব প্রকটয়তি শ্লেষেণ—শ্রিতং ধৃতং সিংহস্যেবাসনং অবস্থানং যেন স চাসৌ কাঞ্চনঃ স্বর্ণবর্ণঃ প্রকাণ্ডঃ স্কন্ধঃ [মূলাদারভ্য শাখাবধি-বৃক্ষভাগঃ] যস্য স চেতি, কৃষ্ণপক্ষে—সিংহাসনঞ্চ তৎ কাঞ্চন-প্রকাণ্ডঞ্চেতি কর্ম্মধারয়ঃ। যদ্বা সিংহা-সনং কাঞ্চনপ্রকাণ্ডং স্বর্ণস্কন্ধ ইব। শ্রিতং সিংহাসন-কাঞ্চনপ্রকাণ্ডং যেন সঃ ['উপমিতং ব্যাঘ্রাদিভিঃ সামান্যাপ্রয়োগে' ইতি উপমিত কর্ম্মধারয়ঃ, তদ্‌গর্ভো বহুব্রীহিশ্চ] যদ্বা শ্রিত-সিংহাসনশ্চাসৌ কাঞ্চনপ্রকাণ্ডশ্চেতি [বহুব্রীহি-গর্ভ কর্ম্মধারয়ঃ] অর্থস্তু কাঞ্চনবর্ণঃ প্রকৃষ্টঃ কাণ্ডঃ দণ্ডো যস্য সঃ। যদ্বা কাঞ্চনস্য কোবিদারস্য চম্পকস্য নাগকেশরস্য বা প্রকাণ্ডঃ স্কন্ধদেশঃ [আশ্রয়ো] যস্য সঃ। সিংহাসনে উপবিশ্য তত্তদ্ বৃক্ষে লীলা-বিশেষে চ স্বাঙ্গন্যাসং কৃতবান্ ইত্যর্থঃ। যদ্বা শ্রিতস্য সিংহাসনস্য কাঞ্চনেন স্বর্ণবর্ণেন প্রকাণ্ডঃ প্রশস্তঃ পরমমনোরম ইত্যর্থঃ। কিঞ্চ কনকাংশুকৈঃ স্বর্ণবর্ণপ্রভাভিঃ যদ্বা কনকানাং পলাশনাগকেশর-চম্পকাদি-বৃক্ষাণাং কিরণৈঃ শোভিতং অধরং নিম্নদেশস্থমঙ্গং যস্য সঃ। 'কনকং হেম্নি পুংসি স্যাৎ কিংশুকে নাগকেশরে। ধুস্তূরে কাঞ্চনালে চ কালীয়ে চম্পকেঽপি-চেতি' মেদিনী। পক্ষে কনকাংশুকেন পীতবস্ত্রেণ শোভিতং অধরাঙ্গং

মণিকলসীনাং বীথী ঘনরসপূর্ণা যদাশ্রিতা সুভগা ।
চলপল্লব-রদবসনা ভৃঙ্গ-ধ্বনিভি র্জগৌ ভব্যং ॥ ১৯ ॥

দীপা যদভিবিরেজু রুদগ্রাঃ
কজ্জলমোচি-শিখালসদগ্রাঃ ।
শ্রেণী রচনাবলিতালিকুলাঃ
কিম্বা 'স্বর্ণসরোরুহ'-* মুকুলাঃ ॥ ২০ ॥

কটিদেশঃ যস্য সঃ। অপি চ, স্থিরং যৎ পদ্মং তস্য আসনং স্থিতিঃ তদিব রীতিঃ স্বভাবঃ প্রচারো বা যস্য অচঞ্চল-পদ্মবৎ সর্ব্বতঃ প্রসারি বিটপাদি-যুক্ত ইত্যর্থঃ। পক্ষে স্থিরা পদ্মাসনস্য রীতিঃ নিয়মাদি র্যস্য। তথাহি পদ্মাসনং—উর্বোরুপরি বিন্যস্য সম্যক্ পাদতলে উভে। অঙ্গুষ্ঠৌ চ নিবধ্নীয়াৎ হস্তাভ্যাং ব্যুৎক্রমাত্তথা। পদ্মাসনমিতি প্রোক্তং যোগিনাং হৃদয়ঙ্গমম্ ইতি॥ এতদ্ বৈতালীয়ভেদঃ ঔপচ্ছন্দসকং নাম বৃত্তং। তল্লক্ষণং—ষড়্ বিষমেঽষ্টৌ সমে কলা স্তাশ্চ সমে স্যু র্নো নিরন্তরা। ন সমাত্র পরাশ্রিতা কলা বৈতালীয়েঽন্তে রলৌ গুরুঃ। তত্রৈবান্তেঽধিকে গুরৌ স্যাদৌপচ্ছন্দসকং কবীন্দ্রহৃদ্যমিতি॥ ১৮॥ তত্র মণিকলসান্ স্তৌতি —যদাশ্রিতা যত্রত্যা সুভগা সৌভাগ্যশীলা সুন্দরী বা ঘনরসেন জলেন শ্লেষেণ নিবিড়রসৈঃ দাস্য-সখ্যাদ্যৈঃ পূর্ণা মণিময়কলসীনাং বীথী শ্রেণী ভব্যং মঙ্গলং জগৌ অগায়ৎ। নন্বু কথমেতৎ সম্ভাব্যেতেতি তত্রাহ—চলং চঞ্চলং পল্লবমেব রদবসনং ওষ্ঠঃ যস্যাঃ সা, পল্লব-কম্পনেন খলু তস্যা অধর-কম্পনং জায়েত, অতো গানমভূৎ। শব্দোঽপি সমুৎপ্রেক্ষ্যতে ভৃঙ্গাণাং ধ্বনিভিঃ ব্যাজেন জগৌ ইতি। রূপকোৎপ্রেক্ষা। আর্য্যা নাম মাত্রাবৃত্তমত্র। তল্লক্ষণন্তু ছন্দোমঞ্জর্য্যাং মৃগ্যং। বিস্তরভিয়াত্র নোট্টঙ্কিতমিতি॥ ১৯॥ তত্রত্য দীপান্ প্রস্তৌতি—যদভি যত্র উদগ্রাঃ অত্যুচ্চাঃ দীপাঃ বিরেজুঃ। তানেব বিশিনষ্টি কজ্জলং মোক্তুং দাতুং শীলমস্যা ইতি শীলার্থে ণিন্। কজ্জলমোচিনী যা শিখা অগ্নিজ্বালা তয়া লসৎ শোভমানং অগ্রং উপরি-ভাগঃ যেষাং তে। তত্রোৎপ্রেক্ষ্যতে—বা অথবা শ্রেণীনাং রচনয়া নির্মাণেন বলিতাঃ সুঘটিতাঃ যে অলিনঃ ভ্রমরাঃ তেষাং কুলানি বংশাঃ

---

* মাধব-কেতক (গৌ)

মণিচত্বর-পার্থিবাসন-দ্রুম-রত্নগৃহাদয়ো মিথঃ।
অধিযদ্বত সাধবোঽপি তে পরিতঃ পরভাগমাহরন্ ॥২১॥
যত্র নার্পমাসনং তদঙ্ঘ্রি-পীঠশোভিসীম।
রাধিকাঙ্ঘ্রিসেবনার্থ-শিষ্যতোক-সেবিতং বা ॥ ২২ ॥
ইদং রাজাসনং যস্মিন্ সেবিতং বিবিধাসনৈঃ।
সমাসবিধিনা ভেজে রাজদন্তাদিতামিব ॥ ২৩ ॥

যত্র তথাবিধাঃ স্বর্ণপদ্মানাং মুকুলাঃ কুট্মলাঃ কিং? কিমিতি বিতর্কে। অত্র পজ্ঝটিকা—'প্রতিপদযমকিত-ষোড়শ-মাত্রা নবম-গুরুত্ব-বিভূষিত-গাত্রা। পজ্ঝটিকা পুনরত্র বিবেকঃ ক্বাপি ন মধ্যগতো গুরুরেক' ইতি ছন্দঃকৌস্তুভে ॥ ২০ ॥ তত্রত্য বস্তুজাতস্য মিথো গুণোৎকর্ষগ্রহণং বর্ণয়তি —মণিময়ং চত্বরঞ্চ পার্থিবং আসনং সিংহাসনঞ্চ দ্রুমাশ্চ রত্নানি চ আদয়ঃ মুখ্যাঃ যেষাং তে, তথা সাধবশ্চ [চার্থেঽপিকারঃ] তে যত্র পরিতঃ সর্ব্বতঃ মিথঃ পরভাগং গুণোৎকর্ষমাহরন্ অগৃহ্নন্। বতেতি বিস্ময়ে। অত্র বৃত্তং তু চারুহাসিনী নাম বৈতালীয়ভেদঃ। সমে কলা স্তাশ্চ সমে স্যু নের্ণ। অযুগ্ভবা চারুহাসিনীত্যুক্তত্বাৎ। বৈতালীয় লক্ষণন্তু "ষড্বিষমেঽষ্টৌ সমে কলা স্তাশ্চ সমে স্যু নের্ণ। নিরন্তরাঃ। ন সমাত্র পরাশ্রিতা কলা বৈতালীয়েঽন্তে রলৌ গুরুঃ ॥ ২১ ॥ সিংহাসনশোভাং প্রস্তৌতি—যত্র নার্পং আসনং সিংহাসনমিত্যর্থঃ বিরাজতি। তদেব বিশিনষ্টি—তস্যা রাধায়াঃ অঙ্ঘ্রেঃ চরণস্য স্থাপনার্থং যৎ পীঠমাসনং তেন শোভিনী শোভাযুক্তা সীমা প্রান্তদেশঃ যস্য তৎ। তত্রোৎপ্রেক্ষা রাধিকায়াঃ অঙ্ঘ্র্যাঃ চরণয়োঃ সেবনায় যঃ শিষ্যতোকঃ শিষ্যবালকঃ তেন সেবিতমিব। অত্র গাথা নাম বিষমাক্ষরপাদং বৃত্তম্; যদুক্তং বৃত্তরত্নাকরে— বিষমাক্ষরপাদং বা পাদৈরসমং দশধর্ম্মবৎ। যচ্ছন্দো নোক্তমত্র গাথেতি তৎ পূর্ব্বস্থরিভিঃ প্রোক্তমিতি। প্রথমপদে ন্যূনং দ্বিতীয়পাদে চাধিকং ॥২২ কিঞ্চ, যত্র বিবিধাসনৈঃ সেবিতং ইদং রাজাসনং সমাসস্য বিধিনা সংক্ষেপোক্তিতঃ শ্লেষেণ সমাসস্য নিয়মেন রাজদন্তাদিত্বমেব ভেজে প্রাপ্নোৎ। তথাহি 'রাজদন্তাদিষু পর'মিতি স্থত্রেণ 'দন্তানাং রাজা' ইত্যর্থে যথা 'রাজদন্ত' শব্দঃ সাধ্যতে, তথাত্রাপি 'আসনানাং রাজা' ইত্যর্থে কিল 'রাজাসন' নিষ্পন্নঃ কিমিত্যুৎপ্রেক্ষা। অনুষ্টুপ্ ॥ ২৩ ॥ যদনু যত্র রাজ-

তূলিকা যদনু রাজপীঠগ-
ব্যাঘ্রমুখ্যমৃগচর্ম্মপঞ্চকা।
কাঞ্চনাদ্রিগত-ধাতুচিত্রগা
চন্দ্রদীধিতি রিবাভিরাজতে ॥ ২৪ ॥
(সপূগ) সুগন্ধ-সম্পুট-তুরাপসূনবৎ
পুটাচ্ছ-গেণ্ডুক-বিলাস-নীরজৈঃ।
'বিভাতি যত্র চ তদীয়তূলিকা' *
যথেয়মঞ্চতি সুখানি 'পার্থিবী' † ॥ ২৫ ॥
যস্মিন্নৃপাসনমিদং স্বনিবেশ-মাত্রাৎ
কৃষ্ণেণ সংজয়তি তাং পরিভিন্নদৃষ্টেঃ।

পীঠগং সিংহাসনস্থিতং ব্যাঘ্রাদীনাং মৃগানাং পঞ্চানাং চর্ম্মণাং সমাহারঃ মৃগপঞ্চচর্ম্মকং তেন ভূষিতা তূলিকা বিরাজতে। তত্র দৃষ্টান্তঃ কাঞ্চনাদ্রিঃ সুমেরুঃ তস্মিন্ গতানি ধাতূনাং গৈরিকমনঃশিলাদীনাং চিত্রাণি তেষু গতা প্রতিফলিতা চন্দ্রস্য দীধিতিঃ কিরণ ইব অভিতো রাজতে। রথোদ্ধতা নাম বৃত্তং। পঞ্চচর্ম্মাণি যথাগ্নেয়ে ২১৮ অধ্যায়ে—'ধ্রুবাদ্যৈরিতি চ বিশেদ্ বৃষজং বৃষদংশজং। দ্বীপিজং সিংহজং ব্যাঘ্রজাতঞ্চর্ম্ম তদাসনে' ॥ ২৪ ॥ তত্র বিলাসোপকরণানি বর্ণয়তি—পূগেন গুবাকফলেন, উপলক্ষণমেতৎ তেন চ তাম্বুলাদীনামপি সম্ভাবো ব্যজ্যতেতরাং। যদ্বা পূগপাত্রেণ পতদ্‌-গ্রহেণ সহ বর্ত্তমানঃ, পাঠান্তরে সুগন্ধং চন্দনং তস্য সম্পুটঃ যদ্বা সুগন্ধঃ শোভন-গন্ধযুক্তঃ সম্পুটঃ কিম্বা সুগন্ধং নীলোৎপলঞ্চ সম্পুটঃ কুরুবকশ্চ তুরাপাণি তুর্ল্লভাণি সূনানি ফলকুসুমানি চ তেষাং পুটঃ পত্রাদি-রচিতা-ধারবিশেষশ্চ অচ্ছাঃ নির্ম্মলাঃ গেণ্ডুকাঃ কন্দুকাশ্চ বিলাসায় খেলায়ৈ নীরজানি পদ্মানি চ তৈঃ যত্র চ তদীয়া তূলিকা বিভাতি সংপ্রকাশতে যথা ইয়ং পার্থিবী রাজ্ঞী সুখানি প্রাপ্নোতি ॥ বংশস্থবিলং বৃত্তং 'বদন্তি বংশস্থবিলং জতৌ জরা'বিতি ॥ ২৫ ॥ কিঞ্চ যস্মিন্ স্থলে ইদং নৃপাসনং স্বস্য নিবেশমাত্রাদবস্থানাদেব কৃষ্ণেণ সহ তাং রাধাং সংজয়তি স্বীকরোতি

---

* স্বসীম্নি যত্র চ বৃতাস্তি তূলিকা (বৃ)
† নাগরী (গৌ)

রাজ্যেঽপি সম্পদিয়মত্র পরা পরস্মা-
দুৎফুল্লতা যদুদভূদনয়োঃ সদাপি ॥ ২৬ ॥
আস্থানং তদিদমুদীক্ষ্য পীঠলক্ষ্ম্যা
গোবিন্দ-স্ফুরণভৃতাঽথ সা বিশাখাং।
আলম্ব্য ক্ষণময়তেস্ম চিত্রভাবঃ
স্বং ভাবং সমমনুকুর্বতাঽখিলেন ॥ ২৭ ॥
[সপ্তদশভিঃ কুলকম্]
উপসুরতরু রাধাকৃষ্ণয়ো বিশ্বমেব
দ্যুতিভরমমরীণাং পাতুকামা তু দৃষ্টিঃ।
অপরমপি ন ভাগং তস্য লেভে সভান্ত-
র্বিবিশতু রুত পীতাং তেন তৌ তাং বিধায় ॥ ২৮ ॥

চমৎকারয়তীতি বা। তত্র হেতুমাহ পরিভিন্ন-দৃষ্টেঃ প্রফুল্লং যথা স্যাত্তথা দর্শনাৎ। অত্রাস্মিন্ রাজ্যে ইয়ং সম্পৎ বিভবোৎকর্ষঃ গুণোৎকর্ষো বা বরীবর্ত্তীতি শেষঃ। যদ্ যস্মাৎ অনয়োঃ কিশোরয়োঃ পরস্মাদপি পরা পরমমহীয়সী উৎফুল্লতা আনন্দাতিরেকঃ সদাপি নিরন্তরমেব উদভূৎ প্রাদুর্বভূব। অত্র বসন্ততিলকং নাম বৃত্তং ॥ ২৬ ॥ অথ গোবিন্দস্য [স্ফুরণং বিভর্ত্তীতি ভৃ+ক্বিপ্] স্ফুরণভৃৎ স্ফূর্ত্তিকারিণী তয়া পীঠস্য আসনস্য লক্ষ্ম্যা সুষময়া সহ তদিদম্ আস্থানং সভাগৃহং উদীক্ষ্য নিরীক্ষ্য সা বিশাখাং আলম্ব্য আশ্রিত্য স্বং স্বীয়ং ভাবং অনুকুর্বতা অনুকরণ-কারিণা নিখিলেন জনেন সহ ক্ষণং চিত্রভাবং বিচিত্রতাং অয়তে স্ম প্রাপ্নোৎ। অত্র প্রহর্ষিণী নাম বৃত্তং—'ত্র্যাশাভি র্ম্নজরগাঃ প্রহর্ষিণীয়মিতি' ॥ ২৭ ॥

দেবীনাং দর্শনোৎকণ্ঠ্যমাহ—রাধাকৃষ্ণয়োঃ বিশ্বং সকলমেব দ্যুতীনাং কান্তীনাং ভরমাতিশয্যং পাতুকামা তু সুরতরূণাং কল্পবৃক্ষাণাং সমীপে তিষ্ঠন্তীনাং অমরীণাং দেবীনাং দৃষ্টিঃ নয়নং তস্য কান্তিকন্দলস্য অপরমপি ভাগং ন লেভে, আনন্ত্যাৎ; তেন অতঃ তৌ যুগলকিশোরৌ তাং দৃষ্টিং পীতাং বিধায় পানং কারয়িতুং সভান্তঃ গৃহমধ্যং বিবিশতুঃ প্রবিষ্টবন্তৌ উতেতি বিতর্কে। উৎপ্রেক্ষা-সমাধী, সমাধিশ্চ কারণান্তরসাহায্যং কার্য্যং যৎ সুকরং ভবেৎ। বিনা প্রযত্নেন কর্ত্তুঃ স সমাধিরিতীর্য্যতে ইতি;

রাধা স্থিতা ভবিকভাগভিরাজপীঠং
নীরাজিতাঽপি শতশো জননেত্র-রত্নৈঃ।
নীরাজ্যতে মণিবরৈরথ বৃন্দয়া স্ম
প্রেম্না কৃতে ন পুনরুক্তিরিতীব তত্র ॥ ২৯ ॥
বিশ্বগ্ বাদ্যেঽনবদ্যে জয়জয়ভণিতৈ বৃংহিতে লোকসংঘে
সিঞ্চত্যন্যোন্যমস্রৈ র্মধুভিরপি মুদা জঙ্গমে স্থাবরে চ।
পুষ্পৌঘে বৃষ্যমাণে বকশমনমনোবৃত্তিলক্ষে বিলক্ষে
গান্ধর্ব্বা ভদ্রপীঠং ত্রিভুবন-নয়নৈ রর্চ্চ্যমানারুরোহ ॥ ৩০ ॥
শ্রীগান্ধর্ব্বা ললিতা-পাণিপদ্মং
ধৃত্বা কৃত্বা চরণৌ চাঙ্ঘ্রি-পীঠে।
আলীভিঃ স্বহৃদয়ে বোঢ়ুমিষ্টা-
প্যারোহত্তৎ প্রমুদে সিংহপীঠম্ ॥ ৩১ ॥

মালিনী নাম বৃত্তং ॥ ২৮ ॥ তত্রাধিষ্ঠিতাং রাধাং নীরাজয়তি—রাজপীঠং অভি সিংহাসনে স্থিতা ভবিকভাক্ মঙ্গলময়ী রাধা জনানাং নেত্রাণি এব রত্নানি তৈঃ করণৈঃ শতশঃ ভূরি নীরাজিতাপি অথ বৃন্দয়া মণিবরৈঃ নীরাজ্যতে নির্মঞ্ছ্যতেস্ম। প্রেম্না তত্র তস্মিন্ কৃতে কর্মণি ন পুনরুক্তিঃ বৈয়র্থ্যং স্যাদিতীব মত্বেতি শেষঃ। বসন্ততিলকং বৃত্তং 'জ্ঞেয়ং বসন্ততিলকং তভজা জগৌগ ইতি ॥ ২৯ ॥ তত্র সিংহাসনারোহণ-প্রকারমাহ—বিষ্বক্ পরিতঃ অনবদ্যে নির্দ্দোষে বাদ্যে 'জয়জয়' ইতি ভণিতৈঃ বাক্যৈঃ বৃংহিতে বর্দ্ধিতে, লোকসংঘে অস্রৈঃ অশ্রুভিঃ অন্যোন্যং মিথঃ সিঞ্চতি অভিষেকং কুর্ব্বাণে তথা জঙ্গমে স্থাবরে চ মুদানন্দেন পরস্পরং যথাযোগ্যং অস্রৈঃ মধুভিশ্চ [অপি সমুচ্চয়ে] সিঞ্চতি, পুষ্পাণাং ওঘে সমূহে বৃষ্যমাণে অভিতো নিপাতিতে তথা বকশমনস্য কৃষ্ণস্য মনসঃ বৃত্তীনাং লক্ষে বিলক্ষে বিস্ময়ান্বিতে চ সতি ত্রিভুবনস্থ জনানাং নয়নৈঃ অর্চ্চ্যমানা গান্ধর্বা রাধা ভদ্রপীঠং সিংহাসনমারুরোহ। স্রগ্ধরা—ম্রভ্নৈর্যানাং ত্রয়েণ ত্রিমুনিযতি-যুতা স্রগ্ধরা কীর্ত্তিতেয়মিতি ॥ ৩০ ॥ কিঞ্চ, ললিতায়াঃ পাণিপদ্মং ধৃত্বা চরণৌ চ অঙ্ঘ্রিপীঠে পাদপীঠে কৃত্বা আলীভিঃ সখীভিঃ স্বহৃদয়ে বোঢ়ুমিষ্টা অভিপ্রেতাপি শ্রীগান্ধর্ব্বা তাসাং প্রকৃষ্টানন্দায় সিংহাসনমারুরোহ ॥

স ভবতি শশী হৈমী ধাম্নাঽচলা দিবিষল্লতা
মণিগিরিশিরঃ ফুল্লা ক্রামেদসৌ চ পুরো দিশি।
কলয়তি তথাপ্যস্যা দীব্যদ্বিলাসতনুশ্রিয়ো
রণুমপি ন তদ্ভূভৃৎ-পীঠাধিরোহকলাজুষঃ ॥ ৩২ ॥
ধ্রুবাদ্যৌরিতি পূর্ব্বাংশে বটুভিঃ পঠিতে মনৌ।
রাধাং ন্যবীবিশত্তস্মিন্ নীরাজ্য মুনি-পুঙ্গবা ॥ ৩৩ ॥
উপরি সিতাতপত্র-লসিত-স্ফুটপুষ্পবিতানমুল্লসদ্
বিসরুচি-চামরার্চিরভিতঃ কনকাসনমেতয়া স্থিতম্।
সিতরুচিদীব্যদৃক্ষ-রুচিরং নিজয়াম্বুরসিন্ধুশীকর-
ব্রজযুগমোচিমেরুশিখরং দ্যুতিদেবতয়েব দিদ্যুতে ॥ ৩৪ ॥

বাতোর্ম্মী নাম বৃত্তং—'বাতোর্মীয়ং গদিতাম্ভৌতগৌর্গ ইতি ॥ ৩১ ॥ তৎ সিংহাসনযাত্রায়া স্তলাং নো ভবেদিত্যাহ—শশী হৈমী হেমময়ো ভবেদ্ যদি, দিবিষল্লতা বিদ্যুৎ ধাম্না কান্ত্যা অচলা স্থিরা স্যাৎ, অসৌ বিদ্যুৎ পুরঃ পূর্বস্যাং দিশি মণিময়গিরেঃ [মহাভারতে হরিবংশে নরবধাধ্যায়ে কথিতস্য পর্বত-বিশেষস্য] শিরঃ শৃঙ্গং ফুল্লা প্রমুদিতা সতী আক্রামেৎ আরোহেচ্চেৎ, তথাপি তস্য পূর্বোদ্দিষ্টস্য ভূভৃৎপীঠস্য সিংহাসনস্য অধিরোহঃ আরোহণমেব কলা কৌশলং জুষতে সেবতে (জুষী প্রীতি-সেবনয়োঃ) যা তথাবিধায়াঃ, অতো দীব্যন্তঃ প্রকাশমানাঃ বিলাসাঃ শৃঙ্গারভাবজাঃ ক্রিয়াবিশেষাঃ [তদুক্তং—গতিস্থানাসনাদীনাং মুখনেত্রাদি-কর্মণাং। তাৎকালিকন্তু বৈশিষ্ট্যং বিলাসং প্রিয়সঙ্গজমিতি] যত্র সা তনোঃ শ্রীঃ শোভাসমৃদ্ধি র্যস্যাঃ তথাভূতায়া শ্চাস্যা রাধায়াঃ অণুমপি লবলেশমপি ন কলয়তি প্রাপ্নোতি। তৃতীয়াতিশয়োক্তিরিয়ং। হরিণী নাম বৃত্তং—'নসমরসলাগঃ ষড়্বৈদে-র্হয়ৈ র্হরিণী মতা' ॥ ৩২ ॥ অথ পৌর্ণমাসী রাধাং তত্র সমুপবেশয়তীত্যাহ —বটুভিঃ ব্রহ্মচারিভিঃ 'ধ্রুবাদ্যৌ' রিতি পূর্বাংশঃ প্রথমভাগঃ যস্য তস্মিন্ মনৌ মন্ত্রে পঠিতে সতি মুনিশ্রেষ্ঠা পৌর্ণমাসী রাধাং নীরাজ্য নির্মঞ্ছ্য তস্মিন্ সিংহাসনে ন্যবীবিশৎ উপবেশয়াঞ্চক্রে। [নি—বিশ্+ণিচি লুঙি রূপং] অনুষ্টুপ্ ॥ ৩৩ ॥ তত্রত্য শোভাবিশেষমাহ—উপরি শ্বেতচ্ছত্রেণ লসিতং শোভিতং স্ফুটপুষ্পৈঃ প্রস্ফুটিতকুসুমৈঃ কৃতঃ বিতানঃ উল্লোচো যত্র তৎ,

নীরাজনে তত্র মণি-প্রদীপকা
স্তস্যা মহোভিঃ কৃতসংক্রমা রুচিং।
সংভেজিরে দ্বিত্রগুণাং সদাশ্রয়া-
দচ্ছো ন কো বা খলু যাতি সম্পদঃ ॥৩৫॥
বৃন্দামুখ্যাঃ ফুল্লমুখাব্জং বনদেব্যঃ
স্বীয়াং দেবীং তামনমস্যন্ সমমত্র।
জাতৌ দধ্রে নো প্ররমাভি র্বিবুধত্বং
গান্ধর্বায়া ভক্তিমহিম্নাং সময়েঽপি ॥ ৩৬ ॥

তথা অভিতঃ উভয়তঃ উল্লসন্তৌ শোভায়মানৌ বিসরুচী শ্বেতবর্ণে [শ্বেত-বস্তূনাং মধ্যে মৃণাল-সিকতেত্যাদিকানামপি গ্রহণাৎ ইতি কবিকল্পলতায়াং দ্বিতীয়ে শ্লেষস্তবকে বর্ণো নাম কুসুমং] যৌ চামরৌ তয়োঃ অর্চ্চিঃ কিরণো যত্র তথাভূতং কনকাসনং এতয়া রাধয়া অধিষ্ঠিতং। তত্রানুরূপো দৃষ্টান্তঃ—সিতরুচিনা চন্দ্রেণ সহ দীব্যন্তি শোভামানানি যানি ঋক্ষাণি নক্ষত্রাণি তৈঃ রুচিরং মনোজ্ঞং তথা সুরসিন্ধোঃ গঙ্গায়াঃ শীকরাণাং জলকণানাং স্রোত-সামিতি যাবৎ যো ব্রজঃ পন্থাঃ ['ব্রজো গোষ্ঠাধ্ববৃন্দেষু' ইতি মেদিনী] তস্য যুগং মোচয়িতুং স্রষ্টুং শীলমস্যেতি ণিন্। অধ্বদ্বয়সৃজনকরমিত্যর্থঃ মেরুশিখরং সুমেরুশৃঙ্গং নিজয়া স্বীয়য়া দ্যুতিদেবতয়া ইব দিদ্যুতে প্রাকাশত ॥ অত্র সরসী নাম বৃত্তং—'নজ ভজজা জরৌ যদি তদা গদিতা সরসী কবীশ্বরৈরিতি' লক্ষণাৎ ॥ ৩৪ ॥ তত্র নারীজনে মণিময়-প্রদীপাঃ তস্যা রাধায়াঃ মহোভিঃ তেজোভিঃ কৃত-সঙ্ক্রমাঃ তত্র প্রতিফলিতা ইত্যর্থঃ দ্বিত্রগুণাং রুচিং কিরণং সংভেজিরে প্রাপুঃ। অর্থান্তরন্যাসেন তদেব দ্রঢ়য়তি—সতাং মহতাং আশ্রয়াৎ কো বা অচ্ছঃ নির্ম্মলঃ সম্পদঃ সমৃদ্ধীঃ ন যাতি প্রাপ্নুয়াৎ? খলু নিশ্চয়ে প্রাপ্নোত্যেব। ইন্দ্রবংশা নাম বৃত্তং 'তচ্চেন্দ্রবংশা প্রথমাক্ষরে গুরৌ' অত্র তৎপদেন বংশস্থবিলম্ লক্ষ্যতে। তেন চ ততৌ জরাবিত্যস্যাঃ গণাঃ ইত্যুক্তং স্যাৎ ॥ ৩৫ ॥

বনদেবীনাং নমস্কারো ব্যজ্যতে—অত্র বৃন্দামুখ্যাঃ বনদেব্যঃ তাং স্বীয়াং দেবীং পট্টমহাদেবীং রাধাং ফুল্লং প্রস্ফুটিতং মুখমেবাব্জং যথা স্যাৎ তথা সমং একদৈব অনমস্যন্ নমস্কুর্ব্বতেস্ম ॥ পরং কিন্তু আভিঃ বৃন্দাদ্যাভিঃ বনদেবীভিঃ জাতৌ জাত্যা বিবুধত্বং দেবীত্বং নো দধ্রে ধ্রিয়তেস্ম,

গিরিতরুলতৌষধীনাং
হ্রদহ্রদিনীতীর্থদেশদেবানাং ।
তনবো দিব্যাঃ সত্বৈঃ
সমমগমং স্তত্র ভূভৃতঃ সদসি ॥ ৩৭ ॥

অথ মহনীয়জনান্ প্রতি স্বয়ং
নব-নৃপয়াভিমতে তয়াসনে ।
ইহ পুরতো হরয়ে মুদা বিচার্য্য
নিভৃতমিমং ত্রিবিধং ব্যধাদ্ বিকল্পং ॥ ৩৮ ॥

প্রিয়াং নিজে পুরস্কৃতাং নৃপাসনে
বিনা ক্ষমা কিমন্যগা হরেঃ স্থিতিঃ ।

কিন্তু কর্ম্মণা বিবুধত্বং প্রাজ্ঞত্বং অধ্রিয়ত। ন কেবলমধুনৈব তাসামেবং ভাবঃ—শ্রীরাধায়াঃ ভক্তিমহিম্নাং সময়েঽপি শ্রীরাধয়া দেবীতি বুদ্ধ্যা পরম-সম্মাননেঽপীত্যর্থঃ। এতাঃ খলু দূত্যকার্য্যকুশলা যুগলমিলনাকাঙ্ক্ষিণ্য এব। তদুক্তমুজ্জ্বলে—জাত্যাহং বনদেবতাপি ভগিনী কুত্রাপি তে প্রেমতঃ ক্বাপ্যম্বা জননী ক্বচিৎ প্রিয়সখী কুত্রাপি ভর্ত্তুঃ স্বসা। গ্রীবামুন্নময় প্রসীদ রচয় ভ্রূরিঙ্গিতাদীঙ্গিতং কুর্য্যাদ্ বল্লব-কুঞ্জরঃ পরিণতিং বক্ষোজকুম্ভে তবেতি; অত্র মত্তময়ূরাখ্যবৃত্তং—বেদৈ রন্ধ্রৈ র্মতৌ যসগা মত্তময়ূরমিতি ॥ ৩৬ ॥ তত্র ভূভৃতঃ রাজ্ঞঃ সদসি সভায়াং গিরীণাং তরূণাং লতানাং ওষধীনাং ফলপাকান্তবৃক্ষাণাং হ্রদানাং হ্রদিনীনাং নদীনাং তীর্থানাং দেশানাং দেবানাঞ্চ দিব্যাঃ মনোজ্ঞাঃ তনবঃ দেহাঃ সত্বৈঃ গুণবিশেষৈঃ সহ সমং যুগপৎ অগমন্ আগচ্ছন্। আর্য্যানাম মাত্রাবৃত্তমত্র ॥ ৩৭ ॥ রাজাসন-সবিধে শ্রীকৃষ্ণাসন-স্থাপনপ্রকারমাহ—অথ তয়া নবনৃপয়া রাধয়া স্বয়ং মহনীয়জনান্ পূজ্যজনান্ প্রতি লক্ষ্যীকৃত্য [ভাগার্থে প্রতি] আসনে অভিমতে ইষ্টে সম্মতে বা সতি ইহ অস্যাং পুরতঃ সাম্মুখ্যেন হরয়ে নিবেদনায়াসনম্ উপলক্ষ্য মুদানন্দেন নিভৃতং বিচার্য্য ইমং ত্রিবিধং বিকল্পং ব্যধাদকরোৎ পৌর্ণমাসীতি শেষঃ পঞ্চমশ্লোকাদত্রাকর্ষণীয়মিতি। অত্র মালতী নাম বৃত্তং—'ভবতি নজাবথ মালতী জরৌ' ইতি ॥ ৩৮ ॥ তত্র বিকল্পানাহ—নিজে স্বকীয়ে নৃপাসনে প্রিয়াং পুরস্কৃতাং অগ্রেকৃতাং বিনা

পুরোদিশং পুরোগিরৌ স্বরজ্য বা
কিমপ্যুদাসিতুং সিতাংশুরর্হতি ॥ ৩৯ ॥
রাজ্যে সিদ্ধেঽস্মিন্ ভানুপুত্র্যা মুকুন্দো
নৈকস্মিন্ পীঠে স্থাতুমীষ্টে তয়া তু।
চন্দ্রাহ্বা-মুগ্ধঃ সোঽপি সূর্য্যাহ্বয়াঙ্গাদ্
ব্যক্তায়াং লক্ষ্ম্যামশ্নুতে তাশ্চ লক্ষ্মীঃ ॥ ৪০ ॥

হরেঃ অন্যগা স্থিতিরবস্থানং ক্ষমা যুক্তা হিতা বা কিম্? দৃষ্টান্তেনাহ—পুরো গিরৌ পূর্ব্বাচলে সিতাংশুশ্চন্দ্রঃ পুরঃ পূর্বাং দিশং স্বরজ্য সুষ্ঠু রঙ্ক্ত্বা কিমপি বিন্দুমাত্রমপি উদাসিতুং ঔদাসীন্যমাশ্রয়িতুং অর্হতি সমর্থো ভবেৎ? বেতি বিতর্কে। কাকূক্তিরিয়ং। পঞ্চচামরং নাম বৃত্তং—'লঘু গুরু র্বদন্তি পঞ্চচামরমিতি' ॥ ৩৯ ॥ অন্যঞ্চাহ—অস্মিন্ রাজ্যে ভানুপুত্র্যাঃ রাধায়াঃ সিদ্ধে নিষ্পাদিতে সতি তয়া সহ তু মুকুন্দঃ একস্মিন্ পীঠে আসনে স্থাতুং ন ঈষ্টে সমর্থোভবেৎ (ঈশ্ ঐশ্বর্য্যে আদাদিকঃ)। সূরস্য সূর্য্যস্যাপত্যং গর্গাদিভ্যঃ ষ্যণ্ ইতি য্যণ্ সূর্য্যঃ স্ত্রিয়ামাপ্ সূর্য্যা ভানুকন্যা আহ্বয়ঃ নাম যস্যাঃ তস্যাঃ অঙ্গাৎ ব্যক্তায়াং প্রকটায়াং লক্ষ্ম্যাং সুষমায়ামেব চন্দ্রঃ গোকুলচন্দ্রমা ইতি আহ্বা সংজ্ঞা যস্য স চন্দ্রাহ্বঃ স চাসৌ আসম্যক্ মুগ্ধঃ মনোহরঃ, ভানুজারূপমোহিতো বা সোঽপি মুকুন্দঃ তাশ্চ প্রসিদ্ধাঃ লক্ষ্মীঃ কিরণমালাঃ অশ্নুতে ব্যাপ্নোতি। তদুক্তং (বৃ. ম. ২।৯৩) অঙ্গাদঙ্গাদনঙ্গাকুলিত-পুলকিতাদ্ গৌররুচিস্তরঙ্গাঃ প্রোত্তুঙ্গাঃ প্রোচ্ছলন্তঃ সকলমপি জগন্মণ্ডলং প্লাবয়ন্তীতি। তত্রাতিশুশুভেতাভি র্ভগবান্ দেবকীসুতঃ। মধ্যে মণীনাং হৈমানাং মহামারকতো যথেত্যাদিতশ্চ।* অত্র বৈশ্বদেবীনাম বৃত্তং—'বাণাশ্বৈ শ্ছিন্না বৈশ্বদেবী মমৌ যৌ' ইতি ॥ ৪০॥

---

* চন্দ্রে সূর্য্যকিরণ-প্রতিফলনং প্রসিদ্ধমেব। তদুক্তমৃগবেদে (১ম। ১৩ অনু। ৮৫ সূ)। 'অত্রাহ গোরমন্বত নাম ত্বষ্ট রপীচ্যং। ইত্থা চন্দ্রমসো গৃহে ॥ ১৫ ॥ ভাষ্যঞ্চ—অত্রাহাস্মিন্নেব গো র্গন্তুশ্চন্দ্রমসো গৃহে মণ্ডলে ত্বষ্টু দীপ্তস্যাদিত্যস্য সম্বন্ধ্যপীচ্যং রাত্রাবন্তর্হিতং স্বকীয়ং যন্নাম তেজ স্তদাদিত্যস্য রশ্ময় ইত্থেত্থমনেন প্রকারেণামন্বত অজানন্। উদকময়ে স্বচ্ছে চন্দ্রবিম্বে সূর্য্যকিরণাঃ প্রতিফলন্তি। তত্র প্রতিফলিতাঃ কিরণাঃ সূর্য্যে যাদৃশীং সংজ্ঞাং লভন্তে, তাদৃশীং চন্দ্রেঽপি বর্ত্তমানা লভন্ত ইত্যর্থঃ।

যতো মিত্রাল্লজ্জাবলিতবদনুদ্ভাবিতকলে
বিধাবহ্নঃ প্রান্তে নবকুমুদিনী মানক্বদিব ।
ন বক্ত্রাগ্রান্মুদ্রাং বিসৃজতি গতে তত্র তু মুদা
তদালীনাং দৃশ্যঃ স্ফুরতি স তয়ো রঙ্গ-নিকরঃ ॥ ৪১ ॥
ইতি কৃতমতিপূর্ণিমাযাদমুং
হরিমনু সমদত্ত রত্নাসনং ।

অপরমপি বদতি—যতঃ যস্মাৎ মিত্রাৎ সূর্য্যাৎ লজ্জয়া বলিতবৎ সংবৃতপ্রায়া অতোনুভাবিতাঽপ্রকাশিতা কলা যস্য তস্মিন্ বিধৌ চন্দ্রে অহ্নঃ প্রান্তে প্রদোষকালে নবকুমুদিনী মানক্বৎ ইব বক্ত্রস্য বদনস্য অগ্রভাগাৎ মুদ্রাং নিমীলনমিতি যাবৎ ন ত্যজতি, তত্র কুমুদিনীসকাশে মুদানন্দেন গতে তু তস্মিন্ চন্দ্রে তদা অলীনাং ভ্রমরাণাং দৃশ্যঃ সন্ তয়োঃ চন্দ্র-কুমুদ্বত্যোঃ স অঙ্গ-নিকরঃ অঙ্গসমূহঃ স্ফুরতি প্রকাশতে বিকসতি বা। শ্লেষেণ, বন্ধুজনাৎ লজ্জমানে অতঃ অপ্রকটিতস্বীয়বৈদগ্ধীপ্রভৃতি-নাগরোচিত-বিত্তে কৃষ্ণে নবপদ্মিনী শ্রীরাধা মানিনীব বদনমণ্ডলাৎ মানচিহ্নং ন ত্যজতি ; যথোচিতং ন ভাষতে ইত্যর্থঃ। তত্র তু রাধাসবিধে কৃষ্ণস্য মুদা আনন্দরাশিং প্রকটয্য গমনে তদা তয়োঃ কিশোরয়োঃ সঃ অপরি-কলিতপূর্ব্বঃ রঙ্গাণাং কৌতুকানাং যদ্বা রঙ্গস্য রাগস্য, সুরতনৃত্যস্য, সুরত-যুদ্ধক্ষেত্রস্য, সুরতরঙ্গমঞ্চস্য বা নিকরঃ সমূহঃ। রসভাবভেদেন উদ্দীপনাদি-তারতম্যেন চ তেষাং বহুত্বং বোধ্যং] আলীনাং সখীনাং দৃশ্যঃ কুত্রচিন্নয়ন-গোচরঃ কদাচিদ্ বা জ্ঞানগোচরঃ সন্ স্ফুরতি প্রকটিতঃ স্যাদিত্যর্থঃ। অতস্তদুভয়োঃ সাম্মুখ্যানয়নং হি সর্ব্বথৈব কার্য্যমিতি ধ্বনিঃ। শ্লেষঃ। অত্র শিখরিণীনাম বৃত্তং—'রসৈ রুদ্রৈশ্ছিন্না যমনসভলাগঃ শিখরিণীতি ॥ ৪১॥

এবং বিচার্য্য কৃষ্ণায় আসনং দদৌ পৌর্ণমাসীত্যাহ—ইতি ইত্থং কৃতা মতি র্যথার্থ-নির্দ্ধারণং যয়া সা পৌর্ণমাসী তদা অয়াৎ অগচ্ছৎ। অমুং

তথা ভাস্করাচার্য্যস্য সিদ্ধান্তশিরোমণৌ শৃঙ্গোন্নতিবাসনা (১)—

"তরণিকিরণ-সঙ্গাদেষ-পীযুষপিণ্ডো
দিনকরদিশি চন্দ্র শ্চন্দ্রিকাভি শ্চকাস্তি ।
তদিতরদিশি বালাকুন্তলশ্যামলশ্রী
র্ঘট ইব নিজমূর্ত্তিচ্ছায়য়েবাতপস্থঃ ॥ ইত্যাদৌ

পৃথুঘৃণিঘটয়া তদপ্যাত্মনা
যদতনুত নৃপাসনেনৈকতাং ॥ ৪২ ॥
পৃথক্ পদস্থাবপি তৌ তদান্তিকে
মিথঃ স্ফুরন্তৌ জগতাং মনস্যপি।
স্বয়ঞ্চ সর্ব্বৈশ্চ বিনিশ্চিতৌ চিরা-
দেকত্র পীঠে বিহিত-স্থিতী ইতি ॥ ৪৩ ॥
অভিমুখমুদয়াচলদ্বয়ং
ব্যতিবসতেঽত্র চ কিং বিধূ বিধূন্।
জনয়ত ইতি রাজদাসনৌ
স্মিতবদনাবথৈতৌ জগৌ জনঃ ॥ ৪৪ ॥

হরিমনু হরয়ে তৎ রত্নাসনং সমদত্ত ন্যবেদয়ৎ চ, যৎ আসনং পৃথবঃ সুবিপুলা যে ঘৃণয়ঃ কিরণা স্তেষাং ঘটয়া সমূহেন আত্মনাপি স্বয়মেব নৃপাসনেন সহ একতাং সাম্যং অতনুত অভজৎ। অত্র মন্দাকিনী নাম বৃত্তং—ননরর-ঘটিতা তু মন্দাকিনীতি লক্ষণাৎ ॥ ৪২ ॥ পৃথক্ পদস্থৌ ভিন্নাসনস্থৌ বিভিন্নমর্য্যাদৌ বা অপি তদা তৌ মিথঃ অন্তিকে সবিধে স্ফুরন্তৌ ; ন কেবলং তৎ, অপিতু জগতাং মনসি অপি তথা স্ফুরন্তৌ। স্বয়ং সর্ব্বৈশ্চ জনসঙ্ঘৈশ্চ বিনিশ্চিতৌ নির্দ্ধারিতৌ যত্তৌ চিরাৎ একত্র একস্মিন্ পীঠে আসনে কৃতা স্থিতিঃ অবস্থানং যাভ্যাং তৌ ইতি ॥ অত্রাদ্যপাদত্রয়ে বংশস্থবিলং, অন্তিমে তু ইন্দ্রবংশা। তেনানয়োরুপজাতিঃ ॥ ৪৩ ॥ তত্র জনানাং শোভাদর্শনোত্থবিতর্কমাহ—'উদয়াচলদ্বয়ং অভিমুখং ব্যতিবসতে পরস্পরং সম্মুখং চ বিরাজতি ॥ অত্র পর্ব্বতদ্বয়ে চ কিং বিধূ চন্দ্রৌ সংখ্যাহীনান্ বিধূন্ চন্দ্রান্ জ্যোৎস্নারাশীন্ জনয়তঃ ইতি জনঃ অগায়ৎ। এতদ্‌বিতর্কস্য বীজমপি সূচয়তি—অথ রাজতী শোভমানে আসনে যয়ো স্তৌ, এতেন উদয়াচলসাম্যং। এতৌ যুগলকিশোরৌ গোকুলভানুকুলচন্দ্রৌ। তথা স্মিতানি মৃদুমধুরহাস্যানি বদনে যয়ো স্তৌ। হাস্যানি খলু জ্যোৎস্না-সদৃশানীতি কবিসময়প্রসিদ্ধম্। যদ্বা বিধূনিতি স্বাঙ্গস্থ-চন্দ্রান্—শ্রীকৃষ্ণস্য মুখগণ্ডদ্বয় ললাট-চন্দন-নখেষু সার্দ্ধচতুর্বিংশতিঃ চন্দ্রাঃ ; শ্রীরাধায়াস্তু চন্দন-চন্দ্ররাহিত্যাত্ততঃ একোনা স্তে ইত্যষ্টচত্বারিংশচ্চন্দ্রাঃ। প্রথমাতিশয়োক্তিঃ ;

অয়মিহ মণিবেদ্যাং কল্পশাখী-তমালঃ
স্ফুটমিয়মিহ দিব্যা কাপি গাঙ্গেয়বল্লী।
দ্যুতি-কিসলয়বৃন্দং দ্বাবিমৌ সঙ্গমার্থং
মিথ ইব তনুত স্তাবেবমেকে শশংসুঃ ॥ ৪৫ ॥

ন্যবিশত মুদানতভ্রুজনতা মান্যা পরীত্য গান্ধর্ব্বাং।
কনকালুকাং সুধায়াঃ সুর-বীথী বা বিলোড়নে সিন্ধোঃ ॥ ৪৬ ॥

দীব্যৎকুসুম-সুবর্ষে কৃষ্ণ-স্মিতভরসান্দ্রে।
আড়ম্বর-বরলক্ষ্ম্যা নৃত্তে জগদনুবৃত্তে ॥ ৪৭ ॥

—তদুক্তং নিগীর্ণস্যোপমানেনোপমেয়স্য নিরূপণং। যৎ স্যাদতিশয়োক্তিঃ সেতি। উৎপ্রেক্ষা চ, অত স্তয়োঃ সঙ্করঃ। অপরবক্ত্রনামার্দ্ধসমবৃত্তং— 'অযুজি ননরলা গুরুঃ সমে তদপরবক্ত্রমিদং নজৌ জরৌ।' ইতি ॥ ৪৪ ॥

অন্যথাপ্যুৎপ্রেক্ষতে—ইহ অস্যাং মণিবেদ্যাং অয়ং কল্পশাখী কল্পতরুশ্চাসৌ তমালশ্চেতি কর্ম্মধারয়ঃ। ইয়ং ইহাস্মিন্ স্থলে স্ফুটং ব্যক্তং যথা স্যাত্তথা কাপি অনির্বাচ্যা দিব্যা অপ্রাকৃতা সুমনোজ্ঞা বা চাম্পেয়বল্লী চম্পকলতা, গাঙ্গেয়-বল্লীতি পাঠান্তরে স্বর্ণলতা। ইমৌ তৌ দ্বৌ মিথঃ সঙ্গমায় দ্যুতিঃ কান্তিরেব কিসলয়ং পল্লবং তস্য বৃন্দং তনুতঃ বিস্তারয়তঃ, ইবেতি বস্তুতঃ তথাত্বং বারয়তি। এবং ইত্থং একে লোকাঃ শশংসুঃ অকথয়ন্। [শন্সু স্তুতৌ লিটি]। অত্র মালিনী নাম বৃত্তং ॥ ৪৫ ॥

রাধাং পরিবৃত্য জনানামুপবেশনমাহ—মান্যা পূজ্যা নতভ্রুবাং কুটিলভ্রূ-যুক্তানাং সুন্দরীণামিতি যাবৎ জনতা মুদা গান্ধর্বাং পরীত্য সংবেষ্ট্য ন্যবিশত উপাবিশৎ। নের্বিশ ইত্যাত্মনেপদং। তত্রানুকূলো দৃষ্টান্তঃ— সমুদ্র-বিলোড়নকালে যথা সুধায়া অমৃতস্য কনকালুকাং স্বর্ণকলসং পরিবেষ্ট্য সুরবীথী দেবাঃ বিরাজিতা আসন্, তদ্বৎ। আর্য্যা নাম মাত্রাবৃত্তিঃ ॥ ৪৬ ॥

অথ সখীজনেভ্যো যথাযোগ্যমধিকারদানপ্রকারমুদ্বক্তুং উপক্রমতে পঞ্চভিঃ—দীব্যন্তি শোভমানানি যানি কুসুমানি তেষাং সুন্দর-বর্ষণে তথা কৃষ্ণস্য স্মিতানাং মৃদুমধুরহাস্যানাং ভরেণাতিশয্যেন সান্দ্রে নিরবকাশে তদা আড়ম্বরঃ পটহঃ তূর্য্যরবঃ, প্রহর্ষো বা স এব বরা লক্ষ্মীঃ তস্যাঃ নৃত্তে নর্ত্তনে জগতাং অনুবৃত্তে আনুগত্যে চ সতি [অনুষ্টুপ্] ॥ ৪৭ ॥ তথা

স্তুতিকৃজ্জল্পে জনস্থখ-বাষ্পাবলি-শুক্তি-স্ফুটমুক্তাকল্পে।
গান্ধর্বায়া বিলসিতবৃন্দং ভরতী-সজ্বেম্বনুবিদধৎস্থ ॥৪৮॥
আলীসজ্যে নিজাস্যশ্রীবৃন্দ-পীযূষ-সিন্ধোঃ
শ্বাসোল্লাসেন চঞ্চদ্বক্ষোজ-মন্থানশৈলাৎ।
আবিভূ´তামিবৈনামারূঢ়শুভ্রাংশুপীঠাং
মধ্যে তৎস্পৃষ্টলক্ষ্মাং নির্মাতি চাশ্চর্য্যলক্ষ্মীং ॥ ৪৯ ॥

স্তুতিকৃতাং বন্দিনাং জল্পে বা বন্দনাগীতে, জনানাং স্থখবাষ্পাবলি আনন্দাশ্রুরাজিরেব শুক্তিষু স্ফুটা ব্যক্তা আবিভূ´তা যা মুক্তা তৎসদৃশে। [মুক্তাস্থানাষ্টকং যথা—দ্বিপেন্দ্রজীমূতবরাহশঙ্খমৎস্যাহিশুক্ত্যুদ্ভবেণুজানি। মুক্তাফলানি প্রথিতানি লোকে তেষাস্তু শুক্ত্যুদ্ভবমেব ভূরি ॥] তত্রাকার-সাম্যাৎ চক্ষুষি শুক্তিত্বং, তথা ধাবল্যাদশ্রুণি চ মৌক্তিকত্ব-মারোপিতমিতি জ্ঞেয়ম্। ঈষদূনে 'কল্প' প্রত্যয়শ্চ। তথা যুবতীনাং বৃন্দেষু গন্ধর্বাণাং গন্ধর্বকন্যানাং বিলাসবৃন্দং অনুবিদধৎস্থ অনুকুর্ব্বৎস্থ [ভরতীবৃন্দেম্বিতি পাঠে নটীসমূহেষু গান্ধর্বায়া রাধিকায়াঃ বিলাসাবলিং অনুকুর্ব্বৎস্থ ইত্যর্থঃ স্যাৎ।] আর্য্যাগীতি নামমাত্রা বৃত্তমেতৎ। তদুক্তং— আর্য্যা প্রাগ্‌দলমন্তেঽধিকগুরুতাদৃগপরার্দ্ধমার্য্যাগীতিঃ ॥ ৪৮ ॥ শ্বাসোল্লাসেন শ্বাসাতিরেকেণ চঞ্চন্তৌ চঞ্চলায়মানৌ (চন্‌চু গতৌ) বক্ষোজৌ কুচৌ এব মন্থান-শৈলৌ যত্র তথাবিধাৎ। নিজাস্যানাং স্ববদনানাং শ্রীণাং লাবণ্যানাং বৃন্দমেব পীযূষং অমৃতং ক্ষীরং বা তস্য সিন্ধোঃ সমুদ্রাৎ আবিভূ´তামিব এনাং রাধাং চ আশ্চর্য্যলক্ষ্মীং অপূর্ব্বলক্ষ্মীং নির্ম্মাতি আলীসজ্যে সখী-সমূহে (ভাবে সপ্তমী)। তামেব বিশিনষ্টি—আরূঢ়ং অধিষ্ঠিতং শুভ্রঃ শ্বেতঃ অংশুঃ কিরণঃ যস্য তথাবিধং পীঠমাসনং যয়া তাং। তথা মধ্যেতৎ তস্য পূর্ব্বোদ্দিষ্টস্য। সমুদ্রস্য মধ্যে [পারে মধ্যে ষষ্ঠ্যা বেতি অব্যয়ীভাবঃ] স্পৃষ্টং জনিতং লক্ষ্ম চিহ্নং যস্যা স্তাং। সা কমলা যথা ক্ষীরসমুদ্রমন্থনাৎ আবিভূ´তা, ইয়মপি সখীনাং বদনলাবণ্যসমুদ্রমালোড্য প্রজাতা। উভে কাঞ্চনবর্ণে দিব্যসিংহাসনসমারূঢ়ে পদ্মালয়ে চ। বৈলক্ষণ্যস্তু স্বর্গলক্ষ্মী দেবাসুরাণাং প্রয়াসাতিরেকৈঃ প্রাদুর্ভূ´তা, ইয়ন্তু সখীনামেব কলা-কৌশলেনেতি। রূপকব্যতিরেকোৎপ্রেক্ষাঃ। চন্দ্রলেখা নাম বৃত্তং—'ম্রৌ মো যৌ চেত্তবেয়ুঃ সপ্তাষ্টকৈ শ্চন্দ্রলেখেতি ॥ ৪৯ ॥ "অহো আশ্চর্য্যে!

বৃন্দাটবীকনকদণ্ড-বিভূষণানি
ছায়ামহো দদতি যামনু ভানুপুত্র্যাঃ।
ছায়ামমূমনুভজন্তি সদা স্ম পশ্যে-
ত্যুৎফুল্লনেত্রমিহ পশ্যতি লোক-সঙ্ঘে ॥ ৫০ ॥ *
অবদদিদং ভগবতী হ গুরুভি রিয়মত্র লজ্জতে।
ব্রজকুলহৃদয়পতে তদসৌ ভবতা সখীঃ সমধিকার্য্য
নন্দ্যতাং ॥ ৫১ ॥ [পঞ্চভিঃ কুলকং]
হরিরপি নিভৃতার্পিতাং রাধয়াপাঙ্গলীলাবলিং
সপদি নতদৃশা সমাদায় চাদেশমালামিব।

বৃন্দাটব্যাঃ কনকদণ্ডশ্চ বিভূষণানি চ যাং বৃষভানুপুত্রীং অনু তদ্দেহে ইত্যর্থঃ ছায়াং কান্তিং দদতি, কিন্তু অমূমনু শ্রীরাধায়াঃ ছায়াং কান্তি-কন্দলীমেব সদা ভজন্তি স্ম—'ইতি পশ্য।" ইত্যেবং উৎফুল্লনেত্রং যথা স্যাত্তথা ইহাস্মিন্ স্থলে কালে বা লোকসমূহে পশ্যতি চ [বসন্ততিলকং নাম বৃত্তং, স্বভাবোক্তি-তদ্গুণ-ব্যাঘাতাঃ] ॥ ৫০ ॥ ভগবতী পৌর্ণমাসী ইদ-মবদৎ—'হে ব্রজকুলানাং গোকুলবাসিনাং হৃদয়পতে কৃষ্ণ! অত্রাস্মিন্ স্থলে ইয়ং রাধা গুরুভিঃ বেষ্টিতেতি শেষঃ লজ্জতে। 'হ' পাদপূরণে বিনিয়োগে বা। রাজোচিতাধিকারদানে নালমিত্যর্থঃ। তত্তস্মাৎ ভবতা সখীঃ সম্যক্ যথাযোগ্যং অধিকার্য্য অধিকারদানেন বিনিযোজ্য অসৌ রাধা নন্দ্যতাং প্রফুল্লীক্রিয়তাম্। ললিতং নাম বিষমবৃত্তমিদং। উদ্গতালক্ষণং তু প্রাগুক্তমেব। তস্যা এব প্রস্তারভেদোঽয়ং—তদুক্তং—'নযুগং সকারযুগলঞ্চ ভবতি চরণে তৃতীয়কে। তদুদিতমুরুমতিভি র্ললিতং যদি শেষমস্য সকলং যথোদ্গতেতি ॥ ৫১ ॥

---

* ইতঃ শ্লোকত্রয়ং (গৌ) পুস্তকে দৃশ্যতে—
(১) ললিতলোলিতপ্রকীর্ণদ্যুতিচণে সখীদৃশাং কুলে।
ত্রিপথগোৎপলালি-মঞ্জুলে প্রতি তদাননেন্দু-নন্দিতে ॥
(২) তাম্বূলং যা বিতরতি মদনং তামেবোচ্চৈঃ সপদি সমুদিতাং।
নির্ম্মাত্যাঙ্কৈরপি বদনচরৈ রস্যাং রাগৈরতিশয়-গমিতৈঃ ॥
(৩) ভৃঙ্গারাস্যং বহন্তীভি র্লক্ষ্যা তস্যা হৃতান্তভিঃ।
তৎসেবাসাত্ম্যমাহাত্ম্যাৎ তস্যাং তাভি র্নিষেব্যায়াং ॥

অধিকৃতিমদিশৎ প্রতিস্বং সখীভ্যো বরৈ র্ভূষণৈ
রিদমিদমিতি যদ্বচোঽপূরয়ন্নর্মণা পূর্ণিমা ॥ ৫২ ॥
রাধিকাস্য-চন্দ্রিকাবৃত-তদোদ্গতং হরে
র্বক্ত্রসংপুটাৎ পটুস্মিতস্তু চারুচন্দনং।
পৌর্ণমাসজল্পচন্দ্র-বাসিতং ন কস্য বা
ধূমিকা-নিভং বহি স্তথান্তরং ব্যধাদিহ ॥ ৫৩ ॥
এধি ত্বং ললিতে ! সা বৃন্দাকানন-রাজ্ঞ্যা
রাধায়া যুবরাজ্ঞী নাম্নৈবাস্যানুরাধা।
প্রেম্না দ্বন্দ্বচরী যা বন্যায়াং বিভুতায়াং
স্বং জৈবাতৃকমগ্রেকৃত্বা সন্দধসেঽত্র ॥ ৫৪ ॥

রাধেঙ্গিতেন শ্রীকৃষ্ণস্যাধিকার-সূচনমাহ—হরিঃ অপি রাধয়া নতদৃশা কুটিলচক্ষুষা করণেন নিভৃতং অন্যালক্ষিতং যথা স্যাত্তথা অর্পিতাং অপাঙ্গয়োঃ নেত্র-প্রান্তয়োঃ লীলাবলিং সাচীক্ষাকটাক্ষাখ্যাং সপদি সদ্যঃ আদেশমালামিব সমাদায় সংপ্রাপ্য বরৈঃ উত্তমৈঃ ভূষণৈঃ সখীভ্যঃ প্রতিস্বং প্রত্যেকং অধিকারমদিশৎ নির্দ্দিষ্টবান্। 'ইদং কার্য্যং ললিতা করোতু' 'ইদং তু বিশাখা' ইতি এবং যদ্বাক্যং নর্মণা পরিহাসেন সহ পূর্ণিমা অপূরয়ৎ সমস্থচয়ৎ। নারাচ নাম বৃত্তং—'ইহ নন রচতুষ্কসৃষ্টন্তু নারাচমাচক্ষতে' ইতি লক্ষণাৎ॥ ৫২ ॥ আদেশস্যাস্য মহামাহাত্ম্যং ব্যঞ্জয়তি—রাধিকায়া আস্যস্য বদনস্য যা চন্দ্রিকা জ্যোৎস্না তয়া আবৃতং আচ্ছাদিতং—হরেঃ বক্ত্রসংপুটাৎ বদনমণ্ডলাৎ তদা উদ্গতং পটু সুমধুরং স্মিতন্তু চারুচন্দনং—তথা পৌর্ণমাসঃ পূর্ণিময়া উচ্চারিতঃ জল্পঃ বাক্যমেব চন্দ্রঃ কর্পূরঃ তেন বাসিতং সুগন্ধিতং চ সৎ কস্য বা জনস্য বহিঃ তথা অন্তরং ধূমিকায়াঃ কুজ্ঝটিকায়াঃ নিভং সদৃশং ন ব্যধাৎ অকরোৎ? সর্ব্বহৃদয়মেব সুস্নিগ্ধমকরোদিত্যর্থঃ। অত্র তূণকং বৃত্তং—তূণকং সমানিকাপাদদ্বয়ং বিনান্তিমম্। 'গ্লৌরজৌ সমানিকা তু' ইতি পূর্বোক্ত-সমানিকায়াঃ পদদ্বয়ং গ্লৌ বিনা অন্তিমং 'রজৌ রজৌ রেতি' ভাবঃ॥ ৫৩ ॥ ললিতায়া যৌবরাজ্যাধিকারঃ—যা অস্যাঃ রাধায়া নাম্না ইব নু বিকল্পে অপদেশে বা রাধা অনুরাধা ইতি অসি, প্রেম্না দ্বন্দ্বচরী যুগ্মীভূতা বিশাখানক্ষত্রস্য রাধা-নামকত্বাৎ অনুরাধায়াশ্চ তৎ পশ্চান্নির্দ্দেশাৎ

মতি-সচিবপদং শাধি তস্যা বিশাখে !
মতিরপি যুবয়ো রেকরূপা যথাখ্যা।
অপঘন-মহসা ত্বাঞ্চ বৃন্দাবনশ্রী
রনিশমপি ভজেৎ ত্বৎকৃতৈঃ সান্ত্বমন্ত্রৈঃ ॥ ৫৫ ॥
এবং তৎপ্রভৃতীনাং কৃত্বাঽসৌ বিনিয়োগং
তদ্বৎ তৎপ্রতিরূপাঃ কাশ্চিত্তত্র বিধায়।
বৃন্দামন্বিতবৃন্দাং বন্যাপালন-কৃত্যে
সম্মান্যাভরণাদ্যৈরাদ্যৈ স্তামবতি স্ম ॥ ৫৬ ॥

বিশাখা অনুরাধেতি, হে ললিতে ! সা ত্বং বৃন্দাবনরাজ্ঞ্যাঃ রাধায়াঃ যুবরাজ্ঞী এধি স্তাৎ [অস বিদ্যতায়াং লোটি মধ্যমৈক-বচনে রূপম্]। অত্র অস্যাং বন্যায়াং বনসন্তত্যাং বিভুতায়াং আধিপত্যে স্বং স্বকীয়ং জৈবাতৃকং চন্দ্রং শ্লেষেণ আয়ুষ্মন্তং কৃষ্ণচন্দ্রং অগ্রে কৃত্বা সন্দধসে সম্যক্ ধরসি [দধ ধারণে ভ্বাদিকঃ] বোপদেবমতে 'দানধৃত্যোঃ' ; অতঃ সম্যক্ দদাসি স্বয়মনাস্বাদ্য তং স্বযূথাধিপায়ৈ উপহরসীত্যর্থঃ। তস্মাত্ত্বমেব যুবরাজ্ঞী ভবেত্যর্থঃ। লোলা নাম বৃত্তং—দ্বিঃ সপ্তচ্ছিদি লোলা ম্সৌ স্তৌ গৌ চরণে চেদিতি ॥৫৪ বিশাখায়াঃ মতি-সচিবত্বং—হে বিশাখে ! তস্যা বৃন্দাবনেশ্বর্যাঃ মতি-সচিব-পদং মন্ত্রণা-কারিত্বং শাধি গৃহাণ। তত্র হেতুমাহ যুবয়োঃ মতিরপি যথাখ্যা নামবৎ একরূপা, নাম্না সমানাসি, নক্ষত্রাভিধানে রাধাবিশাখয়োঃ সমপর্য্যায়ত্বাৎ। তত্র লাভমপি প্রদর্শয়তি—বৃন্দাবনস্য শ্রীঃ লক্ষ্মীঃ ত্বাং চ অপঘনানাং অবয়বানাং মহসা কান্ত্যা অনিশং সন্ততমপি ভজেৎ সেবেত। তৎ কথমিতি তত্রাহ—ত্বয়া কৃতৈঃ সান্ত্বৈঃ অতিমধুরৈঃ কর্ণমনঃপ্রীতি-জনকৈঃ মন্ত্রৈঃ মন্ত্রণাভিঃ। মত্যামেকত্বং উভয়োঃ কৃষ্ণনিষ্ঠপ্রীতিকত্বাদিতি জ্ঞেয়ম্। অত্রাপি তৃতীয়োল্লাসে তস্যাঃ সহায়েন কৃষ্ণসঙ্গমনং, বৃন্দাবনরাজ্য-প্রাপ্তিশ্চেতি প্রাগ্ বর্ণিতমেব। অত্র নান্দীমুখী নাম বৃত্তং—'স্বরভিদি যদি নৌ তৌ চ নান্দীমুখী গৌ' ইতি লক্ষণাৎ ॥ ৫৫ ॥ এবং অন্যাসামপি যথাযোগং বিনিয়োগমাহ—এবং অসৌ কৃষ্ণঃ তৎপ্রভৃতীনাং বিনিয়োগং অধিকারং দত্ত্বা, তদ্বৎ কাশ্চিৎ সখীঃ তত্র তৎপ্রতিরূপাঃ প্রতিনিধীঃ বিধায় নিযোজ্য অন্বিতবৃন্দাং স-পরিজনাং বৃন্দাং বন্যায়াঃ বনসমূহস্য পালনস্য কৃত্যে আদ্যৈঃ শ্রেষ্ঠৈঃ আভরণাদ্যৈঃ সম্মান্য চ তাং রাধাং অবতিস্ম

ততশ্চ বৃন্দাবনবাসিনঃ স্বকান্
যথাযথং তেন কৃত-প্রসাদকান্।
মুনীশ্বরী স্বাননবর্ণমদ্ভুতং
যাতাপি শীর্ণাখিলবর্ণমব্রবীৎ ॥ ৫৭ ॥

ফুল্লা বল্লীবধূভি র্বিতরত রুচিতং শাখিসভ্যা দ্বিজেশা
গানং সারঙ্গসংঘৈঃ কুরুত মৃগজনা গর্ব্বপূর্ব্বং রমধ্বম্।
আভিঃ শ্রীরাধয়াঽস্মিন্ নিজগণপতিভি র্জুষ্টয়াবোধি রাষ্ট্রং
কৃষ্ণং বৃন্দাং নয়ন্ত্যা শুচিপদবিরসৌ ভাতি রাজন্বতী ভূঃ॥৫৮॥

অপ্রীণয়ৎ। অত্রাপি লোলা নাম বৃত্তং ॥ ৫৬ ॥ বৃন্দাবনবাসিনঃ কৃষ্ণেণ প্রসাদিতাঃ সন্তঃ পৌর্ণমাস্যা জগদিরে—ততশ্চ স্বকান্ স্বকীয়ান্ বৃন্দাবন-বাস্তব্যান্ যথাযোগ্যং তেন কৃত-প্রসাদকান কৃতানুগ্রহান্ যদ্বা কৃতঃ প্রসাদশ্চ কং সুখঞ্চ যেষাং তথাবিধান্ মুনীশ্বরী পৌর্ণমাসী স্ববদনস্য অদ্ভুতং বিস্ময়করং অপূর্ব্বং বা বর্ণং যাতা বৈবর্ণ্যমতীত্যর্থঃ অপি শীর্ণানি গদ্গদানি অখিলানি বর্ণানি অক্ষরাণি যত্র তদ্যথা স্যাত্তথা অব্রবীৎ। বংশস্থবিলং বৃত্তং—বদন্তি বংশস্থবিলং জতৌ জরাবিতি ॥ ৫৭ ॥

তদ্ বাক্যমনুবদতি—হে শাখিনশ্চামী সভ্যাশ্চেতি তৎসম্বোধনে। যূয়ং বল্লী-লতা এব বধূঃ তাভিঃ সহ ফুল্লা আনন্দিতাঃ প্রস্ফুটিতাঃ বা সন্তঃ রুচিতং অভিলষিতং বিতরত প্রযচ্ছত। হে দ্বিজেশাঃ! পক্ষিশ্রেষ্ঠাঃ! সারঙ্গাণাং ভ্রমরাণাং সমূহৈঃ সহ আনন্দিতাঃ সন্তঃ গানং কুরুত। হে মৃগজনা যূয়ং গর্ব্বপূর্ব্বং সাটোপং রমধ্বং সুখং জুষধ্বং। তত্তৎকারণ-মপ্যাহ—অস্মিন্ বৃন্দাবনে নিজগণানাং পতিভিঃ অধিপাভিঃ আভিঃ ললিতা-দ্যাভিঃ জুষ্টয়া পরিসেবিতয়া শ্রীরাধয়া রাষ্ট্রং রাজ্যং অবোধি বোধিতং জ্ঞাত্বা লব্ধমিত্যর্থঃ। তদ্ বিশেষণান্তরমাহ—কৃষ্ণং বৃন্দাঞ্চ নয়ন্ত্যা বশী-কুর্ব্বত্যা যথাযথং বিনিযোজ্যেতি শেষঃ। অতোঽসৌ ভূঃ বৃন্দাটবী রাজ-ন্বতী সুরাজযুক্তা প্রজাপালনাদি-স্বধর্ম্মপররাজযুক্তেত্যর্থঃ। রাজা বিদ্যতে-ঽস্যা ইতি প্রশংসায়াং বতুপ্। শুচিপদবিঃ বিশুদ্ধপথকা নিষ্কণ্টকা; শ্লেষেণ শুচিঃ শৃঙ্গাররসঃ তস্য পদবিঃ পদ্ধতী পন্থা বা যস্যাঃ সা শৃঙ্গাররসোপ-সেবিতা সতী ভাতি প্রকাশতে। অত্র স্রগ্ধরা নাম বৃত্তং ম্রভ্নৈর্যানাং ত্রয়েণ ত্রিমুনিযতিযুতা স্রগ্ধরা কীর্ত্তিতেয়মিতি ॥ ৫৮ ॥ অথাচার্য্য-গ্রহপতি-

আচার্য্যাং পূজয়িত্বাথ পৌর্ণমাসীমধীশ্বরী ।
গ্রহাধিপতিভার্য্যে চ বটুত্রয়মপূজয়ৎ ॥ ৫৯॥

শৈলূষ-সূত-মগধাদি-কুলাঙ্গনাভি
স্তস্মিন্ কলা নিজনিজা কলয়াম্বভূবে ।
দত্তাবধানমপি তত্র সমত্র সর্ব্বং
স্বস্বাভিমুখ্যরসিকং খলু মেনিরে যাঃ ॥ ৬০ ॥

অমুষ্যা শ্চরিত্র-স্মৃতি-প্রাবৃতানাং
মহেনামুনা শশ্বদুদ্ঘূর্ণিতানাং ।
নটীনাং তদা লাস্যমস্তি স্ম নাট্যং
কদাচিত্তু নৃত্যঞ্চ তণ্ডু-প্রণীতং ॥ ৬১ ॥

স্তোত্র-কোলাহলং তস্মিন্নশৃণোদ্ বৃষভানুজা ।
য স্তোত্রতামগাদন্যাস্বথ বল্গদ্গুণোষ্মসু ॥ ৬২ ॥

প্রভৃতীনাং প্রপূজনমাহ—অথানন্তরং অধীশ্বরী রাধা আচার্য্যং পৌর্ণমাসীং পূজয়িত্বা গ্রহাধিপতিঃ সূর্য্য স্তস্য ভার্য্যে সংজ্ঞাচ্ছায়ে বটুত্রয়ঞ্চ অপূজয়ৎ ॥৫৯॥ শৈলূষাঃ নটাঃ সূতাঃ পুরাণ-পাঠকাঃ মগধা বন্দিনশ্চ তেষাং কুলকামিনীভিঃ তস্মিন্ গৃহে নিজনিজা স্বা স্বা কলা বিদ্যা কলয়াম্বভূবে প্রকটীচক্রে। যাঃ কামিন্যঃ খলু তত্র সমত্র সর্বত্র সর্ব্বং দত্তাবধানমপি মনোযোগি অপি স্বস্বাভিমুখ্যেন নিজসম্মুখতয়া রসগ্রাহি মেনিরে অমন্যন্ত। বসন্ততিলকং বৃত্তং 'জ্ঞেয়ং বসন্ততিলকং তভজাজগৌ গ' ইতি লক্ষণাৎ ॥ ৬০ ॥

নটীনাং কার্য্যব্যত্যয়মাহ—অমুষ্যা রাধায়াঃ চরিত্রস্য স্মৃতিঃ স্মরণং তয়া প্রকৃষ্টরূপেণ আবৃতানাং ছন্নবুদ্ধীনাং অমুনা মহেন মহোৎসবেন শশ্বৎ পুনঃ পুনঃ উৎ উচ্চৈঃ ঘূর্ণিতানাং ভ্রমি-প্রাপ্তানাং নটীনাং তদা লাস্যং নৃত্যং তাললয়াশ্রিতং ভাবাশ্রিতং বা নাট্যং অভিনীতম্ (নট্+ণ্যৎ) আসীৎ। কদাচিত্তু তণ্ডুঃ শিবানুচরবিশেষঃ তেন প্রণীতং প্রবর্ত্তিতং নৃত্যং তাণ্ডবমিত্যর্থঃ আসীচ্চ ॥ ভুজঙ্গপ্রয়াতং নাম বৃত্তং—'ভুজঙ্গপ্রয়াতং চতুর্ভি র্যকারৈ রিতি' ॥ ৬১ ॥ তত্র স্তোত্রধ্বনিঃ উদতিষ্ঠৎ—তস্মিন্ কালে স্থলে বা বৃষভানুজা রাধা স্তোত্রাণাং কোলাহলং কলকলং অশৃণোৎ। অথ পক্ষান্তরে যঃ কোলাহলঃ বল্গতাং প্রকাশমানানাং গুণানাং উৎকর্ষাণাং

বৃন্দাকাননদেবি ! সোম-সমতাং প্রাগ্ব্যজ্য কীর্ত্তিশ্রিয়া
পদ্মাঙ্গং মধুসূদনেন রহিতং চক্রে যয়া ত্বৎকয়া ।
চিত্রং চিত্রমহো মহামহিমভি র্ব্রহ্মাণ্ডকোটি-স্থিতা
চন্দ্রাবল্যপি হন্ত ! শশ্বদনয়া নিষ্কৃষ্ণ-লক্ষ্মাকৃতা ॥ ৬৩ ॥
কদাচিদ্ ভূভাগং দহতি ঘৃণিসৃষ্ট্যৈব বিফলং
কদাচিদ্ বা ভাস্বানবতি জলবৃষ্ট্যা মরুমপি ।
প্রতাপ স্তে রাধে ! যুগপদমৃতেন স্বকজনান্
সদা সিঞ্চত্যুচ্চৈ গ্লর্পয়তি তু তাপেন বিমুখান্ ॥ ৬৪ ॥

উষ্মা উত্তাপঃ গর্ব্বঃ ইতি যাবৎ যাসাং তাসু অন্যাসু পদ্মাদিষু তোত্রতাং তাড়নদণ্ডত্বং অগাৎ প্রাগচ্ছৎ। তাসাং কর্ণজ্বরোঽভূদিত্যর্থঃ ॥৬২॥ স্তোত্রমেবাহ পঞ্চভিঃ—হে বৃন্দাবনদেবি ! প্রাক্ কীর্ত্তিশ্রিয়া যশঃ-সম্পদা সোমস্য চন্দ্রস্য সমতাং সাদৃশ্যং ব্যজ্য ব্যক্তীকৃত্য যয়া ত্বৎকয়া ত্বয়া মধুসূদনেন কৃষ্ণেণ পক্ষে ভ্রমরেণ পদ্মাঙ্গং পদ্মায়াঃ সখ্যাঃ অঙ্গং পক্ষে পদ্মানাং কুসুমানামঙ্গং রহিতং বিরহিতং চক্রে। হন্ত বিষাদে ! চিত্রং চিত্রং মহাবিস্ময়করমেতৎ খলু [অহো বিস্ময়ে প্রশংসায়াং বা] যৎ মহামাহাত্ম্যৈঃ ব্রহ্মাণ্ডকোটিস্থিতা চন্দ্রাবলী রাধা-বিপক্ষা গোপী পক্ষে চন্দ্রশ্রেণীঃ অপি শশ্বৎ পুনঃ পুনঃ অনয়া যশঃশ্রিয়া নি র্নাস্তি কৃষ্ণস্য লক্ষ্ম চিহ্নং যস্যা স্তথাবিধা পক্ষে নাস্তি কৃষ্ণং চিহ্নং কলঙ্কঃ ইতি যাবৎ কৃতা। জগচ্ছ্রেণীলসদ্‌যশা হি ত্বং, অতঃ সর্ব্বত্রৈব তে কীর্ত্তিপ্রতাপং নির্বর্ণ্য চন্দ্রাবলী কৃষ্ণ-বিরহিতা ভবতি, চন্দ্ররাজিরপি শ্বেতীভবতীত্যর্থঃ, যশসঃ ধাবল্যাৎ। শার্দ্দূলবিক্রীড়িতং বৃত্তং সূর্য্যাশ্চৈ র্মসজাস্ততাঃ সগুরবঃ শার্দ্দূলবিক্রীড়িতমিতি ॥ ৬৩ ॥ ভাস্বান্ সূর্য্যঃ কদাচিদ্ ভূভাগং ঘৃণিসৃষ্ট্যা কিরণজালয়া এব বিফলং নিরর্থকং যথা স্যাত্তথা দহতি। কদাচিদ্ বা জলবৃষ্ট্যা মরুমপি অবতি রক্ষতি প্রকাশতে বা। তদুক্তং 'সূর্য্যাদ্ বিজায়তে তোয়ং তোয়াৎ শস্যানি শাখিনঃ' ইতি ব্রহ্মবৈবর্ত্তে শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে। হে রাধে ! তব প্রতাপঃ যুগপৎ একদা অমৃতেন সুধয়া (পক্ষে জলেন) স্বকজনান্ স্বীয়ান্ সদা উচ্চৈঃ নিতরাং সিঞ্চতি, কিন্তু পক্ষান্তরে তাপেন বিমুখান্ বিরুদ্ধপক্ষান্ উচ্চৈঃ সাতিশয়ং গ্লপয়তি গ্লানিমাপাদয়তি। রূপকব্যতিরেকৌ। শিখরিণী নাম বৃত্তং—'রসৈ রুদ্রৈশ্ছিন্না যমনসভলাগঃ শিখরিণীতি ॥ ৬৪ ॥ ততোঽপি

দুগ্ধাম্ভোনিধি-ভারমম্বুধিততি র্জ্যোৎস্নীগুণং তামসী
শ্বেতদ্বীপ-পদং জগাম সহসা চিত্রং তমোভূরপি।
বৃন্দাকাননদেবদেবি ! যশসাং বৃন্দাদ্ ভবত্যা যত
স্তস্মাদেব হরৌ সদা কথমহো শ্যামারুচি র্বর্দ্ধতে ॥ ৬৫ ॥

শ্রীলবৃন্দাবনেশে ! জিগীষেব তেজ স্তব প্রাগ্ বিজিত্যৈব চন্দ্রাবলীমন্যতঃ
সাধু সাধারণং মৃগ্যদক্ষোঽপি কোণং সহস্রাক্ষপত্ন্যামদত্ত্বা বিধেরঙ্গনাং।
সৌষ্ঠবাসদ্বিধিং জানদেতামুমেত্যাহ্বয়াদ্যাং দশাং স্বাহ্বয়াঽলম্ভয়দ্ গর্ব্বিতাং
পার্ব্বতীং প্রশ্রিতাঞ্চ শ্রিয়ং স্বশ্রিয়ে সংত্যজজ্জেজয়ীত্যঙ্গতামেব লীলাকৃতে॥৬৬॥

বৈচিত্রীবিশেষমাহ—যতঃ হেতোঃ ভবত্যাঃ যশসাং বৃন্দাৎ অম্বুধিততিঃ সমুদ্রসমূহঃ দুগ্ধাম্ভোনিধি-ভাবং ক্ষীরনিধিতুল্যতাং জগাম, তামসী অন্ধকারময়ী রাত্রিঃ জ্যোৎস্নী চন্দ্রিকাবতী রজনী তস্যাঃ গুণং শুভ্রত্বমিতি যাবৎ অগচ্ছৎ, তথা তমোভূঃ অন্ধকারময়ীভূমিঃ পাপভূমি র্বা শ্বেতদ্বীপস্য পদং ব্যবসায়ং প্রকাশং পাবিত্র্যং বা অগমৎ ইতি চিত্রং বিস্ময়জনকম্। অহো আশ্চর্য্যে ! তস্মাদেব কারণাৎ হরৌ কথং সদা শ্যামা কৃষ্ণবর্ণা রুচিঃ কিরণঃ বর্দ্ধতে, নোচিতমেতৎ; ত্বৎকান্ত্যা তমপি স্বর্ণীকুরুষ। যদ্বা শ্যামায়াঃ সখ্যাঃ যমুনায়া বা রুচিঃ আসক্তিঃ,যদ্বা হরিবিষয়ে তব কথং শ্যামা শৃঙ্গাররসোচিতা রুচিঃ অভিলাষো বর্দ্ধতে। যদ্বা তব শ্যামানায়িকাত্বে কথং তস্যাগ্রহাতিরেকো দৃশ্যতে ? তথাহি 'শীতকালে ভবেদুষ্ণা গ্রীষ্মকালে চ শীতলা। কান্তাকর্ষণশীলা যা সা শ্যামা পরিকীর্ত্তিতেতি'। উদাত্ততদ্গুণ বিরোধাভাসানুপ্রাসাদয়ঃ। অত্রাপি শার্দ্দূলবিক্রীড়িতং॥ ৬৫ ॥ শ্রীরাধায়া স্তেজোদিগ্বিজয়ং বর্ণয়তি—হে শ্রীবৃন্দাবনেশ্বরি ! তব তেজঃ দীপ্তিঃ প্রভাবঃ পরাক্রমো বা জিগীষু জয়েচ্ছু এব প্রাক্ প্রথমতঃ চন্দ্রাবলীং স্ব-বিরুদ্ধাং গোপীং পক্ষে চন্দ্রশ্রেণীং বিজিত্য পরাজিত্য এব অন্যতঃ সাধারণং সপক্ষে বিপক্ষে চ সমানং জনসমূহং সাধু উত্তমং যথা স্যাত্তথা যদ্বা সাধূনাং মহাকুলীনানাং সাধারণং সদৃশং সর্বং মৃগ্যৎ অন্বিষ্যৎ সহস্রাক্ষপত্ন্যাং শচ্যাং অক্ষঃ কোণমপি অদত্ত্বা, বিধেঃ ব্রহ্মণঃ অঙ্গনাং পত্নীং সাবিত্রীং সৌষ্ঠবেন সাতিশয়ং অসদ্বিধিং অসম্মতাং অসৎকর্ম্মাং জানৎ, 'উমা' ইতি আহ্বয়ঃ নাম যস্যাঃ সা চ আদ্যা দুর্গা চ তাং যদ্বা আহ্বয়ঃ আদ্যঃ প্রথমঃ যস্যাঃ তাং, যদ্বা আহ্বয়া নাম্না 'উমা' ইতি এতাং পার্ব্বতীং আদ্যাং দশাং লম্ভয়ৎ মৃতবৎ

রাজ্যং কৃষ্ণবিলাসভূঃ সবয়সঃ কৃষ্ণস্য তাঃ সুপ্রিয়াঃ
প্রেয়ানেষ চ কৃষ্ণ এবমধিভু ত্বং তু ত্বমেবাসি ভোঃ।
তর্হি শ্রীবৃষভানু-নন্দিনি ! মন স্তত্তত্তয়া চিত্রতাং
গচ্ছন্নঃ কথমীহতাং স্তুতিকথাং তেনাত্র কিং কথ্যতাম্ ? ৬৭ ॥
এবং বিদ্যাবৃন্দ-চিত্রং দধানাঃ
সভ্যৈঃ সার্দ্ধং তত্তদাভ্যাং বিতীর্ণং।

কৃত্বেত্যর্থঃ [তথাহি দক্ষযজ্ঞে পতিনিন্দামাকর্ণ্য ভবান্যাঃ প্রাণত্যাগঃ প্রসিদ্ধ এব] যদ্বা আদ্যাং দশাং গর্ভবাসং [তদুক্তং শরীরস্য দশ দশাঃ—গর্ভবাসঃ জন্ম বাল্যং কৌমারং পৌগণ্ডং যৌবনং স্থাবির্য্যং জরা প্রাণরোধঃ নাশ ইতি মোক্ষধর্ম্মটীকায়াং নীলকণ্ঠঃ] লম্ভয়ৎ প্রাপয়ৎ তথা প্রশ্রিতাং বিনীতাঞ্চ শ্রিয়ং লক্ষ্মীং স্বশ্রিয়ে স্বলাবণ্যবৃদ্ধ্যৈ লীলায়াঃ কৃতে চ অঙ্গতাং অংশতামেব সংত্যজৎ তস্যাঃ রূপমাধুর্য্যস্তোমং হৃত্বা স্বাংশতাং প্রতিপাদ্য জেজয়ীতি পুনঃ পুনঃ ভৃশং বা জয়তি সর্বোৎকর্ষমাবিষ্করোতি। যদ্বা অঙ্গ পুনঃ তামেব প্রশ্রিতাং শ্রিয়ং স্বশ্রিয়ে লীলাকৃতে চ সংত্যজৎ সংমোচ্য জেজয়ীতি সর্ব্বাঃ পরাজিত্য দেদীপ্যতে ইত্যর্থঃ। অত্রাপি জগচ্ছ্রেণীলসদ্-যশস্কত্বং প্রতিপাদ্যতে। 'উমাদিরমণীব্যূহ-স্পৃহণীয়গুণোৎকরামিতি' কার্পণ্যপঞ্জিকায়াং—'গৌরীশ্রীমৃগ্যসৌন্দর্য্যবন্দিতশ্রীনখপ্রভেতি' বিশাখা-নন্দদস্তোত্রে, কিং বহুনা সাক্ষাৎ 'জয়শ্রী'রিতি কৃষ্ণ-কর্ণামৃতোক্তেশ্চ দ্যূতনর্ম জলকেলি-সুরতাদিষু কৃষ্ণমপি সুবহুত্র পরাজিত্য জয়েন উৎকর্ষেণ শ্রীঃ শোভাসমৃদ্ধি র্যস্যা ইত্যেতন্নামনিরুক্ত্যাদেশ্চ। উদাত্তালঙ্কারঃ। অত্র মত্তমাতঙ্গলীলাকরো নাম সপ্তবিংশত্যক্ষরং বৃত্তং ; তদুক্তং যত্র রেফঃ পরঃ স্বেচ্ছয়া গুম্ফিতঃ স স্মৃতো দণ্ডকো মত্তমাতঙ্গলীলাকর ইতি ॥ ৬৬ ॥ তদেবোপসংহরন্নাহ—রাজ্যং কৃষ্ণস্য বিলাসভূমিঃ, সবয়সঃ সহচর্য্যঃ তাঃ কৃষ্ণস্য সুষ্ঠু প্রিয়াঃ, এষ চ কৃষ্ণঃ প্রেয়ান্ বল্লভঃ—এবং অধিভু পৃথিব্যাং ত্বং তু ত্বমেবাসি চক্রবর্ত্তিনীভবসীত্যর্থঃ। তর্হি তস্মাৎ ভোঃ শ্রীবৃষভানু-নন্দিনি রাধে ! নঃ অস্মাকং মনঃ তত্তত্তয়া তত্তদ্রূপেণ চিত্রতাং বিস্ময়ত্বং বিচিত্রতাং বা গচ্ছৎ সৎ কথং স্তুতিকথাং ঈহতাং চেষ্টতাং কুর্বীত ইত্যর্থঃ। তেন হেতুনা অত্র কিং কথ্যতাং উচ্যতাং অস্মাভিরিতি শেষঃ। শার্দ্দূলবিক্রীড়িতং বৃত্তমিদং ॥ ৬৭ ॥ তাসাং নটীনাং পুরস্কার-প্রাপ্তিমাহ—

চিন্তারত্নং মেনিরে তা ন চিত্রং
লব্ধ্বা স্মেরাণ্যেতয়োর্বীক্ষিতানি ॥ ৬৮ ॥

রাধিকাথ মধুহন্তুরুদ্যতা
মাধুরী-পরিমলেন শীলিতে ।
গৌরবে সদসি ঘূর্ণদন্তরা
নম্রনেত্রযুগলা ব্যচিন্তয়ৎ ॥ ৬৯ ॥

গুরুষু যদ্বত পশ্যসি কেশবং
ননু তদেব সুদৈবমিতি স্মর ।
ন কুরু হন্ত ! দুরন্তমনঃ পুনঃ
প্রণয়কেলিষু তত্র চ লালসাং ॥ ৭০ ॥

ইহ মহসা বিলাস-নিলয়েঽমুনাতিচেতো-হরে
কথমপি লালসৈ রুষিতয়া ময়াত্ম লব্ধো হরিঃ ।

এবং ইত্থং বিস্তায়াঃ গান্ধর্ববিস্তায়াঃ বৃন্দেন সমূহেন চিত্রং কর্ব্বুরবর্ণং বৈবর্ণ্যমিতি যাবৎ, বিস্ময়ং বা দধানাঃ প্রাপ্তবত্যঃ তাঃ নট্যঃ সর্বৈঃ সভাসদ্‌ভিঃ সহ আভ্যাং রাধাকৃষ্ণাভ্যাং বিতীর্ণং সংপ্রদত্তং তত্তৎ চিন্তারত্নং ন চিত্রং আশ্চর্য্যং মেনিরে অমন্যন্ত। তৎ কুত ইত্যত্রাহ এতয়োঃ যুগল-কিশোরয়োঃ স্মেরাণি ঈষদ্ধাস্যভূষিতানি বীক্ষিতানি প্রাপ্যেতি। শালিনী নাম বৃত্তং—'মাত্তৌ গৌ চেচ্ছালিনী বেদলোকৈরিতি' ॥ ৬৮ ॥

তত্র রাধিকা-বৈলক্ষ্যমাহ—অথ রাধিকা মধুহন্তুঃ কৃষ্ণস্য উদ্যতা উদ্‌গচ্ছতা মাধুর্য্যাঃ পরিমলেন জনমনোহরগন্ধবিশেষেণ শীলিতে অভ্যস্তে সুবাসিতে ইতি যাবৎ সদসি সভাগৃহে গৌরবে গুরুত্বে চ ঘূর্ণদন্তরা ঘূর্ণায়-মানচিত্তা তথা নম্রনয়না সতী বিশেষেণাচিন্তয়ৎ। অত্র রথোদ্ধতা নাম বৃত্তম্ ॥ ৬৯ ॥ বৈমনস্যবীজমুট্টঙ্কয়তি—হন্ত খেদে! হে দুরন্তং দুর্দান্তং মনঃ! গুরুষু গুরুগণসম্মুখং যৎ কেশবং পশ্যসি, বতেতি হর্ষে তদেব ননু নিশ্চিতং সৌভাগ্যমিতি স্মর। তত্র চ কৃষ্ণেণ সহ প্রণয়-কেলিষু লালসাং পুনঃ ন কুরু। তৎস্মরণে ক্লেশে এব পর্য্যবসানাৎ। দ্রুতবিলম্বিতং বৃত্তং —দ্রুতবিলম্বিতমাহ নভৌ ভরাবিতি ॥ ৭০ ॥ কিঞ্চ, অমুনা মহসা উৎসবেন [বিশেষলক্ষণাত্তৃতীয়া] ইহাস্মিন অতিচেতোহরে অতিবিনোদপ্রদে

যদি গুরুভিঃ সহৈব গমনং ভজেদসৌ দুর্লভো
বত কথমালিততে হৃদয়ার্চ্চিষস্ত্ত সোঢ়াসি মে ॥ ৭১ ॥
ত্বং মানবহ্নে রবিতাং বিধায় মাং
হরীন্দুনা রাজপদেঽভিষেচ্য চ।
কথন্বিধে ! সাম্প্রতমালিলিঙ্গিষা-
দবেন তস্যাভিদ্রুতাং ন রক্ষসি ॥ ৭২ ॥
ইহ সহবাসিতা রহসি বাং মধুরেতি পৃথঙ্
মধুরিপু-রাধিকে প্রতি রহঃ প্রতিযত্নকৃতোঃ।
তদতুলভাবমন্ত্রিবরয়ো রনুভাব-বুধা
বিবুধ-বধূরথো ভগবতী মুদিতাভিদধে ॥ ৭৩ ॥

বিলাস-মন্দিরে [এতেন বিলাসকৃতে উৎকটতৃষ্ণা সূচিতা] লালসৈঃ অতি-তৃষ্ণাভি রুষিতয়া সংসক্তয়া ময়া অদ্য কথমপি কৃচ্ছ্রেণ ভাগ্যবশাদ্ বা হরিঃ লব্ধঃ॥ যদি গুরুজনৈঃ সহৈব অসৌ দুর্লভঃ শ্যামঃ গমনং ভজেৎ কুর্য্যাৎ, তদা কথং হে হৃদয় ! সখীগণস্য অর্চ্চিষঃ অগ্নিশিখাঃ বাক্যবাণানিতি যাবৎ সোঢ়াসি সহ্যং করিষ্যসি ? তত্তাপেনৈব মম মরণেন সহ তবাপি নাশঃ ভবেদিত্যর্থঃ। অত্র নন্দনং নাম বৃত্তং—নজভজরৈস্তু রেফসহিতৈঃ শিবৈ র্হয়ৈ র্নন্দনমিতি ॥ ৭১ ॥ বিধিং প্রতি আক্ষেপঃ ক্রিয়তে—হে বিধে ! ত্বং মান এব বহ্নিঃ অগ্নিঃ অতিসন্তাপদত্বাৎ, তস্মাৎ মাং অবিতাং রক্ষিতাং জীবিতামিতি যাবৎ বিধায় কৃত্বা, হরিরেব ইন্দুঃ চন্দ্র স্তেন [প্রযোজ্যকর্ত্তৃ] মাং রাজপদে অভিষেচ্য চ সাম্প্রতমিদানীং কথং তস্য কৃষ্ণচন্দ্রস্য আলিলি-ঙ্গিষা আলিঙ্গনেচ্ছা এব দবঃ দাবাগ্নিঃ তেন অভিদ্রুতাং অতিতপ্তাং মাং ন রক্ষসি ? ইয়ং তে নিষ্ঠুরতৈব যৎ মৃতকল্পাং জীবিতীকৃত্য পুনঃ মরণমুখে নিঃক্ষিপসীতি। অত্র প্রথমপাদে ইন্দ্রবংশা, পাদত্রয়ে চ বংশস্থ-বিলং বৃত্তং, তেনোপজাতিশ্চ ॥ ৭২ ॥ শ্রীরাধাভিলাষ-পূর্ত্তয়ে চেষ্টামপ্যাহ 'ইহাস্মিন্ স্থানে বাং যুবয়োঃ সহবাসিতা সঙ্গতি র্মিলনং মধুরা' ইতি মধুরিপুঞ্চ রাধিকাঞ্চ প্রতি পৃথক্ রহসঃ নির্জনস্য শ্লেষেণ নিধুবনস্য কৃতে প্রতিযত্নং লিপ্সাং প্রয়াসাং কৃতবত্যোঃ তয়োঃ অতুলনীয়য়োঃ ভাব-বিজ্ঞয়োঃ মন্ত্রিবরয়োঃ ললিতাবিশাখয়োঃ অনুভাবস্য চিত্তগতেঃ বুধা পণ্ডিতা অতো মুদিতা ভগবতী হৃষ্টা পৌর্ণমাসী অথো বিবুধানাং দেবানাং বধূঃ

অস্মিন্ যুষ্মাভিঃ সদসি নৃপপদে সাধু রাধাভিষিক্তা
লক্ষ্মীঃ পীযূষৈরনিমিষমপি বোঽসিঞ্চদস্যা শ্চিরায় ।
সেয়ং শালীনানিশমপি দধতাং সান্দ্রমামোদ-বৃন্দং
স্বৈরং স্বারাজ্যে ধৃত-তদুপকৃতা স্তদ্ভবত্যোঽপি দেব্যঃ ॥৭৪॥

পাণিভিঃ সাক্ষতৈঃ কম্প্রতা-রোচনৈ
র্লোচনৈ শ্চামৃত-স্রাবিভি স্তর্ষিভিঃ ।
দেবতা-যোষিত স্তাং তদাধীশ্বরীং
গদ্গদং প্রোচিরে সংমদাদাশিষঃ ॥ ৭৫ ॥

রাধে ! সদা কৃষ্ণবনান্তরুন্মদা
স্বভাগধেয়ং ভজ কান্তমন্তিকে ।

অভিদধে উবাচ ॥ নর্দ্দটকং নাম বৃত্তং—যদি ভবতো নজৌ ভজজলাগুরু নর্দ্দটকমিতি ॥৭৩॥ পূর্ণিমাভণিতমেবাহ—অস্মিন্ সদসি সভাগৃহে যুষ্মাভিঃ রাধা নৃপপদে সাধু উত্তমং যথা স্যাত্তথা অভিষিক্তা, অস্যাঃ লক্ষ্মীঃ শোভা-সমৃদ্ধিঃ অপি পীযূষৈঃ অমৃতৈঃ চিরায় বহুকালং যাবৎ অনিমিষং নিরন্তরমপি বঃ যুষ্মান্ অসিঞ্চৎ। অতোঽধুনা সা ইয়ং শালীনা বিনীতা লজ্জিতা রাধা অনিশমপি সান্দ্রং ঘনীভূতং আমোদবৃন্দং দধতাং লভতাং (দধ ধারণে লোটি তাম্।) তত্তস্মাদ্ ভবত্যঃ দেব্যঃ অপি ধৃতং তস্যাঃ তয়া বা উপকৃতং উপকৃতি যাভি র্যাসাং বা তথাভূতাঃ স্বারাজ্যে স্বর্গে স্বৈরং যথেচ্ছং আমোদবৃন্দং দধতাং প্রাপ্নুবন্তু [ডুধাঞ ধারণ-পোষণয়োঃ লোটি অন্তাম্]। ফুল্লদাম বৃত্তং—মো গৌ নৌ তৌ গৌ শরহয়তুরগৈঃ ফুল্লদাম প্রসিদ্ধমিতি ॥ ৭৪ ॥ দেবীনামাশীর্ব্বাদমাহ—অক্ষতৈঃ তণ্ডুলযবাদ্যৈ সহ বর্ত্তমানৈঃ তথা কম্প্রতয়া কম্পযুক্ততয়া রোচনৈঃ দীপ্তিশীলৈঃ পাণিভিঃ হস্তৈঃ অমৃতং জলং সুধাং বা স্রোতুং শীলমেষাং ইতি ণিন্ অমৃতক্ষরণশীলৈঃ তর্ষিভিঃ তৃষ্ণাযুক্তৈশ্চ লোচনৈঃ তদা দেবতা-যোষিতঃ দেব্যঃ তাং অধীশ্বরীং রাধাং সংমদাৎ প্রকৃষ্টতরানন্দাৎ গদ্গদং যথা স্যাত্তথা আশিষং প্রোচিরে উক্তবত্যঃ॥ স্রগ্বিনী নাম বৃত্তং—কীর্ত্তিতৈষা চতূরেফিকা স্রগ্বিনীতি ॥ ৭৫ ॥ তৎস্থলস্য **'উন্মদরাধিকেতি'** নামকরণমাহ—হে রাধে ! সদা কৃষ্ণবনমধ্যে উন্মদা উল্লাসাতিরেকসম্পন্না সতী অন্তিকে সমীপে কান্তং কমনীয়ং কান্ত-

অন্যৈরনাসাদ্যমিদং সদঃ সদা-

প্যস্মাদ্ ভজেদুন্মদ-রাধিকপ্রথাং ॥ ৭৬ ॥

যোগীন্দ্রায়াং বিহিত-বিনয়া যথাযথমর্চ্চিতা

দেব্যঃ স্বাভিঃ স্বপদমচলন্ হরৌ মুহুরীক্ষণং।

যদ্ গান্ধর্ব্বাবপুষি চ দধু শ্চিরাদুপগূহনং

তাভি স্তেনাজনি পরিচয়ঃ পথোঽপ্যথ দুষ্করঃ ॥ ৭৭ ॥

অন্যে চ কেচিদ্ ব্রজযোষিতাং কৃতে

সন্দেশ-দম্ভাৎ প্রহিতা মুনীশয়া।

বভাজ রাধাভবিকাভিষেচনং

ময়াবিতা চেহ বসেৎ ক্ষপামিতি ॥ ৭৮ ॥

হরিমপি সাবদদ্ বিহিতনিত্যবিধিরীষদহং

পুনরিয়মাব্রজামি ননু যাবদবতাত্তদিমাং।

সম্বন্ধিনং বা স্বভাগ্যং ভজ প্রাপ্নুহি। অন্যৈঃ অনাসাদ্যং দুর্লভং ইদং সদঃ নিকুঞ্জগৃহং সদাপি 'উন্মদরাধিক' ইতি প্রথাং প্রসিদ্ধিং ভজেৎ গচ্ছেৎ। অত্রেন্দ্রবংশানাম বৃত্তং ॥ ৭৬ ॥ দেবীনাং স্বধাম-গমন-প্রকারং বর্ণয়তি—যোগীন্দ্রায়াং পৌর্ণমাস্যাং বিহিতবিনয়া দেব্যঃ যথাযোগ্যং অর্চ্চিতাঃ সত্যঃ স্বাভিঃ স্বগণৈঃ সহ স্বপদং স্বর্গং অচলন্। তত্র যৎ হরৌ মুহুঃ ঈক্ষণং গান্ধর্বায়াঃ বপুষি দেহে চ চিরায় বহুক্ষণং ব্যাপ্য যৎ উপগূহনং আলিঙ্গনং দধুঃ কৃতবত্যঃ, অথ তেন তাভিঃ পথঃ পরিচয়ঃ অপি দুষ্করঃ অজনি অভূৎ। অত্র ভারাক্রান্তা নাম বৃত্তং—'ভারাক্রান্তা মভনরসলা গুরুঃ শ্রুতিষড় হয়ৈরিতি ॥ ৭৭ ॥ সন্দেশমিষাদন্যেষামপি জনানাং প্রেষণমাহ—অন্যে চ কেচিৎ জনাঃ ব্রজযোষিতাং যশোদাদীনাং কৃতে সন্দেশস্য বার্ত্তায়াঃ দম্ভাৎ ব্যাজেন মুনীশয়া পৌর্ণমাস্যা প্রহিতাঃ প্রেরিতাঃ। সন্দেশমেবাহ—রাধা ভবিকং মঙ্গলং অভিষেকং বভাজ অসেবত। ময়া চ অবিতা রক্ষিতা সতী ইহ নিকুঞ্জগৃহে ক্ষপাং রাত্রিং বসেৎ নয়েৎ ইতি ॥ ইন্দ্রবংশাবৃত্তং ॥ ৭৮ ॥ পৌর্ণমাস্যা অন্তর্ধানমাহ—সা পৌর্ণমাসী হরিমপি অবদৎ, ইয়ম্ অহং ঈষৎ কিঞ্চিৎ বিহিত-নিত্যবিধিঃ কৃতনিত্যক্রিয়া সতী পুনঃ যাবৎ আব্রজামি আগচ্ছামি, তত্তস্মাৎ তাবৎ ইমাং রাধাং অব পালয়। 'ননু'

অথ জননীং প্রণন্দ্য পুনরেহি যদসৌ বিধিনা
বসতি নিশামিহাস্মদবিতেতি পুনরন্তরধাৎ ॥ ৭৯ ॥
ধেনুবীক্ষণায় যামি সোঽহমিত্থমেষ চাহ
তৎপ্রয়াণমঙ্গ বীক্ষ্য পশ্যতিস্ম সর্ব্বতশ্চ ।
পুপ্লুবে চ রাধিকাঞ্চি পীঠমেব রাজলক্ষ্ম
চিত্রমত্র বীক্ষিতঞ্চ মেঘবিদ্যুদঙ্গধাম ॥ ৮০ ॥
তদনুকলনমনু দিগ্‌বররামা-
বিলসিত-বিহসিত-বৃন্দমিবাথ ।
সমপতদিহ সুরধামবধূনাং
সজয়ভণিততিত পুষ্পজবর্ষং ॥ ৮১ ॥

ইতি সম্বোধনে, আমন্ত্রণে বা। অথ মদাগমনানন্তরং জননীং প্রণন্দ্য পুনঃ এহি আগচ্ছ, যদ্‌ যস্মাৎ অসৌ রাধা বিধিনা রীত্যনুসারেণ ইহ নিকুঞ্জ-মন্দিরে অস্মাভিঃ অবিতা রক্ষিতা সতী নিশাং বসতি'—ইতি উক্ত্বা পুনঃ পক্ষান্তরে অন্তরধাৎ তিরোভূতাসীৎ। অষ্টাদশাক্ষরায়া ধৃত্যাখ্যায়া জাতি-ভেদোঽয়ং বৃত্তরত্নাকরাদৌ নো লক্ষিতঃ ॥ ৭৯ ॥ ততো যুগলকিশোরয়ো মিলন-প্রকারং বর্ণয়তি—'সোঽহং ধেনূনাং বীক্ষণায় যামি' ইত্থং ইতি এষ কৃষ্ণশ্চাহ। অঙ্গ পুনঃ তস্যাঃ পৌর্ণমাস্যাঃ প্রয়াণং বীক্ষ্য দৃষ্ট্বা সর্ব্বতশ্চ পশ্যতিস্ম। তত্র বিরুদ্ধভাবাপন্নং ন কিমপি দৃষ্ট্বা রাধিকামঞ্চিতুং পূজয়িতুং শীলমস্যেতি কর্ত্তরি ণিন্‌ রাজলক্ষ্ম রাজচিহ্নভূষিতং পীঠমেব পুপ্লুবে উৎপ্লুত্যা অগচ্ছৎ। অত্র সিংহাসনে চিত্রং বিচিত্রং অদ্ভুতং বা মেঘস্য বিদ্যুতশ্চ অঙ্গানাং ধাম তেজঃ বীক্ষিতঞ্চ। উভয়ো র্মিলনে অপরিকলিতপূর্ব্বং অঙ্গজ্যোতিরিতস্ততো দেদীপ্যতেস্মেত্যর্থঃ। অত্র চিত্রং নাম বৃত্তং। চিত্রসংজ্ঞমীরিতং সমানিকা পদদ্বয়ন্ত। গ্লৌরজৌ সমানিকা তু' ইতি পূর্বোক্তং ॥ ৮০ ॥

তত্র যুগলমিলনশোভাং দৃষ্ট্বা দেবীনাং জয়োচ্চারণপুষ্পবর্ষণমাহ—অথ তস্য যুগ্মমিলনস্য অনুকলনং দর্শনং অনু পশ্চাৎ দৃষ্ট্বেত্যর্থঃ দিগ্বরা দিগীশ্বরাঃ ইন্দ্রাদয়ঃ তেষাং বরা উত্তমা রামা রমণ্যঃ তাসাং বিলসিতে বিলাসে বিহসিত-বৃন্দমিব ইহাস্মিন্‌ স্থলে সুরধামবধূনাং দেবীনাং জয়ভণিতং

অধিক্ষিতিভৃদাসনং রুচিভরেণ তৌ দম্পতী
পুরো গিরি হরিন্মণিপ্রকর-চন্দ্রলেখারুচঃ।
বলাদহরতাং যথা মকরকেতনঃ স্বস্থিতিং
বিহায় সহসা বহন্মুহুরবাধ-নিঃসীমতাং ॥ ৮২ ॥
অন্যোন্যং ত্বিট্সদমৃতনদী-মজ্জনাদ্বক্ত্রসোমা
মোদাস্বাদাদ্রসনৃপসভা-দীক্ষিতৌ ক্লিপ্তকামৌ।
রাধাকৃষ্ণৌ ব্রজবন-মহারাজসিংহাসনস্থৌ
তৌ রেজাতে সপদি কৃতয়া রাজসূয়শ্রিয়েব ॥ ৮৩ ॥

জয়োচ্চারণং তস্য তত্যা সমূহেন সহ বর্ত্তমানং পুষ্পজবর্ষং কুসুম-মধু প্রভৃতীনাং বর্ষণং সমপতৎ॥ স্মিতানাং কবিসময়প্রসিদ্ধ্যা শুভ্রত্বেন পুষ্পাণাং ধাবল্যং তুল্যীকৃতং। অত্র চণ্ডীনাম ত্রয়োদশাক্ষরং বৃত্তং—'নযুগল সযুগল গৈ রিতি চণ্ডী' ॥ ৮১ ॥ তত্র শোভাবিশেষমুৎপ্রেক্ষতে—অধিক্ষিতিভৃদাসনং নৃপাসনে তৌ দম্পতী যুগলকিশোরৌ রুচিভরেণ কান্ত্যতিশয়েন পুরো গিরেঃ উদয়াচলস্য হরিন্মণিপ্রকরাণাং মরকতমণি-সমূহানাং তথা চন্দ্রলেখায়াঃ রুচঃ কান্তিরাশীন্ বলাৎ অহরতাং যথা মকরকেতনঃ কামদেবঃ স্বস্য স্থিতিং মর্য্যাদাং বিহায় সন্ত্যজ্য সহসা অবাধেন অবাধং যথা স্যাত্তথা নিঃসীমতাং পরমকাষ্ঠাং মুহুঃ অবহৎ প্রাপ্নোৎ। তত্র কেবলং কামরসোৎসব এব সমভবদিত্যর্থঃ। পৃথ্বী নাম বৃত্তং—জসৌ জসযলা বসুগ্রহযতিশ্চ পৃথ্বী গুরুঃ ॥ ৮২ ॥ তত্রত্য কামোৎসব-সম্পাদন-ব্যাপারমুট্টঙ্কয়তি—অন্যোন্যং মিথঃ ত্বিট্ কান্তিরেব সতী অত্যুত্তমা অমৃতনদী সুধাসরিৎ তস্যাং মজ্জনাৎ তথা মিথঃ বক্ত্রমেব সোমশ্চন্দ্র তস্য আমোদস্য অতিদূরগামিগন্ধবিশেষস্যাস্বাদনাৎ তৌ রাধাকৃষ্ণৌ রসনৃপস্য শৃঙ্গারস্য সভায়াং নিকুঞ্জমন্দিরে শ্লেষেণ রসে অভিষেকোপলক্ষে যা নৃপসভা রাজসভা তস্যাং দীক্ষিতৌ তথা ক্লিপ্তকামৌ চরিতার্থ-মন্মথৌ পক্ষে সিদ্ধবাসনৌ সন্তৌ ব্রজবনস্য মহারাজসিংহাসনে স্থিতৌ রেজাতে দেদীপ্যেতে স্ম। তত্র দৃষ্টান্তঃ—সপদি তৎক্ষণাৎ কৃতয়া রাজসূয়যজ্ঞস্য শ্রিয়া ইব। রাজসূয়ং সম্পাদ্য যথা রাজদম্পতী সুষ্ঠু শোভেতে তথা শ্রীরাধামাধবৌ কামার্ণবোচ্ছলিত ঘর্ম্ম-জলাভিষেকৈঃ স্নাত্বা শুদ্ধৌ, মিথো 'মহোজ্জল' নাম সত্রবিশেষং সম্পাদিত-বন্তৌ চেতি ধ্বনিঃ। অত্র মন্দাক্রান্তা নাম বৃত্তং—মন্দাক্রান্তাম্বুধিরসনগৈ

বৃন্দারণ্যক্ষিতিনিজবিভুতা-রক্ষিবৎ কংসবৈরী
সংভ্রান্তোঽপি শ্রবণগচলদৃক্‌কোণবাণৈ রবিধ্যৎ।
বিদ্ধাপ্যেষা তদুদিতবিভুতা ভ্রূধনু র্দ্রাক্ চকর্ষ
স্বীয়ং জাতু প্রথয়তি ন জন শ্ছিদ্রমূর্জস্বিভাবঃ॥ ৮৪॥
আরোহ স্ত্বং কিমিতি শঠ! নঃ সিংহপীঠং প্রিয়াল্যা
সেয়ং মুগ্ধা! মম নরপতেঃ পট্টদেবীতি সিক্তা।
ইত্থং স্বৈরং বিবদনমপি প্রেম-সম্বাদ-রীতিং
সম্বাদঃ সোঽপ্যসমশরতাং প্রাপ যত্তন্ন বুধ্যে॥ ৮৫॥
মৃষা রোষাবেশাদথ ভগবতীং যান্তীঃ সখী নেৰ্াৎসবে
ভবেদদ্য দ্বন্দ্বং সদৃশমিতি সা মীমাংসিতা শ্বঃ পুনঃ।

মৌ ভনৌ তৌ গ-যুগ্মমিতি॥ ৮৩॥ মিথঃ সুরতসমরোদ্যোগ-পর্ব্বাহ—বৃন্দারণ্যক্ষিতেঃ বৃন্দাবনভূমেঃ নিজস্য বিভুতায়াঃ প্রভুত্বস্য রক্ষাকৃদিব কংসবৈরী কৃষ্ণঃ সংভ্রান্তঃ অপি শ্রীরাধাং শ্রবণে গতো বিস্তারিতশ্চ চলঃ চঞ্চলশ্চ যঃ দৃক্‌কোণঃ নয়নপ্রান্তভাগঃ কটাক্ষ ইতি যাবৎ তস্মাৎ তস্য বা বাণৈঃ অবিধ্যৎ অভিনৎ অচ্ছিদৎ বা, এষা রাধা বিদ্ধা সত্যপি তেনাভিষেকেণ উদিতা প্রাপ্তা বিভুতা যয়া তথাভূতা ভ্রূরেব ধনুঃ বক্রিমত্বাৎ দ্রাক্ সপদি চকর্ষ আকর্ষৎ। অর্থান্তরন্যাসেনাহ—উর্জ্জস্বিভাবঃ অতি-বলবান্ জনঃ স্বীয়ং ছিদ্রং ভেদং দূষণং বা ন জাতু কদাচিদপি প্রথয়তি বিস্তারয়তি। অত্র চিত্রলেখা নাম বৃত্তং—মন্দাক্রান্তা নযুগল-জঠরা কীর্ত্তিতা চিত্রলেখা॥ ৮৪॥ সখীগণৈঃ কৃষ্ণস্য বিবাদ-সম্বাদাদিকমাহ—সখ্যঃ আহুঃ—'হে শঠ! ত্বং নঃ অস্মাকং প্রিয়াল্যাঃ সিংহাসনং কিমিতি আরোহঃ সমারূঢ়বানসি?' উত্তরমাহ কৃষ্ণঃ—'হে মুগ্ধা মূর্খা গোপ্যঃ! সেয়ং রাধা নরপতেঃ মম পট্টদেবীতি সিক্তা অভিষিক্তা।' ইত্থং ইত্যেবং স্বৈরং যথেচ্ছং বিবাদঃ অপি প্রেম্না সম্বাদস্য সম্মিলনস্য রীতিং প্রথাং তথা সঃ সম্বাদঃ অপি অসমশরতাং কামময়ত্বং যৎ প্রাপ অগচ্ছৎ—তৎ ন বুধ্যে জানামি। অত্রাপি মন্দাক্রান্তা॥ ৮৫॥ সখীনাং মিথ্যাকোপশান্ত্যর্থং বৃন্দাচেষ্টামাহ—অথ মৃষা মিথ্যা রোষস্য আবেশাৎ ভগবতীং পৌর্ণমাসীং যান্তীঃ সখীঃ "অদ্য উৎসবে দ্বন্দ্বং কলহঃ সদৃশং যোগ্যং ন ভবেৎ ইতি সা পৌর্ণমাসী শ্বঃ পুনঃ মীমাংসিতা সামঞ্জস্যং বিধাস্যতি ইতি" উক্ত্বা বৃন্দা

ইতি স্মেরং বৃন্দাবিনয়-বিলসদ্ভঙ্গীভৃতৈ র্ভঙ্গুরৈঃ
করেণাকর্ষন্তী কথমপি কিল ব্যাঘোটয়ৎ পাটবৈঃ ॥ ৮৬ ॥
বৃন্দা তদ্যুগ্মলীলাতৃষিতমতিগতীরপ্যমু র্বীক্ষ্য মিথ্যা-
দ্বন্দ্বব্যঞ্জি-প্রলাপাঃ স্ফুটমিদমবদত্তত্র হাস্যং বিধাতুং।
হুঙ্কারেণালমস্মদ্বনপতিমমুকঞ্চাস্মদীয়াধিরাজ্ঞী
সেয়ং স্বীয়ানুভাবৈঃ সপদি বশয়িতা শশ্বদস্মাদৃশঞ্চ ॥৮৭॥
তদ্বাণ্যাং ধববাচিতাং পতিপদে নীত্বা সখীঃ সস্মিতাঃ
বামাশ্চাভিনিরূপ্য ফুল্লনয়ন-প্রান্তশ্রিয়া তামপি।
পশ্যন্তী ললিতাং বিলোচন-কলাং তস্মিন্ দদানা প্রিয়ে
ভূয়ঃ কম্রবিলাসি নম্রবদনা সাভূদ্ বিশাখা-সখী ॥ ৮৮ ॥

স্মেরং ঈষদ্ধাস্যেন সহ বর্ত্তমানং যথা স্যাত্তথা ভঙ্গুরৈঃ কুটিলৈঃ তথা বিনয়েন বিলাসন্তী সংযুক্তা যা ভঙ্গী বৈচিত্রী তয়া ভৃতৈঃ পুষ্টৈঃ পাটবৈঃ কৌশলৈঃ করেণ আকর্ষন্তী চ কথমপি ব্যাঘোটয়ৎ প্রত্যাবর্ত্তয়ামাস। কিলেতি বার্ত্তায়াং। অত্র ছায়ানাম বৃত্তং—'ভবেৎ সৈব চ্ছায়া তযুগগগতা স্যাদ্ দ্বাদশান্তে যদেতি। সৈব মেঘবিস্ফূর্জিতেত্যর্থঃ। তল্লক্ষণন্তু—'রসর্ত্ত শৈশ্বে র্য্মৌন্সৌররগুরুযুতৌ মেঘবিস্ফূর্জিতা স্যাদিতি॥ ৮৬॥ কিঞ্চ, তদ্যুগ্মস্য শ্রীরাধাকৃষ্ণয়োঃ লীলাসু তৃষিতা বাঞ্ছনীয়া মতিঃ তস্যাঃ গতিরবস্থা যাসাং তথাবিধা অপি অমূঃ সখীঃ মিথ্যা-দ্বন্দ্বং কপটকলহং ব্যঞ্জয়ন্তি বাহ্যতঃ প্রকাশয়ন্তীতি প্রলাপা যাসাং তাঃ বীক্ষ্য তত্র হাস্যং বিধাতুং কর্ত্তুং ইদং স্ফুটং ব্যক্তং যথা স্যাত্তথা অবদৎ—'অমুকং অস্মাকং বনপতিং কৃষ্ণং চ অস্মদীয়াধিরাজ্ঞী সেয়ং রাধা হুঙ্কারেণ তথা স্বীয়ৈঃ অনুভাবৈঃ প্রভাবৈঃ পক্ষে দ্বাবিংশত্যলঙ্কারৈঃ সপ্তভি রুদ্ভাস্বরৈ স্তথা দ্বাদশভি র্বাচিকৈশ্চ সপদি দ্রাগেব বশয়িতা বশীকুর্য্যাৎ; তত্রাপি শশ্বৎ পুনঃ পুনঃ। ন কেবলং তমেব নাগরেন্দ্রং বশে বিদধ্যাৎ, অপি তু অস্মান্ সর্ব্বা অপি; স্রগ্ধরাত্র॥ ৮৭॥ তত্র সখীনাং হাস্যন্তথা রাধায়া কেলিলোলতামাহ—তস্যা বৃন্দায়া বাণ্যাং কথায়াং 'পতি'পদেন ধব-বাচিতাং পরিণেতৃবাচকত্বং নীত্বা প্রতিপাদ্য সখীঃ স্মিতযুক্তাঃ অথচ বাম্যাশ্রিতাশ্চ অভিনিরূপ্য সম্যগবগম্য প্রফুল্লনয়নকোণস্য সৌন্দর্য্যেণ তাং বৃন্দামপি পশ্যন্তী তস্মিন্ মনঃপ্রাণহরে প্রিয়ে ললিতাং

দৃষ্ট্বা রাধাং কিমপি কলিতাস্যপ্রসাদাং মুকুন্দঃ
কিং ত্বং কান্তে ! ক্ষিপসি তমিমং সুক্ষণং স্বক্ষণঞ্চ।
এবং প্রোচ্য স্বহৃদি কলয়ং স্তৎ করাব্জং বলেন
স্মেরোদস্রাং স নিজ-ভুজয়োরন্তরে তাং চকার ॥ ৮৯ ॥
সব্যেনালিঙ্গ্য রাধামসুররিপুরসব্যেন তদ্বাষ্পপূরং
দূরঞ্চক্রে করেণ প্রতিমুহুরপি তৎক্লেদমাশঙ্কমানঃ।
নাজানাদেষ যত্তু স্বনয়ন-সলিলস্বেদ-সংপ্লাবিতাঙ্গী
সাধারণ্যং তদাধাৎ পুনরিয়মভিষেকস্য তস্যাসি তত্র ॥ ৯০ ॥

সুন্দরীং বিলোচনয়োঃ বিদ্যাং কলাং দদানা প্রদর্শয়ন্তী ভূয়ঃ পুনঃ সা বিশাখা-সখী রাধা কম্রং কমনীয়ঞ্চ বিলাসি বিলাসাকাঙ্ক্ষি চ নম্রং চ বদনং যস্যাঃ তথাভূতা অভূৎ। স্বানুভাবং সর্ব্বাসু বিনিবেশ্য বিলাসাকাঙ্ক্ষিণী সত্যবাতিষ্ঠতেতি ভাবঃ। শার্দ্দূলবিক্রীড়িতং নাম বৃত্তং—সূর্য্যাশ্বৈর্ম্ম সজাস্ততাঃ সগুরবঃ শার্দ্দূলবিক্রীড়িতমিতি ॥ ৮ ॥ শ্রীকৃষ্ণস্য কামসিদ্ধি-প্রকারং বর্ণয়তি—স মুকুন্দঃ কৃষ্ণঃ [মুখে কুন্দবদ্ধাস্যং যস্য সঃ] কিমপি অনির্বাচ্যং যথা স্যাত্তথা কলিতাস্যপ্রসাদাং মুখপ্রসন্নতাযুক্তাং রাধাং দৃষ্ট্বা নিরীক্ষ্য 'হে কান্তে ! তং ইমং বর্ত্তমানং সুষ্ঠু ক্ষণং মুহূর্ত্তং তথা স্বক্ষণঞ্চ স্বমহোৎসবঞ্চ কিং কথং ক্ষিপসি বৃথা অপযাপয়সি ?' ইত্যেবং প্রোচ্য তস্যাঃ রাধায়াঃ করপদ্মং স্বস্য হৃদি বক্ষসি বলেন কলয়ন্ ধারয়ন্ তাং স্মেরাঞ্চ ঈষদ্ধাস্যাং অথচ উদশ্রাং অশ্রুলোচনাং যদ্বা স্মেরোদস্রাং আনন্দাশ্রু-বলিতাং নিজভুজয়োঃ অন্তরে চকার সমালিলিঙ্গ। মন্দাক্রান্তা-বৃত্তমেতৎ ॥ ॥ ৮৯ ॥ কৃষ্ণস্য প্রিয়তাব্যবহারমাহ—অসুররিপুঃ কৃষ্ণঃ সব্যেন বামেন করেণ রাধামালিঙ্গ্য প্রতিমুহুরপি তস্য বাষ্পপূরস্য ক্লেদং আর্দ্রং আশঙ্কমানঃ স অসব্যেন দক্ষিণকরেণ তস্যা বাষ্পপূরং অশ্রুনিকরং দূরীচক্রে। যত্তু স্বস্য নয়নসলিলৈঃ অশ্রুভিশ্চ স্বেদৈ ঘর্ম্মৈশ্চ সংপ্লাবিতাঙ্গী সতী তত্র তস্য পূর্ব্বানুষ্ঠিতস্য অভিষেকস্যাপি পুনঃ ইয়ং রাধা সাধারণ্যং তুল্যত্বং তদা অধাৎ অধারয়দিতি এষ কৃষ্ণস্তু ন অজানাৎ অবেৎ। রাগলক্ষণমিদং, তদুক্তমুজ্জ্বলে—'দুঃখমপ্যধিকং চিত্তে সুখত্বেনৈব ব্যজ্যতে। যতস্তু প্রণয়োৎকর্ষাৎ স রাগ ইতি কীর্ত্যতে ॥' স্রগ্ধরা নাম বৃত্তং ॥ ৯০ ॥

বৃন্দারণ্যে সুরতরুসভা-রত্নবেদী-মহিষ্ঠে
পীঠে রাধা মহসি মহিতা রাজলক্ষ্মাদি-লক্ষ্ম্যা ।
কৃষ্ণাঙ্কস্থা ন যদুপমিতা নৈষ দোষঃ কবীনাং
কিন্ত্বস্যাঃ শ্রীভরমনু সমস্যা-বিধাতু র্বিধাতুঃ ॥ ৯১ ॥
মিথঃ শ্যামং জ্যোতিঃ পরিবহদভিতো রাগাবকীর্ণং মিথো
মিথঃ কির্ম্মীরত্বং বিরচয়দমিতালঙ্কারলক্ষ্ম্যাঙ্গজং ।
মিথো দৃগ্‌ভ্যাং বয়ৎ প্রতিদিশমমৃতাসারং দধানং গুণং
রসানাং রূপাণামপি মিথুনমিদং রেজেঽধিরাজাসনম্ ॥৯২॥ *

তত্র শ্রীরাধায়াঃ নিরুপমাং শোভাং বর্ণয়তি—বৃন্দারণ্যে সুরতরূণাং কল্পবৃক্ষাণাং যা সভা সন্ততিরিত্যর্থঃ তস্যাং যা রত্নবেদী তয়া মহিষ্ঠে পরমপূজ্যে পীঠে আসনে মহসি উৎসবে রাজলক্ষ্ম্যাদিঃ ছত্রচামরাস্তং তস্য লক্ষ্ম্যা শ্রিয়া মহিতা সম্মানিতা কৃষ্ণাঙ্কস্থা রাধা যৎ ন উপমিতা, এষ কবীনাং দোষো ন ভবেদিতি শেষঃ। কিন্তু অস্যাঃ রাধায়াঃ শ্রীভরমনু পরমসুষমাং লক্ষীকৃত্য সমস্তাং সমাসার্থাং সংঘটনং বিধাতুঃ কর্ত্তুঃ বিধাতু র্ব্রহ্মণ এব দোষঃ। কবিবাক্যেষু ন বর্ণিতা স্যাদ্ রাধা, যতোঽসৌ সর্ব্বথৈব নিরুপমা। উপমেয়োপমেয়ঃ—তদুক্তং—উপমানস্য নিন্দায়ামযোগ্যত্বে নিষেধতঃ। উপমেয়স্য প্রশংসা সোপমেয়োপমাঽপরেতি। আক্ষেপশ্চ— আক্ষেপো বক্তুমিষ্টস্য যো বিশেষ-বিবক্ষয়া। নিষেধো বক্ষ্যমাণত্বেনোক্ত স্তেন চ স দ্বিধেতি। যমকঞ্চ, সমস্যতে সংক্ষিপ্যতেঽনয়েতি সমস্যা সমাবেশঃ, সংঘটনমিত্যর্থঃ। অত্রৈব সর্ব্বমাধুর্য্যাণাং মিলনাৎ; তদুক্তং সর্ব্বমাধুর্য্যবিঞ্ছোলীনির্ম্মঞ্ছিতপদাম্বুজেতি। শ্রীরাধারসসুধানিধৌ চ— লাবণ্যসার-রসসার-সুখৈকসারে কারুণ্যসারমধুরচ্ছবিরূপসারে। বৈদগ্ধ্য-সার-রতিকেলি-বিলাসসারে রাধাভিধে মম মনোঽখিলসারসারে। ২৬। এবং ১৩১।২৪৫ শ্লোকৌ চ। মন্দাক্রান্তা নাম বৃত্তং ॥ ৯১ ॥ তত্র মিলনবৈচিত্র্যমুদ্‌ঘাটয়তি—মিথঃ শ্যামং কৃষ্ণবর্ণং শ্লেষেণ শৃঙ্গাররসোচিতং জ্যোতিঃ পরিবহৎ অথচ মিথঃ অভিতঃ সমন্তাৎ রাগেণ অনুরাগেণ পক্ষে মাঞ্জিষ্ঠরাগেণ অবকীর্ণং অবচূর্ণিতং বিলিপ্তং বা। অমিতানাং অসংখ্যানাং

---

* (গৌ) পুস্তক এব দৃশ্যতে।

সা তস্যাঙ্কে বিপুল-পুলকৈরুন্মুখত্বং সমন্তা-
ল্লব্ধস্যাক্ষ্ণোঃ প্রমদমদধাৎ ফুল্লরোমালি-মূলা।
যস্যামস্যামবয়ব-কুলং নীপভাবং প্রপেদে
যস্মিন্নস্মিন্নভজদভিতো ভৃঙ্গতামঙ্গসংঘঃ ॥ ৯৩ ॥
স্বেদাশ্রুভ্যাং দ্রবন্তী পুলকশবলনাদঙ্কুরান্ ভাবয়ন্তী
স্তম্ভং কম্পঞ্চ ধত্রী বিলয়গতমতি শ্চিত্রবৈবর্ণ্যবর্ণা।
বৃন্দারণ্যাধিদেবী নবযুবযুগলী শশ্বদুৎফুল্লদঙ্গী
বিদ্যুত্বদ্বিদ্যুদাভাঽখিলজনমমৃতৈঃ সিক্তমুচ্চৈ শ্চকার ॥ ৯৪ ॥

নিরুপমাণাং অলঙ্কারাণাং স্বর্ণরত্নাদিভিঃ কিলকিঞ্চিতাদ্যৈঃ ভাবনিধিভি র্বা বিরচিতানাং ভূষাণাং লক্ষ্যা শোভাতিরেকেণ মিথঃ অঙ্গজং দৈহিকং কির্মীরত্বং শবলিতত্বং বিরচয়ৎ, মিথঃ দৃগ্ভ্যাং চ প্রতিদিশং অমৃতস্য সুধায়াঃ আসারং প্রসরণং ধারাসম্পাতং বা দধানং গুণং উৎকর্ষং বা সমুচ্চয়ে বিরচয়ৎ অনুস্যূতং কুর্ব্বৎ যৎ ইদং রসানাং রূপাণাঞ্চ মিথুনং অধিরাজাসনং নৃপাসনে রেজে বিরাজিতমাসীৎ। বিংশত্যক্ষরায়াঃ কৃত্যাখ্যায়া জাতিভেদোঽয়ং বৃত্তরত্নাকরাদৌ ন লক্ষিতঃ॥ ৯২ ॥ কিঞ্চ, বিপুলৈঃ পুলকৈঃ সমন্তাৎ সর্বতোভাবেন উন্মুখত্বং লব্ধস্য তস্য কৃষ্ণস্য অঙ্কে ক্রোড়দেশে ফুল্লানি রোমালীনাং লোমসমূহানাং মূলানি যস্যাঃ সা রাধা অক্ষ্ণোঃ প্রমদং আনন্দাতিশয়মদদাৎ। যস্যাং অস্যাং রাধায়াম্ অবয়ব-কুলং অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদিকং নীপস্য কদম্বস্য ভাবং কণ্টকিতমিত্যর্থঃ প্রপেদে। যস্মিন্ অস্মিন্ কৃষ্ণে চ অঙ্গসংঘঃ অভিতঃ সর্ব্বথা ভৃঙ্গত্বং অভজৎ প্রাপ্নোৎ। মধুসূদনোঽয়ং খলু সুরতরঙ্গিণ্যাঃ পদ্মিন্যাঃ মধুজাতং নিতরাং পিবতীতি ধ্বনিঃ॥ মন্দাক্রান্তা নাম বৃত্তং॥ ৯৩॥ যুগলস্য ভাব-প্রবণতামাহ—স্বেদেন চ অশ্রুণা চ দ্রবন্তী আর্দ্রীর্ভবন্তী, পুলকৈঃ শবলনাৎ সংমিশ্রণাৎ অঙ্কুরান্ প্রাদুর্ভাবয়ন্তী, স্তম্ভং কম্পং চ ধত্রী, বিলয়ে প্রলয়ে গতা মতি র্যস্যাঃ সা মূর্চ্ছিতপ্রায়া ইত্যর্থঃ, চিত্রং অপূর্বং বিস্ময়করং বা বৈবর্ণ্যং চ বর্ণং অক্ষরং চ যস্যাঃ সা, বিবর্ণা গদ্গদাক্ষরা চ বৃন্দারণ্যস্য অধিদেবতা নবয়োঃ নবীনয়োঃ যূনোঃ যুবকয়োঃ যুগলী দ্বন্দ্বং শশ্বৎ পুনঃ পুনঃ উৎফুল্লং অঙ্গং যস্যাঃ সা, বিদ্যুত্বান্ মেঘঃ চ বিদ্যুচ্চ তয়ো রাভা ইব

সৌন্দর্য্যাণাং শরীরং নবতরুণরুচাং মন্দিরং সদ্গুণানাং
সাম্রাজ্যং সম্মদানাং ধনমখিলকলাসংসদামাদিশাস্ত্রম্।
স্মারস্বামোদভাজাং সুরতরুকুসুমং স্বাশ্রয়াণাং নিধানং
শ্রীরাধামাধবাখ্যং মিথুনমিহ বনে চারুরাজ্যং বভাজ ॥ ৯৫ ॥
সখ্যো বীক্ষ্যাভিরূপং কমপি বত তয়ো রূপলীলা-প্রকাশং
স্থিত্বা যষ্ঠীবদস্মিন্ প্রমদ-সমুদয়ে লব্ধসংজ্ঞাঃ পুনশ্চ।
তৌ গান্ধর্ব্বা-মুকুন্দৌ ব্যতিকরজ-মদান্মোহমুচ্চৈ র্ভজন্তৌ
নানা নর্ম্মাদিভঙ্গী বিরচনকলয়া চেতয়ামাসু রাশু ॥ ৯৬ ॥
রাধামূরৌ নিবেশ্য স্ফুটপুলকযুজা সান্ত্বিতাং কংসহন্ত্রা
তাম্বূলং তন্মুখান্তঃ স্বয়মুপহরতা তেন সংলাল্যমানাং।

আভা কান্তি র্যস্যা তথাবিধা সতী অখিললোকং অমৃতৈঃ সুধাভিঃ উচ্চৈঃ সাতিশয়ং সিক্তঞ্চকার অভিষিক্তমকরোৎ। স্রগ্ধরানাম বৃত্তং ॥ ৯৪ ॥ কিঞ্চ, সৌন্দর্য্যাণাং শরীরং মূর্ত্তিমদ্বিগ্রহং, নবা স্তত্যা নূতনা চ তরুণা চ যা রুক্ কান্তি স্তাসাং মন্দিরং নিধানং, সদ্গুণানাং নিখিলকল্যাণময়-গুণানাং সাম্রাজ্যং সম্মদানাং হর্ষাণাং আনন্দশীলানাং বা ধনং সর্ব্বসম্পৎ, অখিলানাং কলানাং শৈবতন্ত্রোক্তানাং চতুঃষষ্টিকলাবিদ্যানাং গীতবাদ্যনৃত্যনাট্যাদীনাং যাঃ সংসদঃ সভাঃ তাসাং আদিশাস্ত্রং সঙ্গীতমিত্যর্থঃ। যদ্বা পূর্বেণৈব সম্বন্ধঃ কার্য্যঃ, সম্মদানাং হর্ষাণাং ধনং অখিলকলা তৎস্বরূপমিতি ভাবঃ। সংসদাং পরিষদাং সম্বন্ধে আদিশাস্ত্রং বেদঃ এব, তদুক্তং যাজ্ঞবল্ক্যেন—'শ্রুতাধ্যয়ন-সম্পন্নাঃ কুলীনাঃ সত্যবাদিনঃ। রাজ্ঞা সভাসদঃ কার্য্যাঃ শত্রৌ মিত্রে চ যে সমাঃ ॥' শ্রুতাধ্যয়ন-সম্পন্নাঃ ধর্ম্মশাস্ত্রজ্ঞাঃ বা, তদুক্তং কাত্যায়নেন—'সভ্যেনাবশ্যবক্তব্যং ধর্ম্মার্থসহিতং বচঃ'। যদ্বা সংসদাং দ্যূত-ক্রীড়ানাং আদি-শ্রেষ্ঠং শাস্ত্রং মহাদ্যূতশাস্ত্রজ্ঞমিত্যর্থঃ। যদ্বা সংসদাং নিকুঞ্জগৃহাণামাদিশাস্ত্রং কামশাস্ত্রং, কামকেলিভিঃ নিঃশেষতয়া কৃতার্থতাপাদনাৎ তত্তচ্ছাস্ত্রাণা-মিত্যর্থঃ। তদেবাহ—স্মারাঃ কামসম্বন্ধিনঃ যে সু সুষ্ঠু আমোদাঃ জন-মনোহারিগন্ধাঃ, স্বামোদাঃ স্বীয়া অনন্যসাধারণা বা যে পরিমলাঃ তান্ ভজন্তি সেবন্তে যে তেষাং পক্ষে সুরতরূণাং কল্পবৃক্ষাণাং কুসুমং মহাসুগন্ধত্বাৎ।—তদুক্তং 'পঞ্চৈতে দেবতরবো মন্দারঃ পরিজাতকঃ। সন্তানঃ কল্পবৃক্ষশ্চ পুংসি বা হরিচন্দন'মিত্যমরঃ। তথা স্বস্মিন্ আশ্রয়ো

দেবস্ত্রীকীর্ণপুষ্পে জগতি চ মুদিতে সিংহ-পীঠে নিবিষ্টাং
তাঃ ফুল্লাঃ সেবমানা নরপতি-বিভবৈরিত্থমুল্লস্য দধ্যুঃ ॥ ৯৭ ॥
সখীয়ং শ্রীরাধা স্বমহিত-জলধিং লঙ্ঘয়ামাস সাঙ্গং
পুনশ্চাবব্রাজ ব্রজকুলজনিধেঃ কাননীয়ং প্রদেশং।
নিজশ্রীসম্পদ্ভিঃ সপদি চ বিদধে তৌ বলাদেব বশ্যৌ
কিমন্যদ্বা হংহো হৃদয় বদ সখে! ত্বন্মনোরাজ্যমিজ্যং ॥ ৯৮ ॥

যেষাং স্বাশ্রিতানাং ভক্তানাং নিধানং পরা গতিরিত্যর্থঃ। শ্রীরাধামাধবাখ্যং মিথুনং যুগলং ইহাস্মিন্ বনে রাজ্যং রাজত্বং স্মরত-সাম্রাজং বা চারু সুন্দরং যথা স্যাত্তথা বভাজ অসেবত অকরোদিত্যর্থঃ। রূপকং। স্রগ্ধরা নাম বৃত্তঞ্চ ॥ ৯৫ ॥ তত্রত্যানন্দজপ্রলয়মাহ—বতেতি হর্ষে! তয়ো রাধা-কৃষ্ণয়োঃ কমপি অনির্ব্বাচ্যং অভিরূপং মনোজ্ঞং রূপস্য চ লীলায়াশ্চ প্রকাশং অভিব্যক্তিং বীক্ষ্য সখ্যঃ অস্মিন্ নিকুঞ্জে যষ্ঠীবৎ কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়াঃ সত্যঃ ইত্যর্থঃ স্থিত্বা পুনশ্চ প্রমদানাং আনন্দানাং সমুদয়ৈঃ সমুন্নতিভিঃ লব্ধসংজ্ঞাঃ চেতিতাঃ ইত্যর্থঃ। ব্যতিকরঃ পরস্পরসঙ্গঃ তস্মাজ্জায়তে যো মদঃ হর্ষাতিরেক ইত্যর্থঃ তস্মাদ্ধেতোঃ উচ্চৈঃ অত্যর্থং মোহং ভজন্তৌ গচ্ছন্তৌ তৌ গান্ধর্বা-মুকুন্দৌ [কর্ম্ম] আশু নানাবিধানাং নর্ম্মাদিভঙ্গীনাং বিরচনস্য কলয়া বিদ্যয়া চেতয়ামাসুঃ সংজ্ঞাং প্রাপয়ামাসুরিত্যর্থঃ ॥ ৯৬ ॥ শ্রীকৃষ্ণেণ রাধায়াঃ সংলালনমাহ—রাধাম্ ঊরৌ নিবেশ্য সংস্থাপ্য স্ফুট-পুলকযুজা ব্যক্তপুলকাঞ্চিতবিগ্রহেণ কংসহন্ত্রা কৃষ্ণেণ সান্ত্বিতাং কর্ণমনো-রসায়নেন বচসা সংপ্রীণিতাং সমাশ্বাসিতাং বা কৃত্বা তস্যা মুখমধ্যে স্বয়মাত্মনা তাম্বূলং উপহরতা দদানেন তেন সম্যক্ লাল্যমানাং সিংহপীঠে নিবিষ্টাং অধিষ্ঠিতাং তাং প্রফুল্লাঃ তাঃ সখ্যঃ নরপতিযোগ্য-বিভবৈঃ সেবমানাঃ উল্লস্য ইত্থং দধ্যুঃ চিন্তয়ামাসুঃ। তত্র সময়ানুকূল্যমাহ—জগতি দেবস্ত্রীভিঃ কীর্ণানি ক্ষিপ্তানি পুষ্পাণি যত্র তথাবিধে মুদিতে আনন্দিতে চ সতি ॥ ৯৭ ॥ চিন্তন-প্রকারমেবমাহ—ইয়ং সখী শ্রীরাধা স্বং স্বকীয়ং অহিতং দুঃখমেব সমুদ্রঃ তং সাঙ্গং সমগ্রং যদ্বা অঙ্গৈঃ সখীভিঃ সহ বর্ত্তমানং যথা স্যাত্তথা লঙ্ঘয়ামাস অত্যক্রামৎ। পুনশ্চ ব্রজকুলে জাতঃ যো নিধিঃ কৃষ্ণ ইত্যর্থঃ তস্য কাননীয়-প্রদেশং বৃন্দাবনং আবব্রাজ আগচ্ছৎ। নিজা নিত্যা স্বকীয়া বা যা শ্রীঃ শোভা তস্যাঃ সম্পদ্ভিঃ সপদি দ্রাগেব তৌ

ইতি ভণিতমখণ্ডং কাব্যখণ্ডং নির্দিষ্টং
গুরুভিরুচিতয়েদং মে ধিয়া মেধয়া চ।
কথয়িতুমপি কিঞ্চিন্নাষড়ক্ষীণমীশে
স্ফুরতি শশিনি বৃত্তং যৎ পরং রাজবৃত্তম্ ॥ ৯৯ ॥
ইতি রচিতমখণ্ডং কাব্যখণ্ডং রসজ্ঞৈঃ
কথমপি তনুরংশঃ স্বদ্যতে যত্নমুষ্য।

কৃষ্ণকৃষ্ণবনৌ চ বলাদেব বশ্যৌ বশবর্ত্তিনৌ বিদধে অকরোৎ। তত্র কৃষ্ণং স্বপ্রেমমাধুর্য্যেণ তদ্বনঞ্চ অভ্যাভিষেকেণাত্মসাৎ কৃত্বেতি মন্তব্যম্। হংহো! সম্বোধনে প্রশ্নে বা। হে হৃদয়-সখে! কিমন্যদ্বা তে ইজ্যং পূজ্যং মনোরাজ্যং মনোঽভীপ্সিতং বর্ত্ততে তদ্ বদ। অত্র শোভা নাম বৃত্তং 'রসাশ্বাশ্বৈঃ শোভা নযুগলজঠরা মেঘবিস্ফূর্জিতা চেদিতি। সা তু—রসর্ত্ব শ্বৈর্য্মৌন্সৌররগুরুযুতৌ মেঘবিস্ফূর্জিতা স্যাদিতি ॥ ৯৮ ॥

গ্রন্থং সমাপয়ন্ স্বদৈন্যং ব্যঞ্জয়তি—ইতি গুরুভিঃ শ্রীরূপগোস্বামিভিঃ নির্দিষ্টং উপদিষ্টং ভণিতং শ্রীদানকেলিকৌমুদ্যাং কথিতং চ অখণ্ডং সম্পূর্ণং কাব্যখণ্ডং কাব্যস্যৈকদেশং তস্যা অংশবিশেষে বর্ণনাৎ ইদং মম উচিতয়া যোগ্যয়া ধিয়া বুদ্ধ্যা মেধয়া ধারণাশক্ত্যা চ ন কিঞ্চিৎ তত্রাপি অষড়ক্ষীণং গুপ্তং অপরিস্ফুটং যথা স্যাত্তথা কথয়িতুমপি ঈশে সমর্থোভবামি। অর্থান্তরন্যাসেন তদেব প্রমাণীকুরুতে—যদ্ যস্মাৎ শশিনি চন্দ্রে বৃত্তং জাতং রাজবৃত্তং সংপূর্ণগর্ভবৃত্তং পরং সর্ব্বোত্তমং স্ফুরতি, নান্যত্র। ময়ি দুর্ভাগ্যে উক্তং নির্দ্দিষ্টমপি বস্তু বিস্তারয়িতুমহং নালমিতি ভাবঃ ॥ ৯৯ ॥ ইতি অখণ্ডং সম্পূর্ণং কাব্যখণ্ডং রচিতং নির্মিতং। যদি অমুষ্য কাব্যস্য তনুঃ স্বল্পঃ অংশোঽপি রসজ্ঞৈঃ কথমপি স্বদ্যতে আস্বাদ্যতে, তদানীমেব এষ মম যত্নঃ কাৎস্ন্যেন সমগ্রতয়া ফলতি কৃতার্থতামিয়াৎ। তত্র দৃষ্টান্তঃ—অঘরিপুঃ কৃষ্ণঃ তস্য লোকেন হরিভক্তেন সকৃৎ বারমেকং আলোকিতানাং দৃষ্টানাং আয়ুঃ যথা সফলীভবতি তথা। রসজ্ঞৈরিতি কাব্যস্যাস্যালোচনেঽধিকারি-নির্দ্দেশঃ কৃতঃ। কাব্যখণ্ডমিতি তু দৈন্যোক্তিঃ। বস্তুতঃ ইদং মহাকাব্যস্য সর্ব্বৈঃ স্বলক্ষণৈরন্বিতমেব। তদুক্তং সাহিত্য-দর্পণে—"সর্গবন্ধো মহাকাব্যং তত্রৈকো নায়কঃ সুরঃ। সদ্বংশ-ক্ষত্রিয়ো বাপি ধীরোদাত্তগুণান্বিতঃ। একবংশভবা ভূপাঃ কুলজা বহবোঽপি বা।

ফলতি মম তদানীমেষ কার্ৎস্ন্যেন যত্নঃ
সকৃদঘরিপুলোকালোকিতানামিবায়ুঃ ॥১০০ ॥
ব্রজবিপিন-মহীক্ষিৎ পীঠপৃষ্ঠে প্রিয়াঙ্কে
প্রিয়-বিনিহিতনানাভাবমদ্ধা লিহানা ।
মুহুরিহ পুলকাদ্যাকীর্ণমোহং বহন্তী
বিতরতু বরলক্ষ্মীং রাধিকোদ্যন্মদশ্রীঃ ॥ ১০১ ॥
উভয়-ভুবন-ভব্যং যঃ সদা মে বিধাতা
নিধিবদপি যদীয়ং পাদপদ্মং নিষেব্যং ।

শৃঙ্গারবীরশান্তানামেকোঽঙ্গী রস ইষ্যতে। অঙ্গানি সর্বেঽপি রসাঃ সর্বে নাটকসন্ধয়ঃ। ইতিহাসোদ্ভবং বৃত্তমন্যদ্বা সজ্জনাশ্রয়ং। চত্বার স্তত্র বর্গাঃ স্যু স্তেম্বেকঞ্চ ফলং ভবেৎ। আদৌ নমস্ক্রিয়াশীর্বা বস্তুনির্দ্দেশ এব বা। ক্বচিন্নিন্দা খলাদীনাং সতাঞ্চ গুণকীর্ত্তনং। একবৃত্তময়ৈঃ পদ্যৈরবসানেঽন্য-বৃত্তকৈঃ। নাতিস্বল্পা নাতিদীর্ঘাঃ সর্গা অষ্টাধিকা ইহ। নানাবৃত্তময়ঃ ক্বাপি সর্গঃ কশ্চন দৃশ্যতে। সর্গান্তে ভাবিসর্গস্য কথায়াঃ সূচনং ভবেৎ। সন্ধ্যা-সূর্য্যেন্দুরজনীপ্রদোষ-ধ্বান্তবাসরাঃ। প্রাত র্মধ্যাহ্ন-মৃগয়া-শৈলর্ত্তু বনসাগরাঃ। সম্ভোগ-বিপ্রলম্ভৌ চ মুনিস্বর্গপুরা ধ্বজাঃ। রণপ্রয়াণোপযম-মন্ত্রপুত্রোদয়াদয়ঃ। বর্ণনীয়া যথাযোগ্যং সাঙ্গোপাঙ্গা অমী ইহ। কবে র্বৃত্তস্য বা নাম্না নায়কস্যেতরস্য বা। নামাস্য সর্গো-পাদেয়কথয়া সর্গনাম তু ॥" ১০০ ॥ সর্গস্য নামকরণপূর্ব্বকং তস্যাঃ সুষমা-বিস্করণং প্রার্থয়তে—ব্রজবিপিনস্য যো মহীক্ষিৎ রাজা তস্য পীঠপৃষ্ঠে সিংহাসনে প্রিয়স্য অঙ্কে ক্রোড়ে প্রিয়েণ বিনিহিতঃ সন্ধারিতশ্চ নানা পৃথক্ চ যো ভাবঃ তং অদ্ধা সাক্ষাৎ লিহানা আস্বাদয়ন্তী ইহ মুহুঃ পুলকাদ্যৈঃ সাত্ত্বিকনিবহৈঃ আকীর্ণং সংযুক্তং মোহং মূঢ়তাং বহন্তী চ উদ্যন্মদা আনন্দাতিরেকাদুদ্ভূতা শ্রীঃ সমৃদ্ধিঃ যস্যাঃ সা। যদ্বা উদ্যন্ উদ্গচ্ছন্ মদঃ সেবাদ্যুৎকর্ষকৃদ্গর্ব্বো যস্যাঃ তথাভূতা শ্রীঃ শোভা সম্পত্তি র্বা যস্যাঃ তথাভূতা, যদ্বা উদ্যন্ যো মদঃ অনঙ্গজবিক্রিয়াভরাদ্ বিবেকহর উল্লাসঃ তস্য শ্রীঃ সৌন্দর্য্যং যত্র তথাবিধা রাধিকা বরাং অত্যুৎকৃষ্টাং লক্ষ্মীং সুষমাং বিতরতি সমন্তাৎ বিকিরতি। এতেন তৎস্থলস্যোন্মদরাধিকেতি নামনিরুক্তিরপি দর্শিতা ॥ ১০১ ॥ গ্রন্থং সমাপ্য

অকৃপণ-কৃপয়া স্বপ্রেমদঃ সর্ব্বদা য
স্তমিহ মহিতরূপং কৃষ্ণদেবং নিষেবে ॥ ১০২ ॥

ইতি শ্রীরাধিকাভিষেকচরিতে শ্রীমাধবমহোৎসব-নাম্নি কাব্যে
উন্মদ-রাধিকো নাম নবম উল্লাসঃ ॥ ৯ ॥

সমাপ্তমপীদং কাব্যম্ ॥

সপ্তসপ্তমনৌ শাকে জীবো বৃন্দাবনে বসন্ ।
স্বমনোরথবন্নব্যং কাব্যমেতদপূরয়ৎ ॥ * ॥

শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণাভ্যাং নমঃ ।

স্বেষ্টদৈবং প্রাগ্বৎ প্রার্থয়তে—যঃ মম উভয়য়োঃ ভুবনয়োঃ ইহকাল-পরকালয়োঃ ভব্যং কুশলং সদা বিধাতা অনুষ্ঠাতা—যদীয়ং পাদপদ্মং নিধিবৎ নিতরাং সেব্যং। যথা পদ্মনিধিঃ মহাভাগ্যতো লব্ধো মহাযত্নৈঃ অর্চ্চ্যতে, তথা তৎপদপদ্মং অপি, সর্ব্বসম্পদাং বিধাতৃত্বাৎ। যশ্চ অকৃপণয়া অদীনয়া উদারয়া কৃপয়া সর্ব্বদা মে স্বস্য প্রেমদঃ প্রেমদানকারী—ইহ তং মহিতরূপং কৃষ্ণদেবং নিষেবে ইতি পূর্ব্ববৎ ॥ ১০২ ॥

ইতি কৃপা-কণিকায়াং নবম উল্লাসঃ ॥ ৯ ॥

অধুনা রচনা-কালমাহ—সপ্ত (৭) সপ্ত (৭) মনৌ (১৪) ‘অঙ্কস্য বামা গতি’ রিতি ন্যায়েন ১৪৭৭ শাকে জীবঃ শ্রীশ্রীজীবগোস্বামিচরণঃ, (দৈন্যোক্তিরিয়ং) বৃন্দাবনে বসন্ স্বস্য মনোরথবৎ বাঞ্ছানুরূপং [অস্তি-বিবক্ষায়াং মতুপ্] নব্যং নবীনং স্তুত্যং বা এতৎ ধ্বনিধ্বন্যন্তরাসেবিতং স্বলঙ্কার-ভাবমর্য্যাদয়া ছন্দোবৈচিত্র্যা চ রসাত্মকং সুখদপদপদার্থরাজি-রাজিতং কাব্যং অপূরয়ৎ পূর্ত্তিমকরোৎ ॥

যৎকৃপা-কণিকয়া হি টিপ্পনীয়ং বিরচিতা।
সমর্পিতা ভবতাচ্চ তস্যৈব শ্রীগুরোঃ করে ॥ ১ ॥
শ্রীমজ্জীব-চরণেভ্যো নমো নিত্যং সহস্রশঃ।
কথঞ্চিদাশ্রয়াদ্ যেষাং সন্তঃ কৃতার্থতামিয়াম্ ॥ ২ ॥
সিন্ধুকোটি-গভীরা হি তদাশয়া বিনিশ্চিতাঃ।
তল্লবলেশমস্পৃষ্ট্বা স্খলজ্জতে মহাধমঃ ॥ ৩ ॥
তৎপাদনলিনীধূলি-কারুণ্যলেশলুব্ধকঃ।
যদত্র প্রালপং বালঃ ক্ষমন্তাং তে কৃপাব্ধয়ঃ ॥ ৪ ॥
নেত্ররসমিতে শাকে সিদ্ধিবিধু-সমন্বিতে।
নবদ্বীপে নিবসতা পৌষদর্শে সমাপিতা ॥ ৫ ॥

শ্রীশ্রীগুরুচরণকমলেভ্যো নমঃ ॥

———

বঙ্গানুবাদ
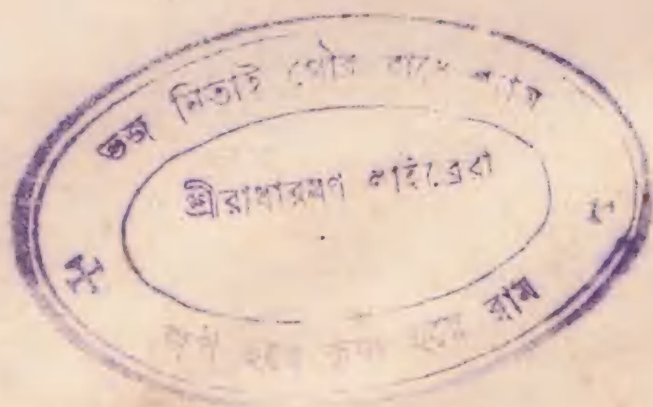
মঙ্গলাচরণ ॥

শ্রীগৌরাঙ্গ গদাধর ঠাকুর **জগন্নাথ**।
(এ) তিনের চরণ বন্দো, তিনে মোর নাথ ॥
রামনরসিংহ প্রভু **শ্রীরামগোপাল**।
শ্রীরামচন্দ্র সনাতন পরম দয়াল ॥
মুক্তারাম গোপীনাথ পতিত-পাবন।
গোলোকচন্দ্র প্রভু হন ভুবন-তারণ ॥
গৌরগত-প্রাণ প্রভু **শ্রীহরিমোহন**। *
ভক্তবৃন্দশিরোমণি অতি সকরুণ ॥
তেঁহো মোরে কৃপা করি অঙ্গীকার কৈলা।
গদাই গৌরাঙ্গে প্রাণনাথ করি দিলা ॥
শ্রীশ্রীহরিবোলানন্দ ঠাকুর প্রবীণ।
নামপ্রেমে ডুবাইলা অধমেরো মন ॥
শ্রীবিপিনবিহারী শ্রীনিত্যানন্দরায়।
জন্মে জন্মে দাস হ'য়ে যেন গুণ গাই ॥
সগণ শ্রীরাধারমণ কৃপা কর মোরে।
তোমাদের অপূর্ব্ব লীলা স্ফুরুক অন্তরে ॥
প্রাণের আরাধ্য দেব গোবিন্দ ঠাকুর।
চরণে শরণ মাগে এ দীন পামর ॥
শ্রীগিরিধারীজিউর করি চরণ-বন্দন।
ভূমিষ্ঠ হইয়া বন্দি বৈষ্ণবের গণ ॥

---

* স্থূলাক্ষরে অনুবাদকের গুরুপ্রণালীর ক্রমরচনা।
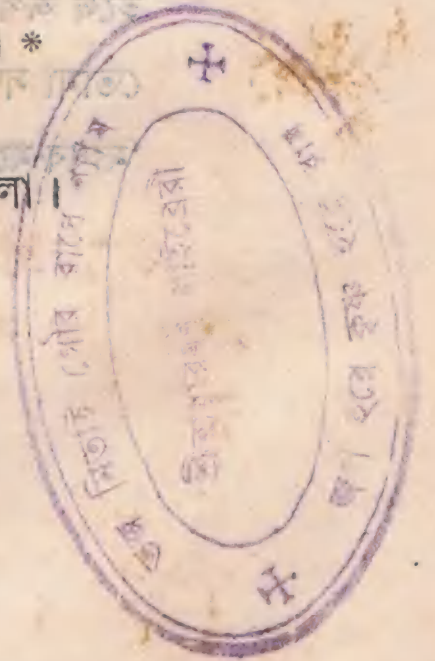
ইঁহা সবার স্মরণে হয় বাঞ্ছিত-পূরণ।
অতএব তাঁহাদের বন্দিয়ে চরণ ॥
শ্রীজীবগোস্বামিপাদ গম্ভীর-আশয়।
তাঁহার হৃদয় বুঝে কারো সাধ্য নাই ॥
রাধাকৃষ্ণলীলা-সিন্ধু অপার অগাধ।
কে করিতে পারে তাহে অবগাহ-সাধ ॥
'মাধব-মহোৎসব' গন্ধে লুব্ধ হ'ল মন।
অতএব দূরে রহি চাখি এক কণ ॥
সর্ব্ববৈষ্ণবের পদে কোটি নমস্কার।
ইথে অপরাধ কিছু না লবে আমার ॥
তোমা সভার পাদপদ্ম হৃদয়ে বিলাস।
'মাধব-মহোৎসব' ভাষা কহে দীন হরিদাস ॥

———০———

প্রথম উল্লাস।

বস্তুবীজ

(১) অভিষেক-জলধারার সহিত শ্রীরাধাঙ্গ-ভজনাকারী (তদঙ্গে প্রতিবিম্বিত) শ্রীকৃষ্ণের বিস্তীর্ণ কিরণাবলী জয়যুক্ত হউন (সর্ব্বোৎকর্ষ আবিষ্কার করুন)। ময়ূরগণ সহ বারিদাবলী যে প্রকার লোকলোচনের শোভা সমৃদ্ধি আনয়ন করে, তদ্রূপ ঐ (অভিষেক-ধারাসম্পাত-সম্বলিতা) কিরণমালাও সখীগণের নয়নে মহাপ্রীতি দান করিয়াছিল।

বন্দনা, স্বদৈন্য-জ্ঞাপন ইত্যাদি

(২) যিনি শচীজঠর-সমুদ্রে প্রাদুর্ভূত হইয়াছেন, এবং স্বয়ংও যিনি মহাভক্তিরূপ অমৃতের সমুদ্র—সেই গৌর-কান্তি **শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য** নামে প্রসিদ্ধ চন্দ্রমা মদীয় হৃদয়ে নিজ কিরণমালা বিস্তার করুন। (৩) যিনি সনাতন-স্বরূপে (নিত্যকালের জন্য) সুমহান্ (নিকুঞ্জ) মন্দিরমণ্ডিত বৃন্দাবন লাভ করিয়াছেন অর্থাৎ বৃন্দাবন ত্যাগ করিয়া কখনও অন্যত্র গমন করেন না—সেই শ্রীকৃষ্ণ আমার এই মস্তকে তদীয় অত্যুৎকৃষ্ট কমল-বিনিন্দী পাদপদ্ম দান করুন। [পক্ষান্তরে—যিনি **'সনাতন'** নামে সুবিখ্যাত হইয়া শ্রীমন্ মহাপ্রভুর কৃপা-নির্দ্দেশমত মহা-নিকুঞ্জমন্দিরভূষিত শ্রীবৃন্দাবন ধামকে চিরবাস্তব্যরূপে প্রাপ্ত হইয়াছেন—সেই শ্রীসনাতন-গোস্বামিপাদ মদীয় শিরোদেশে তদীয় সুন্দর পদ্মবিজয়ী চরণ যুগল অর্পণ করুন॥ (৪) যাঁহার আদেশবলে এই কাব্য-রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছি—স্বয়ং তুষ্ট, রূপে ও নামে জগৎপূজ্য সেই **'শ্রীরূপ'** নামক পরম প্রসিদ্ধ—মদীয় প্রভুর করুণায় শ্রীহরিপ্রিয়া (শ্রীরাধাদি) গোপীগণ আমার প্রতি প্রীত হউন ; [অথবা শ্রীহরি-প্রিয় পরম ভাগবৎগণও প্রীতি লাভ করুন।] (৫) হে প্রভুর আদেশবাণি! আমি তোমার নিকট বিনয় সহকারে এই যাচ্ঞা করিতেছি যে তুমি স্বয়ংই নবীন কাব্যরূপে বক্ষ্যমাণ শ্রীরাধাভিষেক রূপ মহামহোৎসব-প্রকাশশীল [গুণ, রস, ভাব, ধ্বনি, অলঙ্কার প্রভৃতি]

বস্তুনিচয়ের সহিত আবির্ভূত হও। (৬) সেই প্রভুদ্বয় শ্রীরূপসনাতনের সহোদর, যিনি আমার পিতৃস্বরূপে মৎপ্রতি কৃপালু এবং জগতে যিনি 'রঘুনাথভৃত্য' খ্যাতি লাভ করিয়াছেন—সেই সাধুগণ-প্রিয় **'বল্লভ'** নামক মৎপিতৃদেব আমাকে রক্ষা করুন। [অথবা—উক্তপ্রভুদ্বয়ের সহোদর রূপে খ্যাত—পিতৃবৎ কৃপালু, সাধুদিগের প্রিয় **'রঘুনাথ দাস'** নামে যিনি জগতে বিখ্যাত হইয়াছেন, তিনিই আমাকে সতত পরিরক্ষণ করুন। (৭) অহো! পূর্ব্বোক্ত আদেশবরের বীর্য্য-রূপ সম্পত্তিই মহামত্ত করিয়া [উল্লাসাতিরেক-সম্পাদনে] এই কাব্য রচনায় এই ক্ষুদ্রজীবকে প্রবৃত্ত করিয়াছে! তাঁহার কৃপাতেই সেই শ্রীরাধামাধব-ভজননিষ্ঠ (বৈষ্ণব) মহাশয়গণও ইহাতে সাতিশয় সন্তোষলাভ করিবেন।

গ্রন্থের আকর-নির্ণয়

(৮) যাহা পদ্ম পুরাণে কার্ত্তিক-মাহাত্ম্যে সূচিত হইয়াছে, বৃহদ্ গৌতমীয়তন্ত্রে ও মৎস্য-পুরাণে যাহা নিশ্চিত হইয়াছে এবং মদীয় প্রভুবর শ্রীরূপ গোস্বামিচরণ যাহা 'দানকেলি-কৌমুদী' প্রভৃতিতে বর্ণনা করিয়াছেন—তাহাই আনন্দ-সহকারে বিস্তারিত করিবার জন্য আমার এই প্রচেষ্টা।

মূলগ্রন্থ।

(৯) শ্রীরাধার অভিষেক-কৌতুকে তাঁহার নয়ন হইতে প্রসৃত পরিহাস-গর্ভ কান্তি-রাশিই জয়যুক্ত হউন! তাৎকালিক ঐ কান্তিধারা মাধবচন্দ্রকেও [চৈত্রমাসের রাকাচন্দ্রকে. পক্ষান্তরে শ্যামচন্দ্রকে] মন্দীভূত (মলিন) করিয়াই আনন্দ বিস্তার করিয়াছিল। (১০) যিনি মহাধন্য ও পুণ্যবান্ বৃষভানু রাজার কন্যা, যিনি ব্রজবধূগণ হইতে সর্ব্বথাই প্রধানা, এবং যাঁহার (মাদনাখ্য মহাভাবের) স্বভাবে লীলা-বিনোদী মাধব ও সমধিক আনন্দিত হইয়া থাকেন, সেই **রাধিকা** সুখময় সখীসমাজে খেলা করিতেছেন। (১১) একদিন ভাবময়ী কৃষ্ণ-সোহাগিনী নারীগণ সমভি-ব্যাহারে কীর্ত্তিদার নির্ম্মল-কীর্ত্তিবর্দ্ধনকারিণী সেই শ্রীরাধা কান্তি-কন্দলী-পরিবৃত চন্দ্রকলার ন্যায় নিজ রসাল (আম্র) চত্বরে গমন করিলেন। (১২-১৭) রাধিকাদি নিখিল সখী মণ্ডলীর চারুতা (সৌন্দর্য্য) চিত্র-সৃষ্টি রচনা-কুশল বিধাতারও মহাবিচিত্রতা সমানয়ন-কারিণী অর্থাৎ তাঁহাকেও বিস্ময়-

রসে আপ্লুত করে, তাঁহারা কীর্ত্তি-কলাপে অত্যুজ্জ্বল গোকুলেও চন্দ্ররাজিবৎ বিভ্রম (বিলাস) বিস্তার করিতেছেন। পরিপূর্ণ রাকাচন্দ্রের অত্যুৎকৃষ্ট মাধুর্য্যবন্যা বহন পূর্ব্বক তাঁহারা বলপূর্ব্বকই যেন শুক্ল-কৃষ্ণপক্ষের বিভেদ (বিরোধ) লোপ করিতেছেন। [আভরণ ব্যতিরেকেও স্বতঃসুন্দর দেহবরে] তাঁহারা স্বীয় অঙ্গ-রত্নে স্বর্ণালঙ্কার-সমূহ ধারণ করিয়াছেন, মনে হয় যেন যোগ্য উত্তম জনে (অহৈতুকী কৃপাকারী) মহাজনের কৃপাশিক্ষাই দিতেছেন, [স্বর্ণভূষা ধারণ করিয়া স্বীয় অঙ্গ-কান্তিতে ভূষারই ভূষণ সম্পাদন করিতেছেন]। সুরসুন্দরীগণ ইঁহাদের প্রতিলীলা-বিলাসকেই বিচিত্র-কল্পলতার আন্দোলন মনে করিয়া যথেষ্ট স্তব (প্রশংসা) করিয়া থাকেন। লক্ষ্মীরও বন্দনীয় সেই ব্রজদেবীগণে পরিপূর্ণতা থাকিলেও কলাকৃতিময়তা বিদ্যমান রহিয়াছে। (আংশিক স্বরূপতা—এই অর্থে বিরোধ, সমাধান পক্ষে—তাঁহারা চতুঃষষ্টি-কলাবিদ্যায় পারদর্শিনী ছিলেন)। তাঁহারা সকলেই তুল্যমূল্য শ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ রত্নমালা ধারণ করিলেও স্বস্ব দেহজ কান্তিতে পরস্পর রঙ্গ-বিস্তার করিতেছিলেন, [শ্লেষপক্ষে—পরস্পরকে কামসম্বন্ধি উৎসবে আনন্দ দান করিতেছিলেন।] অত্যুত্তম রসরাজির সংমিশ্রণে ভাব-শাবল্যবৎ একত্র অবস্থান করিলেও তাঁহারা নর্ম্মরস-সূচক কলহ-পরম্পরায় বিভিন্ন হইতেছেন। কৃষ্ণবক্ষে অন্য কমলার (স্বর্ণরেখা রূপে) স্থিতি নিরসন পূর্ব্বক তাঁহারা কৃষ্ণের চিত্ত-কমলেই চির বিশ্রান্তি লাভ করিতেছেন। কৃষ্ণপ্রেমের সুখময় ও মনোরম সমুদ্রে চন্দ্রকলা-সমূহবৎ শোভা বিস্তার করিতেছেন। সুন্দরদেহা (অত্যুৎকৃষ্টা) চন্দ্রকলার ন্যায় তাঁহারা অনন্যজ (স্বভাব-সিদ্ধ) দ্যুতিরাশি বহন করিতেছেন এবং কবি-গণের বর্ণনাময় কাব্যরাজির পক্ষে (উপদেষ্টা) মহাশোভা-স্বরূপিণী হইয়া বিরাজিত আছেন। (১৮) সেই বরালি (শ্রেষ্ঠা সখী) শ্রীরাধার চতুর্দ্দিকে বিলাসভরে শব্দায়মান অলঙ্কারাদির মনোমদ-ধ্বনিবিশিষ্টা ও রাগবন্ধনে (অনুরাগাতিরেকে) মধুরা সখী-মণ্ডলী শ্রীহরির কটিদেশের বেষ্টনকারী শৃঙ্খলাবৎ (মেখলার ন্যায়) বিশেষভাবে শোভা পাইতেছেন।

———

শ্রীরাধা ও ললিতাদির বাকোবাক্য

(১৯) এই স্থানে রসাল (আম্র) রূপ বন্ধুর সাহচর্য্যে মনোহর ও বসন্তকালীন মাধবীলতাকে [রসময় প্রাণবন্ধুর সহিত 'মাধবী' * নায়িকা-বৎ] দর্শন করিয়া সমধিক আমোদপ্রমোদভরে শ্রীরাধিকা ললিতা নাম্নী সখীকে বলিলেন—(২০) "দেখ সখি ! এই মাধবী লতা যেমন বিচিত্র পত্রের নব নব গুচ্ছরূপ সুন্দর স্তন-মণ্ডিত হইয়াছে, কৃষ্ণবর্ণ-ভ্রমর সমূহের অঙ্গ-সঙ্গ করিতেছে এবং মাধবের (বসন্তের) উজ্জ্বল বিলাস-সম্পাদিকা হইয়াছে, তুমিও তদ্রূপ বিচিত্র পত্রভঙ্গী-রচনায় এবং সুন্দর স্তন-যুগলে শোভিতা, তুমিও কৃষ্ণভৃঙ্গের [সেই ধৃষ্ট নায়ক কৃষ্ণের] অঙ্গসঙ্গ করিয়া থাক এবং মাধবের উজ্জ্বল (শৃঙ্গাররসময়) বিলাস-শালিনী হইয়া শোভা বিস্তার করিতেছ !! (২১) চঞ্চল-পল্লবরূপহস্ত-বিশিষ্ট ঐ মাধবীর পতি রসালের সহিত এক্ষণেই আমি কৃষ্ণভৃঙ্গযুক্ত অতএব ললিতাঙ্গবিশিষ্টা মাধবীকে বিবাহ করাইতেছি—অতএব রসাল যদি মাধবীকে চুম্বনও করে, তবে আর তাহার ভয়ের কারণ নাই !! [পক্ষান্তরে —চঞ্চল কিসলয় তুল্য হস্তবিশিষ্ট অথবা চঞ্চল বলয়-শোভিত কর-যুক্ত এই রসময় তোমার প্রাণপতি ধৃষ্ট নায়ক কৃষ্ণের সহিত সুমধুর অঙ্গ-বিশিষ্টা মাধবী নায়িকা তোমাকে [লীলায়] বিবাহ দিতেছি, † অতএব মাধব যদি তোমাকে এখন যথেষ্ট চুম্বনাদি দ্বারা উপভোগও করেন, তবে তোমার আর কোনই ভয় থাকিবে না !!] (২২) হে সখি ! তোমাকে দেখিয়া মৃদু মধুর বায়ুভরে চঞ্চলায়মান পল্লবরূপ হস্ত-শোভিতা দূরদর্শিনী এই আম্রলতিকা কোকিলার কলধ্বনি দ্বারাই যেন কৌতুকোদ্দেশ্যে কৃষ্ণকে আহ্বান করিতেছে !!" (২৩) ললিতাও পুনরায় সেই সেই বাক্য দ্বারাই শ্রীরাধার সহিত নর্ম্মরসভঙ্গী বিস্তার করিতে থাকিলে বিশাখা তাঁহার মৃদু মধুরহাস্যশোভিত বদন-মণ্ডল নিরীক্ষণ করিয়া তাঁহার মনোগতি প্রকাশ করিয়া বলিলেন—(২৪) 'আমরা ত তোমাকে দৃঢ়ব্রতা বলিয়াই শত শত বার জানিয়াছি ; [বিপরীত-লক্ষণায়—আমরা দৃঢ়ব্রতা, কিন্তু হে রাধে !

---

* স্বাধীনভর্ত্তৃকা নায়িকাকে যদি প্রাণকান্ত ক্ষণমাত্র ত্যাগ করিতেও অসমর্থ হয়েন, তবে সেই নায়িকাকে রসশাস্ত্রে 'মাধবী' বলা হয়।

† এ স্থলে ব্যঙ্গোক্তি পরিহাস-ব্যঞ্জক বলিয়া পরকীয়ারসের পোষক হইয়াছে। সত্য বিবাহ নহে ; ক্রীড়াকৌতুক মাত্র।

তুমিই শিথিলব্রতা, তাঁহার মুখ দেখিলে তোমার সকল কাঠিন্য দূরীভূত হয় !!] অন্য এ স্থানে তোমাকে কেই বা উপহাস করিবে ? অতএব হে সখি। প্রাণকান্তের বাঞ্ছনীয় ভূষণোচিত নূতন মাধবী-কুসুমই এক্ষণে সংগ্রহ করত ॥"

শ্রীরাধার কুসুম-চয়ন ও মাল্য-গ্রন্থনাদি

(২৫) তখন ভাবিনী রাধা দেবপূজাচ্ছলে সেই মাধবী কুসুমসমূহ চয়ন করিলেন এবং মহাকলাবিদ্যার আচার্য্যারূপে পুলকাঞ্চিত কলেবরে প্রিয়তমের জন্য সঙ্কেত-ব্যঞ্জক হার-গ্রন্থনে প্রবৃত্তা হইলেন। (২৬) তখন দাসীগণ সম্ভ্রম সহকারে শীঘ্রই (সমীপ দেশে) কুসুম-শয্যা সজ্জিত করিয়া দিলেন। স্বর্ণপদ্মলতা যেমন ইতঃস্ততঃ সঞ্চালন করিয়া গঙ্গাজলের শোভা বৃদ্ধি করে, তদ্রূপ শ্রীরাধাও বিভ্রম (মদনাবেশ বশতঃ হারভূষাদির বিপর্য্যয় বা যৌবনজ বিকার-বিশেষ) সহকারে সেই পুষ্পশয্যায় উপবেশন করিয়া তাহার শ্রীবৃদ্ধি করিলেন। (২৭) তিনি বামহস্তে সূত্রযুক্ত সূচী ধারণ পূর্ব্বক দক্ষিণ হস্তদ্বারা অবলীলাক্রমে একটি একটি করিয়া পুষ্প সরাইয়া হার প্রস্তুত করিতেছেন, বোধ হয় যেন তৎসঙ্গে সঙ্গে সখীগণের মনও গ্রথিত হইতেছে। (২৭) যে যে মাধবীপুষ্প শ্রীরাধার রক্তবর্ণ হস্তপদ্মের স্পর্শে অতিশয় (রক্তিমাভ) হইয়া শোভিত হইতেছে, তাহা তাহাই আবার তাঁহার নখরচন্দ্রের সীমায় উপস্থিত হইয়া উদীয়মান নক্ষত্রবৎ শুভ্রত্ব প্রাপ্ত হইতেছে !! (২৯) সেই স্থলে পুষ্প, জল, পূগ (গুবাক তাম্বূলাদি অথবা পিকদানী), চন্দনাদি অনুলেপন, লেখনী বা কালি ইত্যাদি, ভূষণ, ব্যজন, পাশক-গুটিকা ও 'সূক্ষ্মধী' বা 'শুভা' নামক শারিকা প্রভৃতি সাদরে গ্রহণ করিয়া সেবিকাগণ সুন্দরী (সখী) গণকে সেবা করিতেছেন।

সখীগণ কর্ত্তৃক শ্রীরাধামাধুর্য্যাস্বাদন

(৩০) [শ্রীরাধার মুখচন্দ্র-নির্গলিত সুধার অত্যধিক পানে] সখী-গণের নয়নরূপ চকোর-রাজি ঐ অমৃত উদ্‌গার করিতে থাকিলেও তখনও ঐ সুধাই পান করিতে লাগিলেন। যতই পান করুন না কেন, কিছুতেই তাঁহাদের মনস্তৃপ্তি হইতেছে না !! (৩১) সেই নতভ্রূ সুন্দরীদের কর্ণসমূহ

শ্রীরাধার মুখপদ্মের বাক্যরূপ মধুপানে ভ্রমরবৎ উন্মত্ত হইলেও কিন্তু কোনরূপ বিকার প্রাপ্ত হইল না, তখন তাঁহাদের নয়নও নৃত্যকলা বিস্তার করিতে প্রবৃত্ত হইল। (৩২) সেই গোপী-সমাজে শ্রীরাধা স্বীয় গুণসম্পত্তি দ্বারা তাঁহাদের হারাবলি-সদৃশা হইলেন—বাক্যদ্বারা তাঁহাদের কুসুম-নির্ম্মিত কর্ণাভরণ (কানতড়্কা) স্বরূপা এবং কান্তি-দ্বারা তাঁহাদের কাঞ্চনময় অঞ্জনশলাকা-রূপিণী ও কৃষ্ণভাবোৎসবদ্বারা তাঁহাদের শিরোমণি রূপে বিরাজ করিতেছেন।

সখীগণের অভিপ্রায়-জ্ঞাপন ও রাধার ভাব-বৈকল্য

(৩৩) 'অদ্য এই কাননে আমাদের প্রিয়তমা সখীর আনুকূল্যে আনন্দিত প্রশস্তচিকুরবান্ শ্যামসুন্দরকে দেখিতে পাইব কি?'—এই কথাটি এইস্থানে কোন্ রমণীই না গণ্ডমণ্ডিত পুলক-প্রকাশে নিভৃতভাবে (অপ্রকাশ্যে) পরস্পরকে বলিয়াছেন? অর্থাৎ সকলেরই এই ইচ্ছা যে অদ্য এই নির্জন নিকুঞ্জ-মন্দিরে শ্রীরাধা যেন শ্যামসুন্দরকে যথেচ্ছ সুখোল্লাস দান করেন !! (৩৪) পদ্মগন্ধি-বায়ুর স্পর্শে ভ্রমরী যেমন ঐ পদ্মের ক্রোড়দেশের সঙ্গলাভ করিবার জন্য তৃষিতা হয়—তদ্রূপ কোনও সখীকর্ত্তৃক উক্ত শ্রীহরির চপলতা-বিশেষ-ব্যঞ্জক নর্ম্মবাক্য শ্রবণে শ্রীরাধাও মহা-ব্যাকুলিত হইলেন। (৩৫) বয়স্যার এই গীতি (বাক্য) যে কেবল তাঁহার কণ্ঠেই রাগরাগিণী ধারণ করিয়া ব্যক্ত হইয়াছিল, (অর্থাৎ তিনি যে ইহা কেবল সুস্বরে ও সুরাগেই ব্যক্ত করিয়াছেন) তাহা নহে, কিন্তু ইহা শ্রীরাধার হৃদয়েও প্রবল অনুরাগ আনয়ন করিয়াছিল। এই ব্যাপার আদৌ অদ্ভুত নহে, যেহেতু দিব্য বস্তুর মহিমাই এতাদৃশ (সামান্য উদ্দীপনই প্রবলতর অনুরাগ আনয়ন করিয়া থাকে।) (৩৬) তখন শ্রীরাধার দেহে প্রেমসিন্ধু উদ্বেলিত হইয়া পড়িল। ঘর্ম্মজলের সহিত অশ্রু মিলিত হইল—মহাকম্পের সহিত রোমাঞ্চ হইতে লাগিল। এবং প্রলয়ের (মূর্চ্ছার) সহিত স্তব্ধতা উপস্থিত হইল। [একেবারে সূদ্দীপ্ত সাত্ত্বিক ভাবাবলির বিকাশ হইল।] (৩৭) বহুক্ষণ পর্য্যন্ত সখীগণ সান্ত্বনা দিতে থাকিলেও কিন্তু শ্রীরাধার মুখকমল মলিনই দেখাইতেছিল; তাঁহার চতুর্দ্দিকে সখীগণ বেষ্টন করিয়া অবস্থান করিলেও তিনি কিন্তু

পৃথিবীকে শূন্যই মনে করিতেছেন। (৩৮) বিচিত্র কেলি-কলা-প্রকাশনে নিজেদের দ্বারা রক্ষিতা শ্রীরাধাকে প্রকৃতিস্থ দেখিয়াও কিন্তু সখীগণ দুঃখিতাই ছিলেন—সুতরাং তিনি গদ্‌গদ বাক্যে তাঁহাদিগকে বলিলেন।

শ্রীরাধার বিরহাবেশে নির্ব্বেদ

(৩৯) "হে সখীগণ! তোমাদের প্রত্যেকেরই ললাটরূপ চন্দ্রে রেখা-রূপ এই কলঙ্ক বিধাতা কর্ত্তৃক অর্পিত হইয়াছে কি যে 'হে গোপি! তাহার (শ্যামের) গুণরূপ তুষাগ্নি দ্বারা তোমাকে দগ্ধহৃদয়া হইতে হইবে!' (৪০) এই দেখনা কেন—এই (মাদৃশা) নারী তাঁহার জন্য বহু বহু কুসুমরাজি দ্বারা সঙ্কেত-ব্যঞ্জক হারাদি গুম্ফন করিয়াও কিন্তু পরিণামে সেই গুলিকে ম্লান করিয়া ফেলিয়াছে!! (৪১) হে সখীগণ! দেখিতেছি সর্ব্বত্রই ব্রজকিশোরীগণ কৃষ্ণসঙ্গে প্রগাঢ় রঙ্গরস-মঙ্গল করিতেছে! কিন্তু হায়! তোমরাই কেবল হতবিধি দ্বারা নিহত হইতেছ!! (৪২) তোমরা ধন্যা ও পুণ্যবতী হইয়াও কেন উত্তমরূপে শ্রীহরির মাধুরী পান করিতে পারিতেছ না—তাহার কারণ এক্ষণে বুঝিয়াছি! হায়! এই দুর্ভাগ্য-বতীর সঙ্গই কিন্তু তোমাদের সর্ব্বনাশ আনয়ন করিয়াছে!! (৪৩) দৈবক্রমে গোকুলে কুলবধূ-মধ্যে যদি কোনও রমণী জন্মলাভ করে, তবে যেন আমাদের গণের অনুগামিনী হইয়া তাহার ধিক্‌কৃত জীবন না হয়—আর আমার ন্যায় ব্যাকুলা হইয়া জীবন ধারণ করা ত কোনও ক্রমেই উচিত নহে। (৪৪) হায়! যাঁহার কান্তি (দেহজ শোভা, পক্ষে ইচ্ছা) অনুভব করিয়া জন্তুমাত্রই নিমেষ-লবরূপ অত্যল্পসময়েরও বিরহ সহ্য করিতে পারে না—হা বিস্ময়ের বিষয়! প্রিয়তমা অভিমানিনী যিনি, তিনি কিনা আজ শ্যামসুন্দরের গন্ধরহিত হইয়াও জীবিতাই আছেন!! (৪৫) ঐ ক্ষুদ্র শমীবৃক্ষের অন্তরস্থলে অগ্নি সংযুক্ত থাকিলেও কি প্রকারে তাহা বহুকালের জন্য জীবিত থাকে হে? [যেহেতু প্রসিদ্ধ আছে যে শমীবৃক্ষের মধ্যস্থলে অগ্নি থাকে, এইজন্যই অগ্নির এক নাম শমীগর্ভ] পক্ষান্তরে—কৃষ্ণপথে অর্থাৎ তদুদ্দেশে মন প্রাণ অর্পিত হইয়াছে যে নারীর সে কি প্রকারে সর্ব্বক্ষণই শান্তচিত্তে অবস্থান করিতে পারে? অথবা হায়!! ইহা হইতেও পারে বা! তাহার দারুণ স্থিতি (প্রাণধারণ) ও এই প্রকারই বটে!! (পক্ষে) সে নারীর মহাকঠিন প্রাণই বটে!! (৪৬)

কৃষ্ণস্মৃতিরূপ প্রসিদ্ধ চন্দন বনে দীপ্তিবিশিষ্ট দৈব রূপ অগ্নি সমূহ আমাদিগকে নিরন্তর গ্রাস করিতে করিতেই উদয় হউক, তাহাতে কোন আপত্তি নাই। কিন্তু এই বংশী ঐ অগ্নিতে ফুৎকার প্রদান করিয়া করিয়াই ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতেছে কেন হে? অর্থাৎ একে ত কৃষ্ণস্মৃতি আমাদের অশেষ বিশেষে কষ্ট-কারণ, তাহাতে আবার বংশীর কলতান যোগ হইয়া পূর্ব্ব জ্বালা আরও বৃদ্ধিই করিতেছে !!] (৪৭) "হে পাবিকে ! (মুরলি !) হরির মুখপদ্ম রূপ মধু নীরবে পান কর—ইহাতে বাধা দিবার কেহই নাই। হায় ! ঐ কৃষ্ণ কর্ত্তৃক মোহিতা এই নারীকে কেন তুমি অব্যক্তমোহন নিনাদে মুহুর্মুহু বিড়ম্বিত কর হে ?" (৪৮) হায় ! মুনীশ্বরী পূর্ণিমা এবং তদীয়া অনুচরী নান্দীমুখীও ত আমাকে স্মরণ করিতেছেন না !! দৈব যাহার প্রতিকূল হয়, তাহার অঙ্গ সমূহও ঐ প্রকার প্রতিকূলতা সূচনা করিয়াই স্পন্দিত হইতে দেখা যায় !!

নান্দীমুখীর আগমন ও রাধা-সান্ত্বনা

(৪৯) এই প্রকারে দুর্দ্দান্ত কাম-ব্যঞ্জক বাক্যে শ্রীরাধা সখীগণের হৃদয়ে ক্ষোভ ও চাঞ্চল্য বিস্তার করিতে থাকিলে **নান্দীমুখী** এই প্রসঙ্গের কিয়দংশ শ্রবণ করিতে করিতেই মৃদুমন্দ গতিতে তথায় উপনীত হইলেন। (৫০) তখন সুন্দরীগণ তাঁহাকে নিজেদের সম্মুখেই সমাগতা দেখিয়া গাত্রোত্থান পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে সাদর অভ্যর্থনা করিলেন। নান্দীমুখী অশ্রুমোচন করিতে করিতে ইঁহাদের প্রত্যেককেই আলিঙ্গন করিলে স্নিগ্ধচিত্তা সখীগণ তাঁহাকে আসনে বসাইলেন। (৫১) শ্রীরাধা কুশল প্রশ্ন পূর্ব্বক প্রিয়তমের বার্ত্তা শ্রবণে অভিলাষী হইয়া গদ্‌গদ বাক্যে তাঁহাকে বলিলেন—'মহাশয়ার এক্ষণে কোন্ কোন্ স্থান হইতে আগমন হইতেছে ?' (৫২) পদ্মলতায় প্রস্ফুটোন্মুখ কুসুমরাজি চয়ন করিয়া যেমন মৃদু সূত্রদ্বারা মালা গ্রন্থন করিতে হয়—তদ্রূপ নান্দীমুখী শ্রীহরির বিলাসপাত্র শ্রীরাধাকে সাতিশয় উৎকণ্ঠিতা দেখিয়া তাঁহার মনের গম্ভীরাশয় বুঝিবার জন্য সান্ত্ব (অতি মধুর) বাক্য প্রয়োগ করিলেন। (৫৩) 'হে সখীশ্বরি ! ভগবতী পৌর্ণমাসীর শ্রীচরণকমলের আজ্ঞায় তোমাকে দর্শন করিতে আসিতেছিলাম—পথমধ্যে একবার শ্রীহরিকেও দর্শন

করিতে বনমধ্যে গিয়াছিলাম—আবার গোকুলে গিয়া শ্রীব্রজেশ্বরীকেও দর্শন করিয়া আসিলাম।

মা যশোদার বাৎসল্য-বর্ণনা

(৫৪) অহো! মা যশোদা শ্রীহরির ও তোমার পথপানে নয়ন দিয়াই রহিয়াছেন—স্তনধারায় ও অশ্রু-ধারায় নদীপ্রবাহ ছুটাইতেছেন!! হে সখি! আমাকে দেখিয়া তিনি কাতর নয়নে বলিতে লাগিলেন। (৫৫) "ওহে নান্দি! বনমধ্যে কঠিনপ্রাণা আমার সেই শিশুটীকে দেখিয়াছ কি? আহা! সেই দুগ্ধপোষ্য বালকটি আমার খেলা করিতে করিতে ক্ষুৎপীড়িত হইলেও কেন এখন পর্য্যন্ত গৃহে আগমন করিতেছে না? (৫৬) হে তপোধনে! বল দেখি—ধনিষ্ঠা যে সকল মধ্যাহ্নভোজনের সামগ্রী হাতে নিয়া গিয়াছে, খেলায় চঞ্চলমতি সেই অচ্যুত কি তাহা পায় নাই? (৫৭) বালকটি কি সুন্দর বৃক্ষছায়ায় বসিয়া রুচিপূর্ব্বক সেই সুমধুর অন্নাদি ভোজন করিয়াছে? বলরাম ও অন্যান্য গোপ-বালকগণ কর্ত্তৃক সুরক্ষিত হইয়া সে ভালভাবেই আছে ত? গোষ্ঠ পথের দিকে নিরীক্ষণ করিতেছে কি অর্থাৎ গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছে কি? (৫৮) আমি যে রক্ষৌষধি, মণি-প্রভৃতি বন্ধন করিয়া দিয়াছিলাম, তাহা তাহা বনমধ্যে এখনও যথাস্থানে আছে ত? মহা মহা মল্লশ্রেষ্ঠগণ কি সাবধানচিত্তে তাহার চতুর্দ্দিক রক্ষণাবেক্ষণে ব্যাপৃত আছে?" (৫৯) শ্রীহরির মঙ্গল-সূচক লক্ষ লক্ষ বাক্য-সুধায় ব্রজেশ্বরীকে আমি সান্ত্বনা দিয়াছি। হে সখি! পুনরায় তোমাকে স্মরণ করিয়াও তিনি স্নেহাতিশয্য-বিধানে বলিতে লাগিলেন—(৬০) ওহে নান্দীমুখি! হায়! হায়! বিধাতা শ্রীরাধাকে আমার পুত্রবধূরূপে সংযোজিত না করিলেও কিন্তু আমার সর্ব্বদাই বিশ্বাস হয় যে শ্রীরাধা আমার পুত্রবধূই এবং সে এই-ভাবেই আমার মনোমন্দিরে বিরাজ করে!! (৬১) যদিও এই ব্রজ-মণ্ডলে সদ্‌গুণ-মণিভূষিতা বহু বহু কুমারী আছে—তথাপি হে সতি (উত্তমে) নান্দি! সেই রাধিকাই আমাদের নয়নের প্রকাশ-বিষয়ে মাধবের [মধুযামিনীর, চৈত্র বা বৈশাখ মাসের] চন্দ্রমাবৎ অনুভূত হইয়া থাকে!! (৬২) ওহে! যদি তুমি আমার পুত্রিকা রাধিকাকে দর্শন করিতে একবার তথায় যাও, তবে তুমি নিজে আমার নাম করিয়া

বহুক্ষণ যাবৎ তাহার সুগন্ধ শিরোঘ্রাণ গ্রহণ করিয়া তাহাকে বলিও—(৬৩) "নিজ বালক দর্শন করিবার জন্য কুটিল বিধাতা আমাকে একক্ষণ মাত্র অবকাশ দান করিয়াছে। হে পুত্রি! কৈর্ত্তিদেয়ি! সেই কঠিন-স্বভাব বিধিই আবার তোমাকেও দূরবর্ত্তিনীই করিয়াছে!! (৬৪) হে বৎসে! সেই সুন্দর কেশকলাপ-বিশিষ্ট বালকের মুখ না দেখিয়া আমার চিত্ত কিছুতেই সুস্থ হয় না। হে রাধিকে! তুমি যদি আমার নিকটে আস, তবে আমি সত্য সত্যই সুখে দিনযাপন করিতে পারি! (৬৫) হে সুতে! তুমি শ্বশ্রূ-গৃহে পরাধীনা হইয়াছ—আমার চিত্ত কিন্তু সততই তোমাকে দেখিতে চাহে! অহহ!! যে বিধাতা প্রেমাতিশয্যবান্ জনেও বিচারশূন্যতা নির্মাণ করিয়াছে—তাহাকেই ধিক্!!! (৬৬) হে রাধে! আমার মনরূপ চকোর শ্যামচন্দ্রের বিরহে বড়ই সন্তপ্ত হইতেছে! অতএব তুমি তোমার দেহরূপ কুমুদ পংক্তিদ্বারা ভাবিত ('জনিত' পাঠে সুবাসিত) আলিঙ্গনরূপ জল ['অমৃত' পাঠে—আলিঙ্গন রূপ সুধা] দ্বারা ইহাকে সুশীতল কর।" (৬৭) ব্রজেশ্বরী এই কথাই বলিয়াছেন এবং তোমার নিকট আগমন করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলে তিনি আমার হস্তে তোমার জন্য শ্রীহরির পদ্মরাগমণিখচিত এই মনোহর হারখানাও দিয়াছেন।

রোহিণী, পৌর্ণমাসী প্রভৃতির বার্ত্তা-নিবেদন

(৬৮) হে সখি! বলদেব-জননী রোহিণী-প্রমুখা বাৎসল্যময়ী পুরন্ধ্রী-গণ সুখে এবং গুণমালা প্রভৃতি আলীগণ বাষ্পমোচন-পুরঃসর ও অন্যান্য নারীগণ আলিঙ্গনপূর্ব্বক তোমাকে অনেক কথা জানাইয়াছেন! (৬৯) অহো! তোমারই কোনও অনির্বাচ্য মহাভাগ্য দর্শন আকাঙ্ক্ষা করিয়া পয়োব্রত-কারিণী ভগবতী পৌর্ণমাসীও যাহা যাহা বলিয়াছেন—হে সখি! তাহা তাহাও সখীগণ সহ তুমি শ্রবণ কর। (৭০) "হে নান্দিকে! আমি ব্রত বশতঃ এত দূর রাস্তা চলিতে অক্ষমা হইয়াছি! তুমিই এক্ষণে রাধার নিকটে দ্রুতগতিতে উপস্থিত হইয়া তাহাকে মদীয় আশীর্ব্বাদ জ্ঞাপন করতঃ তাহার সন্তোষ বিধান কর এবং পুনরায় প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া সকল বার্ত্তা বলিয়া আমাকেও সুখী কর। (৭১) মিথ্যা পতিরূপে

অভিমন্যুর সহিত সঙ্গম হইতে আমিই তাহাকে কৃপা করিয়া [অথবা যোগমায়ার সাহায্যে] রক্ষা করিতেছি এবং এইজন্যই শ্রীরাধাও নিজতনূকে তৎসঙ্গম হইতে সতত পালন করিতেছে !! (৭২) দেখ সর্ব্বদার জন্য শ্রীরাধা যেন কোনও ভাববিশেষের আশ্রয়ে (উন্মনা) হইয়া রহিয়াছে বলিয়া তাহার নিজ সখীগণ বিকল হইয়া চিন্তা করে। আমাদের জীবনাশ্রয়ের আধারভূত গৃহ যদি সমুদ্র-জলে নিমজ্জিত হয়, তখন যেমন আমরা বিকল হইয়া মহাচিন্তাগ্রস্ত হইয়া থাকি, তদ্রূপ শ্রীরাধার ভাব-বিহ্বলতা দর্শনে সখীগণের মহাভাবনা উপস্থিত হইয়াছে !! (৭৩) ওহে নান্দিকে। শ্রীরাধার মনোহর শিরো-দেশে এই মঙ্গল অর্ঘ্যটি স্থাপন করিবে ; তৎপরে ভূয়োভূয় তাহার কুশল প্রশ্ন করিয়া আমার এই বক্তব্যটী বলিবে—(৭৪) 'রাধিকাও মধুহর, নামক তোমরা দুইজন নিরতিশয় অদ্ভুত গুণ-রাজিতে পৃথিবীতলে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছ। তোমরা দুইজনে আমার সর্ব্বেন্দ্রিয়বৃত্তি-রূপ মৃগবিশেষকে দূর (অবন্তীনগর) হইতে আকর্ষণ করিয়াই নিজ বৃন্দাবন-বনে বন্ধন করিয়া রাখিয়াছ !! (৭৫) অহো! যখনই 'রাধা মাধব' এই মধুর অক্ষরাবলি (সুধা) পান করিয়াছি—হে পুত্রি! কি বলিব, তখনই অমৃতলুব্ধ দেবতার কথা সুন্দররূপে শুনিলেও হৃদয়ে ঘৃণার উদয় হয় অথবা অমরত্ব-প্রাপক অত্যুত্তম বেদাধ্যয়নবিষয়েও ঘৃণা হয় !! (৭৬) পূর্ণিমা তিথির কান্তিরাশির পূরণ করিবার পক্ষে গোকুলরূপ মহাকাশ শোভা পাইতেছে। [পক্ষান্তরে এই পৌর্ণমাসীর অভিলাষ সমূহের সম্যক্ পূর্ত্তি-বিধান জন্য মহাব্যোমবৎ সুবিশাল গোকুলই সম্পূর্ণ উপযুক্ত স্থল।] এখানকার মাধবই স্বয়ং পূর্ণচন্দ্র এবং হে বৎসে! তুমিই শ্রেষ্ঠ শারদ-কান্তি !! (৭৭) হে রাধিকে! এই গোকুলে কৃষ্ণসঙ্গ-বৈভব-শালিনী কত কতই না উত্তমা কামিনী বিরাজ করিতেছে ? কিন্তু তোমা ব্যতিরেকে মাধবের সুরতি-সম্পাদনে আর কেহই চক্রবর্ত্তিনী (সার্ব্বভৌম) হইতে পারে না !! (৭৮) হে সুমুখি! তোমার ন্যায় রক্তপদ্মিনীকে [অনুরক্তা পদ্মিনী নায়িকাকে] হরির (সূর্য্যের) সহিত সঙ্গম করাইয়া নিখিল সময়কেই কি তোমার প্রসাদযুক্ত করিতে পারিব না ? হায়! কিন্তু ইহাতে অতৃপ্ত ভ্রমরগণ শীঘ্রই তোমাকে অবরুদ্ধ করিয়া রাখে! [এই সঙ্গম-বিষয়ে অপরিতুষ্ট বৃশ্চিকতুল্য গুরুজন কর্ত্তৃক তুমি বহু বাধা প্রাপ্ত

হইয়া থাক !!] (৭৯) হে কল্যাণ-দায়িকে ! তুমি তোমার ভক্তিদ্বারা দেবগণের সহিত আমাদিগকে বন্ধন করিয়াছ। (ব্রজে) জন্মলাভে ব্রজ-জনগণ সহ নিজবংশাবলিকে ভূষিত করিয়াছ এবং তোমার সখ্যরসে ললিতাদির সহিত মাধবের অঙ্গ সমূহকেও তুমিই পোষণ করিতেছ !! (৮০) হে রাধিকে (বিশাখা নক্ষত্র !) বৈশাখ-রাত্রির আনন্দ-বর্দ্ধক নিজদেহ কান্তির উজ্জ্বলতার সহিত বিরাজিতা এবং অন্যান্য নক্ষত্র মণ্ডলীরূপ সখীগণ কর্তৃক বেষ্টিতা তুমি নিত্যই চন্দ্রের সহযোগে উদীয়মান হইয়া তেজের দ্বারা পূর্ণিমাকে পূরণ (পোষণ) কর। [পক্ষান্তরে—হে রাধে ! শ্যামসুন্দরের আনন্দ-বর্দ্ধন তোমার নিজ অঙ্গজ্যোতির উজ্জ্বলতার সহিত সখীগণ-সমভিব্যাহারে নিত্যই অশুভনাশন গোকুলচন্দ্রমার সাহচর্য্যে উদিত হইয়া তুমি এই (বৃদ্ধা) পৌর্ণমাসীকে সর্ব্বথা পরিপালন কর।”]

শ্রীকৃষ্ণ-বার্ত্তা বিজ্ঞাপন

(৮১) এইভাবে পূজ্যপাদ দেবী পৌর্ণমাসীর অনুজ্ঞা পাইয়া আমি বন্যপথে আসিতেছিলাম ; এমন সময়ে সর্ব্বত্র বনদেবীগণ কর্তৃক সুস্বরে গীত তোমার কীর্ত্তি-সুধা-ধারায় আমি যেন অভিষিক্তই হইয়াছি !! (৮২) হে সখি ! আমি তোমার যশোরাশি-শ্রবণে সম্যক্‌প্রকারে এমনই মুগ্ধ হইয়াছিলাম যে দূরদেশে চলিয়া যাইতেছি—এই জ্ঞান পর্য্যন্তও আমার ছিল না। এইভাবে চলিতে চলিতে মধুকরগণ কর্তৃক সুরক্ষিত (গুঞ্জিত) পুষ্পময় এক কুসুম-কাননেই উপনীত হইলাম। (৮৩) সেই স্থানে কোনও অপূর্ব্ব সুচারু গন্ধরাশি বহুক্ষণ যাবৎ বিস্তারিত হইয়া পুষ্পসমূহকেও সুবাসিত করিতেছে এবং তৎসহ মলয়-বায়ুও সুখের সহিত মৃদুমন্দগতিতে প্রবাহিত হইতেছে। (৮৪) হে সখি ! চতুর্দ্দিকে প্রসৃত সেই পরিমল-রাশিতে আশঙ্কিত হইয়া এক অদ্ভুত ব্যাপারও দর্শন করিলাম ! কোনও অনির্ব্বচনীয় শ্যামল কিরণমালায় যেন ঐ বনভাগ ভৃঙ্গবৃন্দবেষ্টিতবৎ অতুলনীয় নিবিড়তা ধারণ করিয়াছে। (৮৫) এস্থলে একটি কর্ণিকার-বৃক্ষ কুসুমরাজি দ্বারা যেন সহস্রনেত্রতা (ইন্দ্রত্ব) প্রাপ্ত হইয়াছে। ঐ বৃক্ষটিকে দেখিলে মনে হয় যেন উহা নিকটে কোনও বাঞ্ছিত বস্তুকে প্রাপ্ত হইয়া মধুবর্ষণচ্ছলে অশ্রুবিসর্জ্জন করিতেছে !! (৮৬) হে সখি ! ঐ দৃশ্য-দর্শনে আমি মুহুর্মুহু বিস্মিতই

হইয়াছি এবং অত্যুত্তম পুষ্পরেণু-সংব্যাপ্ত চত্বরে (প্রাঙ্গণে) অদ্ভুত মাধুর্য্যাতিশয়শালী তাঁহাকেও (শ্যামকে) নেত্রপথের পথিক করিয়াছি !! (৮৭) ইহাঁর যে অপূর্ব্ব রূপ-মাধুরী দেখিয়াছি—তাহাতে উহার সম্যক্ পরিচয় দিতে (স্তুতি করিতে) আমি সত্যই অসমর্থ। তাহা অবর্ণনীয় বলিয়া অর্থাৎ অনুভূতিগম্য সুতরাং বাগিন্দ্রিয়ের অগ্রাহ্য বলিয়া সংস্তুতই বলিতে হইবে। অথবা ঐ রূপই উহার সম্যক্ পরিচয়-প্রদানে সমর্থ, অন্য কেহই তদ্‌বিষয়ে পরিজ্ঞাত নহে। ফলতঃ এতাদৃশ গুণ অন্যত্র স্ফূর্ত্তিই হয় না !! (৮৮) যাঁহার জন্য তুমি সদা আরাধনা করিয়া স্বীয় 'রাধিকা' নাম সার্থক করিয়াছ এবং নিজ অশ্রুধারায় নিত্যই সুস্নাত হইতেছ—তোমারও জন্য যিনি সর্ব্বদা বনবাস ও সন্তাপরাশিই ভজনা করিতেছেন [পক্ষান্তরে—গন্ধমাল্যাদি দ্বারা অঙ্গসংস্কার এবং ধূপধূম-প্রচারে কেশকলাপের সুগন্ধতা-সম্পাদন করেন]—তাঁহার দৃষ্টান্ত তিনিই—অপর কেহই নহে !! (৮৯) হে সখি ! তোমার ন্যায় সতী-শিরোমণিও যাঁহার কান্তিদর্শনে বিস্মিতই হইয়াছে অর্থাৎ সতীত্বে তিলাঞ্জলি দিয়াছে, সেই মেঘ-সুশ্যামল স্নিগ্ধকান্তির মাধুরীই বা কে উত্তমরূপে অশেষ বিশেষে বর্ণনা করিতে পারিবে ? (৯০) একে শ্যামল বর্ণ—তাহাতে আবার পরিধানে পীতবসন—গুঞ্জামালার সহিত আবার ময়ূরপুচ্ছের চূড়া !! এইভাবে তাঁহার বপুটি অনলঙ্কৃত (স্বল্পাভরণযুক্ত) হইলেও ঐ সব বস্তুদ্বারা অলঙ্কৃতই (সমধিক শোভিতই) হইয়াছিল ! (৯১) হংস যেরূপ পদ্ম (মৃণাল) আস্বাদন করিতে গিয়া সুমধুর ধ্বনি করে, তদ্রূপ তাঁহারও চরণ-কমলে পাদকটক (নূপুর) সুমধুর স্বরে বাজিতেছে। মেঘের কোলে যেমন বিদ্যুদ্দাম খেলা করে, তদ্রূপ তাঁহার মেঘ-শ্যামল-শ্রোণিদেশেও স্বর্ণমেখলা মৃদুমন্দভাবে চলিতেছে। আকাশে যেমন অতিশুভ্র তারকারাজির উদয়ে শোভা-সমৃদ্ধি হয়, তদ্রূপ তাঁহার বক্ষোদেশে অতিশুভ্র হারমালা শোভা পাইতেছে। চন্দ্রমা যেমন মৃগ-লাঞ্ছন, তদ্রূপ তাঁহারও মুখচন্দ্র বেণু দ্বারা ঈষৎ আবৃত রহিয়াছে। (৯২) যেহেতু ইনি যুবতিগণের মানস-সরোবরে সর্ব্বদাই উত্তমরূপে ঘনরসের (জলের, পক্ষে নিবিড় রসের) উজ্জ্বলতা বিকিরণ ও জলবর্ষণ (লীলামৃতবর্ষণ) করিতেছেন—তাহাতেই মনে হয় যে ইনি শারদ-বর্ষোপযোগি গুণময়ই হইবেন, অর্থাৎ উজ্জ্বলতা সহকারে অমৃতবর্ষাশীল

বলিয়া প্রতীত হইতেছেন !! (৯৩) একে তাঁহার রূপ-লাবণ্য, তাহাতে আবার নবীন বয়স, তাহাতেও নাগরোচিত কলা (বিদ্যা), তাহাতেও আবার কাম—তাহাতেও পুনঃ রাগ-লহরী !! হে চন্দ্রবদনে ! সেই রাগলহরীই ত তোমাকে সর্বদার তরে আনন্দিত রাখে ! (৯৪) যদি তোমার মহাবিভ্রম (শৃঙ্গারজহাব-বিশেষ) এই সুন্দর-ভ্রূযুক্ত কৃষ্ণের সারথিত্ব (সাহায্য) করিত, তবে তাঁহার রূপলাবণ্যে বিমোহিত হইয়া কামদেব নিজ কুসুমধনু অবশ্যই পরিত্যাগ করিত !!

শ্রীকৃষ্ণের ভাব-বৈকল্য শ্রবণে শ্রীরাধার মিলন-ব্যগ্রতা

(৯৫-৯৮) হে সখি ! শারদ-লক্ষ্মীস্বরূপা তোমার চিন্তা সমকালে তাঁহার মোহনরূপাতিশয্য স্বরূপ নীলপদ্ম-দর্শনকারী কোন্ ব্যক্তির না নয়ন-ভৃঙ্গের কোনও অনির্ব্বাচ্য লালসা সমুৎপাদিত হয় ? অর্থাৎ যুগলমিলন দেখিতে ইচ্ছা হয় না ? দেখ—যাঁহার রূপ-লাবণ্যদর্শনে নীলপদ্মের কান্তির শান্তিনাশ (গর্ব্ব খর্ব্ব) হয়। বহুবিধহারের মণিসমূহ দ্বারা তিনি বিরাজিত হইতেছেন। স্বর্ণবর্ণ সূক্ষ্মবস্ত্রে যাঁহার কটিদেশের আভরণ কাঞ্চী বেষ্টিত হইয়াছে—যাঁহার রূপ স্বয়ং কামদেবেরও অভিলষণীয় নিধি-স্বরূপ—অদ্য তিনিই তোমার মান বুঝিয়াও তোমাকেই দর্শন করিবার লালসায় মনোহর বামকরে গণ্ডমণ্ডল স্থাপন করিয়াছেন—দক্ষিণহস্ত হইতে তাঁহার বংশীর কিয়দংশ চ্যুত হইয়াছে—যে কোনও সামান্য ব্যাপারেই তিনি সম্যক্ প্রকারে ঘূর্ণিত অক্ষিযুগলকে নিমীলিত করিতেছেন। হে রাধে ! এই ভাবে [মহাচিন্তা-কাতর] এই শ্যামসুন্দরকে দেখিতে পাইয়া তোমার দর্শন জন্য আমি সর্ব্বত্রই অনুসন্ধান করিতেছিলাম। অহো ! তাহাতে সত্বর এই অনুভবই হইয়াছে যে এই ব্যাপারের মূল তত্ত্ব হইতেছে তোমারই বৈভব—রূপ যৌবন প্রেম ইত্যাদি !! (৯৯) আমার সেই স্থলে গমন তোমার অভিসারের ইঙ্গিত-বোধকই—এই মনে করিয়া তিনি আমাকে তোমার সম্বন্ধে যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছেন—তাঁহার ঐ চাপল্যই মহাচাঞ্চল্যেরই (প্রতীক) অভিব্যঞ্জক ! (১০০) হে সরলে সখি ! আমাকে নিরুত্তর দেখিয়া পুনরায় তোমার সেই বুদ্ধিমান বল্লভ তোমার স্তব (প্রশংসা) করিয়া কামোত্থব্রণে ব্যাকুল

হইয়া আদরপূর্ব্বক তোমাকে বলিয়া পাঠাইয়াছেন—(১০১) হে সুধামুখি! সেই বংশীবদনের স্তুতিকারক মুখ যে কেবল তোমার গুণেরই পরিমলমাত্র উদ্গার করিতেছিল, তাহা নহে; পরন্তু বহুশঃই তোমার অধরস্থিত পরিমলের রসোদ্গারও করিতেছিল। (১০২) হায়! সখি!! যিনি আমার জীবনরক্ষার মহৌষধি,—যিনি আমার মনরূপ ভ্রমরের পক্ষে পদ্মাদিযুক্ত সরোবররাজি,—যিনি আমার বক্ষের পরমসুন্দর মালা—সেই রাধা এখনও বনে আসেন নাই!! (১০৩) [নাটকের প্রারম্ভে অঙ্গস্বরূপে যেমন নান্দীরূপ মঙ্গলাচরণ পাঠ করিতে হয়, নান্দ্যন্তে সূত্রধার আসিয়া নাটকীয় বস্তুর বীজ সূচনা করে ও তদনন্তর রীতিমত নাটক অভিনীত হয়, তদ্রূপ] হে নান্দীমুখি! তুমি মদীয় বাক্যরূপ নব্যনাটক প্রকটরূপে অভিনয় করিতে প্রতিক্ষণে অঙ্গিনী (প্রধান সহায়া) নান্দী স্বরূপা হইয়া রাধার সভায় আবির্ভূত হও, অর্থাৎ মৎ-কথিত সংবাদটি রাধার কর্ণগোচর কর। (১০৪) ‘হে বরাননে! যিনি তোমার বিচ্ছেদে (প্রিয়) ময়ূরপুচ্ছসমূহ শিরোদেশ হইতে বিচ্যুত হইলেও কদাচিৎ তাহার অনুসন্ধান করিতে পারেন না [অথবা তোমার বিরহে কাতর হইয়া যিনি মিলিতা চন্দ্রাবলীকেও অনুসন্ধান করেন না], সেই বিরহী কৃষ্ণেরই এই প্রার্থনা-সূচক নিবেদন। (১৯৫) হে সখি! একটিবার আস—হে বিদ্যুদ্‌বৎ চঞ্চলে! নিজ ঘনরস [জল বা নিবিড় রস] দানকারী এইজনকে কান্তিতে (তোমার রূপলাবণ্যে বা স্বাভিলাষ-প্রকাশে) অনুরঞ্জিত কর! এই দীনজন চিরসন্তপ্ত! অতএব যাহাতে অন্তর পরিস্ফুটরূপে শীতলতর হয়—এই ব্যবস্থাই কর!! (১০৬) হে পৃথুস্তনি! তোমাকে হৃদয়ের বহির্দেশে ধারণ করিতে প্রার্থনা করায় আমার প্রেমের লঘুতা দৃষ্ট হইলেও কিন্তু সেই তুমিই আবার আমার হৃদয়ের মধ্যেও বাস করিতেছে বলিয়া ইহাতে তোমার ত গৌরবই (বৃদ্ধি) হইল হে!! (১০৭) ‘হায়! এই কৃষ্ণের সহিত রাধার বিরহ সংঘটিত করিলেও কিন্তু সর্ব্বদাই হৃদয়ে তাহার সহিত ক্রীড়া করে!!’—এই ভাবনায় খল দুষ্ট বিধাতা সংক্রুদ্ধ হইয়া তাহাও [হৃদয়ে তোমার স্ফূর্ত্তিলেশও] সম্যক্‌প্রলীন করিয়া থাকে। অর্থাৎ হৃদয়ে একক্ষণের জন্য তোমার স্ফূর্ত্তিও হয় না!! (১০৮) হে সখি! যদিও বা আমার মনে প্রভুত্ব লইয়া অর্থাৎ প্রভাব বিস্তার করতঃ সমাগতা হইয়া থাক,

তাহাতেও আমার সত্ব (সুস্থতা বা সাম্য) নাশ কর, তাহাতে যথেচ্ছ ক্রীড়াবিনোদের ব্যাঘাত হয়। অতএব হে চঞ্চল-নয়নে! তুমি সাতিশয় ক্রোধান্বিতা হইয়া এখনও আমার নিকটে আসিতেছে না! (১০৯) হে বরাননে! আমি সর্ব্বদাই দক্ষিণ (সরল), কিন্তু তুমি হতভাগ্য বামদিকেই চলিতেছ (বাম্যভাবাপন্নাই হইয়াছ)! হে বিধাতঃ! আবার কি উভয়ের প্রাণ-মূলক (জীবন-রক্ষক) মিলন হইবে না? (১১০) "হায় রে! সেই প্রিয়তমা আমাকে নিশ্চয়ই ত্যাগ করিবেন না—এক্ষণই নিকটেই তাঁহাকে পাইব।' চিত্তে এইরূপ বিচার আসিতেছে! অতএব হে রাধে! একটিবারও আমাকে তোমার প্রণয়-ভাজন কর!! (১১১) হে সুমুখি! তোমার নিজের এই বৃন্দাটবী দর্শন করিবার জন্যই না হয় একবার আস—এ স্থানে তুমি তমালবৃক্ষ অবলোকনচ্ছলেও যদি আমার প্রতি দৃষ্টিপাত কর, তবেও তোমার বদান্যতা অনুভব করিব।" (১১২) এই কথা বলিয়াই শ্যামসুন্দর ঘুরিতে ঘুরিতে এক প্রস্ফুটিত চম্পকলতাকে অবলম্বন করিলেন। কি বলিব দেবি! সে স্থলে 'হা রাধিকে! রাধিকে!!' এই বলিয়াই আমি মুহুর্মুহু ফুৎকার করিতে লাগিলাম। (১১৩) হে রাধিকে! অনন্তর মাধব তোমার নাম-সুধা পান করিতে করিতে ধীরে ধীরে নয়নযুগল উন্মীলনপূর্ব্বক গদ্গদস্বরে আমাকে মধুর বাক্যরাজি বলিতে লাগিলেন। (১১৪) "হে নান্দি! অতএব তুমি শীঘ্রই শ্রীরাধার নিকট যাও। হে সাধ্বি! শ্রীরাধাকে আমার মানসব্যথার সহিত সমস্ত অবস্থাই নিবেদন কর। আমার এই বনমালাও প্রেয়সীর লাবণ্যময় অঙ্গে সমর্পণ করিয়া আমাকে সন্তুষ্ট কর।" (১১৫) হে চঞ্চললোচনে! তাঁহার এই আদেশ-মঙ্গল ধারণ করিয়া আমি তোমার নিকট আসিতে প্রবৃত্ত হইলাম। এক্ষণে উভয়ের মিলন-দর্শনাশায় আমার বুদ্ধিও দোলার ন্যায় দুলিতেছে! (১১৬) হে সুবদনে! তাঁহার হৃদয়ের কোনও অনির্ব্বচনীয় ভাববিশেষ তুমিই জান এবং তোমারও হৃদয়ের অন্তরতম স্থলের কথাটি তিনিই জানেন। ইহাতে আমাদের দৌত্যচাতুর্য্য করা কেবল সিন্ধু-সেচনের ন্যায় অর্থাৎ সাগরে জলবিন্দু-প্রক্ষেপই মাত্র।" (১১৭) নান্দীমুখীর বাক্যে তখন সম্মতি সূচিত হইলে তাঁহার বাষ্পই প্রথমতঃ সখীগণের লালসাময়ীবাক্যকে রোধ করিল; তখন কিন্তু

বাম্যরীতি কলঙ্কিতই হইল অর্থাৎ বাম্যভাব বিন্দুমাত্রও দেখা গেল না! (১১৮) শ্রীরাধা ধৈর্য্যসহকারে যদিও প্রণয়যুক্ত বুদ্ধি (মহাপ্রণয়ের অনুভাব) হৃদয়ে সম্বরণ করিলেন, তথাপি তাঁহার মুখদর্শনে নিকটবর্ত্তী প্রাণিমাত্রই আর্ত্তি-সাগরে নিমজ্জিত হইল। (১১৯) ক্ষণকাল যাবৎ সেই সখীসমাজ মৌন হইয়া রহিলেন। তখনই কম্পান্বিত দেহে অথচ সুখভরে সেই নান্দীমুখী ললিতাপ্রমুখ বয়স্যাগণকে ভগবতী পৌর্ণমাসীর সত্য (অবশ্যম্ভাবী) আশীর্ব্বাদবাক্য শ্রবণ করাইলেন।

পৌর্ণমাসীর আশীর্ব্বাদ-জ্ঞাপন

(১২০) যিনি খলসমূহকে বা শোকরাশিকে অথবা গাঢ় অন্ধকারকে বিনাশ করেন; যিনি দেবগণের পদবী (পূজ্যমানতা) উত্তমরূপে প্রাপ্ত হইয়াছেন, বা যিনি দৈব (ভাগ্য) পরম্পরা প্রাপ্ত হইয়াছেন অথবা দেবসম্বন্ধি মার্গ সুরক্ষণ করেন; যিনি বিশ্ববসতি (জগন্নিবাস বিশ্বরূপকে) বা সকলের গৃহসম্পত্তি অথবা সকল রাত্রিকেই সুন্দররূপে রক্ষা করিতেছেন,—যিনি ব্রজমণ্ডলকে উদ্‌ভাসিত করিয়াছেন, বা কবিগণের বাক্য-সমূহের স্ফূর্ত্তিকারক অথবা রশ্মি-সমূহের (তেজস্ক পদার্থ-নিচয়ের) তেজোদায়ী—(১২১) হে পুত্রিকাগণ! সেই বিচিত্র-তেজস্ক মহীয়ান্ পূজিত কৃষ্ণরূপ সহায়দ্বারা সম্প্রতি তোমরা রাধার মধুর মূর্ত্তি-মাধুরী অবলোকন করিয়া নয়ন বিস্ফারিত করিবে। [ধ্বন্যর্থ—কৃষ্ণপক্ষগণ কর্ত্তৃক আদৃত কোনও এক মহীয়ান্ বিচিত্র মহোৎসবে রাধিকার মধুর মূর্ত্তি-মাধুরী তোমরা নিরীক্ষণ করিবে]।

ললিতার স্বপ্ন-কথন ও ভাবী অভিষেকের জন্য আকাঙ্ক্ষা

(১২২) নান্দীমুখীর সেই বাক্যে পুষ্টিলাভ করিয়া ললিতাও নিজের বাক্য-গুণে নান্দীমুখীকে পোষণ করিলেন, যেহেতু মহাজনগণ পরস্পর উন্নতিশীল বুদ্ধি দ্বারা উপকৃতই হইয়া থাকেন। (১২৩) হে তপস্বিনি! উজ্জ্বলতার সহিত উদয়শীল পূর্ণচন্দ্রবৎ ইহাঁর কোনও এক উৎসবময় মহোদয় (মহাভাগ্য) আমার নেত্রপদ্মের বিকাশশীল হইয়াছিল— তাহাতে আমার চিত্ত-মধুকর বিঘূর্ণিত হইতেছে। (১২৪) দেখিলাম—

"কোনও রত্নময় চত্বরে কৃষ্ণ কর্ত্তৃক আনন্দিতা আমাদের প্রাণসখী শ্রীরাধাকে দেবীগণ অর্চ্চনা করিতেছেন।' অহো! এই স্বপ্নবৃত্তান্তও আমি এক্ষণে জাগ্রদ্বৎ দেখিতেছি। (১২৫) তখন নান্দীমুখী বহুক্ষণ যাবৎ নয়ন নিমীলিত করিয়া পুনর্ব্বার নিজমুখরূপ চন্দ্র হইতে বাক্যরূপ কিরণদ্বারা চন্দ্রকান্তরূপ উজ্জ্বল-দেহধারিণী সখীগণকে অশ্রু ও ঘর্ম্মরূপ জলরাশি বর্ষণ করাইয়াছিলেন!! (১২৬) যে মানস-সরোবরের জলে পদ্ম প্রস্ফুটিত হয় ও শৈবাল-সমূহ স্বচ্ছন্দতা লাভ করে, সেই সরোবরে কি মৎস্যযুগলও খেলা করে না? পক্ষান্তরে—যে রসময় ব্যাপারের মানসিক চিন্তার ফলেই চিত্ত বিকশিত হয়, অঙ্গে রোমাঞ্চ হয়, সেই ব্যাপারটি এই চক্ষুতে সত্যই স্বচ্ছন্দে দর্শন করিবার ভাগ্য হইবে কি? (১২৭) গোপরাজ-যুবরাজের এই কাননে (বৃন্দাবনে) বৃন্দা কর্ত্তৃক প্রদত্ত স্বর্ণদণ্ডে শোভিতা ও বৃন্দাবনরাজ্যে অভিষিক্তা শ্রীরাধাকে কি সজ্জিত করিতে পারিব না? (১২৮) তখন এই ললিতার স্বপ্নমঙ্গলে সংবর্দ্ধিতা নান্দীমুখীর বাক্যসুধায় পূর্ব্বরঙ্গবৎ (নাট্যোপক্রমতুল্য) গোপ-সুন্দরীদের রোমরূপ নর্ত্তকগণ হর্ষভরে জাত শোভারূপ ভূমিকার (বেশবিন্যাসের) পরিগ্রহ করিল অর্থাৎ ললিতার স্বপ্ন ও নান্দীমুখীর বাক্যশ্রবণে সখীগণের মহাহর্ষে রোমাঞ্চ হইতে লাগিল এবং সর্ব্বাঙ্গে অতি অপরূপ শোভা প্রকাশ পাইল। (১২৯) হে সখীগণ! চন্দ্রোদয়ে সমুদ্র স্ফীত হইলেও কিন্তু পূর্ণিমা তিথিতে যেমন এক অনির্ব্বাচ্য চমৎকারিত্ব ধারণ করে, তদ্রূপ তোমাদের প্রিয়সখী রাধার মুখচন্দ্র দর্শন করিয়া তোমাদের চিত্ত বিকশিত হইলেও সম্প্রতি কিন্তু ঐ অভিষেকোৎ-সবে কোনও এক অনির্ব্বচনীয় মহাচমৎকারিত্ব বিস্তার করিবে!!

নারদ মুনির বাণী

(১৩০) 'যখন শ্রীরাধা নিজ রাজ্যের বস্তু ভূষণাদি নিজেই সাক্ষাৎ লাভ করিতে পারিবেন, তখনই তিনি কৃষ্ণবনে অভিষিক্ত হইবেন'—একথা একদিন নারদমুনিও বলিয়াছিলেন। (১৩১)অন্যত্র কোনও সময়ে সেই মুনি এই কথাও উৎপুলকান্বিত হইয়া বলিয়াছিলেন যে 'যখন তাঁহার অভিষেকের উদ্যোগ হইবে, তখন সেই পূর্ব্বকালীন সখীমণ্ডলী [চন্দ্রকান্তির সহচরী গন্ধর্বকন্যাগণ] তাঁহার সেবা করিবে।'

অভিষেকবার্ত্তা-শ্রবণে শ্রীরাধা

(১৩২) শ্রীরাধিকা কিন্তু ভাবতৃষ্ণাবলে ঐ অভিষেকোৎসব নিজ শোক-নাশক হইবে বলিয়া বিশেষ বিশ্বাস করিতে পারিলেন না—অথচ ঐ বাক্যের ভাবিধর্ম্ম (স্বভাব বা ফল) অখণ্ডিত চিত্তে বিশেষরূপে চিন্তা করিতে প্রবৃত্তা হইলেন। (১৩৩) কৃষ্ণবনে নিজের রাজ্যপ্রাপ্তির নামেই এবং নিজ রুচি (কান্তি বা অভিলাষ) চয়ের বৃদ্ধিবশতঃই কি আমার দেহ রোমাঞ্চিত হইতেছে ? অথবা কি তদীয় ভাব ক্ষোভই বিস্তার করিতেছে ?

শ্রীরাধাভিসার-সঙ্কেত

(১৩৪) অনন্তর গোপীগণ মনে প্রচুরতর আনন্দ প্রাপ্তি হেতু অতুলনীয় শান্তিলাভ করিলেন এবং তাঁহাদের ভ্রূকলানর্ত্তনে অর্থাৎ নেত্রার্দ্ধমুদ্রণ রূপ চাক্ষুষ অভিযোগ দ্বারা ও বিশাখার সাক্ষাৎ বাক্যে নান্দীমুখী শ্রীরাধার অভিসার-সঙ্কেত অবগত হইলেন। (১৩৫) (বিশাখা বলিলেন)—প্রিয়সখী অন্য কোথাও যাইতে পারিবে না। অতএব তুমি তাঁহাকে (কৃষ্ণকে) প্রসন্ন করাও। দেখ সখি! ইনি এক্ষণেই মালতীর সহিত মল্লিকার সেই বনে যাইতেছেন। (১৩৬) নান্দীমুখী ইঙ্গিত বুঝিয়া নিজ-আশ্রমে যাইবার জন্য ঈষৎ হাস্য সহকারে বিদায় প্রার্থনা করিলেন। তখন শ্রীরাধা ভগবতী পৌর্ণমাসীর উদ্দেশ্যে দণ্ডবৎ করিলেন এবং অশ্রুপাত পূর্ব্বক মা যশোদার জন্য বলিয়া দিলেন—(১৩৭) হে দেবি নান্দি! ইষ্টদেবের পূজার জন্য ইতস্ততঃ প্রচুর পরিমাণে উত্তমোত্তম কুসুমরাজি সংগ্রহ করিয়াই রাত্রিযোগে ভাগ্যে থাকে ত শ্রীব্রজেশ্বরীর গৃহপ্রাঙ্গণ দর্শন করিবার ইচ্ছা রহিল। (১৩৮) তখন সেই তপস্বিনী নান্দী রাধার বাক্য অধিকতর আস্বাদন করিয়া তাৎকালীন মুখশোভা সন্দর্শন করতঃ মহাতৃপ্ত হইলেন ও বিস্মিতা হইয়া হাস্যবদনা শ্রীমতীকে বলিলেন—(১৩৯) 'তোমরা কুসুম চয়নের উদ্দেশ্যেই যাও গো যাও। সেখানেই বাঞ্ছিত ফল ও (শ্রীকৃষ্ণ) প্রাপ্ত হইবে। আমিও সম্প্রতি শ্রীগুরুদেবের পাদপদ্মে স্বপ্নোদ্ভূত কুসুম সমর্পন করিতে যাইতেছি।

———

অধ্যায়-সমাপন

(১৪০) এইভাবে আনন্দিতমনা নান্দীমুখী তাঁহাদিগকে আনন্দ দান করিয়া প্রথমতঃ উৎকণ্ঠিত-চিত্তে মাধবকে আশ্বাস দান করিতে গমন করিলেন। এ দিকে মুখ্যা সখীগণ শ্রীরাধাকে শ্রীহরির সমীপদেশে অভিসার করাইবার জন্য কুসুমচয়নচ্ছলে শীঘ্র শীঘ্র প্রেরণ করিতেছেন। (১৪১) সমুদ্রের প্রতিতরঙ্গে মৎস্য সমূহ উল্লম্ফন করিয়া তাহার শোভা বৃদ্ধি করে, জলবিন্দুতে মুক্তাশ্রেণী প্রকাশ পায়—বহু নদীর আশ্রয়স্থল সেই সমুদ্র জগতের মহাকল্যাণের নিদান হইয়া থাকে। তদ্রূপ শ্রীরাধার ঔৎসুক্য দিগ্‌বিদিকে রসভঙ্গী সমূহ বিস্তার করিয়া নেত্র-নর্ত্তন-সৌন্দর্য্য প্রকট করিয়াছে—মুক্তা শ্রেণীর ন্যায় শুভ্র অশ্রু-বিন্দুপাত করাইতেছে এবং অনবরত ঘর্ম্মপ্রবাহ ছুটাইতেছে। শ্রীকৃষ্ণ রূপ ভৃঙ্গযুক্ত রাধার এই ঔৎসুক্য-সমুদ্রই তোমাদিগকে মুখ্যমঙ্গল (প্রেম) দান করুন। (১৪২) চিরকাল অপরিমিত ভবদাবাগ্নিতে দন্দহ্যমান আমাকে যে কোনও প্রকারে উদ্ধার করিয়া যেই পূর্ণকারুণ্য-মূর্ত্তি ঈশ্বর (সর্ব্বপুরুষার্থদাতা) নিজ বিশুদ্ধ দাসের নিকট স্থাপন করতঃ অঙ্গীকার করিয়াছেন—সেই মহারূপবান অত্রত্য কৃষ্ণদেবকেই নিরন্তর সেবা করি। [পক্ষান্তরে—যে পূর্ণকারুণ্যমূর্ত্তি সর্ব্বপুরুষার্থদাতা নিজ সহোদর শ্রীশ্রীসনাতনগোস্বামির চরণ-প্রান্তে সমর্পন পূর্ব্বক আমাকে অঙ্গীকার করিয়াছেন এবং শ্রীকৃষ্ণই যাঁহার অভীষ্টদেব—সেই মদীয় প্রভু পূজ্যপাদ শ্রীশ্রীরূপগোস্বামিপাদকেই নিরন্তর ভজন করি ॥]

ইতি প্রথম উল্লাস ॥ ১ ॥

দ্বিতীয় উল্লাস।

কৃষ্ণসন্দেশে গোপিকাদের অধৈর্য্য

(১) শ্রীগোবিন্দ রূপ ঘন বা মনোজ্ঞ সুধাসার-সিন্ধুর সন্দেশের (সংবাদের) গন্ধ (উদ্দেশ) অধিকতর অনুভব করিয়া ইন্দ্রবজ্রবৎ সুদৃঢ় তৃষ্ণারূপ পীড়া প্রাপ্ত হইয়া রাধা-প্রমুখ গোপীগণ আর ধৈর্য্যধারণ করিতে পারিলেন না। অর্থাৎ নান্দীর মুখে কৃষ্ণবার্ত্তা পাইয়া তাঁহার সহিত সঙ্গলালসায় সাতিশয় পীড়িত হইয়া ইঁহারা অধীর হইলেন।

বৃন্দাবনে গমন ও তাহার মহিমা বর্ণনা

(২) যাহাতে বহু বহু মৎস্য বিচরণ করিতেছে, যাহার নিকটে ইন্দ্রবজ্রবৎ সুদৃঢ় ও শ্রেণিবদ্ধ ভাবে বিরাজিত হইয়া বৃক্ষলতারাজি বিলাস করিতেছে—স্মরশরে পীড়িত মহাদেব সেই যমুনাজলে প্রবেশ করিলে যমুনা সখীগণ সহ গহ্বর-মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন। * পক্ষান্তরে—শ্রীবৃষভানুকুমারী শ্রীহরির সহিত বিহার করিবার উদ্দেশ্যে কামবাণে খিন্না হইয়া সখীগণ সহ ইন্দ্রবজ্রবৎ সুদৃঢ় ও শ্রেণিবদ্ধ লতাবৃক্ষাদি মণ্ডিত বৃন্দাবনে প্রবেশ করিলেন। [পাঠান্তরে—কৃষ্ণের হীরকাদি অলঙ্কার-ভূষিত বক্ষঃস্থলবৎ প্রফুল্ল ও বৃক্ষলতাদি দ্বারা সমুজ্জ্বল বৃন্দাবনে গমন করিলেন।] (৩) বৃন্দাবনের অদ্ভুত মাধুর্য্য-মণ্ডিত কুসুমাদিময় সম্পদ্‌রাশির প্রাপ্তিতেই অন্য কোনও স্পৃহারই অবসর থাকে না। 'ইহা কল্পবৃক্ষবনই' এই প্রথাটি কিন্তু ভূয়শঃ প্রসিদ্ধই আছে। (৪) "যেখানে অতি নিকৃষ্ট বস্তুমাত্রেও অতি নিকৃষ্ট জনও সদাকাল বাস

---

* বামন পুরাণ ষষ্ঠাধ্যায়ে বর্ণনা আছে যে দক্ষসুতা তনুত্যাগ করিলে হর দক্ষযজ্ঞ বিনাশ করিয়া সতীর মৃতদেহ স্কন্ধে লইয়া সর্ব্বত্র বিচরণ করিতে লাগিলেন। তখন কন্দর্প সুযোগ বুঝিয়া অপত্নীক মহাদেবকে লক্ষ্য করিয়া 'উন্মাদাস্ত্র' নিঃক্ষেপ করিলেন। তৎপর মহাদেব ঐ অস্ত্রে উন্মত্ত হইয়া যমুনাজলে পতিত হইলেন। শঙ্কর জলনিমগ্ন হইলে সেই বাণও দগ্ধ হইয়া কৃষ্ণবর্ণ হইল এবং তখন হইতে যমুনা জলও নীলবর্ণ ধারণ করিল। শঙ্করের উন্মত্তাবস্থা দর্শনে যমুনা ভয়সন্ত্রস্তা হইয়া গহ্বর আশ্রয় করিলেন।

করিয়াও কোনও দিনের তরে বিন্দুমাত্রও তৃপ্তি পায় না। 'অহো! কি আশ্চর্য্যের কথা! কি দুঃখের বিষয়!!' ইত্যাকার বিবেচনা করিয়া কোনও মূঢ়চিত্ত ব্যক্তি বৃন্দাবনে বাস করা শ্লাঘা মনে করে না।"— [এই অর্থে নিন্দা]। স্তুতিপক্ষে—'অহো! কি আশ্চর্য্যের ব্যাপার!! ব্রহ্মাও, বিষ্ণু অর্থাৎ কৃষ্ণও, যে ধামে কোনও বস্তুতেই তৃপ্তি অর্থাৎ পরিপূর্ণতা লাভ করিতে পারেন না, অর্থাৎ যতই কেন আস্বাদন করুন না, তাঁহাদের অতৃপ্তিই থাকিয়া যায়,' এই কথা বিচার করিয়াই কোনও বিরল-প্রচার সুবুদ্ধি জন বৃন্দাবনে চিরকাল বাস করিয়াও আত্মশ্লাঘা মনে করেন না, যেহেতু তাঁহাদের তৃপ্তির অভাব সর্ব্বদাই বর্ত্তমান থাকে এবং ভক্তিজননী দীনতারও অসদ্ভাব হয় না। (৫) 'এই বৃন্দাবন অখিল ধামের অর্থাৎ লোকালোকবর্ত্তি ভগবদধিষ্ঠান-সমূহের সার (শ্রেষ্ঠতম) এই বোধে যে প্রাণী ইহা ত্যাগ করিতে ইচ্ছা করেন না, কি আশ্চর্য্য! আমার মনে হয় যে ঐ অপরিত্যাগের ইচ্ছা হইতেই সমুদ্ভূত অন্য পুণ্যরাশিই তাঁহাকে সেই ধামে বাস করায়, স্থিরতর করে,স্নেহশীল করায় বা সম্যক্ প্রকারে ধারণ পোষণ করে। [পাঠান্তরে— বিচিত্র আনন্দরাশিবহুল অন্যসুকৃতিপুঞ্জই তাঁহাকে ঐ ধামে বাসনিষ্ঠার জন্য প্রেরণা দিয়া থাকে ইত্যাদি]।

ছয় ঋতুর সুষমা

(৬) 'যে স্থানে ছয় ঋতু একে অন্যের বরেণ্য (প্রধান) এবং পরস্পরের প্রতিযোগী (বিরুদ্ধ) হইলেও কিন্তু পরস্পরের সুখসম্পত্তির অথবা তাৎকালীন শোভা বৈচিত্রী প্রভৃতির কোনই হানি হয় না'— অহো! এই (বিরুদ্ধধর্ম্মভাবশীল বস্তু-সমূহের নির্ব্বিরোধে সহবাসরূপ) শিক্ষাই কি ইঁহাদের নিকট হইতে নিখিল প্রাণী গ্রহণ করিতেছে? (৭—৮) নদীর অবস্থানে ও বায়ুর প্রচারে স্নিগ্ধ শীতল দেশে কিকী (চাস পক্ষিদের) ও হারীতক প্রভৃতি বিহগ-সকলের পৃথক্ পৃথক্ ধ্বনিতে [**হেমন্ত ও শীত**]—দেদীপ্যমান মণির কিরণজাল-সমুদ্ভাসিত প্রদেশে ঝিল্লিকা (ঝিঁঝি) সকলের শব্দে (**গ্রীষ্ম**)—পর্ব্বতের ঝরণা সমূহের প্রপাতময় দেশে চাতক প্রভৃতির কোলাহলে (**বর্ষা**)—মেঘাত্যয়ে (**শরৎ** কালে) বিমলজলে হংসাদি ও নিখিল-পুষ্পদ্বারা সুরভিত স্থলে

(**বসন্ত**) কোকিলাদির পৃথক্ পৃথক্ নিনাদে 'এই ঋতুর ইহাই প্রসূতি-ভূমি, ঐ ঋতুর ঐ বিভাগ' ইত্যাদি রূপে যে ধাম সকল মানুষের বিতর্ক-যোগ্য হইয়া থাকে। (৯) যে ধামে সরোবর-সমূহ সমানভাবে সুধাময় জলবিশিষ্ট হইলেও অসূয়াপরবশ হইয়াই যেন জল-পানকারী মুরারির মুখ হইতে জলের সহিত ক্ষরিত মাধুর্য্যাতিশয় মুহু মু্হু আহরণ করিয়া থাকে। (১০) সুখময় শ্রীকৃষ্ণের বংশীর অব্যক্ত মধুর নিনাদ-মাধুরী দ্বারা মুহুর্মুহু উদ্বেলিত হইয়া যে স্থানের নদীগুলিও সাক্ষাৎ ব্রজভাব-প্রচুর সম্পত্তি প্রাপ্তির অতিলোভে চতুর্দ্দিকে প্রবাহিত হইতেছে। (১১) যে স্থানে শ্রীকৃষ্ণের বংশী কলনাদে আহ্বান করিয়াই যেন (স্বয়ং) দুগ্ধসুধাসবশীলা ধেনুগণের নব নব শ্রেণীকে প্রতিবৃক্ষশ্রেণী হইতে পত্রপল্লব নবাঙ্কুর ইত্যাদি চয়ন করিয়া করিয়া স্বয়ংই ভোজন করাইয়া থাকে। (১২) মলয়জ পবন সমগ্র পৃথিবীকে সুগন্ধিত করিবার জন্য যাত্রা করিয়া যাহার অতুলনীয় সৌরভে ধনী হইয়াই যেন মত্ততাবশতঃ চঞ্চল লতা (বধূ) দিগের সহিত নৃত্যরসে প্রবৃত্ত হইয়াছে! (১৩) যে স্থানে নবীন বা স্তুত্য তমালতুল্য এক অদ্ভুত জঙ্গম কল্পতরু (শ্যাম) বিরাজমান আছেন—যিনি স্বয়ংই সংকল্পপূর্ব্বক লোককে (পৃথিবী সমূহকে অথবা ব্যক্তিমাত্রকেই) মনের অগোচর বিলাস-পরম্পরা দ্বারা সুখী করিয়া থাকেন!! (১৪) শতকোটি লক্ষ্মীরও আকর্ষণকারী গুণরাজি বিশিষ্টা সেই গোপসুন্দরীগণ যে স্থলের পত্র পুষ্পাদি চয়ন করিতে থাকিলে তাঁহাদের সেই অধীশ্বর (অধিনায়ক) শ্যামসুন্দর তাঁহাদের নিকট হইতে কর (রাজস্ব) গ্রহণ করেন (অথবা লীলাক্রমে হস্তধারণ করেন) এবং যথেচ্ছবিলাস-সম্পাদনে উপভোগ করিয়া তাঁহাদিগকে পালন করেন অর্থাৎ পরিতুষ্ট করেন। (১৫) যে স্থলে ভ্রমরগণ মনোজ্ঞ কুঞ্জ-সমূহে সঙ্গত (সংলগ্ন) হইয়াছে, কুঞ্জসমূহ মধ্যভাগে মণিবেদি সমূহে শুভ্র—বেদিসমূহও আবার উত্তমোত্তম পুষ্পশয্যায় শোভমান—ঐ শয্যাগুলিও পুনরায় প্রিয়তমা সখীগণ কর্তৃক সমাহৃত কৃষ্ণের বাঞ্ছনীয় বস্তুরাজিতে পরিপূর্ণ; (১৬) এবম্বিধ সান্দ্র (ঘন) পুষ্পশোভিত বৃন্দাবনে মনোরম বিহার-শালিনী চন্দ্রবদনা গোপীদের কিরণতরঙ্গচ্ছটা বর্ষনশীল মেঘের ক্রোড়ে ঘন বিদ্যুদ্দামের ন্যায় শোভা পাইতেছিল।

সখীগণের পরস্পর বাকোবাক্য

(১৭) "এই বৃন্দাবন মধুধারা-প্রবাহে শ্রীরাধাকে অভিষিক্ত করিতেছে এবং ভবিষ্যতে উদয়েচ্ছু সেই অভিষেক-লক্ষ্মীকে সূচনা করিয়াই যেন আমাদের মনে আনন্দ দান করিতেছে। (১৯) হে সখি! কবে বা আমরা কৃষ্ণের সাক্ষাতে রত্নময় কুম্ভের জল দ্বারা সাতিশয় কম্পনশীলা শ্রীরাধাকে এবং বিস্ফারিত নয়নের জলধারায় আমাদের দেহলতাকে স্নান করাইব হে? (১৯) কবে হেলা ও লীলা-প্রকাশে বৃন্দাবনের পুষ্পরাজি-চয়নকারী মৃদুমধুর হাস্য-শোভিত সেই ব্রজনাগরেন্দ্রকে শ্রীরাধার নির্দ্দেশ মত নিবারণ করিব হে? (২০) বকনাশন শ্রীকৃষ্ণের বনভূমির অধী-শ্বরী সখীর অতিমধুর সান্ত্ববাক্যসমূহও ক্রোধভরে অগ্রাহ্য করিয়া অযত্নে পুষ্প চুরি করিতে থাকিলে আমরা মুখরা অতএব দণ্ডনীয়া পদ্মাকে শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক উদ্‌ঘাটন করাইব অর্থাৎ তাহার বস্ত্রাদির আবরণ উন্মোচন করাইয়া তাহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ অন্বেষণ করাইব? (২১) হে সখীগণ! তোমরা উৎকণ্ঠিত হইও না, যেহেতু ঐ মহোৎসব-লক্ষ্মী আগতপ্রায়। হে সুনয়নাগণ! তাহাই যদি না হইবে, তবে কেন আমার বামচক্ষু পুনঃ পুনঃ নৃত্য করিতেছে হে?" (২২) এইভাবে সখীগণ পরস্পর কথা বলিতে বলিতে আনন্দভরে দূরদেশে স্তম্ভভাব প্রাপ্ত হইলেন। তখন সম্মুখবর্ত্তিনী শ্রীরাধার রশ্মিকুলই [কিরণমালা রূপরজ্জু সমূহই] কেবল তাঁহাদিগকে আকর্ষণ করিতে লাগিল।

শ্রীরাধার অভিসার ও তীব্রব্যাকুলতার সহিত শ্রীকৃষ্ণ-মিলন চিন্তা

(২৩) প্রিয়তম রূপ সিন্ধুর উদ্দেশ্যে স্বয়ং মহাপ্রেম-বিকার রূপ নদী কর্ত্তৃক সর্ব্বদা বাহিতা শ্রীরাধা স্থলবিশেষে ঐ প্রেমনদীর রস-কৌটিল্য-বশবর্ত্তিনী হইতে পারে—এই ভাবিয়াই বুঝি তিনি ঐ প্রিয়-সিন্ধুর গুণে অতীব আকৃষ্টা হইতেছেন! (২৪) 'এস্থানে পথের একচতুর্থাংশ অতিক্রান্ত হইল, এ স্থলে অর্দ্ধেক হইয়াছে, এবার এই-স্থানে সম্পূর্ণ পথই অতিক্রম করিলাম'। এইরূপে পথ-পরিমাণ চিন্তা করিতে করিতে শ্রীমতী চলিয়াছেন। (২৫) 'এই ত বৃন্দাটবী; ঐ ত

কুসুমবন—ইহারই সম্মুখে ঐ যে পুষ্পশয্যার উপরি নাগরেন্দ্র বিরাজমান' —এইভাবে পূর্ব্ব হইতেই মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন। (২৬) আমার স্ফূর্ত্তিতে তাঁহার বিলাস পূরণ হয়, যেহেতু যাহাকেই নয়নে দেখিতেছেন, তাহাকেই নাগরী বলিয়া মনে করিতেছেন!' অহো ঐ রতহিণ্ডক নাগরবরের কেলি স্মরণ করিতে করিতে তিনি সাক্ষাৎভাবেই যেন তাঁহার সহিত বিলাসাদি ভোগ করিয়া চলিয়াছেন। (২৭) কান্তিতে মেঘকে, বদনে চন্দ্রকে, বসনে উদীয়মান সূর্য্যকে ও লোচন-যুগলে চঞ্চল তারকাকে অনুকরণ করিয়াছেন যিনি—সেই শ্যামসুন্দর স্বভাবতঃই তদীয় অন্তঃকরণে মুহুর্মুহু স্ফুরিত হইয়া চিরকাল অবস্থান করায় শ্রীরাধা যেন আকাশ-তুল্যই হইয়াছেন। (২৮) "পক্ষির সঞ্চালনে কিম্বা সেই কৃষ্ণের আগমনে পত্রসমূহে মর্মরধ্বনি হইতেছে কি না একবার দেখিত; একবার জানি ত [ব্যাপারটা কি?]"—এইভাবে অভিসারের সময়ে দর্শন-শক্তি হারাইয়া তিনি প্রতিমূহূর্ত্তেই অনুতাপ করিতেছেন!! (২৯) 'ঐ ত কৃষ্ণ সখীগণকে বঞ্চনা করিবার অভি-প্রায়ে লুক্কায়িত হইয়া আমার নিকট সুন্দররূপে আত্মভাব প্রকাশ করিতেছে!! এখন একবার ছলক্রমে তাঁহাকে দেখিব।' এই বলিয়া তিনি মুখ ফিরাইয়া সখীগণের নিকট তমালসমূহকেই স্তব করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। (৩০) 'হায়! হায়!! এই যে ব্রজনারীগণের সেই মদন সখীগণ সমক্ষেই আমাকে ধরিতে ইচ্ছা করিতেছে।' এইভাবে তিনি শঙ্কাকুলা হইয়া হাস্যপরা সখীজনের ক্রোড়দেশে শীঘ্রই আত্ম-গোপন করিতেছেন। (৩১) পুনরায় স্বাভিলাষ-আশঙ্কাকারিণী সখী-দিগের মৃদুহাস্য দেখিয়া প্রেমময়ী অসূয়ার সহিত ভ্রূভঙ্গরঙ্গে আরক্ত-নয়না হইয়া তিনি তাঁহাদিগকে অতিক্রম করতঃ সুন্দর অথচ চঞ্চল পদবিক্ষেপে দূরে চলিলেন। (৩২) তিনি ভার বোধে অঙ্গরাগসমূহও মার্জন (দূর) করিলেন। কুচযুগলের গুরুত্ব (ভার) বোধ করিয়া সখী-স্কন্ধে করন্যাস করিলেন। এইভাবে হরির সঙ্গপ্রাপ্তির উদ্দেশ্যে অভি-সার-পথে যাইতে যাইতে কোমলাঙ্গী রাধা প্রেমাতিশয়বশতঃ মুহুর্মুহু স্তব্ধ হইয়া গ্লানিবোধ করিতে লাগিলেন।

বৃন্দাবনের উদ্দীপন-বিভাব-বর্ণনা

(৩৩) হে অবলাগণ! দেখিতেছ কি—ঐ বনের ঊর্দ্ধপ্রদেশ কোকিল সমূহ রূপ সেনা দ্বারা পরিব্যাপ্ত, চতুর্দ্দিক ভ্রমররূপ বাণসমূহ দ্বারা সংব্যাপ্ত, এবং ভূমিতল সচেষ্ট কাম রতি ও বসন্ত প্রভৃতি রূপ মৎস্যাকৃতি পতাকাধারী পদাতিকগণ কর্ত্তৃক অবরুদ্ধ হইয়াছে!! (৩৪) এইরূপে কৃষ্ণের ভাবি-অদ্ভুত-কেলিরূপ-জালময় নিকুঞ্জসমূহকে সাক্ষাৎ দর্শন করিয়া করিয়া সংলাপ-দক্ষ সখীগণ মুখ্যা রাধাকে লইয়া উহা-দিগকে অতিক্রম করিলেন।

———

শ্রীরাধা সহ সখীগণের উক্তি প্রত্যুক্তি

(৩৫) **সখীগণ** বলিলেন—'হে রাধে! কুঞ্জে কুঞ্জে তোমার নানাবিধ বিনোদ-সৌভাগ্য-প্রকারের কথা ত দূরেই থাকুক—বৃন্দাবনের এই অপূর্ব্বা লক্ষ্মী (শোভা সম্পত্তি) একাই (প্রথমতঃ) চিত্তকে জড় করিয়া দিতেছে! (৩৬) **শ্রীরাধা** বলিলেন—কামময়, শ্রেষ্ঠ গুঞ্জা মালাদি-ভূষণধারী গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ কৃষ্ণের ন্যায় পুষ্পরূপ বাণসমূহ দ্বারা পূর্ণ, শ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ গুঞ্জালতা প্রভৃতি দ্বারা ভূষিত, গাঢ় নীলবর্ণ কৃষ্ণবনকেও অদ্য তোমাদের বশবর্ত্তী করিতে আমার ইচ্ছা হইতেছে। (৩৭) **সখীগণ**—হে বরোরু! বকারি কৃষ্ণের এই বন—কুসুম সমূহে হাস্যযুক্ত, প্রবাল (কিসলয়) সমূহে পুলকিত ও ভৃঙ্গগণে স্তুতিপাঠক হইয়া বায়ুভরে সম্যক্ নত নিজ মস্তক সাক্ষাৎভাবে তোমার চরণেই যেন অর্পণ করিতেছে! (৩৮) **শ্রীরাধা**—হে সখীগণ! অদ্য পুষ্প বিকাশে শ্বেতবর্ণ অথবা পুষ্পদ্বারা নিবদ্ধ অর্থাৎ কুসুমিত এই বৃন্দাবন সর্ব্বত্র আমার কৃষ্ণ-স্ফুরণই করাইতেছে; শুধু তাহাই নহে, কৃষ্ণ-সম্বন্ধীয় বা কৃষ্ণবর্ণ যাবতীয় বস্তুরই স্ফূর্ত্তি করাইয়া আমার চিত্তকেও সর্ব্বথা রক্তবর্ণ (অনুরক্ত) করিতেছে—ইহাই আশ্চর্য্য!! (৩৯) **সখীগণ**—হে মাধবীলতে! যে নীলবর্ণ ও প্রস্ফুটিত বনরাজির প্রিয়—যাহা ইতস্ততঃ সঞ্চালনে ক্রীড়াপরায়ণ ভ্রমর-পংক্তিদ্বারা শোভিত—এবং পূর্ণচন্দ্রের শোভাতিশয়-যুক্ত রাধা (বিশাখা নক্ষত্র) সমাযুক্ত সেই মাধবকে

(বৈশাখ মাসকে) কে না স্তব করে? পক্ষান্তরে হে মাধবি! * 'নীলবর্ণ ও প্রস্ফুটিত বনরাজি যাহার ক্রীড়োদ্দীপক বলিয়া বাঞ্ছনীয়—যিনি দিব্য দিব্য বিলাসভরে চঞ্চল কুঞ্চিত কেশকলাপ সমূহে বিরাজিত—পূর্ণচন্দ্রের শোভাতিশয়-সংযুক্তা রাধা যাঁহার প্রেয়সী—সেই মাধবকে কে না স্তব করিয়া থাকে? (৪০) **শ্রীরাধা**—দেখত সখীগণ! এই বনভাগ কামময় বসন্ত-সুষমা বহন করিয়া প্রফুল্ল (প্রস্ফুটিত) হইলেও কিন্তু ভ্রমরীগণকে সম্যক্‌রূপে আলিঙ্গন করিতেছে! অতএব শ্যাম-তনুতে (শ্যামসুন্দরে) বিশ্বাসময় রাগ (আসক্তি) হয় না। (৪১) **সখীগণ**—হে রাধে! ঐ মধুসূদন (ভ্রমর, কৃষ্ণ) লতারূপ বধূদিগের দুই তিন বিন্দুমাত্র মধুপান করিতে আরম্ভ করিয়াই কিন্তু ভানুজাত (সূর্য্যকিরণে প্রস্ফুটিত) সুন্দর পদ্মলতার গুণে আকৃষ্ট হইয়া [পক্ষান্তরে —বৃষভানু-কুমারীরূপ পদ্মিনী নারীর দিকে তাঁহারই গন্ধভরে সমাকৃষ্ট হইয়া] ধাবিত হইতেছে!! (৪২) **রাধা**—অন্য কিন্তু ব্রজযুবতিগণ সহ স্বয়ং ভৃঙ্গগণই মধুরাশি পান করিয়া উন্মত্ত হইতেছে। [পক্ষান্তরে—নাগরেন্দ্র নানাবিধ বিলাসে বহুবিধ নায়কগুণ স্বীকার করিয়া ব্রজযুবতি সকলের মধুময় বিলাসরস আস্বাদন করিয়া হৃষ্ট হইতেছে!!] অতএব এখনও এই বনের বায়ু ঐ ভৃঙ্গগণের সহিত বংশীকলনাদ বহন করিতেছে না কেন? [অর্থাৎ বংশীধারীর অঙ্গগন্ধ বা বংশীনাদের কোনও উদ্দেশ পাওয়া যাইতেছে না কেন?] (৪৩) **সখীগণ**—হে বরালি! শ্রীহরির গন্ধ তোমারই অধিকতর সেব্য, বোধ করি এখন ভৃঙ্গগণ ধৈর্য্যধারণ করিয়া থাকিবে! বায়ু জগৎপ্রাণরূপে খ্যাত হইলেও ব্রজে ইহা সাক্ষাৎ প্রাণপদবাচ্যই হইয়াছে!! [জগতে অন্যত্র 'বায়ু' প্রাণাপানাদির বাচক হইলেও ব্রজে সাক্ষাৎ প্রাণই, তদ্বিরহে মরণ অবশ্যম্ভাবী, অর্থাৎ শ্যামাঙ্গ-স্পৃষ্ট বায়ুর অভাবে বিরহিণী নারীদের সাতিশয় কষ্ট অনিবার্য্য!] (৪৪) **রাধা**—বল দেখি ঐ কোকিল-গণ নিজ বৃন্দাবনেশ্বরকে পরিত্যাগ করিয়া এই স্থানেই বা এত গান করিতেছে কেন হে? অথবা তিনিই সর্ব্বত্র তোমাদিগকে বিমোহিত করিবার জন্য উহাদিগকে আদেশ দিয়াছেন!! (৪৫) **সখীগণ**—

---

* স্বাধীনভর্ত্তৃকা নায়িকাকে যদি পরম প্রেমবশ নাগরেন্দ্র ক্ষণকালও ত্যাগ করিতে অসমর্থ হন—তবে সেই নায়িকাই 'মাধবী' নায়িকা বলিয়া রসশাস্ত্রে উক্ত হন।

হে সখি! গুঞ্জন শব্দরূপ গর্জ্জন-শীল ও তৃপ্তিভরে মধুত্যাগ (নিষ্ঠীবন) রূপ বৃষ্টিকারী ভৃঙ্গসমূহ রূপ ঐ মনোহর মেঘজাল দর্শন করিয়া কলাপী (ময়ূর) গণ এই মধুমাসে (চৈত্রে) এক্ষণে নৃত্য করিতেছে! (৪৬) **রাধা**—হে সখীগণ! দেখ দেখি—অনঙ্গরাজের নিকুঞ্জ-সভ্যরূপ মৃদু-হাস্য শোভিত (ঈষদ্বিকসিত) এই সুমনাঃ মহাশয়গণের (পুষ্পসমূহের) সহিত মৃদু গুঞ্জন-পরায়ণ ভ্রমরগণ কৃষ্ণদূত সকলের ন্যায় কেমন আলাপ করিতেছে!! (৪৭) **সখীগণ**—হে সখি! এই কৃষ্ণ ভ্রমর (কৃষ্ণরূপ বিটনায়ক) তোমার কর্ণে অব্যক্ত স্বরে কি বলিয়া গেল হে! অহো! চঞ্চলাক্ষি!! ঐ কথা শুনিয়াই ত তুমি মুহুর্মুহু ভ্রূযুগল অবনত করিয়া বক্রভাবে নিজ মস্তক ঘূর্ণন করাইয়াছ? (৪৮) **রাধা**—হে সখীগণ! নিজ বদন পদ্মরস-দানে ঐ ভ্রমর-প্রবরকে তোমরা উন্মত্ত করিয়া এক্ষণে আমাকেও উদ্বেজিত করাইতেছ এবং আনন্দে এই লীলা দর্শন করিতে ইচ্ছা করিতেছ? ইহা কি তোমাদের উচিৎ? (৪৯) **সখীগণ**—হে সখি! ঐ বাসন্তী (মাধবী) লতা দ্বারা রচিত মনোহর কুঞ্জবর কি তোমার পরিচিত? আমাদিগকে বিনা যে স্থানে গিয়াও তুমি এই দাসীগণ কর্ত্তৃক কৃষ্ণসারিণী (কৃষ্ণসার-মৃগযুক্তা পক্ষে কৃষ্ণানুরাগিণী) বলিয়াই দৃষ্ট হইয়াছিলে হে? (৫০) **রাধা**—হে সখীগণ! এই স্থলে বহু বেতসবৃক্ষ বিদ্যমান আছে—আমি এস্থানে তাঁহারই ভয়ে লুক্কায়িত হইলে সেই শ্যামল পুরুষ আমার প্রতিনিধি স্বরূপা তোমাদের কঞ্চুলিকাগুলি বলাৎকারে অপনয়ন করিয়াছিল হে!! (৫১) **সখীগণ**—হে চন্দ্রাননে! ইহা ত হরির (শ্যামের) সুগন্ধ নহে; কিন্তু তাঁহারই অঙ্গসেবাপরায়ণ তোমার অঙ্গ-সৌরভ। ওহে দেবি (ক্রীড়াশীলে)! এই নীল কান্তিকেও তোমার চঞ্চল নয়নের কান্তি বলিয়াই জান। (৫২) এইভাবে সেই গোপীগণ পরস্পরের প্রেমময় বাঞ্ছাসমূহের কথা বিস্তারে আবিষ্ট হইলে শ্রীরাধা তাঁহাদের সহিত গন্তব্য বনে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং আনন্দে কৌতুকবশতঃ বলিলেন—

———

কুসুমচুরি দর্শনে শ্রীরাধার প্রেমালাপ

(৫৩) অদ্য এই বনে মঞ্জরী সহিত মনোজ্ঞ মনোজ্ঞ কুসুমরাজি কে চুরি করিয়াছে হে? আমার মনে হয় যে ব্রজস্ত্রীগণের বসনচোর ব্যতিরেকে অন্য কাহারও এই কার্য্য নহে!! (৫৪) দেখ বিশাখে! যদি হরি তোমাকে অবরুদ্ধ করে, তবে তাঁহাকেও অবরোধ করিতে সমর্থা একমাত্র ললিতাই। আর যদি হে সখি ললিতে! তোমাকেও সে আকর্ষণ করে, তবে তাহাকে বারণ করিতে কি আমরা পারিব না? (৫৫) আমাদের সাহায্যে চঞ্চল ভ্রূরূপচাপশালিনী তোমাকে সেই বনিতাগণ-চোর স্পর্শ করিতে পারিবে না। যদি বা আমরা সকলেই যুগপৎ অন্যত্র চলিয়া যাই, তবে ঐ কুঞ্জমন্দির-সমূহই তোমাকে রক্ষা করিবে। (৫৬) হে সখি! যদি বা সেই ধূর্ত্ত বিলাসমত্ত হইয়া কুঞ্জে লুক্কায়িতা তোমাকে স্পর্শও করে, তবে তুমি পদ্মরূপ গদা নিঃক্ষেপ করিয়া পূর্ব্বেই স্বপরাক্রম প্রদর্শন করাইও, [শ্লেষপক্ষে—পুরুষায়িতভাব অর্থাৎ বিপরীত বিলাস অঙ্গীকার করিয়া আনন্দরসের পরমকাষ্ঠা প্রাপ্ত হইও।] (৫৭) কিন্তু যদি পুনর্ব্বার অন্যান্য অবলা আগমন করে, তবে তুমি তাহাদিগকে স্থানান্তরে রাখিয়া হরির নিকটে পলায়ন করিও; তখন তুমি সেই নির্জনস্থানে স্বতন্ত্রভাবেই তোমার চন্দ্রাবলী (স্বর্ণাভরণ সমূহ) সমর্পণ অর্থাৎ উন্মোচন করিয়া লীলারস আস্বাদন করিও; [পক্ষান্তরে—তুমি তখন শ্যামের বক্ষে নখরচন্দ্ররাজি অঙ্কিত করিয়া অঙ্গাবরণ উন্মোচন পূর্ব্বক সর্ব্বথা শৃঙ্গারসুখ উপভোগ করিও।] (৫৮) হে প্রাণসখি! সেই পদ্মপলাশলোচন হরির সঙ্গ তুমি অঙ্গীকার না করিবেই বা কেন? সখি! তোমরা ত আর আমার ন্যায় সতীদিগের অচল পাতিব্রত্য-ধর্ম্মে নিবারিত হইতেছ না? (৫৯) হে সখীগণ! তোমরাও স্বীয় মনোরথ পূর্ত্তিকারী সেই সতৃষ্ণ কৃষ্ণকে সত্য সত্যই অন্বেষণ করিতে থাক; আর আমিও সেই নিজ পুষ্পচোরের উদ্দেশে পুষ্পবায়ুর পথ অনুসরণ-ক্রমে [শ্লেষপক্ষে—কামযানে আরূঢ়া হইয়া] গমন করিতেছি!

সকলের শ্রীকৃষ্ণান্বেষণ এবং তদদর্শনে উদ্বেগ

(৬০) "ঐ যে স্বর্ণযূথিকা সমূহ কর্ত্তৃক আলিঙ্গিত হইয়া সম্মুখে শোভা বিস্তার করিতেছে—উহা ত তমাল বৃক্ষ নহে; হাঁ, নিশ্চয় জানিয়াছি —লতারাজি কর্ত্তৃক গোপিত (লুক্কায়িত) পীতবসনে আবৃত শ্রীকৃষ্ণই ত বটে !! (৬১) হে হরে ! বিলাসিনীগণের মুখসুধা উত্তমরূপে পান করিয়া করিয়া তোমার সাতিশয় মদ-বিভ্রম হইয়াছে ! এক্ষণে অপহৃত পুষ্পরাজি দ্বারাও তুমি গণিকা (যূথিকা) বেষ্টিত হইয়া যে বিলাস করিতেছ, ইহা যুক্তিযুক্তই বটে !! [শ্লেষপক্ষে—বেশ্যাগণ কর্ত্তৃক পরিবৃত হইয়া যে এক্ষণে বিলাস করিতেছ—ইহা তোমার পক্ষে সম্পূর্ণ উপযুক্তই হইয়াছে !!] (৬২) হে সখীগণ ! তোমরা কি প্রকারে সেই পুষ্পচোরকে এ স্থলে অন্বেষণ করিতে পারিবে ? যেহেতু সেই চৌরই স্বীয় ব্যাপক স্বভাব উদ্‌ভাবিত করিয়াছেন অর্থাৎ সর্ব্বত্র নয়ন পথে দৃশ্যমান হইতেছেন এবং আমার প্রতি তিনি ইন্দ্রজালও বিস্তার করিয়াছেন !! (৬৩) হে সুনয়নাগণ ! হায় !! ঐ জনার্দ্দনকে (জনঘাতীকে) ত প্রতিস্থলে প্রতিকুঞ্জে প্রতিবৃক্ষতলে, প্রতিপত্রতলে সুন্দররূপে অন্বেষণ করিলাম। তবে ত বোধ হয় শ্যামসুন্দর এস্থলে আসেন নাই !! (৬৪) অহো ! এই সায়ং কালের করুণার কথাই বা কি বলিব ? যেহেতু শ্যামান্বেষণ করিতে করিতে আমাদের যেন একটি কল্পই অতীত হইল !! আর কৃষ্ণের নিষ্ঠুরতার কথাই বা কত বলিব ? যেহেতু তিনি এখনও দৃষ্টি গোচর হইলেন না !!" (৬৫) উদ্বিগ্না রাধার সেই বাক্যরাজি শ্রবণ করিয়া সখীগণ নীরব হইয়া রহিলেন। সহসা তাঁহারা এস্থলে বৃন্দার এক সখীকে দেখিতে পাইলেন।

মালতীর আগমন, তাহার মুখে কুসুম-চুরির ঘটনা শ্রবণ

(৬৬) সেই সখীর নাম—**মালতী**। ধূমরহিত চিন্তানলে সন্তপ্ত ব্রজবধূগণ তাহাকে আগমন-কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। অত্যুত্তম প্রিয়তারূপ ধর্ম্ম-বিশিষ্টা সখী মালতীও ঘর্ম্মজলে স্নাত হইয়াই যেন বলিতে লাগিলেন

—(৬৭) হে শ্রীরাধিকে! তোমার মূর্ত্তির প্রতিবিম্ব-শোভাও কল্প-লতা-পরিবৃত বৃন্দাবন-রাজ্য কর্ত্তৃক নীরাজনীয় (নির্মঞ্ছিত) হয়। আমি সাক্ষাৎ ভাবে স্বচক্ষে যাহা যাহা দেখিয়াছি—তোমরা তাহা তাহা কর্ণগোচর কর। (৬৮) হে বরাঙ্গি! সেইদিন নান্দীমুখীর মুখে আমাদের নয়নযুগলের ভাবি সুখকর সেই (অভিষেক) ঘটনার কথা শুনিয়া আমি কুসুমশয্যা রচনা করিতেছিলাম; তখন কপট বাক্য বলিতে বলিতে **পদ্মা** সমাগত হইল। (৬৯) তৎপরে আমি নিকুঞ্জ-গৃহের অন্তরালে থাকিয়া পদ্মা প্রভৃতি সখীগণের সংলাপ শ্রবণ করিলাম। হে আকর্ণবিস্তৃত-নয়নে! তুমি এক্ষণে আমার মুখ হইতে তাহার বজ্রবৎ নিদারুণ দন্তোক্তিও শ্রবণ কর।

পদ্মা ও শৈব্যার কথোপকথন এবং চন্দ্রাবলীর বৃন্দাবনরাজ্য-প্রাপ্তি-সূচনা

(৭০) হে পদ্মে! সেই বধূবিড়ম্বী, বৃন্দাবনে যথেচ্ছবিহারী শ্যাম-সুন্দর যদি এ স্থলে আসেন—তবে তাঁহার এই বনে কুসুমাদি চয়ন করিতে দেখিলে তোমাদিগের অঙ্গপ্রত্যঙ্গও তিনি প্রকাশ্যভাবে অন্বেষণ করিবেন। (৭১) হে সখি শৈব্যে! শারীমুখে শ্রীরাধার অভিসার-বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া আমি বিষণ্ণা হইয়াছিলাম; তৎপরেই আবার চন্দ্রাবলীকেও অভিসার করাইয়াছি। সেই শ্যাম সখী চন্দ্রাবলীর ধামে (বিগ্রহে) জড়ীভূত অর্থাৎ তাঁহার সহিত মিলিত হইয়াছেন। [পক্ষা-ন্তরে—বিশাখা নক্ষত্রের অভিসার-কথা শ্রবণ করিয়া চন্দ্রপ্রিয়া পদ্মার (পদ্মলতার) দুঃখই হয়, তৎপরে চন্দ্রের উদয়ে তাহার আনন্দ হয়]। অতএব শ্রীকৃষ্ণের এস্থলে আগমন সম্ভাবনাই নাই। (৭২) হে পদ্ম-লোচনা পদ্মে! ছি ছি!! বৃন্দাবনাধিরাজ্যের উপযোগী প্রচুর-বৈভব-শালিনী চন্দ্রাবলীকে বিভূষিত করিবার জন্য আমরা নিত্যই এই কয়েকটি মাত্র মনোহর পুষ্প চয়ন করিব কেন হে? (৭৩) হে সখি শৈব্যে! চন্দ্রাবলীর বৃন্দাবনরাজ্যে সিদ্ধপ্রায় অভিষেক কৃষ্ণের অনুমতিক্রমে সুসিদ্ধ (সুনিষ্পন্ন) হইলে তখনই তুমি যথেচ্ছভাবে রাধিকা-প্রভৃতির পুষ্পবাটিকাও লুণ্ঠন করিবে। (৭৪) হে সখি পদ্মে! আমরা যদি

শ্রীরাধার বিহারস্থলী এই পুষ্পবাটিকার কুসুমচয় চয়ন করি—তবে মনে হয় দুর্ললিতা (দুষ্টমতি) ললিতা বিবাদ ঘটাইবে। (৭৫) হে কোমলে ! তোমাকে ধিক্ ! তুমি ললিতার বিবাদকে ভয় করিতেছ কেন ? কুসুমই চয়ন করত দেখি !! হে রম্ভোরু ! যখন তাহাদের কৃষ্ণ-বিরহই সংঘটিত হইতেছে, তখন স্বয়ং দেবী বাণীও (সরস্বতী) স্তম্ভিত হইবেন অর্থাৎ তাহাদের বাক্‌রোধ হইবে !!

মালতীর তীব্র প্রতিবাদ ও পদ্মার দুরুক্তি

(৭৬) হে প্রিয়তমালি ! এই সব কথা শুনিয়া আমি প্রকাশ্য-ভাবে তাহাদের নিকটে উপস্থিত হইলাম এবং ভবদীয় সেবাগত অভি-মান প্রকট করিয়া বাম্যা সখী পদ্মাকে লক্ষ্য করিয়া প্রতিকূল কথাই বলিলাম। তোমার কৃপাপাত্র জন সর্ব্বত্রই সকলের শিরোমণি হইয়া থাকে। (৭৭) আমি বলিলাম—'হে বালা (মূর্খা নারীগণ) ! তোমরা গান্ধর্ব্বিকার কেলিকলা-বনের পুষ্পগুলি চুরি করিও না ! যেহেতু ললিতাদি সখীগণ একথা শুনিলে তোমাদের বিপদ্ ঘটিবে। (৭৮) এস্থানে এইসব গোপীগণ মধ্যে হরির প্রিয়া এমন কে আছে যে অর্বুদ অর্বুদ গর্ব্বভরে মহাভিমানিনী হইয়া রাধা কর্তৃক স্বল্পমাত্র ঈপ্সিত পুষ্পবৃন্দের একটি মাত্র পরাগেও তৃষ্ণাশীলা হইবে ? (৭৯) অয়ে ! পূর্ণচন্দ্র যেমন নিজ কলাসমূহ দ্বারা মৃগচিহ্নকে আবৃত করে, তদ্রূপ শ্রীরাধার কলাসমূহ (৬৪ কলাবিদ্যা) দ্বারা এই বৃন্দাবন পরিব্যাপ্ত হইয়াছে। এই বৃন্দাবন বশবর্ত্তী করিতে পারে, এমন কোন্ প্রমদা আছে হে ? (৮০) হে চন্দ্রাসখীগণ ! সখীগণ সহ অনালম্ভা শ্রীবৃষ-ভানুজাশ্রী (জ্যৈষ্ঠমাসীয় সূর্য্যজাত শোভা, পক্ষান্তরে—ভানুনন্দিনীর শোভা-সম্পত্তি) সমাগতপ্রায়। সেই সুষমা উদয়-পর্ব্বতের প্রান্তভাগে অধিষ্ঠিত হইতে না হইতেই অর্থাৎ শ্রীরাধার অভিষেক-মঞ্চে আরোহণ করা মাত্রই চৌরগণের (তোমাদের মত বিপক্ষদলের) ধৈর্য্যরাশি বিনষ্ট হইবে। (৮১) হে ভানুদুলালি ! আমার বাক্য-রচনার পরি-পাটী বিচার করিয়া—ভ্রূধনু কুঞ্চিতাগ্র অর্থাৎ কোপাতিশয় ব্যক্ত করিয়া নিভৃতভাবে হাস্য করিতে করিতে পদ্মা যাহা বলিয়াছে, তাহাও এক্ষণে শ্রবণ কর—(৮২) "হায় রে হায় !! দেখ দেখি সখি ! চন্দ্রাবলীর

(চন্দ্রশ্রেণীর) শীতল চরিত্র ও ভাব পাইলেও এই মালতী (পক্ষে লতা) কিন্তু এ স্থলে আমাদের প্রতাপরূপ সূর্য্য কিরণ-সমূহ দ্বারা দীপ্ত এই বৃন্দাবনকেও দেখিতে পাইতেছে না !!! (৮৩) হে বৃন্দাসখি ! তুমি কি আনন্দ-ঘন গোবিন্দ-মহাভিষেক বার্ত্তা অবগত নহ ? হায় ! হায় !! বিমুগ্ধে ! এস্থলেও চন্দ্রাবলী যে শ্রীহরির ক্রোড়-পালঙ্কের সম্রাজ্ঞী হইয়াছেন, তাহাও কি তুমি জান নাই ?" (৮৪) তখন সেই পদ্মা মাৎস্যন্যায় (বলবান্ কর্ত্তৃক দুর্ব্বলের পীড়ন রূপ শাস্ত্র) অধ্যয়ন করিয়াই শতাধিক প্রবলা নারীর সহিত ক্রোধভরে পুষ্পরাজি চয়নপূর্ব্বক চলিয়া গেল। আমি একাকী আর কি করি ? তোমার পথের দিকে অগ্রসর হইতে প্রবৃত্ত হইলাম !! (৮৫) পূর্ব্বে চন্দ্রাবলির রাজ্যাভিষেক-বৃত্তান্ত শুনিলেও আমরা বিশেষ বিশ্বাস করিতে পারি নাই, কিন্তু এই তাহাদের নির্জন সংলাপই এক্ষণে আমাদিগকে বিশ্বাস করাইয়া দিতেছে !!

শ্রীরাধার মান ও ব্রজে গমন

(৮৬) [সন্ধ্যাকালে রক্তবর্ণ ও ম্লান পদ্মরাজি যেরূপ রাত্রির আগমনই সূচনা করে, তদ্রূপ] সেই বার্ত্তারূপ সন্ধ্যার গুণে (প্রভাবে) শ্রীরাধার রক্তবর্ণ ও পরিম্লান দশা-প্রাপ্ত নেত্ররূপ পদ্মদ্বয় মহামানরূপ রাত্রির আগমনের লক্ষণ-সমূহ প্রকাশিত করিল। অর্থাৎ শ্রীরাধা দুর্জ্জয়মান-বশবর্ত্তী হইলেন। (৮৭) [পদ্মালয়া লক্ষ্মীর একটি নাম] সর্বলক্ষ্মীময়ী শ্রীরাধাও পদ্মালয়া বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে, [যেহেতু তিনি চরণদ্বয়, করদ্বয়, নেত্রদ্বয়, কুচদ্বয় ও নাভি এবং মুখে দশটি কমল ধারণ করিতেছেন।] এক্ষণে পদ্মা কর্ত্তৃক সন্তাপিতা সেই পদ্মপলাশ-লোচনা রাধার করপল্লবের অগ্রভাগ হইতে ভীত ও সমুৎকম্পিত হইয়াই বুঝি (লীলা) পদ্মটিও ভূপতিত হইল। (৮৮) 'তোমার চরণযুগলের নখগুলিকেই চন্দ্রাবলী-স্বরূপে অভিষেক করাইব—চন্দ্রাবলি ত আর নখসমূহ হইতে ভিন্ন নয় !!'—এই সান্ত্বনা বাক্য-প্রয়োগ করিয়াই যেন শ্রীরাধার কৃষ্ণবর্ণ চক্ষুদ্বয় অধুনা রক্তবর্ণ ধারণ করতঃ অশ্রুবর্ষণ করিতে লাগিল ; [অথবা তাঁহার প্রতি অনুরাগ প্রকট করিয়া কৃষ্ণের চরস্বরূপ নয়নযুগল সান্ত্বনাচ্ছলে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতেছিল !!] (৮৯) তখন শ্রীহরির প্রেমানল হইতে উত্থিত কোপরূপ

তাপে সন্তপ্ত শ্রীরাধার তনূলতা হইতে রোমরাজি রূপ ভ্রমরগণ দণ্ডায়-মান হইয়া স্বেদরূপ মধুবিন্দুরাশি পথে ভক্ষ্যরূপে গ্রহণ করিয়াছিল অর্থাৎ প্রেমকোপে সন্তপ্তা রাধার দেহে ঘনঘন রোমাঞ্চ ও প্রচুরতর স্বেদ হইতে লাগিল। (৯০) বৃষভানুকুমারী গুবাক্ তাম্বূলাদি আস্বাদন করিলেন না—মস্তকের বসন দূরীভূত হইয়াছে—দীর্ঘ দীর্ঘ নিঃশ্বাস সমূহে মাল্যটিও মলিন হইয়া গেল !! প্রধানা সখীগণ এইসব ব্যাপার সাক্ষাৎ দর্শন করিলেও কিন্তু চিত্রপুত্তলিকাবৎ অবস্থান করিতে লাগিলেন। (৯১) নিজ কেলিপুষ্পরাশির অপহরণ-কারিণী পদ্মা-সখীর (চন্দ্রা-বলীর) কলাবিদ্যায় নিজ কান্তকে মোহিত মনে করিয়া শ্রীরাধা তখন গাঢ় অরুণবর্ণ নেত্রযুগল মার্জন করিতে করিতে গদ্‌গদ বাক্যে বলিলেন —(৯২) 'হে বয়স্যাগণ! এই কুসুম-চুরি আমাকে পীড়া দিতেছে না, শ্রীকৃষ্ণের আগমনে বাধা-প্রদানও আমার তত দুঃখকারণ হয় নাই; কিন্তু আমাদের নাম ধরিয়া (অথবা আমাদের কথা বলিয়া) যে তিনি অভিমানাতিশয্য প্রকাশ করিয়াছেন, ইহাতেই আমার মর্ম্ম পিষ্ট হইয়াছে !! (৯৩) অহো! সেই কৃষ্ণ এক্ষণে বৃন্দাবনরাজ্য-লক্ষ্মীকে সোমাভার (চন্দ্রাবলীর) হস্তে সমর্পণ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন !! হায়রে! যাহা কখনও চিন্তা করিতে পারি নাই, তাহাই সংঘটন করিতে প্রয়াসী তাঁহার চক্ষুতেও কি লজ্জা নাই?

ললিতার প্রতিজ্ঞা

(৯৫) এই বলিয়া শ্রীরাধা তাম্বূল নিষ্ঠীবনের (ত্যাগের) সহিত বাক্যও ত্যাগ করিয়া তখন ব্রজের দিকে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছিলেন। তাঁহার এই ভাব দেখিয়া সখীমণ্ডলী ললিতার মুখের দিকে নিরীক্ষণ করিয়া থাকিলে সেই ললিতা তখন মৃদুমন্দভাবে বলিতে লাগিলেন— (৯৫) "চন্দ্রাবলী বৃন্দাবন-রাজত্ব যথেচ্ছ লাভ করুক, করিয়াছে বা করিবে—আমিও এই প্রতিজ্ঞা করিলাম যে এই বৃন্দাবনে শ্রীরাধাকে অভিষেক করিবার জন্য প্রবেশ করাইবই করাইব। (৯৬) হে সখি! সঙ্কুচিত পদ্মসমূহের কোনও সময়ে হানি হইতে দেখিয়াছ কি? যেহেতু ইহাদের অন্তরে পূর্ণমাত্রায় রস বিদ্যমান থাকে। দেখনা কেন, সেই তৃষ্ণাকুল ভ্রমর ইতস্ততঃ ঘুরিয়া কোথাও শান্তি পাইবেই না।

[পক্ষান্তরে—নাগরেন্দ্র পদ্মিনী নারীগণকে সাময়িক ত্যাগ করিলেও তাহাদের ইহাতে হানির কোনই কারণ নাই, যেহেতু তাহাতে তাহাদের রসাভাব ঘটে না! পরন্তু রস-লম্পট সেই ধৃষ্ট নায়ক ক্ষুদ্রা নায়িকা-গণের সঙ্গ করিলেও কিন্তু কোথাও পরমা শান্তি না পাইয়া পুনরায় তোমারই নিকটে রতি-ভিক্ষা করিবেই করিবে !!!]" (৯৭) তদনন্তর সখীগণ কর্ত্তৃক পরিবেষ্টিতা রাধা মানোত্থ গাম্ভীর্য্য ও ঈর্ষ্যা সহকারে নিজপীড়ায় বিদীর্ণদেহ হইয়া মৃদুমন্দগতিতে গৃহাভিমুখে যাত্রা করিলেন !!

তাৎকালীন বৃন্দাবনের অবস্থা

(৯৮) শ্রীরাধা কোপ করিয়াই যেন বৃন্দাবনবাসী স্থাবর জঙ্গমের দৃষ্টিরত্ন হরণপূর্ব্বক তাহাদের চিত্তরূপকোষকে পর্য্যন্ত দগ্ধ করতঃ মানময়ী হইয়া ব্রজের দিকে চলিয়াছেন। (৯৯) সেই মহামনা ব্রজসুন্দরী-গণের দর্শনে তখন বৃন্দাটবী মধুবর্ষণচ্ছলে প্রেমাশ্রুধারাপাত করিতে লাগিল এবং তত্রস্থিত প্রাণিবৃন্দের নয়নাশ্রুরাজিও বায়ুভরে কম্পিত পল্লবরূপ হস্তসমূহ দ্বারা যেন মার্জ্জন করিয়া দিতে প্রবৃত্ত হইল !! (১০০) পূর্ব্ববৎ স্নিগ্ধ বধূবরগণের স্মিত-বাক্যেও ইঁহারা কোনও প্রমোদ করিলেন না—তাঁহারা উৎকণ্ঠিত হইলেও আর কিছু জিজ্ঞাসা করিলেন না; ইহারা কিন্তু মানাধীন হইয়া গৃহে প্রবেশ করিলেন !! (১০১) এই সকল গোপীগণ তাহাদের মিত্র (প্রিয়তম) শ্যামের সঙ্গ হারাইয়া ম্লানবদনে বহুকাল যাবৎ নীরবই রহিলেন। সায়ংকালে (সূর্য্যকিরণ-বঞ্চিত) মধুকরের ঝঙ্কার-বিহীন স্থলপদ্মগণের সাদৃশ্যই ইঁহারা প্রাপ্ত হইলেন !!

শ্রীরাধার কোপভবনে গমন ও সখীগণের দেহলীতে রাত্রি-জাগরণ

(১০২) এদিকে শ্রীরাধাও চিন্তারাশিতে চিত্ত নিবিষ্ট করতঃ ঘূর্ণা-পূর্ণ পদ্মলোচনের সৌন্দর্য্য ধারণ করতঃ সে স্থান হইতে হঠাৎ বদনচন্দ্র অবনমিত করিয়া নিদ্রাচ্ছলে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন। (১০৩) বন্ধু সূর্য্যের বিরহে পদ্মিনী সমুদয় সাতিশয় ক্লিষ্ট হইল, ভ্রমরসমূহ তাহাদের অন্তরদেশ ত্যাগ করিল এবং এই জগৎও শোকাতুর হইয়াই যেন অন্ধকারে

আত্ম-সমর্পণ করিল; অর্থাৎ প্রিয়তমের বিরহে এই পদ্মিনী গোপীগণ সাতিশয় বিক্লবগ্রস্তা ও বিবর্ণা হইলেন, এই পৃথিবীও যেন তাঁহাদের সহিত সহানুভূতি করিতে প্রবৃত্ত হইয়া অন্ধকারাবৃত হইল। (১০৪) সখীমণ্ডলী দ্বারের অগ্রবর্ত্তী চত্বরের মৃত্তিকায় বসিয়াই রহিলেন—প্রেয়সীর প্রেমে বদ্ধ হইয়া ইঁহারা প্রবলতর উৎকণ্ঠায় পুনঃ পুনঃ উঠিয়া উঠিয়া নীরবে শ্রীরাধাকে দেখিতে দেখিতেই সমগ্র রাত্রি অতিবাহিত করিলেন !!

অধ্যায়-সমাপন

(১০৫) যাহা অনেক দূর হইতে দুর্লভ ঈপ্সিত বস্তুকে প্রকটিত করে, যাহা তদ্‌বিরোধী বস্তুর প্রতি পুনঃ পুনঃ নিজ তেজের প্রভাব বিস্তার করে এবং যাহা প্রণয়-রসবিলাস নামক তেজোযুক্ত—রাধার ক্রোধরূপ সেই বিচিত্র সূর্য্য আপনাকে রক্ষা করুক্। (১০৬) যে দয়ার্দ্রহৃদয় নিখিলজনমধ্যে মহাকুৎসিৎ আমাকে নিজ চরণ-কমলের প্রান্তভাগে আনয়ন পূর্ব্বক পুনঃ পুনঃ নিজ ভজনপথে রাখিয়াছেন—সেই মহারূপবান কৃষ্ণদেবকে নিত্য সেবা করি। (পক্ষান্তরে) সেই কৃষ্ণ-ভজনকারী পূজ্যপাদ শ্রীরূপগোস্বামিমহোদয়কে নিত্য সেবা করি ॥

ইতি দ্বিতীয় উল্লাস ।

———

তৃতীয় উল্লাস

বৃন্দাদূতীর আগমন ও কৃষ্ণের সঙ্কেতে অনুপস্থিতির কারণ-নির্দ্দেশ

(১) 'বসন্ততিলক' নামক পুষ্পের কান্তিবৎ রক্তবর্ণমণ্ডল-বিশিষ্ট সূর্য্যদেব উদয়-পর্ব্বতরাজের বনসমূহে কিরণমালা বিস্তার করিতেছেন—এমন সময় মহাব্যাকুল শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাকে পাঠাইয়াছেন—তিনি উপস্থিত হইয়া সখী-সমাজকে এই স্থানে দর্শন করিলেন। (২) মান-রহিত (অসংখ্য) হইলেও ঐ নারীগণকে মানযুক্ত (মানিনী) জানিয়া বৃন্দা দূতী অবৃন্দা (একাকিনী) তথায় উপস্থিত হইলেন। গোপীগণ বাম্যা হইলেও কিন্তু সত্বরই দাক্ষিণ্য (সরলতা) বশতঃ ইহাঁকে প্রীতিময় অভ্যর্থনাদি করিলেন। (৩) সখীগণ নীরব হইয়া আছেন। শ্রীরাধার অবস্থা-নির্ণয়ের জন্য বৃন্দার আগমন হইয়াছে বুঝিয়া ললিতা কতক্ষণ পরে কেবলমাত্র অধর কম্পন করিয়াই (অতিধীরে) বৃন্দাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"অহো! দেবি!! দৈবদুর্বিপাকে নিহত আমাদিগকে এস্থলে দর্শন করিতে আপনি কেন আসিয়াছেন?" (৪) ললিতার বাক্য শুনিয়া বৃন্দার হৃদয় বিদীর্ণ হইলেও মৃদু মধুর হাস্য করিয়া যেন তিনি প্রশ্ন করিলেন—'ঐ কৃষ্ণ কিই বা অপরাধ করিয়াছে?' তখন বিবর্ণা ললিতাও পুনর্ব্বার উত্তর দিতে লাগিলেন। (৫) "হে সখি! যখন প্রিয়সখী রাধা তাঁহার সর্ব্বেশ্বরী ছিলেন, তখন কি আমরা তোমাদের সম্ভাষণ-যোগ্য ছিলাম না? এখন কিন্তু বিপরীত অবস্থায় (ভাগ্য-বিপর্য্যয়ে) ভস্মপূর্ণমুখী হইয়া আর কিই বা আলাপ করিব হে? (৬) হে সখি! তাঁহার চরিত্র ত সবই তোমার জানা আছে! হে দেবি! তবে কেন আবার আমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছ হে? হায়! সেই চরিত্র উদ্‌ঘাটন করিলে আমাদের হৃদয়ের অন্তরতম মর্ম্মস্থলও স্ফুটিত হইবে!! বল দেখি, কি করিব? (৭) হে সখি! ইহা দক্ষিণ (দক্ষিণ দেশোদ্ভব), এই জ্ঞানে প্রিয়ঙ্কর চন্দনবৃক্ষকে যে কুলপর্ব্বতে যত্নসহকারে আরোপণ করিয়াছিলাম; হায়! এক্ষণে আমাদের অঙ্গ-

বায়ুর রসায়ন লাভ করিয়া দীপ্ত ঐ কুলপর্ব্বতেই কিনা চন্দনবৃক্ষে নিশ্চল-ভাবে অবস্থানকারী সর্পরাশিই বেষ্টন করিতেছে !! [পক্ষান্তরে—হে সখি ! 'ইনি অতি উদার, সরল'—এই ভাবিয়া যে কুলরাজে (উত্তম-কুলে) সুন্দরকান্তি প্রিয়জনকে যথাসর্ব্বস্ব সমর্পণ করিয়াছি, হায় ! এক্ষণে আমাদের অঙ্গসঙ্গরূপ পবিত্র রসায়ন-লাভে অত্যুজ্জ্বল হইয়া সেই প্রিয়জনই নিজমায়ারাশি বিস্তার করিয়া ঐ কুলরাজকেই নাশ করিতে বসিয়াছে" !!!]

বৃন্দার সান্ত্বনা—কৃষ্ণের নির্দ্দোষত্ব-স্থাপন

(৮) মহাদুঃখিতা ললিতার কথা শুনিয়া অনুনয় বিনয়াদি-ব্যবহারে সুনিপুণা সেই বৃন্দা তাঁহাদিগকে সান্ত্বনা দিতে প্রবৃত্ত হইলেন এবং গোষ্ঠী সহিত বিশাখাকে দেখিয়া শপথ করিয়া গদ্‌গদবাক্যে বলিতে লাগিলেন—(৯) হে গোষ্ঠদেবীগণ ! নিজেদের অন্তরাত্মা হইতেও প্রিয়তম সেই কৃষ্ণের মিথ্যা অপরাধ কল্পনা করিয়া তোমরা কুপিতা হইয়াছ কেন ? আমার কথা শুনিয়া যদি তোমাদের চিত্ত শান্ত না হয়, তবে আমাকে মিথ্যাবাদিনী বলিয়াই জানিও। (১০) অন্যান্য নারীগণের সহিত শ্রীরাধিকার সাধারণত্ব (সমান ব্যবহার) শ্রীমাধব আদৌ পছন্দ করেন না ! দেখনা কেন—ঘৃতধারা পান করিলেও কি দেবগণ সুধা-ধারার কথা নিরন্তরই চিন্তা করেন না ? (১১) নান্দীমুখীর মুখে শ্রীরাধার অভিসার-বার্ত্তা শ্রবণে তিনি (জাতি) মালতীবনের দিকে যাইতে উৎকণ্ঠিত হইয়াছিলেন—তাহাতে দৈবদুর্বিপাকবশতঃ নিকটেই চন্দ্রাবলীকে পাইয়া শ্রীরাধার ভ্রমে সাতিশয় সম্ভ্রমসহকারে বলিলেন—(১২) 'পূর্ণচন্দ্রের জ্যোৎস্না পান করিতে উৎকণ্ঠিত হইয়া যে চঞ্চল-চকোর আশাভরে পূর্ব্বেই চলিতেছিল—সেই চন্দ্রজ্যোৎস্না যদি স্বয়ংই নিকটে উপস্থিতি হয়, [পক্ষান্তরে—যে পূর্ণচন্দ্রবিগ্রহ শ্রীরাধাকে পাইবার উদ্দেশ্যে লালসান্বিত ও চঞ্চল হইয়া আমি পূর্ব্বেই ধাবিত হইতেছিলাম—সেই প্রিয়তমা রাধা যদি স্বয়ংই নিকটে উপস্থিত হইয়াছেন,] তবে কল্পবৃক্ষরাজসদৃশ বিধির গুণ আর কি বর্ণনা করিয়া শেষ করা যায় ? (১৩) শ্রীকৃষ্ণের ঐ আদি (প্রথম) বাক্য সপ্রেমগর্ভ মনে করিয়া চন্দ্রাবলী ঈষৎ হাস্য করিয়া অবনতা হইলেন—পরন্তু রাধানামযুক্ত অন্যান্য

বাক্য-পরম্পরা শ্রবণ করিয়া ম্লানমুখী হইয়া আগমন-পথে (গৃহাভিমুখে) যাত্রা করিলেন। (১৪) তখন মুকুন্দচন্দ্র গৃহে গমনাভিলাষিণী চন্দ্রাবলীর কোপাবেশ দেখিয়া তাহাকে চন্দ্রাবলী বলিয়াই বুঝিলেন এবং প্রণয়ী কৃষ্ণ বিস্মিত চিত্তে কেবল এই কথাই চিন্তা করিতে লাগিলেন। (১৫) 'আমরা উত্তমা প্রণয়িনীগণ মধ্যে চন্দ্রাবলী মাননীয়া, অতএব এই চন্দ্রাবলীর অনুনয় করা আমার অবশ্য কর্ত্তব্য বটে ; কিন্তু যদিও আমার হৃদয় রাধা কর্ত্তৃক বলপূর্ব্বক গৃহীতই হইয়াছে, তথাপি আমি নায়ক-নীতির অভিনয় করিতে কদাপি ত্রুটি করিব না।' (১৬) তখন স্বয়ং শ্যামসুন্দর অনুনয় করিতে থাকিলেও তাঁহাকে উপেক্ষা করিয়াই চন্দ্রাবলী সহসা গৃহে চলিলেন। পদ্মা তাঁহাকে পথমধ্যে দেখিয়া বিস্ময়সহকারে জিজ্ঞাসা করিয়া সকল ব্যাপার বুঝিলেন এবং নিজের অহঙ্কারময় বাক্য-সমূহকে সার্থক করিবার অভিপ্রায়ে মৃদুহাস্য করিয়া বলিলেন—(১৭) "দেখ সখি! সমুদ্র যেমন নিখিল নির্ঝর-সমূহের একমাত্র আশ্রয়—তদ্রূপ তিনিই সকল গোকুলজনের একমাত্র বন্ধু। হে সুভ্রু! সেই সাগরে ইতস্ততঃ আবর্ত্তবেগে উত্থিত বিচ্যুতিরাশি সংঘটন হইলেও কি তাহা গণনাযোগ্য হয়? পক্ষান্তরে—সেই জীবিতনাথের ভ্রমাতিশয়-বশতঃ যদি গোত্রস্খলনও হয়, তাহাতে কি দোষ ধরিতে হয়?" (১৮) এইরূপে সেই চতুরা পদ্মা শীঘ্রই চন্দ্রাবলীর গতিরোধ করিয়া এবং রাধাতে নিবিষ্টচিত্ত হরিকেও অদূরে প্রাপ্ত হইয়া বলিলেন—হে বীর কৃষ্ণচকোর! চন্দ্রশ্রেণীর রসকলাসমূহে অর্থাৎ জ্যোৎস্নায় তরঙ্গ-দর্শনে বৃথা ভ্রান্ত হইতেছ কেন? পক্ষে—হে নাগরেন্দ্র! চন্দ্রাবলীর পরিহাসরসে বা পলায়ন-বিস্তায় কৌটিল্য দর্শন করিয়া অন্যত্র গমন করিতেছ কেন? [চন্দ্রাস্বাদনে যদি তোমার অভিলাষই থাকে, তবে অবিলম্বে তাহার নিকটেই যাও]॥ (১৯) পদ্মার সহিত চন্দ্রাবলী অঘনাশন (দুঃখহারী) কৃষ্ণের নিকট আসিলে তিনি রাধাসৌন্দর্য্যে মুগ্ধচিত্ত হইয়াও গাম্ভীর্য্যাব-লম্বনে নর্ম্মাদিব্যবহারে নিমিষমধ্যেই চন্দ্রাবলীকে সন্তুষ্ট করিয়া ধেনুপ্রবেশ (গোসন্তালন) কালের ছলে মৃদুমন্দগতিতে ঐ স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন।

———

মালতীসহ বৃন্দার সাক্ষাৎকার ও কথোপকথন

(২০) শ্রীকৃষ্ণের মিত্র মধুমঙ্গল নামক ব্রাহ্মণের মুখে এই কথা শুনিয়া আমি শীঘ্রই সেই জাতিবনের দিকে যাইতেছিলাম—এমন সময় পথমধ্যে মালতীর সহিত আমার সাক্ষাৎকার হয়, তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলে সেও নয়নের অশ্রুধারায় বক্ষ ভাসাইয়া আমাকে (বক্ষ্যমাণ) এই কথাগুলি বলিয়াছে—(২১) "হে সখি! দেখ দেখি—চন্দ্রাবলীর সখী পদ্মার কুপরামর্শের ফলে সাতিশয় মনঃপীড়াবশতঃ শ্রীরাধিকা গৃহে গমন করিয়াছেন—তাঁহার এই দুর্জয়মানবার্ত্তা আমার মুখে শ্রবণ করিয়া সম্প্রতি শ্রীকৃষ্ণ আর্ত্ত হইয়া কি দশাই যে প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাহা ত বলিতে পারি না!' (২২) "হে দেবি! স্বয়ং বৃন্দাদেবী আপনি এবং বৃন্দাবনের নিখিল শরীরী যাঁহার রাজত্ব আকাঙ্ক্ষা করিতেছেন—সেই রাধিকাকে জয় করিতে ইচ্ছাশীলা নারীর কথায় এই পৃথিবীতে কাহার কর্ণজ্বর না উপস্থিত হয়? (২৩) "হে সখি! পদ্মাকৃত কুসুম-চুরিতে এবং চন্দ্রাবলীর জন্য বৃন্দাবনাভিষেক-প্রার্থনায় ললিতা কোপ করিয়া যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন—তাহা যদি মুকুন্দ শ্রবণ করেন, তবে যে কি ব্যাপারই ঘটে, তাহা ত জানিনা!! (২৪) "বৃন্দাবনে ঐ প্রসিদ্ধ রাজত্ব না পাইয়া শ্রীরাধিকা যদি তাহাতে বিহার না করেন, তবে ইহাই চক্ষুষ্মান্‌গণের পক্ষে মহাপ্রলয়ে আকাশমণ্ডলচারী নির্ব্বাধ সূর্য্যবর্গবৎ চক্ষুঃপ্রদাহকর নহে কি? (২৫) "এক্ষণে আবার আমাকে শ্রীহরি বিশাখা-প্রমুখ গোপীগণসমীপে সংবাদ দিয়া পাঠাইয়াছেন—সম্প্রতি তাঁহারা কি প্রকারে তাঁহার চাটুবাক্য অবধারণ করিবেন? যেহেতু উঁহার সহিত মিলনের সময়েও তাঁহারা আমার প্রতি দৃষ্টিপাত করেন না!! (২৬) "হে দেবি! আমার মুখে এই সব বার্ত্তা শুনিয়া শ্রীকৃষ্ণ তৃষ্ণা-সমুদ্রের পরমকাষ্ঠা প্রাপ্ত হইয়া যাহা যাহা করিয়াছেন (যে সকল ভাব-বিকার ধারণ করিয়াছেন); তাহাই বা কি প্রকারে আমি সম্যক্ বর্ণনা করিব হে? অহো! সেই ভাবনায় অন্য কোনও কথাই যে আর মুখে আসে না!!" (২৭) এইরূপে মালাতীসখীর বিলাপে আমার মর্ম্মস্থল ছিন্নভিন্ন হইল; আমি অন্ধ, মূক ও বধিরাদির যাবতীয় লোকধর্ম্ম

প্রাপ্ত হইলাম। বহুক্ষণ পরে সেই সখী আমার চেতনা সম্পাদন করিল! তখন আমি বিবেকপূর্ণ এক সুন্দর মন্ত্রণাও করিলাম। (২৮) 'হায়! অদ্য শ্রীরাধার প্রতি তাঁহার বিপক্ষাগণের অনাদরের কথা শুনিয়া আমি কি চিন্তা করিব বলত? শ্রীরাধার মহামহাগুণরাজিতে শ্রীমাধব বশীভূত হইয়াছেন; অতএব বৃন্দাবন-রাজ্যলাভ তাঁহার অতি নিকটবর্ত্তীই জানিবে। (২৯) অতএব পূর্ব্বে বিরহজ্বরে কাতর সেই শ্যামসুন্দরের সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাকে আশ্বাস দান করিব—এবং পরে আবার বৃথা মানভারে পীড়িতা রাধার সহিত সাক্ষাৎকার করিয়া তাঁহাকে সম্যক্ প্রবোধদানে শীঘ্রই যাত্রা করিব।' (৩০) সেই অনুগতা মালতীর সহিত কতদূর যাইতে যাইতে আমি দেহ সঙ্গোপনপূর্ব্বক শ্যামসুন্দরের নিকট উপস্থিত হইলাম। হে সখি! সেইস্থানে দৃষ্ট ও শ্রুত বিষয়-সকল ধৈর্য্যসহকারে শ্রবণ কর।

শ্রীকৃষ্ণের বিরহার্ত্তি বর্ণনা

(৩১) তাঁহার অঙ্গে কম্প, সমাধিতে চিত্ত নিবিষ্ট, প্রচুরতর ঘর্ম্ম হইতেছে, বৈবর্ণ্য প্রকাশ পাইতেছে। অশ্রুধারা পাত হইতেছে, ভূষণাবলি দূরীকৃত করিতেছেন এবং শূন্যে দৃষ্টিপাত করিয়া তোমাদের সখী শ্রীরাধাবিষয়ে বিলাপ করিতেছেন!!! (৩২) তাহাতে বৃক্ষরাজি শুষ্ক হইয়াছে, পর্ব্বতসমূহ হইতে আর নির্ঝর প্রবাহ ছুটিতেছে না! পৃথিবীও বিদীর্ণ হইয়াছে!! অহো! আমার ধৈর্য্যও বিনাশ প্রাপ্ত হইয়াছে!!! হা হা! হরির সেই সেই বিলাপধ্বনিতে কাহার কাহার না অঙ্গপ্রত্যঙ্গ শেষদশা (মূর্চ্ছা) প্রাপ্ত হইয়াছে? (৩৩) 'হায় কোথায় যাইব? এইত রাধিকা বিরাজ করিতেছেন! হে সখি! পুনর্ব্বার অন্তর্হিত হইওনা! আমি যে কাতর হইয়াছি!! হে কামদেব! আমার এইভাব সত্য কিনা—এই আশঙ্কাশীল আমার মনকে একক্ষণের জন্যও আর হিংসা করিও না!! (৩৪) রে ধৈর্য্য! ধীরত্ব স্বীকার করিয়া তুমি একক্ষণের জন্যও রাধার দর্শন করাইয়া আমাকে কৃতার্থ কর! তুমি যদি আমার আশা পূরণ না কর, তবে হায়! তোমার আশ্রয়-স্বরূপা আশাকে ত্যাগ করিয়াছ বলিয়া তোমাকে আত্মঘাতীই বলিতে হইবে। অতএব তোমাকে আর কেই বা উপরোধ করিবে হে? (৩৫) তাঁহার এই

চরিত্র দর্শন করিয়া আমি সন্তপ্ত হইলেও তাঁহার নিকটে উপনীত হইয়া পুনঃ পুনঃ তাঁহাকে সম্বোধন করিলেও শ্রীকৃষ্ণ কিছুই শুনিলেন না।" তখন অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া আমাকে বলিলেন—(৩৬) 'নিকটে এই আপনি কি বৃন্দা? আপনি এস্থানে কেন আসিয়াছেন? আচ্ছা, বলুন দেখি—যাঁহার অতি রক্তবর্ণ চক্ষুযুগল কামাস্ত্রস্বরূপে আমার হৃদয়কে শতধা ছিন্নভিন্ন করিতেছে, আপনি সেই ললিতা-সখী রাধাকে দেখিয়াছেন কি? (৩৭) সখি হে! ঐটি (শ্রীরাধার মুখ) ত সূর্য্যই বটে, কখনও চন্দ্র নহে; যদি উহা চন্দ্রই হইত, তবে কি আমার দেহকে (আমাকে) এত সন্তাপ দান করিত? শ্রীরাধার অঙ্গ-সঙ্গ পাইয়া যাহা আমাকে সর্ব্বদা প্রীতিদান করিত অথবা অঙ্গসঙ্গ করিবার জন্য আমাকে প্রেরণা দিত, তাহাই বা এক্ষণে সন্তাপ দিতেছে কেন? অতএব বুঝিলাম যে উহা তাঁহারই মুখের কোনও অনির্ব্বচনীয় পরম ভাব বিশেষই (আনন্দদায়ক হইয়াও যুগপৎ গ্লানি-সমর্পক) হইবে!! (৩৮) হায় রে! বিধাতা কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত যে শঠতার (নিষ্ঠুরতার) বলে সেই রাধাও স্মরণপথে আসিয়াই আমাকে তাপিত করিতেছে, চন্দ্রদ্বারাও সাতিশয় তাপ দান করাইতে সেই নিষ্ঠুর বিধির কতই বা প্রয়াস স্বীকার করিতে হইবে হে?' (৩৯) এইভাবে বলিতে বলিতে অচঞ্চল দৃষ্টিতে তিনি শ্রীরাধার জন্য প্রগাঢ় চিন্তায় আত্মসমর্পণ করতঃ সমাধিগ্রস্ত হইয়া অবস্থা-বিশেষ অর্থাৎ মূর্চ্ছা প্রাপ্ত হইলেন; আমিও হঠাৎ তাঁহাতে অনন্যভাবপ্রযুক্ত তাঁহারই আনুগত্য করিলাম অর্থাৎ মূর্চ্ছিত হইয়াছিলাম। (৪০) তখন মালতী আমার চেতনা সম্পাদন করিল; দৈবক্রমে তমালবৃক্ষস্থিত শ্রীরাধার স্বহস্তরচিত মাধবীমালাটি আনিয়া মধুসূদনের নাসিকা-নিকটে মৃদুমন্দভাবে সঞ্চালন করিলাম। (৪১) শ্রীরাধার করপদ্মদ্বারা সুবাসিত সেই মাধবীপুষ্পের উত্তম পরিমল আঘ্রাণ করিয়া শ্যামের অঙ্গে পুলক সঞ্চার হইল—তখন ঐ কমল-নয়ন কৃষ্ণ নেত্রকমল উন্মীলন করিয়া ক্ষণকালের জন্য প্রকৃতিস্থ হইয়াই যেন আমাকে বলিলেন

———

শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক শ্রীরাধার নিকট সংবাদ প্রেরণ, ভূষণাদির সমর্পণ

(৪২) "হে দেবি বৃন্দে! তুমি সেখানে যাও, স্তবস্তুতি করিয়া কাকুস্বরে আমার নিখিল অবস্থা সখীগণসকাশে নিবেদন কর এবং তৎপরিবর্ত্তে (তন্মূল্যে) শ্রীরাধা হইতে প্রসাদ-রত্ন আনয়ন কর, যাহাতে আমার শোক সত্তই বিনষ্ট হয়। (৪৩) রাধা-স্বভাব অনুধাবন করিয়া সেই মদন-হতকও আমার বিরুদ্ধে অভিযান পূর্ব্বক শত শত পীড়াদান করিতেছে! অতএব হে সখীগণ! তোমরাই না হয় তাঁহাকে সম্যক্ প্রকারে প্রবোধ দিয়া আমার এই সন্তপ্ত হৃদয়ে কিঞ্চিৎ শান্তিবিধান কর !!" (৪৪) শ্রীকৃষ্ণমুখের এই কথা শুনিয়া তাঁহার অনুমতিক্রমে আমি চলিয়া আসিতেছিলাম। সেই মাধবীমালাটি ও মালতীসখী তথায় অবস্থান করিতে লাগিল। এমন সময় অনতিদূরদেশ হইতে তিনি আবার ডাকিলেন—'হে স্নিগ্ধে!' আমি নিকটে প্রত্যাগত হইলে তিনি পুনরায় অশ্রুপূর্ণনয়নে আমাকে বলিলেন—(৪৫) "হে বৃন্দে! বনদেবি !! শ্রীরাধা-ব্যতিরেকে অগ্নিকণাব্যাপ্ত (তদ্বৎ সন্তাপ-দায়ক) এই ভূষণ সমূহেরই বা কি প্রয়োজন? বিড়ম্বনাকারী এই বেণুরই বা আর কি আবশ্যক? অতএব শ্রীরাধাসখীগণের নিকট শীঘ্র গিয়া এই সকল সমর্পণ কর !!" (৪৬) হে সখীগণ! এইরূপে মুরারির পুনঃ পুনঃ অনুরোধবাক্য শ্রবণ করিলাম; বিক্লবতাবশতঃ তাঁহার চঞ্চল কর ও চরণযুগলে ধরিয়া অতিকষ্টে তাঁহার কণ্ঠে একমাত্র বনমালাটীই রাখিয়াছি; তাহাও আবার দীর্ঘনিঃশ্বাসে মলিন হইয়া গিয়াছে !! (৪৭) হে সখি ললিতে! এই সব ব্যাপার দেখিয়া শুনিয়া পুনরায় আমি যাত্রা করিলাম। বনপথে আসিতে আসিতে তোমার প্রতিজ্ঞার কথা স্মরণ হওয়াতে ইতস্ততঃ নিরীক্ষণ করিয়াও যে প্রিয়সখী রাধা কর্ত্তৃক সংবর্দ্ধিতা লতারাজি দেখিতে পাইলাম না—ইহাতেই এক্ষণে আমার নিদারুণ বেদনা হইতেছে !!

তাৎকালীন বৃন্দাবনের অবস্থা বর্ণনা

(৪৮) হায় রে ! অদ্য রাধিকা বৃন্দাবন ত্যাগ করিলে মধুকরগণও মধুগন্ধমাত্র ত্যাগ করিয়াছে ! কিন্তু তথাপি ইতস্ততঃ ঘুরিতেছে (নানা-বৈবশ্যযুক্ত চেষ্টাদি সম্বলিত ঘূর্ণা প্রাপ্ত হইতেছে !!) লতাও বৃক্ষমাত্রই মধুশূন্য হইয়াছে !! এবং হিংসা-দ্বেষাদিরহিত পশুপক্ষিগণও নিজ নিজ দেহেরই হিংসা বিধানে প্রবৃত্ত হইয়াছে !!! [অজ্ঞান পশুপক্ষিদিগের, অচেতন বৃক্ষবল্লরীর যে এতাদৃশ বিরহ-বিহ্বলতা, তখন চেতন প্রাণীদের, তাহার মধ্যে আবার মানুষের, তাহার ভিতরে আবার আমাদের ন্যায় স্নেহশীলাদের কি অবস্থা হইতেছে, একবার ভাবিতেছ কি ??] (৪৯) হে সখি ! যে স্থানে হরি বিরাজিত আছেন, সেই স্থানে তাপ থাকার সম্ভাবনা নাই—এই কথাও বলিতে পার না ; হায় ! ইঁহার অঙ্গ-স্পৃষ্ট বায়ু পর্য্যন্ত যাহাদিগকে স্পর্শ করিতেছে, তাহারাই যে কি প্রকার গতি (অবস্থা-বৈলক্ষণ্য) প্রাপ্ত হইতেছে, তাহা আমি নিশ্চয়ই বুঝিতে পারি না !! (৫০) এই ভাবে পৃথক্ পৃথক্ কষ্টরাশি আমি বুকে ধারণ করিয়াছি ! এক্ষণে আর অধিক বলিবার প্রয়োজন নাই। সম্প্রতি চক্ষুর জলধারার সহিত আমি অক্ষয় দীপ্তিশীল হরিভূষণাবলী এবং অশেষ স্বাভিলায-ব্যঞ্জক বাক্যাবলিও তোমাদের গোচরে উপস্থাপিত করিলাম। হে কৃশাঙ্গী অবলাগণ ! তোমাদের হৃদয়ে যাহা সমুচিত বলিয়া বিবেচিত হয়—তাহাই অবিলম্বে সম্পাদন কর—এই আমার প্রার্থনা !!

শ্রীকৃষ্ণ-সান্ত্বনায় বিশাখার প্রয়াস

(৫১) বৃন্দার এই বাক্যে এবং মুরারির বেশ-ভূষার অবস্থাদি পর্য্যালোচনে রাধার সখীদের হৃদয়ে যে দ্রব (কারুণ্য-বেগ) উপস্থিত হইল, তাহা কণ্ঠদেশে উঠিয়া (বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠ হইয়া) পরে নেত্রযুগলে আসিল (অশ্রুভারে চক্ষু নিপীড়িত হইল) ; কিন্তু ধৈর্য্যদ্বারা উঁহারা পতন-পথ রোধ করিলেন অর্থাৎ কষ্টে অশ্রুপাত সম্বরণ করিলেন। (৫২) বহুক্ষণ যাবৎ সেই গোপীমণ্ডলী নীরব হইয়া থাকিলেন ; তখন আবেগে ও প্রেমভরে বিবশা বিশাখা ললিতার কর-পদ্ম কম্পিত যুগল

দ্বারা ধারণ করতঃ চাটু (প্রিয়) বাক্যে বলিলেন—(৫৩) 'হে প্রধানা সখি ললিতে ! আমাদের সখী রাধার অনাদরে আমাদিগকে একবার নিহত করিয়া পুনরায় নিজ-পরিত্যক্ত বসনভূষণাদি দ্বারাও কি তিনি বিড়ম্বনা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন ? অতএব সাক্ষাৎ ভাবে ইহাকে নিন্দাগর্ভ তিরস্কার বাক্য শুনাইতে চঞ্চলচিত্ত হইয়া তোমার অনুমতি যাচ্ঞা করিতেছি।" (৫৪) তখন ললিতার দিকে মুখ ও নয়ন দিয়া অন্যান্য গোপীগণ বলিলেন—'আমরা কি করিব হে ? সেই মানময়ী সখী ত কোপই করিবেন ! সেই পুরুষটিও ত দুই প্রকারেই আমাদের গ্লানিকর ; প্রথমতঃ তিনি সম্প্রতি এস্থানে নাই ; দ্বিতীয়তঃ তাঁহার নিকটে এ অবস্থায় যাওয়াও অনুচিত !!"

বৃন্দার সহিত বিশাখার শ্রীকৃষ্ণ সকাশে গমন ও নিজ ভাব-প্রকাশন

(৫৫) ললিতা সকল কথা শুনিয়া বৃন্দাকে বলিলেন—"যদি তাঁহার নিকটে এই কোমলা সখী (বিশাখা) যায়, তবে তুমি আমাদের এই সংবাদটি তাহার কর্ণপথের গোচর করিও। (৫৬) 'যদি বা চন্দ্রাবলী-কর্তৃক নিবিড় কুঞ্জরাজিদ্বারা ঘন অন্ধকারময় নিজ অরণ্যকে উজ্জ্বল করিতে উদ্যতই হইয়া থাক, তবে তুমি আর বৃথা অশ্রুপাত করিয়া কালযাপন করিতেছ কেন ? অথবা তুমি ভানুজাম্বররুচির [সূর্য্যকিরণ দ্বারা উদ্‌ভাস্বর আকাশের দীপ্তির, পক্ষান্তরে—বৃষভানুদুলালীর বস্ত্রের কান্তির] জন্যই রোদন করিতেছ কি ?" [উদকময় স্বচ্ছ চন্দ্রবিম্বে সূর্য্যকিরণ প্রতিফলিত হইলেই চন্দ্রমণ্ডল আলোকিত হয়, স্বভাবতঃই উহা উজ্জ্বল নহে ; নিজেই যখন উজ্জ্বল নহে, তখন ব্রহ্মাণ্ডকে আলোকিত করিতে পারেই না। তদ্রূপ শ্রীরাধা ব্যতিরেকে যখন তোমার স্বাভিলাষ-পূর্ত্তি হইতেছেই না—অথচ তুমি চন্দ্রাবলী-মুগ্ধ ; এক্ষণে ঐ চন্দ্রাবলী দ্বারাই কার্য্য সাধন কর—রাধার জন্য বৃথা অনুশোচনা কেন ?] (৫৭) তদনন্তর বৃন্দা সখীগণের অনুমতিক্রমে বিশাখার সহিত শ্রীহরির নিকট-বর্ত্তী স্থলে উপনীত হইলেন ; তাঁহার আদেশ চিন্তা করিয়া চন্দ্রাবলীর আধিরাজত্ব (মনঃপীড়াবাহুল্য) রচনা-কারিণী, [পক্ষান্তরে চন্দ্রকান্তিচরী রাধাকে সাম্রাজ্য সমর্পণকারিণী ভগবতী] পৌর্ণমাসীর সহিত পরামর্শ

করিবার উদ্দেশ্যে প্রিয়সখী সেই বিশাখাকে তথায় রাখিয়া অন্তর্হিত হইলেন। (৫৮) এদিকে শ্রীহরি বৃন্দার আগমন পথ নিরীক্ষণ করিতে করিতে হঠাৎ বিশাখাকে দেখিয়া ফেলিলেন। বিশাখা তখন মালতীকে জিজ্ঞাসা করিতেছিলেন 'হে সখি! প্রিয়সখীর সেই মালাটি কোথায়?' মুরারি তাঁহাকে দেখিয়া নিশ্চয় করিলেন যে হাঁ বিশাখাই ত বটে! তখন তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ পুলকে ব্যাপ্ত হইল!! সুখভরে স্খলিত-পদে তথায় গমন করিয়া বিশাখাকে বলিতেছেন—(৫৯) "প্রিয়সখি হে! তুমি শ্রীরাধার লবমাত্র অঙ্গসঙ্গ-কারিণী এই মালাটির প্রতি গুরুতর পক্ষপাত করিতেছ, অথচ তাঁহার সহিত তাদাত্ম্যভাবপ্রাপ্ত হইয়া যে বহুকাল বিলাস করিয়াছিল, তাহার জীবন রক্ষা-বিষয়ে বার্ত্তাটিও একবার জিজ্ঞাসা করিতেছ না?" (৬০) তখন বিশাখা রোষচ্ছলে মুখপদ্ম আবৃত করিলেন—কৃষ্ণের অতি মলিন মূর্ত্তি দর্শনে যে অনবরত অশ্রুপাত হইতেছিল, তাহা মার্জন করিতে লাগিলেন এবং তৎপ্রতি ঈষৎ দৃষ্টিপাত করিয়া বলিতে লাগিলেন—(৬১) "হে ভগবন্! আপনি যে বেদনা (জ্ঞান বা পীড়া) গোপীদিগকে দান করিয়াছেন—তাহাতেই তাহারা নির্ব্বাণত্ব (মোক্ষ বা চরম বিশ্রান্তি) লাভ করিয়াছে!! বস্ত্রে অগ্নি ধরিলেই যেমন উহা দগ্ধ হয়, অথচ তাহার রেখামাত্র অবশেষ থাকে, তদ্রূপ রেখামাত্রাবশিষ্টা হতপ্রায়া গোপিকাগণ এক্ষণে কি প্রকারেই বা আপনাকে বা নিজেকে উত্তমরূপে অনুসন্ধান করিবে হে? (৬২) হে চন্দ্রাবলীর রতিপতি! আপনি আমার সেই সখী রাধার গ্লানি আনয়ন করিয়াছেন—এই বার্ত্তা পাইয়াই পদ্মা প্রভৃতি কত কত সখীগণ কি প্রচুরতর আনন্দই না করিতেছেন? হায়! হায়! এখনও আপনার প্রেমের উপযুক্ত পাত্রী হইয়া মুহুর্মুহু শ্বাসগ্রহণ করিতেছি অর্থাৎ জীবন ধারণ করিতেছি!! মাদৃশা নারীকে শত ধিক্!!! (৬৩) আপনার চিন্তা (অনুধ্যান) করিতে করিতেই আমার যে সখী এখনও জীবিতা আছে—কিন্তু কথাও বলে না, কিছু শুনেও না, অথবা কোনও দিকে দৃষ্টিপাত পর্য্যন্ত করে না!! অহো! তাহার ক্রোধজনক ও তীক্ষ্ণ যে স্তব তুমি বৃন্দাদ্বারা প্রেরণ করিয়াছ—তাহা নিশ্চয়ই মিথ্যা, কৈতবময় বা তোমার ছলনা-প্রকটন মাত্র! এই সব কুটিলতা শ্রীরাধার মনকে সম্যক্ প্রকারে ভীত করিয়াছে! যেহেতু তুমি ত পূতনান্তক—বাল্য-

কালাবধি স্ত্রীবধ করিতে করিতে তোমার স্বভাব অতি নিষ্ঠুর হইয়াছে —এবং তাহাতে তোমার বিন্দুমাত্রও দ্বিধা বা ভয় নাই !

শ্রীকৃষ্ণের ভাব-বৈকল্য ও বিশাখার সান্ত্বনাদান

(৬৪) তখন শ্রীকৃষ্ণ মুখপদ্ম অবনত করিয়া নেত্র জলধারায় মাল্যটিকে অভিষিক্ত করিলেন। আর অঙ্গুষ্ঠের সহিত তর্জ্জনী দ্বারা ঐ মালাটিকে মৃদুভাবে মর্দ্দন করিতে করিতে মহাকাতরতার সহিত বিশাখাকে বলিতে লাগিলেন—(৬৫) "সেই প্রিয়তমা আমার জীবন-লক্ষ্মীরূপে বিরাজ করেন, আর এই কৃষ্ণও তাঁহারই বশবর্ত্তী বলিয়া তুমিও অবগত আছ। হে বিশাখে! তুমিও আমাদের জীবাতু-স্বরূপা সখীই আছ! হা ধিক্!! ইহাতেও কেন ঐ কাণ্ড ঘটিল!! ইহাকে ভবিতব্যতাই (ভাগ্যই) বলিতে হয় আর কি? (৬৬) তখন কৃষ্ণ কাকুবাদ করিতে করিতে অতিশয় কাতর হইয়াছেন দেখিয়া বিশাখার মুহুর্মুহু হৃৎকম্প হইতে লাগিল, ধৈর্য্যধারণ করা তাঁহার পক্ষে কষ্টসাধ্য হইল; অশ্রুধারার সহিত মন দ্রবীভূত হইয়াই যেন বহির্দেশে প্রকাশ-মান হইতেছিল এবং তীব্রবেদনার বশবর্ত্তিনী হইয়া বিশাখা বলিতে লাগিলেন—(৬৭) "হায়! চন্দ্রলেখাতুল্যা বয়স্যাকে আমার তুমিই ত পূর্ব্বেই প্রচণ্ড সূর্য্যতাপেই যেন সাতিশয় ভস্মীভূত করিয়াছ হে! আবার অদ্য কেন তুমি এই ক্ষুদ্রা নারীকেও নিজ বৈক্লব্যরূপ-ঘৃত প্রক্ষেপ করিয়া পুনঃ পুনঃ পেষণ করিতেছ হে? (৬৮) 'রাধিকার মান ত চিরকাল থাকিবেই না, ব্রজেন্দ্রনন্দনও এখানে অতিসন্তপ্ত হইয়াছেন! অতএব ভঙ্গীক্রমে ইঁহাকে আশ্বাস দান করাই যুক্তিযুক্ত।' এই চিন্তা করিয়াই বিশাখা পুনরায় বলিলেন—(৬৯) দেখ, আমি জাতিতে (স্বভাবতঃই) মৃদু, সখীগণ বিচিত্র রুচিসম্পন্না—ললিতাও বাম্যভাবাপন্না, কাজেই সন্ধি (শ্রীরাধাসহ মিলন) কি প্রকারে হইতে পারে? হে মুকুন্দ! ললিতাদিকে না হয় কোন প্রকারে অনুকূল করা যাইতে পারে। কিন্তু সেই কুটিলনয়না রাধার সমক্ষে কে যাইবে? (৭০) "হে শ্রীকান্ত! যদি আমি তাহাদিগকে না জানাই, তবেও তোমার দীনতাই উহাদিগকে তোমার বিষয়ে কৃপান্বিত করিবে, আর

আমারও কোনও দোষ হইবে না'—একথা যুক্তিযুক্তই বলিতেছ বটে, কিন্তু তুমি দোষী হইয়াও যে আমার সহিত এই বাক্যালাপ করিতেছ, ইহাতেই তাঁহারা আমাকে ওলাহন দিবেন বলিয়া আমার ভয়ই হইতেছে !! (৭১) 'হে কেশব ! কাকু করিতেছ কেন ? তোমার অভীপ্সিত সেই রাধা রূপ সুধা সহচরীগণ রূপ ব্যূহ মধ্যে বিদ্যমানা আছে ; তুমিও পাপাচরণ করিয়াছ ; এক্ষণে কৃচ্ছ্রব্রতাদি প্রায়শ্চিত্ত না করিয়াই কি প্রকারে শীঘ্র শীঘ্র শুধু লোভ করিয়াই সেই সুধা লাভ করিবে হে ? (৭২) অয়ি মালতি ! তুমিও কি নিজনাথের মুখ দেখিয়া অতি অসঙ্গত কথাই বলিতেছ হে ? ইনি অন্য নারীকে যথাসর্ব্বস্ব দান করিয়াছেন, অথচ এক্ষণে আমার সখী রাধার নিকট কি আর দেহদান চলিবে ?" (৭৩-৭৪) "হে সখি ! তোমারই সুহৃৎ রাধিকার এই বন সমূহ, হে সখি ! তোমারই সুহৃৎ রাধিকারই এই লীলা, তোমারই সখী রাধিকারই এই মদীয় আত্মা—আর পৃথিবীতে অন্য দেয় বস্তু কি আছে বল দেখি।" —শ্রীকৃষ্ণ এই কথা বলিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে অবস্থান করিতে থাকিলে মালতী বিশাখার ইঙ্গিত-ব্যঞ্জক মুখমণ্ডল দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন —'হে মাধব ! এ সকল নারী বাম্যভাবাপন্না—নিজের ইচ্ছাটি অভিব্যক্ত হইবার জন্য কণ্ঠদেশে উপস্থিত হইলেও ইঁহারা তাহাকে পুনরায় অন্তরে প্রবেশ করাইয়া দেন। অতএব তাঁহার ইচ্ছাটি আমার মুখে শুন। (৭৫) "গান্ধর্ব্বা যখন এই কুঞ্জ হইতে মানভরে নিজমন্দিরে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছিলেন, তখন তিনি নয়নজলে আপ্লুত-বদনা হইয়া তোমার নিকটে নিবেদন করিবার জন্য আমাকে এই সোৎপ্রাসবাক্যটি (স্তুতিময় নিন্দাবাদ) বলিয়াছেন—(৭৬) 'হে দেব ! অদ্য আমরা বৃন্দাধিরাজা [বৃন্দাবন-রাজত্ব, শ্লেষপক্ষে—বৃন্দপরিমিত অসংখ্য মনঃপীড়াই ?] অভিলাষ করিয়া আনন্দভরে রাধার সহিত তোমার সকাশে উপস্থিত হইয়াছিলাম ! হে হরে ! তোমার গুণাবলী [পক্ষে—অবগুণসমূহ] আর কতই বা কীর্ত্তন করিব ? যেহেতু তুমি ত স্বয়ং পূর্ব্বেই মহাধিবৃন্দ [মহোৎসবের সুন্দর আয়োজন বিশেষ, পক্ষে মহামনঃপীড়ারাশিই] সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছ !!!

———

শ্রীরাধার বৃন্দাবন-রাজত্ব জন্য মান শুনিয়া শ্রীকৃষ্ণের আনন্দ

(৭৭) এই কথা শ্রবণে তখন ঐ প্রফুল্ল-দেহ কৃষ্ণরূপ মেঘ বিশাখারূপ বিদ্যুৎকে হৃদয়ে পরিধান (ধারণ) করিলেন ; ধন্য দেবনাগগণও (দেব-শ্রেষ্ঠগণ, পক্ষে দেবহস্তিগণ) তদুপরি ঘন পুষ্পপূর (ঘন ঘন কুসুমরাশি, পক্ষে জলসমূহ) বিকীর্ণ করিয়া চতুর্দ্দশ ভুবনকে অশেষ বিশেষে সুখী করিলেন। অর্থাৎ কৃষ্ণ বিশাখাকে আলিঙ্গন করিলে দেবলোক হইতে কুসুমবর্ষণ হইতে লাগিল এবং জগতের লোক সুখী হইল। (৭৮-৭৯) মহাসমুদ্র যেমন নারায়ণের ঈপ্সিত বিশ্রামস্থল, তদ্রূপ রাধাভিষেকও ত কৃষ্ণের অভীষ্ট ভাবসমূহের আকর—মহাসমুদ্রে নারায়ণ যেরূপ অনন্ত-দেবের উত্তম ফণা সমূহের কান্তিরাশিদ্বারা দীপ্ত—তদ্রূপ ঐ অভিষেকে কৃষ্ণের অনন্ত উৎকৃষ্ট ভোগাভিলাষ প্রচুররূপে বিদ্যমান ; নারায়ণের সর্ব্বাঙ্গ আলিঙ্গন করিয়া যেমন লক্ষ্মীদেবী বিরাজিতা আছেন, তদ্রূপ হরির সর্ব্বাঙ্গই পুলক-শোভায় বিলসিত হইতেছে। অতএব এই কৃষ্ণ নারায়ণের অতি প্রসিদ্ধ আনন্দঘন বৈভব-রাজিও প্রকৃষ্টরূপে অনুকরণ করিয়াছেন। অপরন্তু নারায়ণ যেমন নিজনাভি-কমলজাত ব্রহ্মাকে শ্বাসদ্বারা প্রবর্ত্তিত অভীষ্ট শ্রুতিসমূহ অধ্যাপনা করিয়াছেন, তদ্রূপ শ্যামও সর্ব্বতোভাবে কামদেবকে চরিতার্থ করিতে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া উত্তমা নারীগণের বা সজ্জনগণের কর্ণরসায়ন কথা বলিতে লাগিলেন। (৮০) "হে সখি! শ্রীরাধাকে প্রসন্ন করাইবার জন্য যে তাঁহার বৃন্দাবনাধি-পত্যই তুমি উৎকোচ (ঘুষ) স্বরূপে প্রার্থনা করিয়াছ, এই মহোপকার রূপ রত্নবর-দানের পরিবর্ত্তে যে কি বস্তু দিব, তাহারই জন্য আমার মন নিরতিশয় চঞ্চল হইতেছে !! (৮১) "তুমি অদ্য আমার বহুদিনের অন্তরস্থ বাঞ্ছিত বস্তুটিকেই উদ্‌ঘাটন করিয়াছ হে [এই রাধিকাভিষেক আমার মহানন্দেরই বস্তু !! হে ভাবিনি ! দেবগণ সিন্ধু নির্ম্মন্থন করিয়া সদাকালের জন্য মঙ্গল-নিদান চন্দ্রকেই ত লাভ করিয়াছেন ! (৮২) "হে প্রিয়সখি ! যাঁহাকে নিয়তই আমার হৃদয়াধিরাজ্য দান করিয়া অদ্যও আমার আত্মা পরিতৃপ্ত হইতেছে না ; সেই শ্রীরাধাকে যে বনাধিপত্য প্রদান করিব, তদ্বিষয়ে আমি শপথ করিয়াই বলিতেছি যে আমি স্বতঃই

লজ্জিত হইতেছি !! (৮৩) "শঙ্কর-মূর্ত্তি যেরূপ পরম মঙ্গলময়, এবং অসাধারণ নিষ্কলঙ্ক চন্দ্রলেখাই তাঁহার আনন্দপ্রদ হইয়া ললাটে অধিরোহণ করিয়া সকলের ঔৎসুক্য বর্দ্ধন করে—তদ্রূপ বৃন্দাবন আমার পরম মঙ্গলময় ধাম এবং শ্রীরাধাও অমর্য্যাদ গুণগৌরব-বিশিষ্টা। বৃন্দাবনের আনন্দদায়ক অধিনায়কতার পদ শ্রীমতীই অলঙ্কৃত করিতে পারেন। অতএব আমার সাতিশয় উৎকণ্ঠাই হইতেছে [কোন্ শুভ মুহূর্ত্তে ইহাকে বৃন্দাবনেশ্বরীরূপে দর্শন করিব ?] (৮৪) "অতএব এখন আর বিলম্ব করিও না, ললিতাদি সখীমণ্ডলীকে ও তোমার সখী রাধাকে আমার বিনয়-বাক্য প্রাপ্তি (শ্রবণ) করাও"—মুরারি এই বলিয়া বিশাখাকে প্রার্থনা করিতেছেন, এমন সময়ে বৃন্দাকে সমুপাগতা দেখিয়া বিশাখা মৃদুমধুর হাস্তে বলিলেন—

বৃন্দার আগমন ও বিশাখা কর্ত্তৃক শ্রীকৃষ্ণের বেশভূষা-সম্পাদন

(৮৫) 'হে দেবি ! তুমি ত নিশ্চয়ই চৌরী নহ ! আর আমার প্রতিও তোমার প্রেমাতিশয়ে কখনও দোষদৃষ্টি হইতে পারে না !! তবে জিজ্ঞাসা করি—সখীর মালাটি নিভৃতভাবে বনমালী কৃষ্ণের উপরে নিঃক্ষেপ করিয়াই যে তুমি আত্মগোপন করিলে, ইহার হেতু (তাৎপর্য্য) কি ?' (৮৬) বৃন্দা তখন অনুমানে বুঝিলেন যে বিশাখার এই বাক্য নিজের আগমনে শ্রীহরির সাক্ষাতে কেবল ছলনা মাত্র এবং নিজ মনোরথও সুসম্পন্ন হইয়াছে। সুতরাং বিশাখার এই ভঙ্গীময় ও হাস্য-শ্রীমণ্ডিত বাক্যে আনন্দে দুই তিন ক্ষণ যাবৎ বৃন্দার ইন্দ্রিয়-ব্যাপার সব স্থগিত হইয়া গেল !! (৮৭) তখন বৃন্দা বিশাখাকে বলিলেন—'দেখ হে ! তোমার সখীর এই মাল্যই কেবল গোবিন্দের শান্তি-বিধায়ক কথা-বিশেষ মুহুর্মুহু বলিয়া দিতেছে !' তদুত্তরে বিশাখাও বলিলেন—'আমার সখী এই উপভুক্ত মালা কখনই পরিবে না, পুনরায় ইহা কৃষ্ণকণ্ঠেই সমর্পণ কর।' ৮৮) বৃন্দা হাস্তমুখে বিশাখার হস্ত ধারণ পূর্ব্বক বলিলেন—'তুমি স্বয়ংই ইঁহাকে আশ্বস্ত কর হে !' বৃন্দা সেই ভূষণাবলি ও সেই মালাদ্বারাই পুনরায় ঐ সখী বিশাখা কর্ত্তৃক রাধা-প্রাণবল্লভকে সজ্জিত করাইলেন। (৮৯) বিশাখা শ্যামকে ভূষিত

করিতেছেন—এবং শ্যামসুন্দর পুনর্ব্বার বৃন্দার নিকটে শ্রীরাধার অভিষেক বার্ত্তা বলিতেছেন। বৃন্দার মুখে ললিতার প্রতিজ্ঞার কথা শুনিতে পাইয়া ইনি বিশাখাকে বলিলেন—'তোমরা ক্রূর-প্রকৃতিই বটে !!'

বিশাখাকে লইয়া পৌর্ণমাসীর শ্রীরাধা-সকাশে গমন

(৯১) সম্পূর্ণ কালনিয়মে উপনীতা পূর্ণিমাতিথিকে ও মেঘ-নির্ম্মুক্ত নির্ম্মল চন্দ্রমাকে প্রাপ্ত হইয়া ওষধি (কদলী ধান্য প্রভৃতি) বৃক্ষ যেমন ঐ কিরণ সংগ্রহ করিয়া শীঘ্রই পঞ্চশাখাবিশিষ্ট হইয়া উল্লসিত হয়—তদ্রূপ যাঁহার ব্রতকাল সম্পূর্ণরূপে উদ্‌যাপিত হইয়াছে, সেই পৌর্ণমাসীকে এবং মৃদুমধুর হাস্য-জ্যোৎস্নামণ্ডিত উল্লসিত-চন্দ্রবদনা নিজ সখী বিশাখাকে প্রাপ্ত হইয়াও তখন সখীগণ পৌর্ণমাসীর চরণ ও বিশাখার হস্তধারণ করিয়া আনন্দ করিতে লাগিল। (৯২) অনন্তর পৌর্ণমাসী তাঁহাদিগকে আলিঙ্গন করিয়া কুশল প্রশ্ন করিলেন এবং তাঁহাদের নেত্র-কুমুদের অশ্রু মার্জনা করিয়া শত শত আশীর্ব্বাদ দান করিলেন। 'আমি সম্প্রতি কিছু যাচ্‌ঞা করিব'—এই বলিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে বলিতে লাগিলেন।—(৯৩) "যে উদ্দেশ্যে আমি নানাবিধ ব্রতাচরণ করিয়াছি, বৃন্দাবনের সম্যক্ তৃপ্তিদানে সমর্থতম, রাধার অভিষেকবারি-সমূহ দ্বারা পুষ্ট সেই অভিলাষ-বৃক্ষ উত্তমোত্তম পুষ্পরাজি-ভূষিত হইয়া শীঘ্রই ফল-প্রসব করিবে; তোমরা তাহা অঙ্গীকার করিও অর্থাৎ ঐ ফল আস্বাদন করিও।" (৯৪) তাঁহারা বলিলেন—'হে দেবি! আপনার আজ্ঞারূপ মাল্যসমূহ দ্বারা উপলক্ষিত এই অলঙ্কার আমরা ধারণ করিতেছি [আপনার আদেশ শিরোধার্য্য করিলাম।] যদি পুনঃ অতিমানবশা সেই সখী ইহার প্রতি নিরীক্ষণ করিয়া আমাদের বুদ্ধিবৃত্তিকে খেদযুক্ত না করেন।' (৯৫) 'হে সখীগণ! তোমরা সেই বিজন-প্রদেশে আসত, যিনি কখনও এত মান করেন নাই, তিনি কি করিতেছেন, একবার নিরূপণ করিব!' ভগবতী পৌর্ণমাসী এই কথা বলিলে তখন সখীগণ তাঁহার সহিত হর্ষভরে তাহাই করিলেন। (৯৬) ললিতার হস্ত উত্তমরূপে ধরিয়া ভগবতী অতি ধীরে ধীরে অন্ধকার-পূর্ণ অন্তর্গৃহে প্রবেশ করিয়া

অলক্ষিতরূপে অবস্থান করিতেছেন। সখীগণ বিশাখার নিকটে দণ্ডায়মানা আছেন—তখন তাঁহারা শ্রীরাধার সক্রন্দন বাক্যাবলি শ্রবণ করিলেন।

কলহান্তরিতা শ্রীরাধার অনুতাপাদি

(৯৭) "অহো ! প্রাণি-সমূহের প্রলয়-সাধনে উদ্ভূত কল্পান্ত কালের প্রচণ্ড বাড়বানলসমূহ যেরূপ শতবার্ষিক বর্ষধারায় নির্ব্বাপিত হইয়া শান্ত হইয়াছিল, [কূর্ম্মপুরাণ ৪২ অধ্যায় দ্রষ্টব্য]—তদ্রূপ আমারও পঞ্চমহাভূতের বিনাশের জন্য অর্থাৎ মৃত্যুকল্পে উত্থিত এই মানও বহুকাল যাবৎ বর্ষাধারাবৎ অশ্রু প্রবাহের ফলে নির্ব্বাপিত হইয়া শান্ত হইয়াছে—এ কথা অন্য কাহাকেই বা শুনাইব ? (৯৮) "হায় ! আমি কাহাকে বলিব ? এখানে যে মানিনী হইয়া রহিয়াছি !! অহো ! আমার এই চিত্ত যে মদভরে আক্রান্ত—ইহা ত কেহই জানে না !! হে পৃথিবী ! তুমিই শীঘ্র এই রাধার শরণ্য হও। হে মাধব ! তুমি আর চতুষ্পার্শ্বে জালধর্ম্ম বিস্তার করিও না !!' (৯৯) "হা ! তখন কিন্তু ইঁহার দূতীর মুখ দর্শনমাত্রই আমার মহাবিলোড়িত মন হইতে তীব্র বাক্যাবলিই বহির্গত হইল কেন ? অথবা স্বভাবতঃই আর্দ্র ও স্নিগ্ধ দুগ্ধকে মন্থন করিলেও দারুণ দীপ্ত অগ্নি বমন করিয়া থাকে ! (১০০) "অদ্য স্বপ্নে দেখিলাম—দেবী বৃন্দার হাতে শ্রীহরি অনুনয় বিনয় করিয়া নিজ ভূষণ-সমূহ পাঠাইয়াছেন, আমি কিন্তু মানহতা হইয়া একবারও যখন তৎপ্রতি দৃষ্টিপাত করিলাম না, তখনই বিধাতা আমাকে অন্ধই করিল না কেন ? (১০১) "হায় ! নিষ্ঠুর-স্বভাবা আমার মান-তীব্রতার সংবাদ পাইয়া মুকুন্দ স্বয়ং আমার শয্যার সম্মুখে পর্য্যন্ত আসিয়াছিলেন ; হায়রে ! কম্পান্বিত-কলেবর এবং আমারই স্তুতিকারী সেই প্রিয়তমকে এই নারী অবজ্ঞাই করিয়াছে !! কাজেকাজেই আমার বুদ্ধিরূপা শফরীও মরুভূমিতে পড়িয়াছে অর্থাৎ বিবেক-বুদ্ধি সব লুপ্ত হইয়াছে !!! (১০২) "অহো ! শত শত জন্মে উগ্র তপস্যা করিয়াও আমি যাঁহার দাসীত্ব পদ পাইতে পারিব না—সেই ব্রজেন্দ্র-নন্দন আমাকে নিজ আলিঙ্গন-পাশে বদ্ধ করিয়া লালন করিতে থাকিলেও কিন্তু আমি মানকেই বরণ করিয়াছিলাম ! অহো !! আমাকে শত ধিক্ !!"

পৌর্ণমাসীকৃত প্রীতিময় তিরস্কার ও কৃষ্ণের গূঢ় উদ্দেশ্য প্রকটন

(১০৩) এইভাবে মুহুর্মুহু শ্রীরাধার নির্ব্বেদবাণী শুনিতে শুনিতে সখীগণ যেন স্বেদ-ধারায় পুত্তলিকাবৎ হইয়া গেলেন। তৎপরে বিশাখা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—এক্ষণে তোমার কি করিতে ইচ্ছা, বলত' এই কথা বলিতেই তিনি ফুৎকার করিয়া অশ্রুপাত করিতে লাগিলেন। শ্রীরাধাও বিশাখাকে আলিঙ্গন করিয়া পরস্পরের অশ্রুজলে পরস্পর স্নান করিলেন। (১০৪) পূর্ণিমা তিথির সহযোগে অনুরাধা নক্ষত্র সহিত বিশাখা যেমন রজনীমুখে (প্রদোষ কালে) গ্রহ-নিলয় (উদয়াচল) হইতে চন্দ্রকান্তিকে উদয় করাইয়া কুবলয় (পদ্ম) রাজিকে সাতিশয় আনন্দ দান করে—তদ্রূপ দেবী পৌর্ণমাসীর অনুমোদন পাইয়া অনুরাধার (ললিতার) সহিত বিশাখা সখী মিলিত হইয়া মান-ভবনে আসিয়া শ্রীরাধাকে স্বগৃহাভিমুখে উদিত করাইয়া পৃথিবীমণ্ডলে অপূর্ব্ব আনন্দ বিস্তার করিলেন। (১০৫) শ্রীরাধা মানিনী হওয়া অবধি তাঁহার ক্লান্তিরূপ মহানিদাঘের (গ্রীষ্মের) সূর্য্য-কর্ত্তৃক তপ্তা সখীদের নয়নাবলী রূপ যমুনা এক্ষণে অমৃতস্রাবিনী (শ্লেষে—জলদায়িনী) নব্যা (নূতনা, পক্ষে—প্রশংসনীয়া) ও ঘনশ্রী [পরমসৌন্দর্য্যশীলা, পক্ষে মেঘসম্পত্তিযুক্তা অর্থাৎ ধারাসম্পাত-বিশিষ্টা) শ্রীরাধাকে সম্যক্ লাভ করিয়া ক্ষণকাল উষ্ণ ও শীতল সহস্র সহস্র ধারাই প্রবাহিত করিয়াছিল অর্থাৎ তীব্র-সন্তাপে ও প্রচুরতর আনন্দে যুগপৎ আক্রান্ত হইয়া তাঁহারা অশ্রুপাতই করিতে থাকিলেন। (১০৬) শ্রীরাধার মৃত্তিকা-লুণ্ঠিত বস্ত্র কোনও সখী তুলিয়া ধরিলেন, কোনও সখী অঞ্চল-সঞ্চালনে ভ্রমর নিরসন করিলেন। অন্য সখী কর-কমলদ্বয় দ্বারা তাঁহার মধ্যদেশে ধরিলেন; কেন না, এখানকার অত্যুত্তম ভৃত্যজীবিকা রূপে 'প্রণয়' নামক রত্নটিই লভ্য। (১০৭) তাঁহারা সেইস্থানে রাধাকে বসাইলেন। ভগবতী পৌর্ণমাসী পূজা (সাদর অভ্যর্থনা) ও আসন প্রভৃতি গ্রহণ করিলে শ্রীরাধা তাঁহাকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন। তখন দেবী তাঁহার অশ্রুসিক্ত নয়নযুগল মার্জনা করিয়া নিজে অশ্রুপূর্ণ হইয়া ভ্রূকম্পনে (কটাক্ষে) সখীগণকে বাধ্য করিয়া বলিলেন—(১০৮) "তুমি আজন্ম পবিত্র-চিত্তা

ও শ্রীহরিতেই মন সমর্পণ করিয়াছ। তোমার প্রিয়তমও পুণ্যচরিত্র এবং তোমাতে প্রচুরতর আসক্তি-সম্পন্ন। তোমাদের উভয়ের মিলন-ব্যাপারে এই সখীগণও শীতলগুণা (শীতলরজ্জু-স্বরূপা অথবা স্নিগ্ধ গুণশালিনী)। এক্ষণে বল দেখি, এই উষ্ণ (সন্তাপদায়ক) মান-ব্যাপারটি কোথা হইতে ঘটিল? (১০৯) "হে বালে! (মুগ্ধে) যদি তুমি সামান্য প্রয়োজনে এই মানরূপ খেদ ইচ্ছাই করিয়া থাক, তবে বহুকাল হইতে তোমাদের অনুবর্ত্তিনী এই বৃদ্ধাকে একবার জিজ্ঞাসা করিলে না কেন হে? অথবা ইহাতে তোমার স্বীয় বাল্যভাবপ্রাপ্ত স্বভাব-সম্পত্তির পরিচয়ই দিয়াছ কি? (১১০) "ব্রজবাসিদের পক্ষে যিনি চিন্তামণি—তিনিই তোমার রতি-নায়ক; সর্ব্বসম্পৎপ্রদ কৃষ্ণবনই তোমার প্রমোদকানন। তোমার প্রেমসিন্ধুর হর্ষবর্দ্ধিনী এই আমি পূর্ণিমা তোমারই বদন-চন্দ্রকেই উপজীব্য করিয়া বিদ্যমানা আছি!! অতএব তোমার আর অকল্যাণের কারণ কি হে?" (১১১) শ্রীরাধা অধোবদনে পদ্মপলাশলোচনযুগল নিমীলন করিয়া রহিয়াছেন—পৌর্ণমাসী পুনরায় এই কথা বলিয়া তাঁহাকে সান্ত্বনা দান করিলেন—'হে রাধে! কুমুদিনী অন্ধকারাচ্ছন্ন হইলেও কিন্তু পদ্মরাশির পীড়নকারী বলিয়াই কি চন্দ্রের চরিত্র শুনা যায় না? [পক্ষান্তরে—তোমার অজ্ঞাতসারে পদ্মাকে পরাভব করিয়া শ্রীকৃষ্ণ-স্বভাব প্রকটিত হইয়াছে—ইহা নিশ্চয় জান।] (১১২) কৃষ্ণ নিজাধীন হইয়াছে মনে ভাবিয়া একদিন পদ্মা শ্রীহরিকে বলিলেন—"দেখ হে! আমার হৃদয়ে কোনও বাষ্প (তাপ) আছে! হে চন্দ্রাবলির দ্যুতি-(জ্যোৎস্না) বিলাসী মেঘ [পক্ষে—চন্দ্রাবলী-রতিলম্পট কৃষ্ণ!] তুমি নিজ কান্তি (শোভা, পক্ষে ইচ্ছা) রাশির প্রয়োগে শীঘ্রই ইহাকে অপসারিত কর॥ (১১৩) "বহুদিন যাবৎ কাত্যায়নীর সেবা করিয়া সখী চন্দ্রাবলীর জন্য তোমার বৃন্দাবন-রাজত্বই কামনা করিয়াছিলাম—অতএব, হে বৃন্দাবনাধীশ! তুমি যাঁহার দয়া, নিরন্তর সঙ্গ বা প্রসঙ্গ ভিক্ষা করিয়া থাক—সেই চন্দ্রাবলীকে ঐ রাজ্য অঙ্গীকার করাইবার জন্য তুমিও আমাকে প্রার্থনা করিবে বা উৎসুক করিবে। (১১৪) "হে রাধে! বহুদিন পূর্ব্বে ঐ প্রার্থনার কথাটি আমার নিকট শুনিয়া তোমার প্রিয়তম ইচ্ছা করিয়াছিলেন যে তোমাকেই স্বরাজত্ব দান করিবেন। কিন্তু এক্ষণে পদ্মার মুখে

ঐ রাজত্ব প্রার্থনা শুনিয়া তিনি মঙ্গল-সূচনাচ্ছলে মুহুর্মুহু কম্পই ধারণ করিলেন এবং ঐ পদ্মাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—'কি বলিলে হে?' পদ্মাও বলিলেন—(১১৫) যাঁহার নামের আদিতে **'চন্দ্র'** এই নামাঙ্কিত আছে, [চন্দ্রাবলী, পক্ষে চন্দ্রকান্তিচরী]; যিনি মাধবের সহিত বেদে একসঙ্গে উক্ত হইয়াছেন; সেই রাধিকাদিরসদাই [রাধা প্রভৃতি নারীগণের রস-নাশিনীই, পক্ষান্তরে—সেই আদি (শৃঙ্গার) রসদান-কারিণী অথবা সারে [সামর্থ্যে, প্রেমে, রূপে, গুণ ইত্যাদিতে] যিনি অধিকা সর্ব্বোত্তমা এবং শৃঙ্গাররস-পরিবেশিনী] কৃষ্ণের বনলক্ষ্মী (বনাধিপত্য) প্রাপ্ত হউন। * অতএব এ সম্বন্ধে আমার আর বেশী পরিশ্রমের প্রয়োজন নাই !! (১১৬) "হে রাধে! প্রাচীনকালে তুমিই বিভূতিরূপে (অংশতঃ) **চন্দ্রকান্তি** নামিকা গন্ধর্ব্বাকে স্বীকার করিয়াছিলে; ঋক্-পরিশিষ্টের—'রাধয়া মাধবো দেবো মাধবেনৈব রাধিকা' ইত্যাদি উক্তি অনুসারেও মাধবের সহিত তোমার নামই 'রাধামাধব' নামের অংশরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। অতএব কৃষ্ণ নিজের সাতিশয় অপেক্ষণীয় বস্তুটি শ্রবণ করিয়াই দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া হাস্য সহকারে বলিলেন—'তাহাই হউক!" (১১৭) [পূর্ণিমা তিথিতে চন্দ্রের অমৃত-বিন্দু ক্ষরিত হইয়া নির্জন বনে আধার-বিশেষে সংস্থাপিত হয়, ঐ অমৃত চকোরগণের আস্বাদ্য, অথচ তদ্বিরোধী চাতকগণ ইহার কোনও সন্ধানই পায় না—ইহাই কবিসময়-প্রসিদ্ধ, তদ্রূপ] দেবী পৌর্ণমাসী নির্জনে সখীদের কর্ণরন্ধ্রে শ্রীকৃষ্ণের অমৃতময়ী নীতির কথাটি প্রবেশ করাইলেন; ইহা সমুচিতই হইয়াছে, যেহেতু দেখা যায় যে উহা যোগ্যপাত্র ললিতাগণের সবিধেই উপস্থাপিত হইল, অথচ আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে উহাদের বিরুদ্ধপক্ষা পদ্মাপ্রভৃতি বিন্দুমাত্রও জানিতে পারিল না!! অতএব দেবী কাত্যায়নীর আশীর্ব্বাদও ঐ ললিতাদি গোপীগণই লাভ করিলেন।

———

* প্রথম পক্ষ পদ্মার অভিপ্রেত, কিন্তু দ্বিতীয় পক্ষ ধরিয়া শ্রীকৃষ্ণের বরদান।

অধ্যায়-সমাপন

(১১৮) যাহা কৃষ্ণরূপ গ্রীষ্মকালীন সূর্য্যের প্রসন্নতায় সৌন্দর্য্যাবহ হইয়াছে, যাহা কৃশ ও শীর্ণ কুমুদশ্রেণীকে অর্থাৎ তৎস্বরূপা সখীগণকে আনন্দিত করিয়াছে, যাহা রোমরাজিরূপ বনকে আর্দ্র করিয়াছে এবং কাঞ্চীরূপ তারাগণের স্খলিত-গুণতা (নীবীবন্ধন-মোচন) সম্পাদন করিয়াছে, সেই রাধামুখচন্দ্র তোমাদিগকে প্রেমসমুদ্রে নিমগ্ন করিয়া পরিপালন করুন। (১১৯) অশুচি, ভক্তিযোগে নিরন্তর অরুচিশীল, জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও অপরাধ-পরায়ণ এবং সকল প্রাণিহইতে অতি-অধম এই পাতকী জীবকেও যিনি সাতিশয় কৃপামৃত-বর্ষণে সতত রক্ষা করিতেছেন—সেই মহারূপবান্ কৃষ্ণদেবকে নিরন্তর সেবা করি অথবা পরমপূজ্যপাদ শ্রীরূপগোস্বামিচরণের নিত্য সেবা করি ॥

ইতি তৃতীয় উল্লাসঃ ॥ ৩ ॥

চতুর্থ উল্লাস।

শ্রীরাধাভিষেক জন্য বৃন্দার প্রতি শ্রীকৃষ্ণের আদেশ

(১-২) ব্রজবনে শ্রীরাধার অভিষেক-পর্ব্ব (ক্ষণ) উদিত হইলে ইতস্ততঃ জনমণ্ডলী শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব-দিনবৎ আনন্দিত হইল এবং মঙ্গল-ময় শকুন (শুভচিহ্ন) রাজিও সর্ব্বত্র পরিদৃষ্ট হইতে লাগিল, তখন গোবিন্দ নিজ প্রেমরাশির আনন্দমদে বিঘূর্ণিতচিত্ত হইলেন এবং নিখিল বনশ্রেষ্ঠ বৃন্দাবনের মঙ্গলময় আসনে অভিষেক-মঙ্গল দ্রব্য-সমূহে সুসজ্জিতা

শ্রীরাধাকে সন্দর্শন করিতে ইচ্ছা করিয়া শীঘ্রই বৃন্দাকে আদেশ করিলেন —(৩) "হে সখি বৃন্দে! বনরাজ্যে নিজের অভিষেক না হওয়া পর্য্যন্ত রাধা কিছুতেই আসিবে না, অতএব তুমি অস্থ আমার শক্তিতে অজড় (সুনিপুণ) হইয়া শীঘ্রই ললিতার সেই প্রতিজ্ঞা পূর্ণ কর। (৪) "দেখ, এমন ভাবে সকল ব্যবস্থা করিবে, যাহাতে অভিষেক-দর্শনে মাতৃবর্গের আগমনে আমার বা তাঁহার লজ্জা না হয়, অথচ তাঁহাদের আনন্দও হয় এবং যাহাতে বনরাজ্যে আমাদের উভয়েরই সমানভাবে সমুচিত অধিকার সূচিত হয়, তৎপ্রতিও লক্ষ্য রাখিবে [লজ্জা-নিবারণের জন্য বাহিরে আমার নাম থাকিবে বটে, কিন্তু তাঁহারই অধিকার সূচিত হওয়া চাই।]

বৃন্দাকৃত আকাশ-বাণী

(৫) অনন্তর বৃন্দা দেহ-দৈহিক হিতকর কার্য্য সকল বিস্মৃত হইয়া ক্ষণকাল আনন্দমূর্চ্ছা প্রাপ্ত হইলেন এবং তৎপরে বাহ্যভাব প্রকাশ করিয়া তৎক্ষণাৎ দৈত্যারি কৃষ্ণের আদেশানুসারে কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন। (৬) শ্রীকৃষ্ণও তখন আনন্দভরে প্রিয়তম নর্ম সখাবৃন্দের কার্য্যকলাপ দর্শনাভিলাষে এবং এই পর্বোপলক্ষে স্বীয়গণের বৈচিত্রী রচনা করিতে ইচ্ছা করিয়া ধেনুবৃন্দের উদ্দেশ্যে গমন করিলেন। (৭—৯) শ্রীরাধাকে ব্রজবনে অভিষেক করিবার জন্য প্রবল উৎকণ্ঠা-গ্রস্তচিত্ত এবং অভীষ্টতম এই মুরারির নিজ বৃন্দাবন-রাজ্যাভিষেককালীন বিচিত্র ভাবরাজি সন্দর্শন করিতে শ্রীরাধা উৎসুকা হইলেন। এ দিকে যুগলকিশোরের লীলা ও সৌন্দর্য্যদর্শন-বাঞ্ছায় সখীগণ ব্যাকুল ও কালবিলম্ব সহ্য করিতে না পারায় খেদযুক্ত হইলেন। ইঁহাদের সকলেরই প্রচুরতর সুখসৌভাগ্য-দর্শনাকাঙ্ক্ষায় দেবী পৌর্ণমাসী নানাবিধ কার্য্যে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। তখনই ঊর্দ্ধদেশে দণ্ডায়মানা বৃন্দা আকাশবাণীচ্ছলে দূর হইতে নিজের বাক্যরূপ সুধারাশি বর্ষণ করিয়া প্রেমার্দ্র ব্রজবাসীগণের কান্তি (শোভা বা ইচ্ছা) রূপ কল্প-লতাকে আনন্দভরে সাতিশয় উৎফুল্ল করিলেন। (১০) "হে যোগীশ্বরি পৌর্ণমাসি! বিশ্ব-বন্দিত বৃন্দাবন-ভূমিতে সুবর্ণ-সমূহের মহাসৌন্দর্য্য-মণ্ডিত মণি-খচিত সিংহাসনে অতুলগুণ-সমুদ্র-জাত এই চন্দ্রলক্ষ্মী রাধাকে

শীঘ্রই অভিষিক্ত কর। (১১) "চন্দ্রমাতে জ্যোৎস্না রাশির উদয়বৎ রাধাতে এই অভিষেক-কান্তিধারা বৃন্দাবনে, গোকুলে এবং সমগ্র পৃথিবীতে অতুলনীয় শোভা-সমৃদ্ধি আনয়ন করিবে। যেহেতু যোগ্য পাত্রে বিভব (ধন, ঐশ্বর্য্য ইত্যাদি) উপস্থিত হইলে জগতেরই প্রীতি দান করে। (১২) "বৃন্দাবনের যাহা বিভূতি (সম্পত্তি, মাহাত্ম্য ইত্যাদি) আছে, এবং সাক্ষাৎ কৃষ্ণপ্রাণা ও প্রিয়সখী-পরিবেষ্টিতা যে রাধা আছেন—তাহাতে অগ্ন শ্রীকৃষ্ণ মহোৎসব-সম্পাদনে তাঁহাকে অভিন্ন সম্পত্তি-শালিনী করিয়া স্বয়ং প্রেমভরে অভিষেক করিতে চেষ্টা করিতেছেন।" (১৩) "ব্রজ যেরূপ আমার প্রতি প্রেম প্রকাশ করিতেছে, তদুপযুক্ত উপকৃতির সীমায় থাকিতেও আমার যোগ্যতা নাই অর্থাৎ আমি ঐ প্রেম-ঋণ শোধ করিতে সমর্থ নহি"—এইবোধে সম্প্রতি বনদেবী ঐ ব্রজের দৃষ্টিপথে আসিতেও সঙ্কোচ অনুভব করিতেছে। (১৪) "অতএব হে পৌর্ণমাসি! যশোদা প্রভৃতি পুরন্ধ্রীগণ কর্তৃক শ্রীরাধাকে তাঁহার মূর্তিপ্রতিম সখীগণ-সম্মুখে এই গোষ্ঠরাজ বৃন্দাবনে আনিয়া অধিবাস-কার্য্য সমাধা কর। অথবা শ্রীরাধার অংশরূপা 'চন্দ্রকান্তি' নামে যে গন্ধর্ব্বা আছে, তাঁহার সখীগণ সমবেত হইলে ইঁহার অধিবাস কার্য্য সম্পাদন কর। তুমি স্বয়ং বনদেবী বৃন্দাদি ও ছায়া সংজ্ঞা প্রভৃতি দেবীগণ কর্তৃক তাঁহাকে বৃন্দাবনরাজ্যে অভিষিক্ত কর। (১৫) ব্রজবন যেভাবে শোভা পায়, যে ভাবে রাধারও শোভা-সমৃদ্ধি হয়, এবং যেরূপে অন্যোন্য-মিলনশোভার চমৎকারিত্বও হয়,—ইহাদের মাধুর্য্যে অলৌকিকত্ব ত তুমি স্বয়ংই উপলব্ধি করিতে পারিবে, অতএব তদ্বিষয়ে বর্ণনার প্রয়োজন নাই। (১৬) হে পৌর্ণমাসি! আগামী কল্য এই মধু (চৈত্র) মাসের পূর্ণিমাতিথিতে শ্রীরাধাকে ত অবশ্যই অভিষেক করিবে। অগ্যই নিখিল উৎকৃষ্ট-গুণরাজি-বিরাজিতা শ্রীরাধার গন্ধাদি দ্বারা অধিবাস-মঙ্গলও সমাধা করা চাই। (১৭) হে রাধে! তুমিও ইহাতে ধৃষ্টতা-বুদ্ধিতে সঙ্কোচ করিও না—যেহেতু ইহাতে নিখিল দুঃখনাশ হইবে। দেখাও ত যায় যে অধৃষ্টা (সলজ্জা) কুল-কন্যারাও সভায় বিগতলজ্জা হইয়া পতিবরণ করিতে যাইয়া থাকে।" (১৮) শ্রীরাধা-সখীগণ এই পৌষ্কর [আকাশ-সম্ভূত, শ্লেষপক্ষে পদ্মজাত] বাক্যরূপ মধু কর্ণরূপ চষকে মুহুর্মুহু পান করিয়া নিজ নিজ নিকটস্থিত

সখীগণকে পরস্পর আলিঙ্গন করিতে লাগিলেন। এইরূপে তাঁহারা ক্ষণকালের জন্য নিজপর-ভেদ-রহিত হইলেন!! (১৯) তখন ব্রজ-মণ্ডলে সকল লোকের মহা কলকল নাদ এবং বিবিধ বাদ্যের মহাধ্বনি সমূহ শ্রুতিজয়ী হইয়াছিল অর্থাৎ বেদধ্বনি-সমূহকে পরাজয় করিল অথবা অন্য কোনও ধ্বনিই শ্রুতিগোচর হইল না!! ঐ তুমুল শব্দের সহিত তুলনায় অমৃত-মন্থনের সময়ে মহাগর্জনোত্থ গর্ব্বাদির আতিশয্য বহন করিয়াও সিন্ধু খর্ব্বতাই স্বীকার করিল!!

বৃন্দার আগমন ও কার্য্যতৎপরতা

(২০) তখন এইস্থলে পৌর্ণমাসী উপবেশন করিলেন, তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ পুলকে ব্যাপ্ত; বৃন্দা তাঁহার কথা না ভুলিয়া নিকটেই উপস্থিত হইলেন—আনন্দব্যঞ্জক-গদ্‌গদস্বরবিশিষ্টা এবং নিখিল-সখীগণের মাল্য সমূহে ভূষিতকরা বৃন্দা বলিলেন—(২১) "যে বাঞ্ছিত লক্ষ্মী (সমৃদ্ধি) দুঃখকর কোপের অভ্যুত্থান করিয়াছিল—তাহাই এক্ষণে প্রচুরতর আনন্দজনক মহোৎসবে সহায় হইল। অহো! লোক (পৃথিবী বা জন) সমূহের রতিনাশন অমাবস্যা তিথিকে পূর্ব্বে রাখিয়াই তৎপশ্চাৎ চন্দ্রমা জগতের নেত্রোৎসবদান করিয়া থাকে! (২২) "হে ভগবতি! আমাদের কর্ণগোচরীভূত আকাশবাণী অনুসারে বৃন্দাবনরাজ্য-শাসনের জন্য শ্রীরাধাকে প্রিয়তম শ্যাম কর্ত্তৃক গ্রথিত বা স্পৃষ্ট এই প্রসাদরূপ মাল্য-সমূহ দ্বারা ভূষিত করিয়া ইঁহার অধিবাস কার্য্য সমাধা করুন!" (২৩) বৃন্দার এই রমণীয় বাক্য শুনিয়া সেই সুন্দরীগণ ও পৌর্ণমাসী ক্ষণকাল কিং কর্ত্তব্যবিমূঢ় হইলেন; কেন না, আনন্দ-বন্যা পূর্ব্বেই বুদ্ধিবৃত্তিকে উন্মত্ত করিয়া থাকে। (২৪) সেস্থানে তখন চতুর্দ্দিক হইতে শ্রীরাধার প্রণয়ময়-স্বভাবে মঙ্গলময়ী পদ্মনয়না নারীগণ উপস্থিত হইলেন! তাঁহাদের ভূষণ-ধ্বনিতে আকাশ ও পৃথিবী উভয়ই যুগপৎ মুখরিত হইতেছিল। এবং গমনভঙ্গীতে হংসরাজিও পরাজয় স্বীকার করিয়াছিল। (২৫) পূর্ণচন্দ্রের জ্যোৎস্না-দর্শনে যেমন চকোরগণ আনন্দিত হইয়া আগমন করে—তদ্রূপ আনন্দিতা কুন্দলতা সেস্থানে উপস্থিত হইলেন; অত্যুৎকৃষ্ট প্রমদমদে বিভোর হইয়া ধনিষ্ঠাও আসিলেন এবং প্রেম-সৌন্দর্য্য ও রসভরে আনন্দিতা নান্দীমুখীও সমাগতা হইলেন।

কুন্দলতার মুখে ব্রজমণ্ডলব্যাপী আনন্দের সংবাদ

(২৬) এই তিনজন পৌর্ণমাসীকে প্রণাম করিলেন এবং আনন্দাশ্রু-পাত করিতে করিতে সখীগণের সহিত মিলিত হইলেন। তখন সুভদ্র-পত্নী কুন্দলতা মধুধারা দ্বারা জগৎ সমূহকে পরিষিঞ্চন করিয়াই যেন বলিতে লাগিলেন—(২৭) "এই মহোৎসব-উপলক্ষে সম্প্রতি বন্ধুগণের হৃদয়ে আনন্দ আর ধরে না; আর ইয়ত্বা করিয়া বলাও চলে না। এই প্রমোদ শীঘ্রই ব্রজভূমিকে পরিপূর্ণ করিয়া চতুর্দ্দিকে প্রসৃত হইয়া সমগ্র জগৎকেও আপ্লুত করিয়া তুলিয়াছে !! (২৮) **কৃষ্ণ-বন্ধুগণ** কেহ কেহ গদ্‌গদ বাক্যে পরস্পর ইষ্টগোষ্ঠী করিতেছেন, কেহ বা তাঁহাদিগকে পুলকাঞ্চিত দেহে পরিহাসই করিতেছেন—আবার কেহ কেহ বা হাস্য করিতে করিতে নিজ নিজ বেশ-বিন্যাস করিতেছেন—অপর কেহ বা ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিয়া করিয়া শোভাবিস্তার করিতেছেন ! (২৯) ব্রজেন্দ্র (নন্দ মহারাজ) কর্ত্তৃক নিযুক্ত **ভৃত্যগণ** আভীর-পল্লীর রচনা জন্য ঘোষণা করিতে (লোক ডাকিতে) গিয়া আনন্দাতি-শয্যে বাকৃস্তম্ভই প্রাপ্ত (মূক) হইলেন—পূর্ব্বেই যদি লোকেরা স্বয়ং এই কার্য্যে যোগদান না করিত, তবে যে রাজভৃত্যগণ কি উপায় করিতেন বলা যায় না !! (৩০) "হে ব্রজেন্দ্র ! স্নেহভরে এই কথাটি যেন অদ্য ভুলিও না—'শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধা সমগ্র জগতের শিরোদেশে বিরাজ করেন।' পুনঃ পুনঃ উত্থিত এই নীরব বাণী কি সত্য না হইয়া পারে ? সেই **নন্দমহারাজ** বিস্ফারিত-নেত্রে কেবল এই কথাই মনে মনে বলিতেছেন ! (৩১) সম্যক্ দীপ্ত জ্যৈষ্ঠমাসীয় সূর্য্য যেরূপ নিজকন্যা যমুনার সৌন্দর্য্য কামনা করিয়া প্রথমতঃ জলরাশি সঞ্চয় করে, তৎপরে মনোরম বর্ষাকাল প্রাপ্ত হইয়া উহার প্রতি জলসিঞ্চনচ্ছলে আনন্দের সহিত জগতে বর্ষা করিয়া থাকে—তদ্রূপ প্রফুল্লমনা রাজা **বৃষভানু** নিজ কন্যা রাধার সৌভাগ্য বাঞ্ছা করিয়া বিশ্বের যত ধন আছে, সকলই সঞ্চয় করিতেছেন ; তাঁহার এই ইচ্ছা যে শ্রীরাধার শোভমান অভিষেক-মহোৎসব আগত হইলে তিনি এই ধন সকল জগদ্বাসীকে সহস্র প্রকারে আনন্দে বিতরণ করিবেন। (৩২) **বৃদ্ধাগণ** অদ্য মুহুর্মুহু এই সুন্দর

কথাই বলিতেছেন—বাল্যকাল হইতে আমরা যত পুণ্যপুঞ্জ অর্জন করিয়াছি, তাহার ফলে যেন আমরা মহাভিষেক-শোভাসমৃদ্ধিমতী গান্ধর্ব্বাকে দেখিতে পাই !! (৩৩) শ্রীরাধার অভিষেকোৎসবে অতিমত্তা জীর্ণদেহা **মুখরা** গোপরাজ-মহিষীর সভায় সমাগতা গোপীমণ্ডলীর সম্মুখে এমন নৈপুণ্যের সহিত গান করিতে করিতে নৃত্য করিতেছেন, যাহাতে কলকলধ্বনিযুক্ত এক মহাহাস্যরস মূর্ত্তিমান্ হইয়া উঠিল !! (৩৪) 'শ্রীরাধার বৃন্দাবনরাজ্যে অভিষেক আমিই সম্পাদন করিব।' এই ভাবিয়া উহারই প্রতি পদে পূরণ কামনা করিয়াই কি **কীর্ত্তিদার স্তন্য** অনবরত ক্ষরিত হইতেছিল ? (৩৫) কীর্ত্তিদা নিজ কন্যার অভিষেকোৎসবের পরামর্শ-উদ্দেশ্যে ব্রজেশ্বরীর নিকট গেলে মা যশোদা তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন। তখন **সভাস্থ সকলেই** অশ্রুসিক্ত-নয়নে বলিয়া উঠিলেন—"এই ভাবে বহু বহু সুতোৎসব করিয়া আপনারা দুইজনে আমাদিগকে সতত পালন করুন !" (৩৬-৩৭) "আহা ! কোটি কোটি প্রাণ দিয়া নির্মঞ্ছন করি—অপত্যের প্রতি আমাদের দুইজনের কোনই ভেদবুদ্ধি নাই ! অতএব হে সখি ! তোমার কন্যা রাধাকে পাঠাইয়া আমার প্রাণরক্ষা করিও ; একথা তোমাকে বলাই ব্যর্থ।" এই বলিয়া ব্রজেশ্বরী পক্কবুদ্ধি গোপীগণের সহিত পরামর্শ করিলেন এবং তৎপরে কৃপাসিক্ত-নয়নে আমাকে, ধনিষ্ঠাকে ও নান্দীকে সম্মুখে দেখিয়া আর্য্যা পৌর্ণমাসীর শ্রীচরণে প্রণয় পূর্ব্বক এই বিজ্ঞাপন পাঠাইয়াছেন—

কুলবৃদ্ধাদের পৌর্ণমাসী সকাশে আজ্ঞা-প্রার্থনা

(৩৮) "হে ভগবতি ! আমরা সতত আপনার আগমন-পথের দিকে নিরীক্ষণ করিয়াই আছি—সম্প্রতি রাধিকার গৃহে অবস্থান করিতেছেন শুনিয়া এই দাসীগণ আপনার শ্রীচরণ-কমলে প্রণাম পূর্ব্বক এক্ষণে এস্থলে আপনার শুভ বিজয় ইচ্ছা করিয়া একটি নিবেদন করিতেছে —(৩৯) 'সম্যক্ দৃষ্টপূর্ব্ব ও শ্রুতচর পদার্থ-সমূহবিনিন্দি এই বৃন্দাবন—ব্রজের জীবনরূপেই শোভাবিস্তার করিতেছে। আবার নিপুণগুণা রাধাও ইহার সৌভাগ্যলক্ষ্মীস্বরূপা, অতএব শ্রীরাধার বৈভব এবং স্বভাব এই ব্রজে পরিস্ফুটই রহিয়াছে। (৪০) 'হে ভগবতি ! এই গোষ্ঠে

আপনিই পূর্ণকুন্তলক্ষ্মীরূপা অধিষ্ঠাত্রী দেবী অর্থাৎ ব্রজের সুখ-সৌভাগ্য প্রভৃতির মূলীভূত আশ্রয়। আবার শ্রীরাধাও এই ব্রজমণ্ডলে সদা সুখদানের নিয়ম-রূপ ব্রতদীক্ষা গ্রহণ করিয়াছে। অতএব বৃন্দাবনের মণিবেদিতে রাধাকে অভিষেক করিবার জন্য আপনাকে আমরা ভক্তিভরে ভজন করিতেছি। (৪১) 'অতএব শীঘ্রই আপনি অধিবাসপর্ব্ব-লক্ষ্মীর প্রারম্ভ রচনা করুন। আমরাও তাহাতে লব্ধকাম হইব (আমাদের ইচ্ছাও ইহাতেই পূর্ণ হইবে!)। ঐ মহোৎসব-সৌন্দর্য্য স্বয়ংই সকলের নয়নরাজি আকর্ষণ করিতে সমর্থ; কিন্তু তাহার সহিত যদি মহালক্ষ্মী (সর্ব্বলক্ষ্মীময়ী শ্রীরাধা) উদিতা হয়েন—তবে যে কি হইবে বলাই যায় না!! (৪২) 'শ্রীরাধার স্বভাবে মোহিত হইয়া আমি পূর্ব্বে তাহার জন্য যে সকল মণিগণ-মণ্ডিত হারাবলি গ্রন্থন করিয়াছিলাম, অদ্য এই মঙ্গলময় অভিষেকশোভার সহিত পরম মনোহারী ঐ মুক্তামালা-সমুদয়ও প্রতিপদেই শ্রীরাধাকে সুসজ্জিত করুক।" (৪৩) এইরূপে কৃষ্ণমাতা যশোদার আজ্ঞারূপমাল্য প্রাপ্ত হইয়া আমরা উৎফুল্লচিত্তে শীঘ্রই এখানে আসিতে আসিতে পথে পথে হর্ষভরে ভ্রম হওয়ার দরুণ বা ভ্রমরগণ কর্তৃক পরিব্যাপ্ত হওয়া বশতঃ নিজেদের দেহেও বিচিত্র শোভা সম্পাদন করিয়াছিলাম বা বিভ্রমবতী হইয়াছিলাম। আমরা আনন্দে আত্মহারা হইয়া দিগ্‌বিদিক জ্ঞানশূন্য হইয়াছিলাম।

শ্রীকৃষ্ণের আনন্দ-বিশেষ বর্ণনা

(৪৪) বিস্তারিত মেঘমালা প্রাপ্তিতে বিদ্যুৎ যেমন তৎক্রোড়ে খেলা করে এবং ঐ মেঘও আবার পর্ব্বতে নিজকান্তি প্রতিফলিত করিয়া তদুপরি পুনঃ পুনঃ গতাগতি করে—তদ্রূপ মহামহোৎসবাভিলাষী বন্ধুগণ ফুল্লাঙ্গ রসময় গোবিন্দকে প্রাপ্ত হইয়া (তাঁহার নিকটে আসিয়া) নৃত্য করিতে লাগিলেন। এবং শ্রীকৃষ্ণও তখন শ্রীরাধার বিগ্রহে নিজ জ্যোতি উত্তমরূপে বিকীরণ করিতে করিতে সুবলের হস্তধারণপূর্ব্বক পুনঃ পুনঃ গমনাগমন করিতে লাগিলেন।

———

চন্দ্রাবলী ও তৎসখীগণের তাপ

(৪৫) বৃন্দাবন-রাজত্বলাভে লুব্ধচিত্তা কোন্ কৃষ্ণকান্তাই না গোষ্ঠে বিরাজমানা আছেন? এক্ষণে শ্রীরাধার রাজ্যপ্রাপ্তির কথায় কোন্ রমণীই না প্রশংসা করিতেছেন? উপাধিশূন্য প্রেমময় এই ব্রজে এই ভাব যুক্তিযুক্তই বটে !! (৪৬) অস্থ ত্রিভুবন ব্যাপিয়া কেবল হর্ষই (আনন্দই) বিরাজ করিতেছে। কিন্তু চন্দ্রাবলির হৃদয়ে কিন্তু উহাই মহা আধির (মনঃপীড়ার) কারণ হইল !! অধিক আর কি বলিব? লোকলজ্জায় **চন্দ্রাবলি** অস্থ মঙ্গলোত্থ বলিয়া ভ্রমোৎপাদক বাষ্পপ্রবাহ দ্বারা নিজের গর্ব্বজনিত ব্যাধিকে গোপন করিলেন কি? অথবা সমানভাবাপন্না গোপীগণের লজ্জায় নিজের আধিরূপ ধনকে ঐ অশ্রুপাত গোপন করিয়াছে কি? (৪৭) **পদ্মার** নাম যখন পদ্মপুষ্পের সাদৃশ্য বহন করিতেছে তখন চন্দ্রাবলী (চন্দ্রকিরণ) সহ সখ্যবিধান যুক্তিযুক্ত নহে; এইজন্যই কি এই মহাধিরাজ [সম্রাজ্ঞী রাধা, পক্ষে মহামনোব্যথা] চন্দ্রাবলীর দর্শনেই পদ্মাকে নিরতিশয় ম্লান হইতে আদেশ করিয়াছে? [সূর্য্যদর্শনে যেরূপ চন্দ্র এবং তৎপক্ষীয়গণের কান্তিনাশ হয়, তদ্রূপ শ্রীরাধার মহোদয় দর্শনে চন্দ্রাবলী ও পদ্মার পরমদুঃখ হইয়াছে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে নামসাদৃশ্যে সূর্য্যপক্ষীয় হইয়াও কিন্তু চন্দ্রাবলীর সম্পর্কে আসাতে পদ্মারও মলিনত্ব-প্রাপ্তি হইয়াছে !!]

অন্যান্য গোপীগণের ভাব-বাহুল্য

(৪৮) তটস্থা (ভদ্রাদি) নারীগণ এই কৌতুকে সুহৃদ্ভাব অবলম্বন করিলেন, শ্রীরাধার সুহৃৎপক্ষ (শ্যামলাদি) তাঁহার সহচরীত্ব প্রাপ্ত হইলেন এবং ললিতাদি সহচরীগণও হর্ষভারে স্তব্ধ হইয়াই যেন অন্যত্ব (সাহচর্য্য-ব্যতিরিক্ত অন্যভাব) প্রাপ্তি করিতে পারিলেন না !! (৪৯) ঐ দেখ—গান্ধর্ব্বার গৃহে বিকসিতনেত্রা রসময়ী সখীমণ্ডলী আসিতেছেন। তাঁহারা দ্রুতচিত্ত আমাদের মহোৎসবরূপ এই সমুদ্রে নদীবৎ আগমন করিয়া সাহায্য করিতেছেন। [অর্থাৎ নদী যেমন অন্যান্য জলাশয় সমূহকে সমুদ্রে পতন করিবার জন্য সাহায্য করে, তদ্রূপ উহাঁরাও

অশ্রুসিক্ত-নয়নে আসিয়া আমাদের স্বভাবতঃ দ্রুতচিত্তকে অধিকতর সংসিক্ত করিতেছেন।]

পূর্ব্বকৃত্য সম্পাদন জন্য পৌর্ণমাসীর আদেশ

(৫০) যোগীশ্বরী পৌর্ণমাসী কুন্দলতার মুখে এইসব কথা শুনিয়া প্রফুল্লদেহা হইয়া রাধার সখীগণকে অভিষেকের কৃত্য করিতে আদেশ দিলেন। তাঁহার এই আদেশ-বাণীর সমসময়েই পুষ্পবৃষ্টি হইলে জনমণ্ডলী মনে করিল যে তাঁহার সেই বাণীই যেন মূর্ত্তিমতী হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে !! (৫১) সখীগণ তখন মহোৎসবের সকল অনুষ্ঠান রচনা করিলেন, কি সেই মহোৎসবই সখীগণকে কার্য্যপ্রবৃত্ত করিয়াছিল—তাহা জনগণ সম্মুখে দর্শন করিয়াও বিন্দুমাত্র নির্দ্ধার করিতে পারিল না !! (৫২) প্রধানা প্রধানা সখীগণ পরস্পর দেহে বাহুলতা দ্বারা আলিঙ্গিত ও স্বরযোজনায় মিলিত (একতান) হইয়া ইতস্ততঃ ঘুরিয়া ঘুরিয়া যে গান করিতে লাগিলেন—এবং চিত্তেও তাঁহারা সকলে যে দ্রবভাব প্রাপ্ত হইয়া একত্ব প্রাপ্ত হইলেন—ইহা আদৌ বিচিত্র নহে !!

তত্রত্য আনুষ্ঠানিক ব্যাপার

(৫৩) সেই মহোৎসব-সুষমা—শিল্পকলাবিদ্‌গণের চিত্রাবলি-রচনায়, লেখনেচ্ছুদিগের জগতের আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য ঘটনাবলি-নির্ম্মাণে এবং সখীদিগের অলঙ্কার-নির্ম্মাণকালে মনে ও হস্তে উত্তমরূপে স্ফূর্ত্তি পাইতে লাগিল। (৫৪) পূর্ব্বশৈলবৎ উচ্চ মণিকুট্টিমের উপরিভাগে যে দেদীপ্যমান **চন্দ্রাতপ** প্রসারিত ছিল—তাহা গান্ধর্বারূপ শারদপূর্ণচন্দ্র-মূর্ত্তির সান্নিধ্যই তখন সংসূচনা করিতেছিল। (৫৫) গৌরাঙ্গী গোপাঙ্গনাগণ ইন্দ্রনীলমণি-নির্ম্মিত বেদীসমূহের উপরে পৃথু পৃথু স্বর্ণনির্ম্মিত **পূর্ণকুম্ভ**রাজি বিন্যাস করিতে লাগিলেন—তাহাতে মনে হইল যেন হাস্যনয়না সখীগণ শ্যামসুন্দরের বক্ষে নিজ স্তন-শোভা সমর্পণ করিয়া অনুরাগে রঞ্জিতই হইয়াছেন। (৫৬) তৎপরে চতুর্দ্দিকে **ধূপধূম**রাজি মেঘাকারে উত্থিত হইয়া পরিমল বর্ষণ করিলে লোকগণ আনন্দিত হইল। তদনন্তর অভিষেক-মঙ্গলের পুষ্পশোভিত **দীপাবলি**-রূপ-কদম্বমালা

উত্তোলিত হইয়া সর্ব্বত্র আনন্দ বিস্তার করিল। (৫৭) সখীগণ **মঙ্গলমধুরধ্বনি** দ্বারা চতুর্দ্দিক মুখরিত করিতেছেন—(শ্যামপক্ষ) কলহংসবৎ তাঁহাদের নয়নসমূহ কর্ত্তৃক উহ্যমান হৃদয়-রথে আরোহণ করিয়া শ্রীরাধা ঐ **রত্নসিংহাসনে** সুন্দররূপে বিজয় করিলেন। (৫৮) তৎপরে শ্রীসখীগণ পৌর্ণমাসীর নির্দ্দেশমত বিধিপূর্ব্বক **অঙ্গমার্জনাদি** করিয়া শ্রীরাধার শোভা সম্পাদন করতঃ নিজ নিজ করকমলদ্বারাই তাঁহাকে মহোৎসবে অভিষেক করিলেন এবং নিজ নয়নরূপ উত্তম নট-সমূহকে **নৃত্য** করাইলেন। (৫৯) সূক্ষ্মবস্ত্রদ্বারা তাঁহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ মার্জিত হইলে তাঁহাকে তখন ধৌত কৌষেয় **বস্ত্র পরিধান** করান হইল। তাহাতে এক অনির্বচনীয় কান্তির উদ্‌গম হইল। তাঁহার এই **লাবণ্যকে** পর্বোপলক্ষে সমাগত লোকসমূহ নানাভাবে **নির্মঞ্ছন** করিয়া অন্তরে সাতিশয় সুখানুভব করিলেন বটে, কিন্তু তাহাতে আবার তাঁহাদের বিভ্রান্তিও উপস্থিত হইল!! (৬০) উত্তম তূলিকা-রচিত অন্ত একটি সুন্দর আসনে পাদপদ্মদ্বয় ধারণ করিয়া শ্রীরাধা মঙ্গলকলস দীপাদি ও সভ্যগণ কর্ত্তৃক সাক্ষাৎ ভাবে সেবিত হইয়া মঙ্গল কিরণমালা বিকীর্ণ করিতে থাকিলে মনে হইল যেন আলোকরাজির কুলদেবতাই বিরাজমান রহিয়াছেন। (৬১) তৎপরে প্রধানা সখীগণ বহুবিধ কুসুম ও মৃগমদ চন্দন প্রভৃতি **বিলেপনাদির** সুষমায় বিচিত্রাঙ্গী করিলেন। সুন্দর-ভাবে তাঁহার **বেণী-গ্রন্থন** করিলেন। তাঁহারা মৃদুহাস্যমণ্ডিত মণিময় **দর্পণরূপ নয়নে** তাঁহার কান্তি দর্শন করিলেন এবং নিজ **কান্তি-প্রদীপে** ও **ভূষণশব্দাদিরূপ ঘণ্টাশঙ্খবাদ্যে** তাঁহাকে অর্চ্চনা করিলেন। (৬২) অধিবাসমঙ্গল করিতে করিতে সখীগণ মনে মনে ভাবিলেন যে ব্রজেশ্বরী-পরিচালিত সভা (সভ্যগণ) যদি এইস্থানে উপস্থিত হন—তবে মঙ্গলই হয়। ইহা কিছু আশ্চর্য্যের বিষয় নহে যে এতাদৃশী গোপীগণের সংকল্পরূপ কল্পবৃক্ষ-বীজের অঙ্কুরোদ্‌গম হইতে না হইতেই ফলবান্ হইবে!! (৬৩) তৎক্ষণাৎ **যশোদা** প্রভৃতি পুরন্ধ্রীগণ শ্রীরাধার অধিবাস-মঙ্গল সাধন করিবার জন্য শীঘ্রই তথায় উপনীত হইলেন। তাঁহারা কিন্তু পূর্ব্বেই শ্রীরাধার আনত অঙ্গলতাকে আলিঙ্গন করিয়া নিজেরাই অধিবাসিত (সুগন্ধিত) হইলেন। (৬৪) ব্রজেশ্বরী যখনই শ্রীমতীকে অশ্রুসিক্তনয়নে আলিঙ্গন করিলেন—তখন বিধিমত অভিষিক্ত

হওয়ার পূর্ব্বেই শ্রীরাধা ব্রজবনাধীশ্বরত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন—সন্দেহ নাই। বস্তুতঃ শ্রীরাধা সম্বন্ধে মা যশোদার এতাদৃশ প্রেমা স্বতঃই প্রকাশ হয়, কিন্তু রাজ্যার্পণেই যে এই স্বরূপ প্রকট হইল, তাহা নহে। (৬৫) যখন মা **রোহিণী** তাঁহার শিরোঘ্রাণ করিলেন, তখন তাঁহার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে পুলকাঙ্কুর সমূহের উদ্গম হইতেছিল—শ্রমজলসহ অনুরাগের রক্তিমায় তাঁহার অঙ্গ লোহিতবর্ণ ধারণ করিয়াছিল এবং তিনি নিখিল আনন্দরাশিরও বন্দনীয় (অত্যুৎকৃষ্ট) প্রমোদরাজি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। (৬৬) 'দৌহিত্রী রাধার এই সম্পত্তি দেখিবার জন্যই এই বৃদ্ধা জীবিতা আছে।' এই বাক্য বলিয়াই **মুখরা** শ্রীরাধার মুখ বারম্বার চুম্বন করিতে থাকিলে তখন কোন্ জনই বা হাস্য সম্বরণ করিতে পারিয়াছিল ? (৬৭) স্তন্যপ্রবাহে রাধার অঙ্গরাগ বিলুপ্ত হইতে পারে—এই ভয়ে মা **কীর্ত্তিদা** তাঁহাকে মৃদুভাবেই আলিঙ্গন পূর্ব্বক বলিলেন—'জননি! মুখ আচ্ছাদন করিও না, তোমার মহোৎসব উপলক্ষ করিয়াই এই সুন্দরীগণ নিমন্ত্রিত হইয়া আসিয়াছেন। (৬৮) তাঁহারাও তখন বলিলেন—'মা, তোমার সঙ্কোচের কথা আমার বিশেষভাবেই অবগত আছি। আমাদের চক্ষু তোমার মুখশোভা দর্শন জন্য সাতিশয় তৃষিত—কাজেই নিজের এই (শোভা) সম্পত্তিদ্বারা আমাদিগকে শীঘ্র প্রীতিদান কর (সন্তুষ্ট কর) ॥

অধিবাস-কৃত্য-বর্ণনা

(৬৯) এই মহাধিবাসকৃত্য আরম্ভ করিবার জন্য এই নারীগণ পরস্পরের নিকট অনুজ্ঞা যাচ্ঞা করিতে লাগিলেন। যেহেতু একই বিষয়ে অন্য নিরপেক্ষ হইলেও প্রেমিকগণ স্বজাতীয়াশয়-সম্পন্ন যূথে পারবশ্যত্ব অঙ্গীকার করেন। অর্থাৎ পরস্পর উত্তমরূপে পরামর্শ করিয়া প্রেমাস্পদবস্তু-বিষয়ক কর্ম্ম সমাধা করেন। (৭০) রাধার সেই অধিবাস-মঙ্গল আরম্ভ হওয়ার সময়ে এক বিচিত্র সম্পত্তি প্রকট হইয়াছিল—যোগীশ্বরী পৌর্ণমাসী শান্তিপাঠ করিতে থাকিলেও কিন্তু দর্শক-মণ্ডলীর চক্ষুর অশান্তি (অতৃপ্তি) উত্তরোত্তর বৃদ্ধিই পাইতে লাগিল !! (৭১) যে সকল মরুৎ (দেব) গণকে দীপাদির ব্যাঘাত না করিয়া সুচারু নৈপুণ্য-সহকারে কুসুমবর্ষণ করিতে ইন্দ্রদেব অনুশাসন করিয়াছেন, তাঁহারাই এই শুভকার্য্যে দেবকুসুম (পারিজাত, মন্দার প্রভৃতি) সমূহের

মনোজ্ঞ বর্ষা করিয়া প্রকৃষ্টরূপে শোভাবৃদ্ধি করিলেন। (৭২) সর্বোত্তম বিবিধ পণব (ঢক্কা) প্রভৃতি বাদ্য বাজিতে লাগিল—নিখিল সভ্যসমাজ বিস্ফারিতনয়ন হইলেন—তখন বৃন্দাদেবী মাল্যসমূহ অর্পণ করিয়া শ্রীরাধাকে নিজ বনাধিপত্যে বরণ করিলেন। (৭৩) তখন শ্রীরাধার বদন-চন্দ্র দর্শন করিয়া অন্য (আকাশস্থ) চন্দ্রকে ত্যাগ করিয়া চকোরগণ সখীসকলের নয়নচ্ছলে এবং তারকাবলি বরণ-কালীন মণি-প্রদীপের ছলে আনন্দভরে ইতস্ততঃ নর্ত্তন করিতে লাগিল। (৭৪) শ্রীরাধার সকল বিঘ্নেরই শান্তি করিবার মানসে যোগীশা মুহুর্মুহু বেদমন্ত্র ও তন্ত্র-মন্ত্রাদি বিন্যাস (পাঠ) করিতে লাগিলেন, নিজের হর্ষাতিরেকে কিন্তু মোহবশতঃ সন্দিগ্ধ বা বিচার্য্য বিষয়ের প্রতিবিধান করিতেও জানিলেন না !! (৭৫) অহো! নিজসৌন্দর্য্যের সহিত যে অর্ঘ বন্ধুগণের [পাঠান্তরে—বিঘ্নগণের] ঘন ঘন কম্প উৎপাদন করিয়াছিল—সেই অনর্ঘ্য মহামূল্য বা মহাপূজ্য **অর্ঘ** (দুর্বাক্ষত চন্দনপুষ্পাদি মিশ্রিত জল) শ্রীরাধার দেহে পৌর্ণমাসী কর্তৃক অর্পিত হইয়া সুমঙ্গল কার্য্যে স্থিরতরত্ব আনয়ন করিল। (৭৬) হে রাধে! তোমার পদ-নখরে বন্দী অথবা পদনখ-বন্দনাকারী এই শুভ্রচন্দ্রের সহিত তোমার মুখ কখনও সখ্যবিধান (একত্রাবস্থান) করিতে পারে না—অতএব মৃগনাভি দ্বারা কৃষ্ণবর্ণ এই প্রশস্ত **ললাটদেশে** ঐ সখ্য হউক—এই মনে করিয়াই বুঝি পৌর্ণমাসী মৃগমদ দ্বারা তথায় **চন্দ্রলেখা** অঙ্কিত করিলেন। (৭৭) অনন্তর আর্য্যাগণ শত শত সুগন্ধি দ্রব্য দ্বারা **সুবাসিতা** শ্রীরাধাকে ওষধাদি মঙ্গলময় **কবচধারণ** করাইলেন এবং উচ্চৈঃস্বরে গান করিতে করিতে বস্ত্রাবৃত হরিদ্রারস ও তৈলযুক্ত দূর্ব্বাগ্রের দ্বারা তাঁহার **রক্ষাবন্ধন** করিলেন। (৭৮) বৃন্দাবন 'শ্রীরাধা স্মরতনাথের উজ্জ্বল রসসত্র' বলিয়া সর্ব্বত্র সম্মানিত, উহা কৃষ্ণরাজ্য বলিয়া সর্ব্বজগদ্‌বিলক্ষণ শোভা-সম্পত্তিযুক্ত, অত্যুৎকৃষ্ট গন্ধশীল পুষ্পফলাদি ও শ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ ফলপাকান্ত বৃক্ষপ্রভৃতি দ্বারা উজ্জ্বল এবং পক্ষিগণের উত্তম কাকলিধ্বনিরূপ সম্পদ-বিশিষ্ট হইয়া বিরাজ করেন। এই বৃন্দাবন-বিভূতির ন্যায় শ্রীরাধাও অদ্য কৃষ্ণকর্ত্তৃক বৃন্দাবনরাজত্ব লাভ করিয়া উমা, লক্ষ্মী প্রভৃতি নারী-গণেরও আরাধ্য মহাসুষমাধারণ করিয়াছেন, উত্তমোত্তম গন্ধ, কুসুমাদি এবং অষ্ট মহৌষধি (মহাস্নানীয় দ্রব্য বিশেষ) দ্বারা সুদীপ্ত অর্থাৎ

নির্মল হইয়াছেন এবং ব্রাহ্মণগণোচ্চারিত বেদপাঠাদির মূর্ত্ত সম্পত্তিরূপে বিরাজমানা হইলেন। (৭৯) শ্রীরাধার কোমল করসন্ধিতে অঙ্গুলি সমূহ দেদীপ্যমান হইতেছিল এবং তাহাতে প্রতিসর (হস্তসূত্র) বন্ধনে সুচারুতার উদয় হইল। মনে হয় যেন মুরারিকে শীঘ্রই জয় করিবার জন্য কামদেব পঞ্চবাণ একত্র করিয়াছেন!! (৮০) সেই অধিবাস-মঞ্চে তাঁহার করপদ্মে দর্ভ (কুশ), দর্পণ ও ছুরিকা প্রভৃতির উত্তম দীপ্তি বিস্তৃত হইতে লাগিল এবং শ্রীরাধা বিশ্ববাসী সকলেরই নয়নমঙ্গল মাঙ্গল্যোচিত দ্রব্যসমূহ ধারণ করিয়া সৌন্দর্য্য বিস্তার করিলেন। (৮১) তৎপর কুলাঙ্গনাগণ স্ত্রীজনোচিত আচারবশতঃ অভিষেকোৎসবের মহামদে উন্মত্তা হইয়া পরস্পরের অঙ্গে দধি, নবনীত ইত্যাদির সিঞ্চন-কেলি করিতেছেন—এই বিলাস ব্যতীত অন্য কোনও আচারই করিবার ক্ষমতা তাঁহাদের ছিল না!! (৮২) পরিহাস-পরায়ণা কোনও কোনও গোপী ঘন হরিদ্রারসের সহিত গলিত সুগন্ধি দ্রব্যাদি বা দধিঘৃতাদি চতুর্দ্দিকে বিকীরণ করিতে করিতে পরস্পরের চক্ষুমধ্যে হঠাৎ সিঞ্চন করিয়া করিয়া পলায়ন করিতেছেন—অহো! সেই সময়ে যে ইহাঁরা মনেও দ্রবতা (স্নিগ্ধতা) প্রাপ্ত হইয়াছিলেন—ইহা কিন্তু আদৌ বিচিত্র নহে!! (৮৩) কোনও কোনও প্রৌঢ়া নারী জটিলাকে নিপুণতার সহিত আকর্ষণ করিয়া দধিঘৃত-কর্দ্দমরাশিতে নিঃক্ষেপ করিলে তিনি তথায় ভীষণ চীৎকার করিতেছেন!! শ্রীরাধা নিজ শ্বশ্রূকে সেই উৎসবে সমাগতা দেখিয়া বদন অবনত করিয়া জনমণ্ডলীর হাস্যের প্রতিবিম্বচ্ছলে নিজেও ঈষৎ মৃদুমধুর হাস্য করিলেন। (৮৪) দেবী পৌর্ণমাসীর অনুমতিক্রমে অন্যজনের অলক্ষিতে শ্রীরাধা যজ্ঞাবশেষ কিঞ্চিন্মাত্র গ্রহণ করিলেন। বিধিবিধানানুসারে ঐ দেবীকে সম্মুখে করিয়া স্বগণে শ্রীরাধা সংস্কৃত যজ্ঞভূমিকে পূজা করিবার জন্য যাত্রা করিলেন।

চত্বরে গমন, তত্রত্য সুষমা, পূজাদি

(৮৫) পূর্ব্ব হইতেই যে পথে পুরুষের গমনাগমন বিশেষভাবে নিষিদ্ধ হইয়াছে, অগ্রগামী বৃন্দাবন-কর্ত্তৃক নির্দ্ধারিত সেই পথে মা যশোদার পশ্চাৎ পশ্চাৎ প্রিয়সখীগণ কর্ত্তৃক পরিবেষ্টিতা হইয়াও তিনি মস্তক অবনত করিয়াই চলিতেছেন। (৮৬) ব্রজবনিতাগণ তাঁহাকে সঙ্গীত-

সমূহের সুধা পান করাইতেছেন এবং তাঁহার নয়ন যুগলের স্মিত-(মৃদুহাস্য) সুধাপান করিতেছেন। এইরূপে সেই প্রফুল্লা নারীগণ শ্রীরাধার চতুর্দ্দিক পরিবৃত করতঃ আনন্দক্রীড়া করিতে করিতে অনুগমন করিতেছেন। (৮৭—৮৯) শ্রীরাধা নিজরাজ্যাভিষেক-লক্ষ্মীকে (সুষমাকে) সম্মুখে নর্ত্তকীবৎ নেত্রের সুন্দর তারকাসমূহের অধীন করিলেন অর্থাৎ দর্শন করিলেন—ঐ লক্ষ্মী বহুবিধকান্তিযুক্ত দিব্যপুষ্প-সমূহের বর্ষণচ্ছলে উত্তমবস্ত্র পরিধান করিয়াছে, সুন্দর আলেখ্য (চিত্র) সমূহ দ্বারা অত্যুৎকৃষ্ট চন্দনবিলেপনাদি-মণ্ডিত দেহধারী হইয়াছে ; প্রদীপমালা দ্বারা স্বর্ণাভরণ পরিধান করিয়াছে—পূর্ণকুম্ভশ্রেণীচ্ছলে বহুবিধহারের সৌন্দর্য্য-বহন করিতেছে ; জনমণ্ডলীর আহ্বান, সঙ্গীত ইত্যাদি দ্বারা যেন গান করিতেছে, কুলকামিনীগণের গতাগতিচ্ছলে নৃত্য করিতেছে ; পতাকারাজির ইতস্ততঃ সঞ্চালনে যেন বস্ত্র উড়াইতেছে ; রম্ভাসমূহের বিচিত্র পংক্তিচ্ছলে পুলক ধারণ করিতেছে, এবং নিজ তোরণদ্বারের সৌন্দর্য্যচ্ছলেই বুঝি নিজ কৌতুকার্থে তারা (মুক্তা) মালা ধারণ করিয়াছে !!

শ্রীরাধা ও সখীগণ কর্ত্তৃক পরস্পরের শোভা সন্দর্শন ইত্যাদি

(৯০—৯৯) মনে হয় ঐ সখীগণ শুভ অদ্ভুত তেজোরাশির অধিষ্ঠাত্রী দেবীকেই পূজা করিতে চেষ্টিত হইয়াছেন। তাঁহারাও তথায় যেন নেত্রসকলের মূর্ত্তিমান্ সুকৃতিপুঞ্জ হইয়া কিম্বা সংকল্পসিদ্ধিদাত্রী লক্ষ্মীগণই মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া বিরাজ করিতেছেন !! শ্রীরাধা নিজ সুষমাসুধাধারা দ্বারা ইহাঁদিগকে যথেচ্ছ সিঞ্চন করিলেন—ইহাঁরা তাহাতে প্রফুল্ল তনুলতার বিকাশ করিলেন। তিনি গমনভঙ্গীতে ও মণিময় নূপুর ধ্বনিতে হংসলীলা প্রকট করিতেছেন—ইহাঁরাও নেত্রযুগল দ্বারা তাঁহার চরণযুগলের পদ্ম-কান্তি আহরণ করিতেছেন। তিনি সুবিপুল স্তন ও জঘনদেশের ভারে মুহুর্মুহু সর্ব্বাঙ্গে সাতিশয় রক্তবর্ণধারণ করিতেছেন, আর তাঁহারা ঐ ব্যাপার দেখিয়া বিবশা হইলেও পরস্পর অতি নিকটে থাকিয়া রক্তিমাভ হইলেন এবং তাঁহার চরণযুগলকেই অবলম্বন করিলেন। কোনও সখীর হস্তের কেলিপদ্ম-লক্ষ্মী গ্রহণ করিলেন—কোথাও বা নিজ-

হস্তে কোনও সখীর হস্তধারণ করিলেন। আর ইঁহারাও মার্জন-প্রক্ষালনাদি দ্বারা উজ্জ্বলীকৃত নিজেদের মুখের ন্যায় সেই রাধাকে বিবিধ সৎক্রিয়া অর্থাৎ প্রিয়নর্মালাপে সাতিশয় আনন্দ দানকরতঃ প্রতিমুখবৎ উল্লসিত হইতেছেন। ঈষৎ কম্পমান স্কন্ধদেশে সুন্দর কর্ণভূষণদ্বয়ের প্রকাশ (দীপ্তি) দ্বারা তিনি লতার (ইতস্ততঃ সঞ্চালন) বিলাস ও (পুষ্প) হাস্যকে জয় করিতেছেন। তাঁহার বাক্যরূপ কেলিমঞ্জরীসমূহে তাঁহারাও ভ্রমরীবৎ মণিময় আভরণ সমূহের ঝণৎকারে গুণগুণ করিয়াই যেন ঘুরিতেছেন। চতুর্দ্দিক হইতে অনবরত নিপতিত কুসুমসমূহের রেণুপুঞ্জে ও অবিরল নির্গত শ্রমজলে বিলিপ্তমূর্ত্তি হইলেন আর তাঁহারাও প্রচুরতর কদম্বধারাশ্রেণীর ন্যায় পুলকভরে সুশোভিতা হইতেছেন। যাঁহারা নানাবিধ উপঢৌকন হস্তে তাঁহার নিকট আসিতেছেন, শ্রীরাধা তাঁহাদিগের পুর-গৃহাদির বার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিতেছেন; তাঁহাদের ও শ্রীরাধার উত্তর প্রত্যুত্তরাদি নিকটস্থা সখীগণই প্রেমজহাস্যভরে ও বাক্যে বলিয়া দিতেছেন। শ্রীরাধার বচনের বা ভূষণাদির ধ্বনি, মনোহর গন্ধরাশি, দীপ্তি, অঙ্গ এবং ললিত (বিলাস-বিশেষ) প্রভৃতি ক্রমশঃ বিকাশশীল হইতেছে এবং সখীগণও নেত্রসমূহের শত শত সুকৃতিফলে দর্শন করিতে করিতে লোভ করিতেছেন যেন চত্বর প্রাঙ্গণস্থিত সকলেরই নয়নসমূহ প্রাপ্তি করেন অর্থাৎ দুই চক্ষুতে আশা পূর্ত্তি না হওয়ায় প্রার্থনা করিতেছেন যেন সকলের চক্ষুই তাঁহার দেহে প্রকাশিত হয়; অথবা নেত্রসমূহের শতশত পুণ্যফলে দর্শনকারিণী চত্বরস্থ নারীগণের চক্ষুসমূহকে বিমোহিত করিতেছেন। সেই চত্বরের চারিপার্শ্বে স্ত্রী ও বালকগণ অত্যুৎকণ্ঠাভরে ও বিস্ফারিতলোচনে তাঁহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেছেন এবং সখীগণ এই দর্শকগণের দেহে প্রেমোত্থ বিকারাবলি আর তাঁহার সুচারুলীলা (বিলাস) মণ্ডিত মুখখানি দেখিতেছেন। বহুবিধ চিত্র, কুসুম, চন্দ্রাতপ ও পূর্ণকুম্ভ-প্রভৃতি-বহুল, অদ্ভুত রচনা দ্বারা সুচারুরূপে বিচিত্রিত, ঐ চতুষ্পথে নিজাধিবাস-মণ্ডপে তাঁহাকে প্রথমতঃ প্রবেশ করাইয়া নিজেরাও তৎপরে প্রবিষ্ট হইলেন।

শ্রীরাধার শ্রীকৃষ্ণ-দর্শন লালসা

(১০০) শ্রীহরির চরণ চিহ্নরূপ বিচিত্র সম্পদরাশি বক্ষে ধারণ করিয়া চত্বর-লক্ষ্মী চিত্ত-বিভ্রম ঘটাইতেছে ! দেবীগণের নয়নজলে সেই পদাঙ্কসকল বিলুপ্তপ্রায় হইলে ঐ লক্ষ্মী স্বয়ংই পুনরায় ঐ জল শোষণ করিতেছেন !! (১০১) [শ্রীরাধা স্বগত বলিতেছেন] এই উৎসব আমার অত্যুত্তম মঙ্গলরাশিই আনয়ন করিয়াছে ! আরও দেখিতেছি—নানাদিক হইতে পথ আসিয়া এই চত্বরে মিশিয়াছে, ঐ বিলাসী কৃষ্ণও সর্ব্বত্র বিহার করিয়া থাকেন ! তাহাতে মনে হয় যেন বহুকাল পরে আমার চক্ষুর ভাগ্য লাভ হইবে !! (১০২) যদি সেই মনঃপ্রাণহারী হরির সর্ব্বত্র প্রসারী ঐ গন্ধ স্ফুরিতই হয়, তবে আমার দেহের ন্যায় এই জন মণ্ডলীও ইতস্ততঃ ঘূর্ণিত হইতেছে কেন ? অর্থাৎ তাঁহার গন্ধ পাইলেও লোক স্থির নয়নে তাঁহারই আগমন-প্রতীক্ষা করিবে ত ? অথবা মাধব নিকটেই সাক্ষাৎ ভাবে বিলাস করিতেছেন কি ? তাঁহাকে আমি প্রতিদিকেই দর্শন করিতেছি কেন ? (১০৩) হে চতুষ্পথ ! হে সুচতুর ধাম ! তোমার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ মাধবের পাদপদ্ম চুম্বন করিয়াছে !! ব্রজবনরাজ্যে তোমাকেই গন্ধাদি দ্বারা আমার পূজা করা উচিৎ। সদয় দৃষ্টিপাতে আমার প্রতি প্রসাদ বিস্তার কর—আমি নিত্যই যেন বৃন্দাবনের ঘনশ্যামকে লাভ করিতে পারি !! (১০৪) ঐ দূরবর্ত্তী কদম্বরাজের নীচে সেই পুরুষরত্ন ত স্বয়ংই প্রকাশ পাইতেছেন হে ; ঐ যে তিনি সখাগণ কর্ত্তৃক পরিবেষ্টিত হইয়া বিরাজিত আছেন !! কিন্তু তাঁহার অঙ্গের স্ফূর্ত্তিশীল সৌন্দর্য্যরাশিতে নিবিষ্টমনা আমার নেত্রযুগল ত এস্থল হইতে আর অন্যত্র যাইতেছে না !! (১০৫) এই প্রকারে তিনি কৃষ্ণচিন্তায় ব্যাকুলা হইয়া এই রহঃকথা জল্পনা করিতে করিতে নিজের সর্ব্বার্থ-সিদ্ধিই করিলেন। যেহেতু ঐ প্রকার কৃষ্ণৈকচিত্তা বল্লভার হৃদয় রূপ শ্রীহরির বিবিধ বিহার-নিকেতনে সম্ভোগ-বিপ্রলম্ভাদি [নিত্য মিলনে নিত্যবিরহ এবং নিত্যবিরহে নিত্য মিলনাদি] সজাতীয় বিজাতীয় রসপ্রবাহ মিলিত হইতে পারে ; যেমন শ্রীবিষ্ণুর বিশ্রাম ভবন ক্ষীর-সমুদ্রে বিরুদ্ধনামরূপ-বিশিষ্ট জলরাশি সমাশ্রয় করিয়া সকল বৈপরীত্য পরিহার পূর্ব্বক একরসতা প্রাপ্ত

হইয়া থাকে, তদ্রূপ শ্রীরাধারও বিজাতীয়ভাবের সম্মিলন হইতে কোনই বাধা হইতে পারে না। (১০৬) ঐ উৎসব উপলক্ষে রাধা হরিপদাঙ্কিত যে চত্বরের সানন্দে ও বিবিধোপচারে পূজা করিলেন, সেই চত্বরই স্বয়ং তত্রত্য বৃক্ষসমূহের ফল ও পুষ্প রূপ মঙ্গলে এবং নিজ বক্ষে সমাগত জনগণের প্রসন্নতা-রূপ কুসুম-সমূহে তাঁহাকেও অর্চ্চনা করিলেন। (১০৭) এই স্থানে শ্রীরাধা নিজকর-পল্লবে বিবিধ অত্যুৎকৃষ্ট সামগ্রী আনন্দিত মনে দান করিতেছেন। তৎকালে 'প্রফুল্লা দেবগ্রামলতাই (কল্পলতাই) বিলাস করিতেছে'—এই মনে করিয়াই জনসমূহ উন্নত-মস্তকে ও রসভরে তাঁহাকে নিরীক্ষণ করিতেছেন।

পৌর্ণমাসী ও যশোদা প্রভৃতির আশীর্ব্বাদ

(১০৮) যোগীশ্বরী ও ব্রজরাজ-মহিষী প্রভৃতি গুরুগণ কায়মনো-বাক্যে মুহুর্মুহু আশীর্ব্বাদ প্রদান করিয়া শ্রীরাধাকে আনন্দিত করিলেন এবং তাঁহাকে নিজ মন্দিরের পাঠাইবার জন্য ইচ্ছা করিলেন।

অধিবাস মঙ্গল-সমাপ্তি ও অধ্যায় শেষ

(১০৯) তদনন্তর [স্বগৃহে গমনকালে] শ্রীরাধা গুরুপত্নীগণকে অগ্রভাগে করিয়া যাত্রা করিলেন—দেবলোক হইতে তখন দিব্য দিব্য কুসুম-বর্ষা হইয়া তাঁহাকে অভিষিঞ্চন করিতে লাগিল। আনন্দাশ্রু-বিহারে তিনি সকলের নয়ন-রাজির নায়িকা (তাহাতে প্রতিবিম্বিত) হইলেন। এইভাবে তিনি অধিবাসমঙ্গল সমাধা করিয়া ঐ পুরন্ধ্রীগণসহ নিজ গৃহে গমন করিলেন। (১১০) দিবাভাগে পূর্ব্বত্র নয়নরূপ কুমুদশ্রেণীকে সুখী করিয়া—নিশাভাগে চতুর্দ্দিকে লোকরূপ পদ্ম সমূহকে জাগরিত করিয়া এবং উষাকালে পুনরায় নিজ অপূর্ব্ব সুষমা বিস্তার করিয়া ঐ উৎসবে শ্রীরাধার বিচিত্র জ্যোতিরূপ সূর্য্য জয়যুক্ত হউন (সর্বোৎকর্ষ আবিষ্কার করুন)। (১১১) চন্দ্র যে প্রকার সুধারাশিকে সকলের নিকট অভিব্যক্ত করে ও সিন্ধুকে পালন অর্থাৎ আনন্দে সংবর্দ্ধিত করে—তদ্রূপ যিনি বিকল এই মাদৃশ জীবকেও মুনিজনমতি-দুর্লভ (মুনিগণের ধ্যানেরও অগম্য) অথচ বন্ধুগণের হৃদয়-সিন্ধুর বৃদ্ধিকর বৃন্দাবনীয় নিজ চরিত-

সুধারাশি সম্যক্ প্রকারে প্রকট করিয়া দেখাইয়াছেন—সেই মহারূপবান্ কৃষ্ণদেবকে নিত্য ভজন করি ; [পক্ষান্তরে—সেই পূজ্যপাদ শ্রীকৃষ্ণসেবী শ্রীরূপগোস্বামিপাদকে নিত্য সেবা করি ॥ ॥]

ইতি চতুর্থ উল্লাস ॥ ৪ ॥

পঞ্চম উল্লাস ॥

ব্রজমণ্ডলে অভিষেকের আয়োজন

নন্দকুলচন্দ্রমা শব্দায়মান বংশীর সম্পদে (বংশীনিনাদে) সুহৃদ্‌বরগণকে আনন্দ দান করিতেছেন—এই বার্ত্তা-শ্রবণে ব্যাকুলিতা শ্রীভানুকুমারী স্তম্ভাদি সাত্ত্বিক ভাবরাজিতে ভূষিত হইয়াছেন। (২) সখীগণ প্রমোদাতি-শয্যে উন্মত্ত হইয়া রাজ্যাভিষেকোচিত কর্ম্ম করিতেছেন--রাধার ও কৃষ্ণের মাতৃবর্গ প্রফুল্লচিত্তে মঙ্গলময় বস্তুসমূহ আহরণ করিতেছেন। (৩) পৌর্ণমাসী কোনও অনির্বাচ্য আনন্দ-প্রচুর অভিলাষ বক্ষে ধরিয়া শান্তি ও সৌভাগ্য উদ্দেশ্যে মন্ত্রজপে একতান হইয়াছেন। মহাসুবুদ্ধি গোপরাজ প্রভৃতি সকলেই অন্য বিষয় ভুলিয়া পরস্পর এই মহোৎসবের কথাই বলিতেছেন। (৪) এবং কোলাহল-পরায়ণ জনগণ ও নর্ত্তকগণ কর্ত্তৃক সংস্তোভিত (সংস্তুত) হইয়া শত শত মুদ্রা দান করিতেছেন। এইভাবে নৈমিত্তিক মঙ্গল কৃত্য সম্পাদন করিতে করিতেই রাত্রি শেষ হইয়া ব্রাহ্ম মুহূর্ত্ত সমাগত হইল। (৫) নিশান্তকালে যেসকল বালক নিদ্রিত হইয়াছিল, তাহারাও তখনই সেইস্থানে শুভ মুহূর্ত্ত পাইয়া আনন্দে বিভোর হইল এবং নিজেদের জাগরণের সঙ্গে সঙ্গে রোমাবলিরও জাগরণ করিল অর্থাৎ তাহাদের রোমাঞ্চ হইতে লাগিল। (৬) এই পর্ব্বোপলক্ষে ধেনুরূপ ধনসম্পন্ন সকল গোপই ধেনুগণের দোহন করিতে নিষেধাজ্ঞা

করিল, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে ঐ গো-গণই তাহাদিগকে প্রত্যাদেশ করিয়াই বুঝি তখন ধরাকে ক্ষীরসমুদ্রে পরিণত করিতে উদ্যুক্ত হইয়া দুগ্ধ ক্ষরণ করিতেছিল। (৭) পৌর্ণমাসী নিত্যকৃত্য শীঘ্রই সমাপন করিয়া ঐ মঙ্গলময় গৃহে গোপীগণের সহিত মিলিত হইলেন; তাঁহাদিগকে আশীর্ব্বাদ দান করিলেন; এবং নিজাসনে বসিয়া তাঁহাদের অর্চ্চনাদি গ্রহণ করিলেন।

পদ্মাকৃত অভিষেক-ব্যাঘাত এবং পৌর্ণমাসীকৃত তন্নিরাকরণ

(৮) পৌর্ণমাসী রাধা-সখীগণের মুখচন্দ্র-চন্দ্রিকা মন্দপ্রসাদ অর্থাৎ ম্লান অথচ চতুর্দ্দিকে মঙ্গলময় শকুনরাজিও দর্শন করিয়া তাহার হেতু জিজ্ঞাসা করিলেন। (৯) তখন অনুরাধা (ললিতা) পৌর্ণমাসীকে বলিলেন—যে কারণে তোমার এইস্থলে আগমন জন্য বৃন্দাকে প্রেরণ করিয়া-ছিলাম—সেই কথাটি তুমি এই ললিতার মুখেই শ্রবণ কর। (১০) চন্দ্রমার সৌন্দর্য্য সর্ব্বদা নিজরসদানে পদ্মাকৃতি (পদ্মের ন্যায় আকৃতি যুক্ত) কুমুদকেই পালন করে—কাজেই ঐ 'পদ্ম' সংজ্ঞক পুষ্পটি ম্লানবদন হইয়া থাকে; দেখ ত, সকলেই স্বভাবের বশ—পরের বশ কেহই নহে!! [পক্ষান্তরে—গোকুলচন্দ্রমা নিজ রস-সঞ্চারে পৃথিবীর আনন্দদায়িনী পদ্মিনী শ্রীরাধাকে সর্ব্বদাই পালন করেন, তজ্জন্য পদ্মা ম্লানমুখী হইয়াছেন; ইহা ও যুক্তিযুক্তই বটে; যেহেতু পদ্মা স্বভাবোচিত কার্য্যই করিয়াছেন, কিন্তু পরম (পুরুষ-রত্ন) কৃষ্ণসুখে তাঁহার তাৎপর্য্য নাই। (১১) প্রচণ্ডবাত্যাভিঘাতে যেমন জলধর দূরদেশে অপসারিত হয় এবং জীবের জীবনোপায় শস্য-সমূহের উপর জল বর্ষণ হয় না, তদ্রূপ পদ্মা নিজ মন্ত্রণা-প্রয়োগে ভেদ ঘটাইতে কৃতসংকল্প হইলেন এবং বৃদ্ধা জটিলার নিকট কয়েকজন বাতুল (উন্মত্তা) নারীকে নিযুক্ত করিয়া পাঠাইলেন—যাহাতে সেই জটিলা রসদানকারী কৃষ্ণকে নিবারণ করিয়া তাঁহার প্রাণ-সর্ব্বস্বা রাধার অভিষেক কার্য্যটি পণ্ড করিয়া ফেলে!! (১২) "হে বৃদ্ধে জটিলে! তোমার হিতের জন্য তোমার নিকট আসিলাম। অদ্য ভাগ্যবলে তোমার বধূকে রাজ্যাভিষিক্ত কর [অথবা

—যদি ভাগ্য থাকে ত, রাজ্যলাভ সময়ে বধূকে সম্মুখে সম্মুখে রাখিও]। কিন্তু তাহাকে মুকুন্দের লোচন হইতে রক্ষা করিবে; ইহাতে যাহা লাভ হইবে, তাহা আমি অঙ্গীকার করিব না !! (১৩) "চুম্বক-ধর্ম্মবিশিষ্ট কৃষ্ণের লোহবৎ (কঠিন) ধর্ম্মশীলা যে যে নারীর প্রতি রুচি (আকর্ষণ) লাগিয়াছে, সেই নারীই নিজ গুরুগৌরব দূরে বিসর্জ্জন দিয়া শীঘ্রই তাহার সহিত মিলিত হইয়াছে !! (১৪) সেই সময়কার আকাশবাণী [বনদেবীগণ, সুর-লক্ষ্মীগণ প্রভৃতি সকলেই এই ব্রজবনে শ্রীরাধাকে অভিষেক করিবে] অনুসারে সেই কৃষ্ণ তাহাকে দর্শন করিতে আসিবে; অতএব তুমি তাঁহার তথায় গমন-পথ নিরোধ কর এবং বধূকেও বাধাসমূহ এবং মোহভয় ইত্যাদি হইতে রক্ষা কর।" (১৫) হে মুনীশ্বরি ! এইভাবে সখী পদ্মাকৃত বিরুদ্ধাচরণের ফলে (ঐ কথা শ্রবণ করিয়া) বৃদ্ধা যাহা বলিয়াছেন তাহাও আপনি শুনুন। নিজ প্রাণরক্ষা কার্য্যে ব্যাপৃত জন-সকাশে প্রাণনাশক লজ্জায় মজ্জন করা হিতকর নহে। (১৬) "রাধারূপ পদ্মবনবাসিনী সতীকে পরিত্যাগ করিয়া ঐ রসবিঘাতী সম্পৎ (রাজ্যাভিষেক) রসাতলে যাউক !! হা ধিক্ ! বিপুলকিরণশালী বিধুও সুবিস্তৃত প্রভা বিকীরণ করিয়াও যে নারীর রুচি দান করিতে পারে না, তাহাকে ধিক্ !!* (১৭) পক্ষান্তরে, সেই কৈতব-পটু জটিলা সেই ভীষণা গোপী ভারুণ্ডার সাহায্যে তৎপুত্র গোবর্দ্ধন মল্লকেও এই অভিষেক-পর্ব্বে আনিতে ইচ্ছা করিয়াছেন !! অহো ! সেই গোবর্দ্ধন মল্লের কথা আর কি বলিব ? তিনি কংসের আনুগত্য করিতে করিতে অসুর-স্বভাব রজস্তমো-গুণগুলিও উত্তমরূপে অঙ্গীকার করিয়াছেন !! [এক্ষণে আপনি যাহা ইচ্ছা করুন।]

(১৮) মেঘদ্বারা চন্দ্রমার সৌন্দর্য্য লুপ্ত হইলে যেমন তারাগণ-শোভিত সৌন্দর্য্য-নিধান আকাশও আর শোভা পায় না, তদ্রূপ এই প্রসঙ্গ-শ্রবণে সখীগণ ব্যাকুল হইয়াছে এবং এই গোকুল দিব্য মহোৎসব-

---

* [সরস্বতী পক্ষে—রাধাই পদ্মবন লক্ষ্মী, যদি সেই রাজ্য সম্পত্তি তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র চন্দ্রাবলী প্রভৃতিতে গমন করে, তবে তাহা রসশূন্যা হইয়া পাতালেই যাউক। হে পদ্মা ! তোমাকেই ধিক্ ; যেহেতু বিশালহস্তযুক্ত ও কেয়ূর অঙ্গদ প্রভৃতি ভূষণে সুশোভিত-দেহ গোকুলচন্দ্রমা সুবিপুল কান্তিমালা বিস্তারে বা মহাভিলাষ প্রকাশনেও তোমার প্রীতি উৎপাদন করিতে পারিলেন না, অতএব তোমাকেই ধিক্ !!]

সজ্জায় সুসজ্জিত হইলেও আর তাহাদের আনন্দদায়ক হইতেছে না !!
(১৯) পূর্ণিমা তিথি যেরূপ মীন-বহুল সমুদ্রকে আনন্দভরে উদ্বেলিত করিয়া নিকটবর্ত্তি জনগণের নিরতিশয় আনন্দদান করতঃ পরিস্ফুট ভাবে চিন্তামণিকে ঊর্দ্ধে উত্থাপিত করিয়া থাকে, তদ্রূপ পৌর্ণমাসীও এই গোপীদের মুদ্রিত-প্রায় নেত্র-বিশিষ্ট চিত্তকেও পরিঘূর্ণন করিতে করিতে নিকটস্থ লোকসমুদয়কে পরমানন্দ দানপূর্ব্বক আনন্দভরে এক অত্যুৎকৃষ্ট চিন্তা উদ্‌ভাবিত করিয়া তাঁহাদিগকে বলিলেন—(২০) "হে বৎসাগণ ! নিজ নিজ আধি (মনঃ পীড়া) ত্যাগ কর। দুর্দ্দান্ত বিঘ্নদ্বয়ই সুন্দ ও উপসুন্দ নামক দৈত্যদ্বয়বৎ * পরস্পর ভিন্ন হইয়া বিনাশ পাইবে। দেখনা কেন, সজ্জনগণের বিদ্বেষ্টাগণ পরস্পরই বিনষ্ট হইয়া থাকে। (২১) মুনীশ্বরী অভিষেক কার্য্য শীঘ্র সম্পাদনার জন্য সখীগণকে প্রবোধ দিতেছিলেন, এমন সময়ে **জটিলা** আসিয়া তথায় উপস্থিত হইলেন। প্রস্তাবশেষে পৌর্ণমাসী তাঁহাকেও সব কথা বুঝাইয়া দিলেন। অহো ! পুণ্যবান্ জনগণের সকল কার্য্যই একসঙ্গে নিষ্পন্ন হয়। (২২) সুখচিত্তা বৃদ্ধা পৌর্ণমাসী প্রাচীনকালের দৈত্য-জন্য প্রতিবন্ধের সেই বার্ত্তা শুনাইয়া অতিবৃদ্ধা জটিলাকে ত প্রথমতঃ সাক্ষাৎ তিরস্কারই করিলেন—পুনরায় সান্ত্বনা-বাক্যে তাঁহার আনন্দ বিস্তার করিয়া নানা প্রকারে শিক্ষা দিলেন। (২৩) "হে বৃদ্ধে ! যে অঘনাশের নাম ও জন্ম (প্রভাবাদি) বশতঃ দানব বিনাশাদি দ্বারা জনগণ শান্তি পাইয়াছে আর এখনও এই ব্রজ-মণ্ডলে শান্তাত্মা মাদৃশী (তপস্বিনী) সাক্ষাৎ সম্মুখে বিদ্যমান থাকিতে তোমার বধূর অভিষেকোৎসবে আশঙ্কার স্থান কোথায় হে ?" (২৪) তখন জটিলা তাঁহার চরণযুগল নিজহস্তদ্বয়ে ধারণ করিয়া অশ্রু মোচন করিতে করিতে (গদ্‌গদকণ্ঠে) বলিলেন—'হে দেবি ! (যজ্ঞ-জ্ঞানশীল

---

* পদ্মপুরাণে ও মহাভারতে এই বর্ণনা আছে যে 'সুন্দ ও উপসুন্দ' নামক দুই দৈত্য ব্রহ্মা হইতে বরলাভ করিয়া মহাদৃপ্ত হইয়াছিল ; তাহাদের অত্যাচারে ত্রিভুবন কম্পিত হইলে ব্রহ্মা এক উপায় ঠিক করিলেন। সুন্দরীগণ হইতে এক এক তিল সৌন্দর্য্য আহরণ করিয়া 'তিলোত্তমানামক এক অপরূপ রমণীমূর্ত্তি গঠন করিয়া উহাদের নিকট পাঠাইলেন। তাঁহার রূপলাবণ্যে মোহিত হইয়া দুই ভাই যুগপৎ তিলোত্তমার দুই হস্ত ধরিয়া তাঁহাকে বিবাহ করিতে ইচ্ছা করে ; তখন পরস্পর কলহ করিতে করিতে শেষে দুইজন দুইজনকে গদাঘাত করিয়া নিধন প্রাপ্ত হয়।

ব্যক্তির নিকট নিবেদিত) যজ্ঞবেদীবৎ এই বধূকে জানিবে ও সতত রক্ষা করিবে।' [সরস্বতীপক্ষে—নাগরেন্দ্রে নিবেদিত সুরতযজ্ঞবেদীস্বরূপে ইহাকে জানিবে এবং তদুপযোগিনী করিয়া বিধি-ব্যবস্থাদি করিবে।] (২৫) সকলের নিকট বিশ্বস্তা পূর্ণিমা বৃদ্ধা জটিলাকে প্রসন্ন করিলেন এবং নিজে সংশয়-রহিত হইয়া অতি-আনন্দে শ্রীরাধাকে আলিঙ্গন করিলেন। তৎপরে নিজেই নাচিতে নাচিতে যেন বাদকগণকে বাদ্য করিতে আদেশ করিলেন। (২৬) পূর্ণিমা যে সখীগণের নিকট আবার শ্রীরাধাকে অর্পণ করিলেন—তাহাতে তাঁহারা নিজেদের আত্মারই সমর্পণ বলিয়া মনে করিলেন। যাহাদের জীবন পরস্পরের জীবনের উপর নির্ভর করে অথবা পুনর্লব্ধজীবন লোক স্বয়ং জীবনদাতার নিকট অথবা প্রাণপ্রদ বস্তুর লাভে নিরতিশয় প্রত্যুপকারিত্বই প্রাপ্ত হয়।

বাদ্য, নৃত্য গীত প্রভৃতি আনন্দ-বিস্তার

(২৭) মনোজ্ঞ বাদ্যমঙ্গল উত্থিত হইলে সেই ব্রজমণ্ডল যেন বহুবিধ শব্দের—করতাল, কাহাল ইত্যাদি কাংস্যযন্ত্রের এবং দ্রুত নৃত্য গীত বাদ্য প্রভৃতির প্রসব-ভূমি (আকর) বলিয়াই মনে হইল। যখন মেঘের গর্জ্জনবৎ দ্রুত গীতাদির সংমূর্চ্ছনা হইতে লাগিল, তখন বৃন্দাবনে ময়ূর-সমূহও আনন্দে মহানিনাদ করিতে লাগিল। (২৮) অনন্তর স্বর্গ ও মর্ত্ত্যলোক এমন সুন্দর ভাবে বাদ্য-বিদ্যায় উভয়ে উভয়ের ছাত্রত্ব স্বীকার করিল যে প্রতিধ্বনিচ্ছলে উহারা ঐ শব্দ আবৃত্তি করিয়া পরস্পরের ধ্বনির অনুবাদ করিতে লাগিল।

অতিপ্রত্যুষে শ্রীরাধার অভিষেক-মণ্ডপে গমন-প্রকার

(২৯) চন্দ্রমণ্ডল পরিষ্কার রূপে লীন হইল; বড় বড় নক্ষত্র-গুলিও লজ্জাবশতঃই যেন মুখ আচ্ছাদন করিল; লক্ষ্মীর বসতি-স্থান পদ্মলতায় সূর্য্যদেব স্বয়ং রশ্মি-পল্লব (কিরণ-রূপ অলক্তকরাগ) নিঃক্ষেপ করিলেন; (৩০) এমন সময়ে জ্যোতির্ব্বেত্রী আসিয়া শুভ মুহূর্ত্তের উপস্থিতি জ্ঞাপন করিলেন। বেদজ্ঞা ও ধীরবুদ্ধি পৌর্ণমাসী গোপরাজ-মহিষী যশোদাকে জিজ্ঞাসা করিয়া শ্রীরাধাকে মঙ্গলদ্রব্য-পরিপূর্ণ

অভিষেক-মণ্ডপে লইয়া যাইবার জন্য উদ্যোগ করিলেন। (৩১-৩৩) তখন পৃথিবী **ঘৃত**-সম্পদে যেন নিজের স্নেহাতিশয্য আবিষ্কার করিল, **মধু**-সম্পদে আনন্দাশ্রু বর্ষণ করিল; **দধি**-সম্ভারে হাস্য করিতেছিল, দেদীপ্যমান রত্নরাজিচ্ছলে নানাবিধ উপহার ধারণ করিল। প্রশস্ত **অঙ্কুর** ধারণচ্ছলে যেন পুলকের উদ্‌গম করিল। বৃন্তযুক্ত **কদলী** ফলাদি ধারণচ্ছলে যেন অত্যুৎকৃষ্ট ফল লাভ দেখিয়া [দন্তপংক্তি দেখাইল অর্থাৎ] হাস্য করিল। **ধেনুযুক্ত বৎস** গণের দ্বারা পৃথুরাজ-কর্ত্তৃক নিজ দোহনব্যাপারের দৃষ্টান্তচ্ছলে দেখাইল যেন নিজের সর্ব্বসম্পত্তি নিষ্কাশিত হইয়াছে। এইভাবে শ্রীরাধাকে ধরা স্বয়ংই অভিষেক করিতে ইচ্ছা করিয়া নিজ মস্তকে **কুম্ভরাশি** ধারণ করিল এবং রত্ন-চত্বরে অভিষেক-বেদি মধ্যে তাঁহার গমন জন্য সমাদৃত **আসন**ও নিবেদন করিল। (৩৪) তৎপরে উৎকৃষ্ট কঞ্চুলিকাবৎ আসন-যুক্ত, কুসুমরাজি রূপ মাল্যধারী এবং রত্নসমূহ-পরিপূরিত সম্পুটরূপ স্তনমণ্ডিত মৃত্তিকানির্ম্মিত বেদীর বক্ষঃস্থলে সুচারু গৃহাদিশোভিত বা প্রবেশ-পথাদিযুক্ত অঙ্গনে শ্রীরাধা গমন করিলেন। (৩৫) তখন চন্দ্রাবলি (চন্দ্রাতপরাজি) শোভিত গৃহে সেই তূলিকাসনে উপবেশন করিয়া সমগ্র জগৎকেই সুখদান করিবার জন্য দুগ্ধ-সমুদ্রে পদ্মালয়া (লক্ষ্মী)-বৎ প্রকাশমানা হইলেন অর্থাৎ শ্বেতবর্ণ-চন্দ্রাতপ-বিরাজিত মণ্ডপে শ্বেতবর্ণ-আসনে তিনি বিরাজমানা হইলেন। (৩৬) আভরণযুক্ত কর্ণে তিনি কুসুমিত লতার সাদৃশ্য বহন করিলেন, তাঁহার বদনরূপ পদ্মে নৃত্যপর নেত্ররূপ খঞ্জন বিরাজিত—বেণী ময়ূর সদৃশ, তাঁহার মৃদুহাস্য রাজহংসবৎ শুভ্র। অতএব যাত্রাকালীন মঙ্গল বস্তুর [পুষ্পিত লতা, পদ্ম, খঞ্জন, ময়ূর, রাজহংস ইত্যাদি] সহিত তিনি সাদৃশ্য প্রাপ্ত হইয়াছেন। (৩৭) এই পর্বোপলক্ষে মৃত্তিকায় রচিত পদ্ম সমূহে চরণ অর্পণ করিয়া করিয়া বিপক্ষ স্পর্দ্ধাশীল জনে দণ্ড বিধান করিতে করিতেই যেন সেই বেদীতে আরোহণ করিবার জন্য চলিয়াছেন। তৎকালে তাঁহার বাম বাহু, ঊরু ও লোচন স্পন্দিত হইতেছিল, এবং জনমণ্ডলীর দেহেও ঘন ঘন পুলক সঞ্চার হইতেছিল।

———

গমনের পরিপাটী

(৩৮) সর্ব্বাগ্রে বাদ্যকলাবিদ্‌গণ, তৎপরে খই, পুষ্পাদি হস্তে মহাকোলাহল করিতে করিতে নারীগণ, তৎপশ্চাৎ পৌর্ণমাসী, বিপ্র-পত্নীগণ, চতুর্দ্দিকে মহোৎসব-দর্শনাকাঙ্ক্ষী পূজনীয়া নারীবর্গ গমন করিলেন। (৩৯) তৎপরে নৃত্যকারিণী নারীগণের কার্য্যে সহায়কারী লোকগণ, তৎপশ্চাৎ আমোদ প্রমোদের সামগ্রী হস্তে মহাকান্তি-বিশিষ্ট লোকগণ, তৎপরে বীণাবাদক, মুরলীবাদ্য-বিশারদগণ এবং তৎ পশ্চাৎ মহোৎসবের বস্তু সামগ্রী হস্তে লইয়া অন্যান্য রমণীগণ চলিলেন। (৪০) এইভাবে ক্রমনির্ম্মাণ করতঃ বৃন্দাবনীয় পুষ্পরাজি-পরিব্যাপ্ত পথে তাঁহারা চলিয়াছেন। এমন ভাবে তখন কুসুম বর্ষণ হইতেছিল, মনে হইল যেন স্বয়ংই শিরোদেশে একটি আবরণ (চন্দ্রাতপ) প্রস্তুত হইয়াছে ; সখীগণ-বেষ্টিতা রাধা এইভাবে ক্রমবন্ধনে যাত্রা করিলেন। (৪১) অভিষেক-মণ্ডপে উপস্থিত বৃন্দাদি সকল লোকই তখন উৎকণ্ঠিত চিত্তে 'কখন শ্রীরাধার আগমন হইবে'—এই প্রতীক্ষায় ছিলেন। তাঁহাদিগকে আশ্বাসদান করিতেই যেন তৎক্ষণাৎ তাঁহার অঙ্গ-স্পৃষ্ট শীতল পরিমলযুক্ত মনোহর বায়ু মৃদু মন্দ গতিতে প্রবাহিত হইল। (৪২) অত্যুত্তম দীপমালার বিমল দীপ্তিতে অধিকতর সমুজ্জ্বল (মধ্যবর্ত্তী) সেই পুষ্পময় পথে রাধিকাদি গোপীগণ বিরাজ করিতেছেন,—মনে হয় যেন গ্রহাবলি-ভূষিত ছায়াপথে চন্দ্রশ্রেণী মূর্ত্তিমান হইয়া বিরাজ করিতেছেন। (৪৩) শ্রীরাধা ক্রমশঃ ও ক্রমভঙ্গ-পূর্ব্বক (ইতস্ততঃ) শ্রীকৃষ্ণের শত শত লীলাস্থলী দর্শন করিতে করিতে এমন এক অনির্বাচ্য শোভা-বিশেষ ধারণ করিলেন, যাহাতে নিজ সখীগণও যেন তাঁহাকে পূর্ব্বে কখনও দেখেন নাই !!! (৪৪) 'আস, যাও'; 'আন, নেও' প্রভৃতি শব্দই ব্রজসুন্দরীদের মুখে প্রায়ই গীতের মূর্চ্ছনাবৎ উঠিতে লাগিল। আবার অন্য দিকে স্বর্গসুন্দরীগণ বলিতে লাগিলেন—'ইনিই ধন্যা, উনিই ধন্যা, উনিও অতিধন্যা' ইত্যাদি।

———

শ্রীরাধার রূপ-লাবণ্যে মোহিত দেবী গণের আনুগত্য

(৪৫) কোনও কোনও দেবী রাধার সৌন্দর্য্য-দর্শনে লজ্জিতা হইয়াই যেন মোহ প্রাপ্ত হইলেন ; অপর কেহ কেহ বা শ্রীরাধার অনুগমন করিতে অভিলাষ করিয়া নিজ সখীর নিকট এইভাবে মনোভাব বর্ণনা করিতে লাগিলেন—(৪৬) "ঐ দেখ হে ! এই রাধা দীর্ঘতর-কিরণযুক্ত সৌন্দর্য্য-প্রবাহে এই নিজ গণের অন্তর বাহির সম্যক্ রঞ্জন করিয়া দূর হইতেই সুরসুন্দরী আমাদিগকেও আসক্তচিত্ত করিয়া ইঁহারই আনুগত্য করিতে উপদেশ করিতেছেন !! (৪৭) "লক্ষ্মীদেবী সুবহু তপস্যা করিয়াও যে শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন পর্য্যন্ত করিতে পারেন নাই, সেই কৃষ্ণের শত শত বাঞ্ছার পূর্ত্তিকারক অঙ্গপ্রভা-বিশিষ্টা অথবা অভিলাষবতী শ্রীরাধার পাদপদ্ম-গন্ধ চিরকাল আস্বাদন করিতে পারি —এমন সৌভাগ্য কি আমাদের কখনও হইবে ? (৪৮) "এই গোপীগণ রাধার মুখপদ্মমাধুরী নিরন্তর সেবা করে, বিধাতা ইহাদিগের নয়নে নিমেষ রূপ আবরণ করিয়াছেন ; আবার আমাদের নয়নে পলক নাই, অথচ আমাদিগকে বহু দূরে রাখিয়াছেন। এইভাবে বিধি দ্বিপ্রকার মূঢ়তাই প্রতিপন্ন করিতেছেন !! (৪৯) "দেখ দেখ সখি ! যদিও রাধার সমান রূপ-বিশিষ্টা অবলামণ্ডীর মধ্যে আমাদের দৃষ্টিতে 'কোন্ জন রাধা' বিনিশ্চিত হইতেছে না, তথাপি সকলের নয়নের ভৃঙ্গার (একমাত্র আশ্রয়) স্বরূপে উনিই যে স্বয়ং রাধা—তাহার বিশেষ পরিচয় হইতেছে !!"

দেবীগণ মুখে শ্রীরাধা-মাধুরী

(৫০) "হে সখি ! ইহা ত সন্ধ্যাচ্ছাদিত চন্দ্রলেখা নহে, আবার রক্তপরাগযুক্তা লতাও হইতে পারে না ॥ তবে কি জান ? সুষমা ও বিলাসের অত্যুত্তম সারই (শ্রেষ্ঠাংশই) মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া রক্ত বস্ত্র পরিধান পূর্ব্বক শ্রীরাধা রূপে বিরাজ করিতেছেন !! (৫১) বহুবিধ কুসুম শ্রীচরণযুগলে (সেবা করিবার জন্য) মিলিত হইলে তাহাদের অরুণ বর্ণটি ঐ চরণ-পল্লবে সুন্দররূপে সংক্রমিত হইয়াছে !! আবার তাঁহার অলক্তকচিহ্ন হইতেও ঐ পুষ্পসমূহ যথেষ্ট রক্তবর্ণ

আহরণ করিয়াছে !! অধিকন্তু লজ্জাবশতঃই বুঝি ঐ চরণযুগলে স্বীয় মৃদুতা (কোমলতা) ও সমর্পণ করিয়া থাকিবে !!! (৫২) "দেখ দেখি—এই পথটি পুষ্পময় হইলেও কিন্তু এই ভ্রমর-পংক্তি শ্রীরাধার চরণেই পতিত হইতেছে !! আমার বোধ হয় যে উহাদের সুগন্ধভরে আকৃষ্ট হইয়া উহারা ঐ চরণযুগলকে জঙ্গম (গতিশীল) পদ্ম বলিয়াই মনে করিয়া থাকিবে !! (৫৩) "শ্রীমতী চলিতে চলিতে কোনও প্রিয়সখীকে নয়ন দ্বারা কুঙ্কুম (বা চন্দন) বিলিপ্ত করিলেন, কাহাকেও হস্ত-সৌন্দর্য্য সমর্পণ করিয়া অলঙ্কৃত করিতেছেন—অপর কোনও সখীকে বা বাক্য-সুধাই আনন্দে আস্বাদন করাইতেছেন—এইভাবে তিনি পথে পথে সুখ-বর্ষণই করিতে লাগিলেন ॥

সখীগণের ক্রম-রচনাদি-ব্যবস্থা

(৫৪) "দেখ সখি ! ঐ অনুরাধা **ললিতা** নামে বিখ্যাতা—ইনি শ্রীরাধার দক্ষিণদিকে হর্ষভরে বিরাজ করিতেছেন এবং পিঞ্চ-রচিত মনোজ্ঞ ব্যজন ধারণ করিয়াছেন দেখিয়া রাধা কাতরতার সহিত কটাক্ষভঙ্গী করিলেন। (৫৫) "হে সখি ! এই **বিশাখা** তাঁহার বামে চলিয়াছেন—ইনিই দেহান্তরে [ভিন্ন প্রকাশে] যমুনা বলিয়া সকলের সম্মত। ইঁহার হস্তে শ্রীহরির চিত্রপট অঙ্কিত রহিয়াছে (অথবা ইঁহার হস্ত শ্রীহরি চিত্রকলা-প্রকাশে অঙ্কিত করিয়াছেন] দেখিয়া ইনি ঐ হস্তস্পর্শ করিয়াই রোমাঞ্চিত কলেবরে সাতিশয় কম্প প্রাপ্ত হইলেন !! (৫৬) "বিশাখার পশ্চাতে যিনি বিরাজমানা আছেন—তিনিই **চম্পকলতা**। ইনি কৃষ্ণের জন্য একটি ক্ষুদ্র রত্নময় উজ্জ্বল সম্পুট ধারণ করিয়াছেন। শ্রীরাধা উহা দেখিয়া নিজ চিত্ত বলিয়াই মনে করিলেন !! (৫৭) "হে সখি ! ঐ দেখ **চিত্রা**—শ্রীকৃষ্ণ-স্মরণে শ্রীরাধার তিলক স্বেদজলে বিলুপ্ত হইলে ইনিই উহার সংস্কার করেন। তিনি যে কেবল শ্রীরাধার অঙ্গে চিত্র (তিলকাদি) রচনাই করেন, এমন নহে ; পরন্তু বিশ্ববাসীর হৃদয়েও তিনি বিচিত্রতা (বিস্ময়) সমর্পণ করেন !! (৫৮) "সখি হে ! চিত্রার সম্মুখে যিনি বিরাজিতা—তাঁহার নাম **তুঙ্গবিদ্যা**। ইনি শ্রীহরির গুণবর্ণনা করিতে করিতে রাধার পশ্চাৎ পশ্চাৎই চলিতেছেন। অহো ! ইনি যে যে কথাই আনন্দভরে

উচ্চারণ করিতেছেন, তাহা তাহাই তাঁহাকে সাক্ষাৎ সরস্বতী বা পদ্মিনী নারী বলিয়া পরিচয় করাইতেছে! (৫৯) "ঐ যে দক্ষিণদিকে অগ্রগমন করিতেছেন—উনি **ইন্দুলেখা**। ইনি রহোলীলাবসরে সখী রাধাকে তাম্বূল দান করেন [অথবা ইনি রহঃসখী অর্থাৎ রহস্য নিগূঢ় কথা বলিবার সুযোগ্য পাত্র এবং তাম্বূল-দানকারিণী।] বৃষভানু-নন্দিনী ইঁহাকে পাইয়া বদনপদ্মে রক্তিমা ও চিত্তে আসক্তি প্রাপ্ত হইয়াছেন। (৬০) "যিনি অচেতন বীণাকেও হরিগীতে ভাবিত করিয়া নির্মাণ করিতে পারেন, তিনি যে শ্রীরাধাকে হরিগীত-ভাবিত করিবেন,—ইহাতে আর সন্দেহ কি? বস্তুতঃ যিনি মূর্ত্তিমতী সঙ্গীত-লক্ষ্মী-রূপেই প্রকট হইয়াছেন, সেই **রঙ্গদেবী** ঐ বামদিকে যাইতেছেন। (৬১) "নিত্যই হরিপ্রেমমদ-ভরে ভ্রমাকুলা রাধার পৃষ্ঠদেশে **সুদেবী** চলিয়াছেন। ইনি শ্রীরাধার দেহের সহিত অদ্বিতীয়তা (অভিন্নত্ব) প্রাপ্ত হইয়াছেন এবং তাঁহার ভাবের জ্ঞাতা ও মনস্তত্ত্ববিৎ॥ (৬২) এই যে সম্মুখে যিনি চলিয়াছেন—ইনি **কুন্দলতা**। বিশেষ বিশেষ নর্ম্মবাক্য প্রয়োগে ইনি রাধার স্তব করিতেছেন। ভ্রূভঙ্গীসহ মৃদু হাস্য নিষ্কাশনকারিণী সখীগণ (বা ভ্রমরগণ) যেন ইঁহাকে সম্মুখের দিকে আকর্ষণ করিতেছেন!! (৬৩) "সখি হে! ঐ দেখ—রাধিকার পশ্চাতে, সম্মুখে ও সঙ্গে সদা উন্মত্তা ও অনুগতা সখীসমাজ চলিয়াছেন। অহো! 'আকর্ষণ-কার্য্যে প্রণয়ই সর্ব্বদা সুনিপুণ' এই ভাবিয়া বিধাতা এই মহাগুণের সৃজন করিয়াছেন!! (৬৪) 'ঐ ভানুমতী-প্রমুখ সেবাসুখা শতাধিক গোপী রাধার মুখদর্শন করিয়া আনন্দভরে নয়নদ্বয় হইতে অবিরলধারে অমৃতই বুঝি বমন করিতেছে এবং মনে হইতেছে যেন অমৃতভোজী দেবী তোমাদিগকে পরিষ্কার ভাবে নিন্দাই করিতেছে!! (৬৫) নিজেদের প্রত্যেক পথে (গৃহে) যেমন কৃত্তিকাদি নক্ষত্রমণ্ডলী চকোরের প্রমোদ-বৃদ্ধিকারী চন্দ্রমাকে প্রাপ্ত হয়—তদ্রূপ নিজ নিজ বাসস্থান হইতে মঙ্গলদ্রব্য হস্তে লইয়া পথে পথে বহু রমণী সেই হাস্যনয়না শ্রীরাধার নিকট সমাগত হইতেছেন। (৬৬) দেখ সখি! সংপ্রতি চন্দ্রাবলীর অন্যতম পুরীর তটদেশ হইতে ইতস্ততঃ তোরণাদির সৌন্দর্য্য-দর্শনে রাধা-সখীগণ মৃদুহাস্যসহকারে কটাক্ষপাত করিয়া যেন শত শত চন্দ্রাবলীরই (চন্দ্ররাজিরই) সৃজন করিলেন অর্থাৎ তাঁহাদের হাস্যেই শত চন্দ্রের

উদয় হইল !! [দেবীগণ তাঁহাদিগকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন] (৬৭) 'হে রাধাসখীগণ ! তোমরা ঐ চন্দ্রাকে দ্বেষ করিও না—কিন্তু তোমাদের স্তনরূপ পূর্ব্বশৈলসমূহ দ্বারা চন্দ্রাকর হইতে ভানুজা-কিরণকে আবরণ কর অর্থাৎ তোমাদের দেহের আবরণ দ্বারা চন্দ্রাবলির কিরণ বা হস্ত হইতে শ্রীরাধার অঙ্গ-রশ্মিকে আচ্ছাদন কর। [তখন অন্য দেবী বা তাঁহার সখী বলিলেন—] কোটি বিদ্যুদ্‌বিজয়ী অরুণ আকাশের সৌন্দর্য্য যেমন সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বেই চন্দ্রকে ম্লান করিয়া থাকে, তদ্রূপ শ্রীরাধার অগ্রগামিনী তাঁহার সখীগণই অরুণবসন-শোভায় ঐ চন্দ্রাবলীকে পূর্ব্বেই ম্লান করিয়া ফেলিয়াছেন !! (৬৮)আমাদের এতাদৃশ আনন্দ-বাক্যে ঊর্দ্ধদিকে মুখ করিয়া সখীগণ হাস্যভরে আমাদিগকে দেখিয়া দেখিয়া যেন এই মনঃকথাই বলিতেছেন—'আমাদের প্রাণেশ্বরীর সৌন্দর্য্য ত দূরেই থাকুক্—ঐ চন্দ্রাবলি (গোপী অথবা চন্দ্রশ্রেণী) আমাদেরই মুখ-সৌন্দর্য্যেই পরাজিতা (হতশ্রী) হইয়াছে !! (৬৯) জম্বুদ্বীপ ও ক্ষীরসমুদ্রের সীমায় হংসী যেমন অব্যক্ত মধুর ধ্বনি করিয়া পরম শোভা বিস্তার করে, তদ্রূপ বনসীমা এবং ব্রজের মধ্যে গব্য (দধি দুগ্ধাদি) সংস্থাপন হেতু ঐ শুভ্র স্থান দিয়া যাইতে যাইতে কটিস্থিত মনোজ্ঞ কাঞ্চীর অব্যক্ত মধুর ধ্বনি দ্বারা শ্রীরাধা সাতিশয় চিত্তচমকপ্রদ হইয়াছেন !!

শ্রীকৃষ্ণদর্শনভয়ে সখীগণ কর্ত্তৃক শ্রীরাধার আবরণ

(৭০) অহো ! কদম্বরূপ উদয়-পর্বতে সহচরগণরূপ তারকারাজির সহিত শ্রীহরিরূপ চন্দ্রের উদয়-দর্শনে সখীগণ লজ্জারূপ মধুনাশের ভয়ে কামরূপ ভ্রমরের আক্রমণ হইতে পদ্মবৎ সুন্দর-নয়না সেই শ্রীরাধাকে আবরণ করিলেন।

যশোদা পুরন্ধ্রীগণ কর্ত্তৃক পৌর্ণমাসীর হস্তে রাধা সমর্পণ

(৭১) ঐ দেখ—ব্রজেশ্বরীর সহিত কীর্ত্তিদা-প্রমুখ পুরন্ধ্রীগণ এই স্থান হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইবেন মনে করিয়া রাধার নিকটস্থ হইয়া তাঁহার

হস্তকমল শ্রীপৌর্ণমাসীর হস্তে সমর্পণ করতঃ অশ্রুজলে স্নাত হইয়া কাকুবাদে পুনঃ পুনঃ বলিতেছেন—(৭২) "হে দেবি! কৃষ্ণ ও রাধা সদাকালের জন্য আপনারই করে সমর্পিত হইয়াছে! অন্য কিন্তু বিশেষ-ভাবেই সমর্পিত হইতেছে—বনলক্ষ্মীর প্রভাব (সৌন্দর্য্য সুষমা) প্রভৃতি কর্তৃক সংপুষ্ট অঙ্কুরযুক্ত আমাদের এই জীবিতৌষধিকে পালন করিতে আপনিই একমাত্র উপযুক্ত আশ্রয়।" (৭৩) বিদায়-সময়ে প্রথমতঃ তাঁহারা শ্রীরাধাকে আলিঙ্গন করিয়া অতিকষ্টে বিযুক্ত হইলেন বটে, কিন্তু অশ্রু-মার্জনসহকারে পুনঃ পুনঃ নিবৃত্ত হইয়া তাঁহাকে দর্শন করিতে সাতিশয় উৎকণ্ঠিতই হইলেন; তৎপরে ঐ মহোৎসব-কথা সুধায় আপ্লুত হইয়া প্রতিনিবৃত্ত হইলেন।

দেবীগণের পৃথিবীতে অবতরণ ও গোপীবেশে অনুগমন

(৭৪) 'হায়! এস্থানে বৃক্ষশাখার অন্তরাল হওয়ায় এই হরিণ-নয়না গোপীগণকে ত আর দেখিতে পাইব না!' এই বলিয়া সেই সুর-সুন্দরীগণ তাঁহাদিগকে দর্শন করিতে শীঘ্রই চতুর্দ্দিকে উপস্থিত হইলেন। [পাঠান্তরে—আমরা গোপীবেশ-ধারণপূর্ব্বক পৃথিবীতে অবতরণ করিয়া ভাগ্যবশতঃ ইঁহাদের দর্শন করিব!! (৭৫) দেবীগণ এইভাবে বর্ণনা করিয়া সেই বরাঙ্গনা শ্রীরাধাকে উত্তমরূপে দর্শন করিবার লালসায় পুষ্পিত বৃন্দাবনে প্রবিষ্ট হইলেন এবং মুহুর্মুহু বিকসিত কুসুম-রাশি বর্ষণ করিয়া করিয়া তাঁহাদের অনুগমন করিতে লাগিলেন।]

রাধাসকাশে সখীগণের বৃন্দাবন-মাহাত্ম্যচ্ছলে তাঁহার অভ্যর্থনা বর্ণন

(৭৬) তখন সকলেই বহুকর্ম্মে ব্যস্ত সমস্ত হইয়া পরস্পরের সুখদান করিতে করিতে বৃন্দাবনে প্রবেশ করিলে পরে রঙ্গপরা প্রধানা সখীগণ আনন্দভরে সেই গন্ধগজেন্দ্র-গামিনী গান্ধর্বিকাকে বলিলেন—(৭৭) "হে সখি! এই বৃন্দাবন **মধুসূদন** (ভ্রমর পক্ষান্তরে কৃষ্ণ)-যুক্ত হইলেও কিন্তু তোমার বিরহে পূর্ব্বে শীর্ণদেহ হইয়াছিল; এক্ষণে তোমার

সঙ্গমে প্রফুল্ল হইয়া নমস্কার পূর্ব্বক তোমাকে গাতরূপ মন্ত্রের প্রয়োগে আনন্দভরে অর্চ্চনা করিতেছে। (৭৮) "হে পদ্মবদনে! তুমি দুঃখিতা হইওনা, সম্মুখভাগে অবস্থিত ঐ তমালচূড়ামণি (লীলাবিনোদী কৃষ্ণ) তোমাকে পাইতে লালসা করিতেছে!! তুমি তাহার অঙ্ক-লক্ষ্মী (ক্রোড়-সৌন্দর্য্য) প্রাপ্ত হইলেই নিজ সুষমা বিস্তারে তুমি এই বৃন্দাবনকেও আনন্দ-দান করিবে। (৭৯) "দেখত সখি! তোমার এই কৃষ্ণবনে প্রবেশ-কালে এই চম্পকমালা ইতস্ততঃ সঞ্চালিত বায়ুভরে চঞ্চল লতারূপ শত শত হস্তে মহাসুগন্ধি চম্পক-কোরকরূপ প্রদীপরাজিদ্বারা তোমার **নীরাজন** করিয়া শোভা বিস্তার করিতেছে!! (৮০) "হে সখি! ঐ দেখ—অনুগত বৃক্ষ-কর্ত্তৃক প্রেমভরে উৎসৃষ্ট অতএব শিথিলিত পুষ্পযুক্ত পল্লবরূপ হস্তদ্বারা পুষ্পপাতচ্ছলে ঐ মাধবী তোমার চতুর্দ্দিকে মঙ্গলময় **লাজই** (খই) যেন ছড়াইতেছে!! (৮১) "হে রাধে! ঐ দেখ—ফুল্লস্থলপদ্মিনীসমূহ পরাগপুঞ্জ-ব্যাপ্ত অতুলনীয় বিচিত্র **আসনে** তোমাকে বসাইয়া পুষ্প (কোষ) কলসীসমূহ হইতে ক্ষরিত **মকরন্দ**-ধারায় বৃন্দাবনেশ্বরীরূপে তোমাকে উত্তমরূপে **অভিষিক্ত** করিতেছে। (৮২) "ঐ দেখ—কোকিলগণ মনোজ্ঞ পঞ্চমস্বরে **সঙ্গীতালাপ** করিতে থাকিলে ও চন্দন (মলয়) বায়ু প্রবাহিত হইয়া **পত্রবাদ্য** করিলে তোমার রাজ্যাভিষেকোৎসবে ঐ লতাগুলি কেমন **নৃত্য** করিতেছে! ঐ বৃক্ষসমূহও রসিকগণবৎ **শিরঃকম্পন** করিতেছে!! (৮৩) "এই উৎসব উপলক্ষে মৃদুমন্দ পবনসমূহ মধুব্যাপ্ত পীতবর্ণ পুষ্পপরাগরাশি ইতস্ততঃ বিস্তার করিতেছে, অথবা ঐ লতারাজি **তৈলযুক্ত হরিদ্রাচূর্ণ**-সমূহই পরস্পরকে সিঞ্চন করিতেছে! (৮৪) "হে বিচিত্রচন্দ্রবদনে! তোমার উৎসব-প্রভাবে অদ্য দিবাভাগেও জলাশয়ে ঐ **কুমুদিনী**রাজি প্রফুল্ল হইয়াছে এবং ভৃঙ্গসমূহের গুঞ্জনচ্ছলে যেন পদ্মসমূহের সহিত কলহই করিতেছে। (৮৫) "তোমার এই মহোৎসব-প্রসঙ্গে ঐ **শুকগণ** না পড়িয়াও তোমার কীর্ত্তিগাথা-সমূহ সুন্দরভাবে গান করিতেছে। অহো! এক্ষণে আবার তোমার বাক্য-মাধুর্য্য শ্রবণ করিয়া স্তম্ভভাব প্রাপ্ত (নীরব) হইয়াছে!! (৮৬) "এই অভিষেকামৃতের (জলধারার) বর্ষণ-সম্পত্তির উদয়ে এই সুন্দর **ময়ূরগণ** কোনও অনির্বচনীয় মদভরে ভঙ্গিপূর্ব্বক নাচিতেছে! অহো!!

ইহাদের পুচ্ছ-নর্ত্তনের সহিত আমাদের চক্ষুগুলিকেও যেন উহারা নাচাইতেছে !! (৮৭) "এই **হরিণী**সমূহ নিজ নিজ শাবকগুলিকেও দূরে পরিত্যাগ করিয়াই তোমার গমন পথে আসিয়াছে এবং **অর্ঘ্যদান** করিবার ইচ্ছাতেই বুঝি ইহারা মুখে দূর্ব্বা ধারণ করিয়াছে !! অহো ! ইহারা তোমার নয়ন-সৌন্দর্য্যে বিস্মিতও হইয়াছে !!! (৮৮) "হে সখি ! ঐ দেখত—তোমার স্তনে, কৃষ্ণপদে ও তৎপরে তৃণোপরি ক্রমশঃ সংক্রমিত কুঙ্কুমরাশি দ্বারা নিজদেহকে ভূষিত করিয়া এই **পুলিন্দীগণ** এক্ষণে আবার তোমার অঙ্গচ্যুত গৈরিক (গিরিমৃত্তিকা) ও গুঞ্জাবলি আহরণ করিতেছে !! (৮৯) "হে সখি ! বৃন্দার সখীগণ ও কৃষ্ণবনের বৃক্ষবাটিকা সমূহের রক্ষয়িত্রীগণ তোমার উৎসব-সম্পাদন জন্য সমাগত হইয়াছে ; কিন্তু এক্ষণে তোমারই মুখ-সৌন্দর্য্যে মোহিত হইয়া কৃত্যকার্য্যে [ব্যাঘাত হওয়ার দরুণ] অনুতাপ করিতেছে !! (৯০) "এই ত আমরা রাজ্যাভিষেক স্থলে সমাগত-প্রায়। ঐ যে জনমণ্ডলী ওখানে স্থগিত হইয়া রহিয়াছে। **বাদ্যসমূহ**ও পরস্পর পৃথক পৃথক ভাবে ঘনীভূত হইয়া এক্ষণে মহামধুর আনন্দোল্লাস দান করিতেছে। (৯১) "হে সখি ! ঐ যে চত্বর হইতে বৃন্দার সহিত তোমার (অন্যান্য) সখীগণ তোমার নিকট আসিতেছে। ইহারা নিজেদের নয়নসমূহকে তোমার রূপলাবণ্যের অমৃতধারায় আপ্লুত করিতেছে। (৯২) "এই ত সম্মুখে কুঞ্জময় বৃন্দাবন শোভা বিস্তার করিতেছে। উহা উত্তম হাস্যভরে যেন সমুজ্জ্বল হইয়াছে এবং তোমার রাজ্যসম্পদে উন্মত্ত হইয়াই বুঝি ইতস্ততঃ চঞ্চলায়মান **পতাকা**রূপ জিহ্বা সমূহ দ্বারা স্বর্গের সৌন্দর্য্য-রাশিকেও গ্রাস করিতেছে !! (৯৩) "হে সখি ! ঐ দেখ—সম্মুখেই মুনীন্দ্র-বন্দিতা দেবী **পৌর্ণমাসী** এই পুরদ্বারে আনন্দভরে দণ্ডায়মানা হইয়াছেন। বাৎসল্য-রঙ্গে ইনি সঙ্গীত-মঙ্গল করিতেছেন এবং সঙ্গিনী-গণের সহিত উৎকণ্ঠাতিশয্যে তোমার পথের দিকে নিরীক্ষণ করিয়া রহিয়াছেন !!" (৯৪) এইভাবে সখীগণ সুখে রাধার বর্ণনা সমাপন করিলেন, দেবীগণ তাঁহাকে দর্শন করিতে লাগিলেন এবং শ্রীরাধাও শোভাদ্বারা লোচনের সুখদায়ক কর্ম সমূহের অত্যুত্তম বিশ্বকর্ম্মারূপে অর্থাৎ সকলের নয়নানন্দ বিধান করিতে করিতে পুরীদ্বারে গমন করিলেন।

অভিষেকস্থলীতে আগমন ও অধ্যায়-সমাপ্তি

(৯৫) এক্ষণে এই অভিষেক-মণ্ডপে শ্রীরাধার মুখচন্দ্রজ্যোৎস্নার উদয় হইল! প্রত্যেক বক্তির নয়নাবলিরূপ চকোরশ্রেণীও তখন ঐ কান্তিধারা সমগ্রটুকুই পান করিবার অভিপ্রায়ে উদ্‌গ্রীব হইয়া রহিল। অহো! তাহার বিন্দুমাত্র স্পর্শ করিয়াই কিন্তু উহারা সাতিশয় মদাক্রান্ত হইয়া জাড্যই প্রাপ্ত হইল !! (৯৬) এই সম্মুখস্থ কুঞ্জবর্য্যে যিনি উদয়ানন্দ লাভ করিয়া তৎপরে নিজ হাস্যরূপ জ্যোৎস্নাদ্বারা নিখিল তরুলতা-মণ্ডলীকে প্রফুল্লিত করিয়া ইহাদিগকে নিজ অশ্রুসুধাধারায় সেক করিতেছেন—সেই বৃন্দাবনীয় পূর্ণচন্দ্রলক্ষ্মীই বিজয়লাভ করুন। (৯৭) যিনি আমার ন্যায় তাপদগ্ধ জীবের হৃদয়ে নিজপদনখর-চন্দ্রমা দান করিয়াছেন—অজিত (অবিচ্যুত) ভক্তিদানে যিনি আমার চিত্তদর্পণ সম্যক্‌রূপে পরিষ্কার করিতেছেন—যিনি যে কোনও বস্তু কামনা করিলেও সাক্ষাৎ চিন্তামণিই দান করেন—সেই মহারূপবান্ কৃষ্ণদেবকে নিত্য সেবা করি [পক্ষান্তরে—কৃষ্ণসেবী পরমপূজ্যপাদ শ্রীশ্রীরূপগোস্বামি-চরণকে নিত্য ভজন করি।]

ইতি পঞ্চম উল্লাস ॥
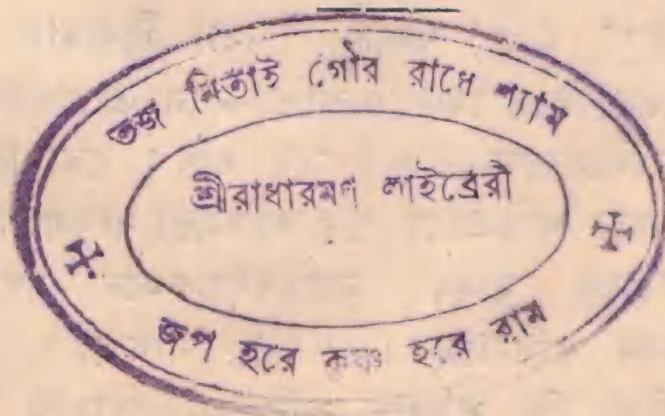
ষষ্ঠ উল্লাস।

নিকুঞ্জ দ্বারে বৃন্দাকৃত শ্রীরাধাভ্যর্থনাদি

(১) অনন্তর মহোৎসবের যাত্রীগণ পশ্চাতে ও সম্মুখে যথাক্রমে দ্রুতগতি ও মন্থরভাবে চলিতে থাকিলে বৃন্দাদেবী নিজ নিকুঞ্জপুরীর দ্বার-দেশেই শ্রীরাধাকে সম্যক্‌রূপে পূজা করিলেন। (২) অত্যুৎকৃষ্ট গন্ধ প্রভৃতি শুভ বস্তুরাজিদ্বারা 'জয় জয়' শব্দ উচ্চারণ করতঃ তাঁহার পূজা করা হইল; তখন দেবশিল্প-মূর্ত্তির ন্যায় সেই তরুপুরীকে (নিকুঞ্জ-মন্দিরকে) শ্রীরাধা নিজধামরূপে অঙ্গীকার করিলেন।

শ্রীকৃষ্ণাঙ্গ-গন্ধলাভ ও বৃন্দা কর্ত্তৃক কৃষ্ণ-বার্ত্তা-প্রাপ্তি

(৩) তৎপরে নিজ নিকুঞ্জপুরীমধ্যে প্রবেশ করিতে না করিতেই অত্যুৎকট উৎকণ্ঠাযুক্ত হইয়াও তিনি শ্রীহরির অঙ্গ-পরিমলে শান্তমতি হইলেন এবং নির্জনে বনদেবতাকে বলিলেন—(৪) হে দেবি! সেই হরিকে নয়নে দেখিয়াছি না কি? অথবা তাঁহার অঙ্গগন্ধ প্রসারিত হইলেই ভ্রম-বুদ্ধিবশতঃ ঐরূপ মনে হইল কি? বল দেখি তোমার অধীশ্বর এস্থানে বিলাস করিতেছেন কি? তাহা হইলে আমি নিজমতি শান্ত করিতে পারি!" (৫) বনদেবী তখন শ্রীরাধার নয়ন-পদ্মের বারি মার্জ্জন করিতে করিতে চঞ্চল ও কাতর-নয়না শ্রীরাধাকে মহাশান্তি-পূর্ণ মধুর বাক্যে বলিতেছেন—(৬) "হে সখি! তোমাদের উভয়ের প্রণয়িতা দর্শন করিবার অভিপ্রায়ে পুত্র অভিমন্যু সহ এখানে যে জটিলা আসিয়াছিলেন—তাহাতে মাধব নাতিহর্ষযুক্তমনে সখাগণ সহ ঐ মাধবিকা-গৃহে প্রবেশ করিয়াছেন। (৭) "সখি হে! শৈব্যা বৃদ্ধা জটিলার নিকট গিয়া কি শঠতাই করিয়াছে—তাহাও শ্রবণ কর। যেহেতু সুহৃদের নিকট নিজ মনোদুঃখ না বলিলে তাহার প্রখরতা (তীব্রতা) নাশ হয় না। শৈব্যা বলিল—'হে বৃদ্ধে! তুমি নিজ বধূকে হরির তত্ত্বাবধানে ন্যস্ত করিয়া উত্তম কার্য্যই করিয়াছ!! [ব্যঙ্গোক্তি]

এখন কিন্তু রাধা-সঙ্গে যাহাতে হরি না থাকে, এইভাবে রাধার নিকট হইতে ঐ যুবতিমোহন-নয়নশীল কৃষ্ণকে ব্যবধান করিয়া দাও। (৯) "এক্ষণে তুমি পুত্রের সহিত ওখানে যাও, এবং শান্ত জনের নিকট নিজ জিতেন্দ্রিয়তার কথা বিস্তার করিতে থাকিলে ঐ কৃষ্ণকে এই কথাটি বল—'হে কৃষ্ণ! এই মহোৎসবে তুমি ও আমি বধূর পশ্চাতে ব্যবধানে একসঙ্গে থাকিব।' (১০) "হে সখি! এইভাবে শৈব্যা কর্ত্তৃক ভেদিত-মতি হইয়া স্বপুত্র অভিমন্যু সহিত সেই অন্ধপ্রায়া জটিলা এস্থানে প্রবেশ করিতেছে দেখিতে পাইয়া আমি হস্ত-সঙ্কেতে তৎপুত্রকে ডাকিয়া বুঝাইয়া দিলাম—(১১) 'ঐ দেখ আকাশে দেবীগণ হাসিতেছেন, কেননা তুমি নিজ বধূর রাজ্যাভিষেকের দ্রষ্টা হইতে আসিয়াছ !! অহো! ধিক্ !!" আমার এই কথা শুনিয়াই জটিলা-নন্দন কাম্যবনের দিকে পলায়ন করিয়াছে !!!' (১২) "পুনরায় আমি বৃদ্ধা জটিলার সম্মুখে গিয়া এই কথা বলিলাম—'হে বৃদ্ধে! তোমার পুত্র ত বাতরোগী। অহো! মুহুর্মুহু কি জানি কি জপ করিতে করিতে যমুনার দিকে ছুটিয়া গেল !!' (১৩) "এইভাবে তাহাকেও নিরসন করিয়া হরি-সান্ত্বনার জন্য মালতীকে অতি শীঘ্রই বিনিয়োগ করতঃ কল্যাণময়ী তোমার নিকট এই আসিলাম। সখী হে! নিজ মনকে আর বিন্দুমাত্রও খেদান্বিত করিও না।" (১৪) অনন্তর বৃন্দার এই উক্তিরূপ-সুধারসে আপ্লুতা রাধা অদৃষ্টচরী নির্জন পুরীমধ্যে [অথবা নিভৃত সুখ-প্রাপক পুরীমধ্যে] শ্রীহরির সঙ্গমাশায় প্রবেশ করিলেন। তিনি অন্তরে নিগূঢ় কামনা রাখিয়াও বাহ্য চাপল্য-বর্জিতই ছিলেন অথবা নিভৃত কামনাশীলা বৃন্দার সহিত ঐ নায়ক-বিরহিত কুঞ্জ-মন্দিরে যাত্রা করিলেন। (১৫-১৬) "হে বৃন্দে! যদিও এই অত্যুত্তম লতাপুরী (নিকুঞ্জ) আমি সম্যক্ প্রকারে দর্শন করি নাই, তথাপি ইহা আমার চক্ষুতে অসেবিত অর্থাৎ সেবার অযোগ্য বলিয়াই মনে হইতেছে; যেহেতু এই কুঞ্জে আমাদের কোনও বিশিষ্ট কেলিকলার স্ফুরণ হইতেছে না অথবা বিশেষ ভাবে হিতকর সুরত-সম্ভোগাঢ্য কেলি-বিস্তার প্রচার নাই বলিয়া মনে হয়। শ্রীরাধা এইভাবে প্রতি কুঞ্জেই বনদেবতা বৃন্দার হস্ত মৃদুভাবে ধারণপূর্ব্বক নয়নজলে বক্ষঃ প্লাবন করিয়া পুলকাঞ্চিত-কলেবরে বলিতেছেন। আর শ্রীরাধার অনুযোগ শুনিয়া তখন বৃন্দাও বলিলেন—

নিকুঞ্জ পুরীর রচনা-বৈশিষ্ট্য, সুষমা ও বৈচিত্রী প্রভৃতি

(১৭) "হে রাধে ! নিকটে এই লতাগৃহ শোভা পাইতেছে। উহা কুসুম, পল্লব ও ভ্রমররাজি-বিরাজিত হইয়া বিচিত্রতা বহন করিতেছে। উহাতে তরু, নিকুঞ্জ ও মণিময় ভূমিভাগ শোভা বিস্তার করিতেছে !! নানাবিধ ভঙ্গিময় চত্বর (প্রাঙ্গণ) ও (কুটীর) তোরণদ্বারাদিও তাহাতে বিরাজিত আছে। (১৮) "হে প্রধানা সখি ! ইহাতে যথাক্রমে উন্নততর ছয়টি প্রকোষ্ঠের একটি প্রকাণ্ড কক্ষ আছে ; চারিদিকে চারিটী বৃহৎ দ্বারযুক্ত শোভায়মান এই লতাপুরীটি বহুকাল পূর্ব্বে আমি তোমার জন্য নির্মাণ করিয়াছি। (১৯) "সখি হে ! তোমার এই নিকুঞ্জময় পুরীর বর্ণনা করিতে যদি সাক্ষাৎ চতুরানন (ব্রহ্মা) ও চিরকাল প্রযত্ন করেন, তথাপি অবিলম্বেই তিনি অচতুরানন (নির্বাক্) হইবেন, সন্দেহ নাই !! (২০) এই লতানিকুঞ্জ-রাজি স্বয়ং ঊর্দ্ধগামী কিরণ-জালে মণিময় গৃহকেও জয় করিয়াছে। মধুপ (ভ্রমর বা মধু-পানোন্মত্ত নাগরেন্দ্র), কুসুম ও পিকাদির সেই অনির্বাচ্য বা অদ্ভুত মাধুরী কি উহাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়াছে ? অর্থাৎ তাহাদের প্রভাব অতিমাত্রায় ইহাদের উপরে প্রতিফলিত হইয়াছে। [পাঠান্তরে—মধুরসে অন্ধ কোকিলাদি ও ভ্রমরমণ্ডলী ঐ লতা নিকুঞ্জ সমূহে দৃষ্টি করিয়াছে কি ?]

প্রথম কক্ষ

(২১) "হে সুমুখি ! এই লতা-পুরী দীপযুক্ত মণিময় কলসীসমূহ ধারণ করিয়াছে, ফলভারে প্রণত হইতেছে ; এক্ষণে তোমার মহোৎসব বা কিরণ প্রাপ্ত হইয়া প্রফুল্ল দেহযুক্ত হইয়া ভাববতী নারীর ন্যায় জৃম্ভাত্যাগ করিতেছে। [ভাবিনী নারী মণিময় আভরণ পরিধান করে, সুন্দর কুচযুগলে শোভিতা হয় এবং তাহার ভারে আনতাও হয় ; অথচ স্বাভিলাষ-প্রকাশ জন্য জৃম্ভা ত্যাগ করে, তদ্রূপ এই লতাপুরীও ভাব-বিশেষ প্রকাশ করিতেছে !!] (২২) হে রাধে ! প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড তরুর আশ্রয়-গ্রহণকারী ঐ **শতপত্রিকা** (গোলাপ) বৃক্ষ সমূহের

আভরণ স্বরূপে এই কুসুমচয় কেবল কান্তিতে নয়—কিন্তু উন্নত প্রদেশে সঞ্চালন হেতুও নক্ষত্রমণ্ডলীর সহিত সখ্যবিধান করিয়াছে !! (২৩) "হে কৃষ্ণবরালি ! (কৃষ্ণের প্রধানা সখীস্বরূপে !) ময়ূরগণ তোমাদের উভয়ের সৌন্দর্য্য-দর্শনাকাঙ্ক্ষায় নিরন্তর এইস্থানে আসিতেছে। ইহারা তোমাদের প্রতিনিধি-স্বরূপ হইয়া বিদ্যুদ্‌যুক্ত মেঘরাজিকে সদাসর্ব্বদা ভজন করে !! (২৪) "হে সখি ! এই নাট্যকলোচিত গৃহ-সমূহে যদি তুমি প্রণয়ীর সহিত খেলা কর, তবেই এই মৃগীগণের নয়ন-প্রশস্ততার সার্থক হয় এবং বিধাতার শুভ বিধানেরও ফলোদয় হয় !! (২৫) "তোমার এই মহাভিষেকাবসরে প্রকৃষ্ট হর্ষযুক্ত দেব-সুন্দরীদের পক্ষ্ম-সমূহের আনন্দাতিশয্যবশতঃ ইতস্ততঃ নিপাত হওয়াতে মনে হয় যেন তাঁহারা মুহুর্মুহু (তাঁহাদের পক্ষে) অকল্যাণময় সনিমেষত্বই (মানবত্বই) প্রাপ্ত হইয়াছেন !!"

দ্বিতীয় কক্ষ

(২৬) "সখি হে ! এই দ্বিতীয় অন্তঃপুর **বকুল ও রঙ্গণ** (কিংশুক) কুসুমে পরিব্যাপ্ত মন্দির-শোভিত। অহো ! ইহাতে ঐ পরিমল কি মূর্ত্তিমান্ হইয়াছে অথবা উজ্জ্বল রাগ (রক্তিমা) বিগ্রহই ধারণ করিয়াছে, কিছুই ত বুঝিতেছি না !! (২৭) দেখনা কেন, রঙ্গণপুষ্পে বকুলের গন্ধ বিদ্যমান, আবার বকুলেও রঙ্গণের সুবাস বর্ত্তমান ! এইজন্য এই লতানিকুঞ্জ-মধ্যে ভ্রমরগণ একবার রঙ্গণপুষ্পে যাইতেছে, পুনরায় তৃষ্ণাভরে বকুলের দিকে যাইতেছে এবং মনে মনে ভাবিতেছে—"অহো ইহা কি বস্তু ?"

তৃতীয় কক্ষ

(২৮) "হে রাধে ! এই তৃতীয় কুঞ্জপুরীতে প্রবেশ কর, ইহা প্রস্ফুটিত **পাটল ও মল্লিকা** পুষ্পজালে উজ্জ্বল হইয়াছে। সান্ধ্য (সন্ধ্যা-কালীন) রক্তিমার মধ্যে তারকারাজি-কর্ত্তৃক উল্লসিত চন্দ্রকলার স্মরণে (উদ্দীপনে) মন চঞ্চল হউক। (২৯) এই লতানিকুঞ্জ চন্দ্ররশ্মি-সমূহের ঝরণাবৎ অত্যুত্তম মল্লিকাসকলের রসপ্রবাহে চন্দ্রকান্তমণিবৎ আচরণ করিতেছে অর্থাৎ চন্দ্রকান্তমণি যেমন চন্দ্রজ্যোৎস্নায় দ্রবীভূত হয়,

তদ্রূপ এই নিকুঞ্জও মল্লিকা সমূহের রসপ্রবাহ উদ্‌গার করিতেছে। আবার সূর্য্যকিরণে প্রস্ফুটিত পাটলরূপ অনলরাশি ধারণ করিয়া সূর্য্যকান্ত-মণিবৎ প্রতিভাত হইতেছে !!"

চতুর্থ লতা-নিকুঞ্জ

(৩০) "সখি হে ! চতুর্থ লতাগৃহ এইটী—ইহাতে প্রস্ফুটিত **কর্ণিকার** রাজি প্রকাশমান হইয়া স্বর্ণবর্ণ ধারণ করিয়াছে ! ইহাতে প্রবেশ করিয়া তুমি নিজ কান্তি দ্বারা অন্যবস্তুর কথা দূরে থাকুক্, মলিন ভৃঙ্গ সমূহকেও স্বর্ণবর্ণ কর। (৩১) হে সখি ! এই প্রকোষ্ঠে গৃহবৎ প্রকাশশীল কর্ণিকার বৃক্ষে সুমেরু পর্ব্বত-ভ্রমে খেচরগণ যাইতে থাকিলে তাহা দেখিয়া তোমার অপরূপ মাধুর্য্যই আনন্দের সহিত তাহাদিগকে স্থগিত করিয়া পুরপালকজনবৎ শোভা বিস্তার করে।"

পঞ্চম কুঞ্জকক্ষ

(৩২) "হে সখি ! এই পঞ্চম কক্ষটি **লবঙ্গলতার** সুললিত সৌন্দর্য্য ধারণ করিয়াছে এবং মধুসূদন (ভ্রমর বা কৃষ্ণ) কর্ত্তৃক পরি-মিলিতও হইয়াছে ! অতএব তুমিও নিজলীলা প্রকট করিয়াই এই কক্ষ মধ্যে প্রণয়িতা লাভ কর। (৩৩) এই কুঞ্জপুরীতে লবঙ্গলতা-গৃহের অত্যুত্তম সৌরভ প্রসৃত হইতেছে। ঐ দেখ—এ স্থানে ভ্রমর-রাজি ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে থাকিলে লোকের মনে এই ভ্রম হয় যে সুগন্ধি ধূপধূমরাশিই বুঝি দেখা যাইতেছে !!

ষষ্ঠ লতা-মন্দির

(৩৪) হে সখি ! **তমালবৃক্ষারূঢ় চম্পকলতা**-শোভিত এই অতুলনীয় ষষ্ঠ গৃহে প্রবেশ করিয়া ইহাকে সুখী কর। 'তোমাদের যুগলের কান্তি ধারণ করিয়াছে' বলিয়া এই লতাগৃহটি নয়নামৃত-ধারায় সিক্ত হইয়াই যেন এত শীঘ্র শীঘ্র বৃদ্ধিশীল হইয়াছে। (৩৫) যে ব্যক্তি ইন্দ্রনীল-মণিজটিত হেমময় গৃহসমূহের সহিত এই নিত্য সংযুক্ত শোভা-মণ্ডিত তমালকর্ত্তৃক আলিঙ্গিত চম্পকলতারাজিকে অতিমাত্রায় তুলনা

করে—বলিতে হইবে যে তোমাদের শোভা তাহার ভ্রান্তিপ্রদ নয়নকান্তি আলোকিত করে নাই !!

সপ্তম লতাগৃহ

(৩৬) "হে সখি! **বিচিত্র লতাজাল-ব্যাপ্ত** এই সপ্তম মন্দির-প্রকোষ্ঠে প্রবেশ কর। হে সুমুখি! এক্ষণেই ইহা মোহনত্ব (সুরত-সম্ভোগ, পঞ্চবাণ কামের প্রথম বাণ, অথবা মোহকারক-স্বভাব) প্রাপ্ত হইয়া **'মোহন'** নামের যথার্থতা সম্পাদন করুক। (৩৭) হে রাধে! এই লতাপুরী বিবিধ-কান্তিবিশিষ্ট কুসুম-নিচয়ে তোমাদের উভয়ের ভাব-বিষয়ক প্রচুর চারু কান্তি বিকীরণ করিতেছে এবং পক্ষিদের বিবিধ কাকলিধ্বনিতে নিখিল মণিতের (রতিকূজনের) অনুকরণ করিতেছে।

পূর্ব্বদিকে নৃপাসন, উত্তরদিকে অভিষেক-সামগ্রী ইত্যাদি

(৩৮) এই পুরীর মধ্যস্থান হইতে **পূর্ব্বদিকে** সর্ব্বদা প্রসিদ্ধ একটি গৃহ আছে। দিক্‌চক্রবালরূপ বধূগণের সমান রাগ-(রক্তিমা বা অনুরক্তি) বিশিষ্ট ঐ স্থলে **রাজাসন** রূপ সূর্য্যদেব প্রকাশমান। (৩৯) সখি হে! তুমি অভিষেকের পরক্ষণেই এই স্বর্ণসিংহাসনে শুভ বিজয় করিবে। তখনই বৃন্দাবনের ভাগ্যনিধি (রত্নময় আভরণাদি বা কৃষ্ণ) স্বয়ং আনন্দিতচিত্তে তোমার নিকটে আগমন করিবে। (৪০) এক্ষণে প্রথমতঃ এই গৃহের **উত্তরদিকেই** প্রবেশ কর। হে শুভে (পরম-কল্যাণস্বরূপে!) অভিষেক-সামগ্রীপূর্ণ এই চত্বর সর্ব্বত্রবিস্তারি কান্তি ধারণ করিয়া সুন্দর নক্ষত্ররাজি-বেষ্টিত গগনবৎ শোভাসম্পন্ন হইয়াছে এবং তুমিও ইহাতে চন্দ্রমাবৎ উদয় লাভ করিয়া বিরাজমান হও। (৪১) ঐ দেখ—এস্থলে মুনীশ্বরী পৌর্ণমাসী তোমার অভ্যুদয়ের জন্য বটু (ব্রহ্মচারী) গণদ্বারা নিপুণতার সহিত **যজ্ঞ**-রূপে শিবের (মঙ্গলের বা মহাদেবের) রচনা করিতেছেন। হে সুমুখি! ঘৃতের দ্রব্যধারায় যেন গঙ্গাই স্ফূর্ত্তি পাইতেছেন এবং ঐ শিবের ধূমজটা ও (ধূম্রবর্ণ জটা পক্ষে ধূম্ররূপজটা) উপরিভাগে দৃষ্টিগোচর হইতেছে !!

(৪২) এইভাবে বিপিনদেবতা বৃন্দা কর্তৃক উক্তা রাধা এই নিজ-পুরীতে যেমন আসক্ত হইলেন, (শ্লেষপক্ষে—নিজদেহে অনুরঞ্জিত হইলেন), তদ্রূপ ঐ বৃন্দার অঙ্গকান্তি বা পরিধেয় বস্ত্রকেও উত্তমরূপে রঞ্জিতই করিলেন। এইরূপে দেহগেহে পরস্পর অনুরঞ্জন সুন্দরভাবে স্থির হইয়াই রহিল (স্থায়িত্ব লাভ করিল।) (৪৩) তৎপরে কুসুমময় তোরণদ্বারযুক্ত মণ্ডপ-শোভিত, সুমনোহর দীপ ও কলসরাজি দ্বারা অত্যুজ্জ্বল, অভিষেকোচিত মঙ্গল বস্তুরাশি-পরিপূরিত এবং কামদোৎ-সবময় সেইপুরী-মধ্যে শ্রীরাধা আগমন করিলেন। (৪৪) তদনন্তর তন্মধ্যে কুসুমরাজি-বিরচিত, চতুষ্কোণ, বিশহস্ত-পরিমিত এবং ধ্বজা-শোভিত এক অনির্ব্বচনীয় স্থান দেখিলেন—ইহাকে **সার্ব্বভৌমগৃহ** বলা হয়। (৪৫) দিক্‌পর্ব্বত-সমূহের মধ্যবর্ত্তী চন্দ্রমা যেমন নিজ-কিরণে উদ্‌ভাসিত আকাশে প্রকাশিত হইয়া থাকে, তদ্রূপ মণিময় ভূমির মধ্যস্থানে উত্তমবৃক্ষ-শ্রেণী-চতুষ্টয়মধ্যে **কুসুমগৃহটি** বর্ত্তমান। (৪৬) (প্রকাশ) বহুমূর্ত্তি মুরারি ও প্রেয়সীগণের প্রতিনিধি-স্বরূপেই বুঝি ইন্দ্রনীলমণিখচিত কলস ও দীপিকামালা সেই বৃক্ষমণ্ডলে (নিকুঞ্জে) পরস্পরের দুই দুইয়ের মধ্যদেশে শোভা বিস্তার করিতেছিল। (৪৭) নিজগর্ভে উদয়শীল চন্দ্রমা যেরূপ সমুদ্রকে শোভিত করে, তদ্রূপ ঐ মকরতমণি-খচিত বেদিটী মহালক্ষণান্বিত শুভ্রকান্তিযুক্ত এই কুসুমগৃহ দ্বারা সাতিশয় শোভিত হইতেছে !! (৪৮) দেবী পৌর্ণমাসী কর্তৃক অতি সাদরে পরিলালিত ও পরিবারগণ কর্তৃক বেষ্টিত হইয়া শ্রীরাধা তখন সিংহাসনের নিকটবর্ত্তী বিস্তৃত ও অত্যুৎকৃষ্ট চন্দ্রাতপ-শোভিত **দক্ষিণদিকের** চত্বরে সমুপবেশন করিলেন।

পৌর্ণমাসীকৃত শান্তিকার্য্য, শুভ শকুন ও দেবীগণের স্মরণ

(৪৯) মুনিবরা পৌর্ণমাসী শ্বেত পরিচ্ছদ পরিধান করিয়াছেন—ব্রতাচরণ করিয়া শান্তিকার্য্য সম্পাদন পূর্ব্বক আসন পরিগ্রহ করিলেন এবং অগ্নিতে ঘৃতাহুতিকালে শুভ নিমিত্ত (শকুন) দেখিতে পাইলেন। (৫০) তখন ঘনঘন রথধ্বনি হইতে লাগিল—অগ্নির শিখাসমূহ দক্ষিণদিকে আবর্ত্তমান হইতে লাগিল (দক্ষিণাবর্ত্ত হইল)—তৎপরে

প্রদক্ষিণকারী জনগণও কলকল ধ্বনি করিয়া উজ্জ্বলতা-বৃদ্ধির সহিত তাহারই (অগ্নির) অনুকরণ করিতে লাগিল অর্থাৎ দক্ষিণাবর্ত্তে পরিক্রমা করিতে প্রবৃত্ত হইল। (৫১) তখন সুরসুন্দরীগণ মুহুর্মুহু কুসুমরাজি বর্ষণ করিতে লাগিলেন, এবং উঁহাদের সখীগণ (কুশীলব) স্তুতিপাঠকের কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া হাস্যচ্ছলে যেন দেবীগণের কুসুমবর্ষার প্রতিবর্ষণই করিলেন। (৫২) তখন চতুর্দিক হইতে এই এক শব্দই উঠিতে লাগিল —'হে পূজ্যপাদ দেবী পৌর্ণমাসি! আপনি শীঘ্র এস্থানে বিধিমত সকল ব্যাপারের অনুষ্ঠান করুন।' তৎপর ভগবতীও দেবীগণকে নিজ অন্তরে স্মরণ করিয়া করিয়া বাহিরেও প্রকট করিয়া ফেলিলেন অর্থাৎ সেই স্থলে দেবীগণের আগমন হইল।

দেবীগণের আগমন, আশীর্ব্বাদ, পৌর্ণমাসী-কর্ত্তৃক অভিষেকে আহ্বান

(৫৩) সূর্য্যপত্নী ছায়া ও সংজ্ঞার সহিত শিবানী, একানংশা ও মানস-গঙ্গার সহিত যমুনা সহসা এইস্থানে সমাগত হইয়া শ্রীরাধার শিরোদেশে পারিজাতাদি স্বর্গীয় কুসুমচয় সংস্থাপন পূর্ব্বক (৫৪) মুহুর্মুহু তাঁহাকে নিরীক্ষণ করতঃ শুভ আশীর্ব্বাদ করিলেন এবং তৎপরে সখীগণকে ও মুনিবরা পৌর্ণমাসীকে সম্যক্ অভিনন্দন জ্ঞাপনপূর্ব্বক অশ্রুস্নাত ও পুলকাঞ্চিত-কলেবরে স্থৈর্য্য ধারণ করিলেন। (৫৫) তখন শ্রীরাধার দেহের সৌন্দর্য্য এবং পরিজনগণের প্রণয়-মহিমা দর্শন করিয়া ইঁহারা অক্ষিজল-প্রবাহে স্বমধু-বিন্দুস্নাত কাঞ্চনবর্ণ প্রস্ফুটিত লতাবৎ শোভা বিস্তার করিতে লাগিলেন। (৫৬) শ্রীরাধিকার অপরূপ সৌন্দর্য্য-পানের তৃষ্ণাবেগে দেবীগণ বিমোহিত হইলেও তাঁহাদিগকে প্রবোধিত, ধৈর্য্যশীলা ও স্নেহাধীন করিয়া পৌর্ণমাসী আনন্দাতিরেকে বলিলেন— (৫৭) হে দেবসুন্দরীগণ! আপনারা যখন ব্রজে আগমনই করিয়াছেন —তবে শীঘ্রই কৃষ্ণবনে ইহাঁকে অভিষিক্ত করুন—যাহাতে বিশ্ববাসিগণ মহাবিস্ময়ই প্রাপ্ত হয়!!

———

ছায়ার সন্দেহ, বিন্ধ্যবাসিনী কর্ত্তৃক তাহার নিরসন এবং বৃন্দাবনমহিমা

(৫৮) এই কথা শ্রবণে তখন শনির মাতা ছায়া মুনিবরা পৌর্ণমাসীকেও যেন শিক্ষাদিবার জন্যই যাহা বলিলেন, অহো! তাহা নিজ অনুগত জন-বিষয়ে পরম শিক্ষারই কারণ হইল!! (৫৯) [ছায়ার প্রশ্ন—] "হে দেবি! আপনার দুর্লঙ্ঘ্য আদেশ আমরা দেব-কুসুমের ন্যায় শিরোধার্য্য করিলাম। কিন্তু আমার সন্দিগ্ধচিত্তে ইহাতে ত বিপুল আনন্দ লাভ হইল না!! (৬০) "আমরা মূর্ত্তিমান্ বেদের মুখে শুনিয়াছি যে এই রাধার সহিত লক্ষ্মীও তুলনীয় নহেন। কিন্তু খেদের বিষয় এই যে পঞ্চযোজন (বিশক্রোশ মাত্র) পরিমিত এই বৃন্দাবনে ইনি রাজ্য করিবেন কি? [এই রাধাকে সর্ব্বব্রহ্মাণ্ডাবলির আধিপত্যে অভিষেক করিলেই আমার মনস্তৃপ্তি হয়—ইহাই আন্তরার্থ।] (৬১) তৎপরে শনৈশ্চর-মাতার মুখোচ্চারিত এই বাক্যে উদ্ভূত হাস্য-রসে স্নাতা পৌর্ণমাসী তখন দেবী বিন্ধ্যবাসিনীর মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে তিনি পুলকান্বিত দেহে বলিতেছেন—"সখি হে! শ্রবণ কর। (৬০) "বেদে বস্তুজ্ঞাপকলক্ষণ যে বৈভব আছে, তপস্যায় বরণীয়-বিশেষপ্রাপকত্ব; জ্যোতিষ্টোমাদি যজ্ঞ-সমূহে বিশিষ্ট ফলোৎপাদকত্ব, মন্ত্র সমূহে দুর্ঘটন-ঘটকত্ব, দেবগণে সর্ব্বৈশ্বর্য্যভোগ-মত্ততা, অণিমা প্রভৃতি সিদ্ধি-নিচয়ে ঐশ্বর্য্য-সুখপ্রাপকত্ব, তীর্থচয়ে পরম পবিত্রতাবিধায়ক, মহাজনগণে (সিদ্ধগণে) যোগৈশ্বর্য্যাদি এবং পরমধাম-সমূহে স্বর্গাদিতে ইন্দ্রিয়জসুখবিশেষ-প্রাপ্তকত্ব রূপ যে সকল তারক (ত্রাণকারী) ও পারক (প্রেমপ্রদ) বৈভব-রাজি আছে, তৎসমস্তই একাধারে ঐ মথুরা মণ্ডলে দেদীপ্যমান রহিয়াছে!! (৬৩) "ভগবানের বসতি (সন্ধিনী) শক্তি এই স্থলেই বিরাজমানা, উহাই চিৎসংজ্ঞকা অন্তরঙ্গা বা স্বরূপ শক্তি, ভগবানের সহজ প্রতিকৃতি-সদৃশী; যেহেতু শক্তি ও শক্তিমানে কোনই ভেদ নাই। [সর্ব্বগ, অনন্ত, বিভু কৃষ্ণতনু সম—শ্রীকবিরাজ-গোস্বামিপাদ] কাজেই এই ধাম ও চিচ্ছক্তির নিরন্তর সহযোগিতা বা নিত্যসংযোগ-সম্বন্ধ হয়; তাহার দৃষ্টান্ত—সূর্য্য ও তাহার কিরণমালার সম্পত্তিদ্বয়ে পরস্পর অনবচ্ছিন্ন সাহচর্য্য বিদ্যমান আছে; [তদ্রূপ

ধাম এবং ভগবৎ-স্বরূপে বিভিন্নতা হয় না]। (৬৪) "যে সর্ব্ব-বিলক্ষণ তেজোযুগ্ম এই মথুরা মণ্ডলকে জন্মস্থানরূপে বা নিত্যনিবাস-স্থলরূপে উত্তমরূপেই অঙ্গীকার করিয়াছেন—তাঁহারাই এই ব্রজবনে ঘনীভূত হইয়া অর্থাৎ সাক্ষাৎ মূর্ত্তি পরিগ্রহ করতঃ গতাগতির নিরোধ না করিয়া (প্রকটভাবে সর্ব্বত্র) বিহার করিতেছেন !! (৬৫) "পঞ্চ যোজনাত্মক বৃন্দাবন—এই কথাই সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ, কিন্তু অন্য প্রকার নহে ; তাহা হইলেও প্রাচীনকালে স্বয়ং ব্রহ্মাই এই বৃন্দাবনের একাংশেই শত সহস্র ব্রহ্মাণ্ডাবলি দর্শন করিয়াছেন !! (৬৬) "যে ধাম শ্রীহরির নিত্যধাম বলিয়া স্বীকৃত নহে, ক্রীড়াবিলাসাদি করিবার অভিপ্রায়ে তিনি তাহাতেও নিজশক্তি সমর্পণ করিয়া থাকেন। আর সহজ পূর্ণবিলাসময় এই বৃন্দাবনে যে সেই সকল শক্তি নিত্য বিরাজমান আছে—ইহাও কি বলিতে হইবে ? (৬৭) "অতএব হে সখি ! বুদ্ধির অগোচর ও প্রণয়সারময়:পারক (প্রেমদ) যে সকল বৈভবরাজি আছে, তাহারা ত নিশ্চয়ই তন্ময় [শ্রীহরির বিলাসচিহ্নিত প্রেমভূমি] বৃন্দাবনে সদাকাল অবস্থান করিতেছে এবং ইহাতেই শ্রীরাধিকা অধীশ্বরী পদে অভিষিক্তা হইতে সম্পূর্ণ যোগ্যা—এই মর্য্যাদাই যথার্থতঃ অবগত হও।" (৬৮) এই বাক্যরূপ শরদাগমে তখন সভারূপ সরোবরে সকলের বদনরূপ পদ্মসমূহ প্রফুল্ল বা বিকসিত হইল। শ্রীরাধিকাও তখন উৎকণ্ঠিতা এবং নম্রমুখী হইয়া সাতিশয় চিন্তা করিতে লাগিলেন—

শ্রীরাধার কৃষ্ণদর্শনোৎকণ্ঠা ও পৌর্ণমাসী-কর্ত্তৃক তদানয়ন-প্রকার

(৬৯) "হায় ! আমার এমন পরমভাগ্য হইবে কি যে নিজবন-রাজ্যের মহোৎসবে তাঁহাকে (শ্যামকে) এবং তাঁহার কোনও অনির্ব্বচনীয় বিলাসাদি দর্শন করিতে পারিব ? হায়রে ! এক্ষণে যে তাঁহার গন্ধলেশও অতি দুর্লভই হইয়াছে !! (৭০) "অহহ ! অদ্য শ্রীহরি নিজবনের রাজ্যভার আমার প্রতি সমর্পণ করায় আমার মন এমনই হইয়াছে কেন যে দেববধূগণের সাক্ষাতেও তাঁহার মুখচন্দ্রমা দর্শন করিতে নিরতিশয় তৃষ্ণাশীল হইতেছে ? (৭১) "সখে হে ! তুমি এক্ষণে কোথায় বিলাস করিতেছ গো ? সম্প্রতি আমার নিকটে বহুবিধ (ভাবের) লোক

বর্ত্তমান। অহহ! আমার এই সময় (বিয়োগকাল বা সঙ্কেত) পূর্ণিমাও কি স্মরণ করিতেছেন না? [যদি তাঁহার স্মরণ-পথে আসিত, তবে যে কোনও প্রকারেই তিনি কৃষ্ণদর্শন করাইয়া আমাকে প্রাণে রক্ষা করিতেন!!] হা কৃষ্ণ! তবে আমি কি উপায়ে তোমাকে দেখিব হে? [এই জন-সঙ্ঘ হইতে আকর্ষণ করিয়া আমাকে রহঃস্থানে লইয়া চল—" ইহাই 'কৃষ্ণ' শব্দে ব্যঙ্গ্যার্থ।] (৭২) এই মনঃ-কথাটি তাঁহার মুখভঙ্গী দেখিয়া ভগবতী বুঝিতে পারিলেন এবং বনদেবতাকে বলিলেন—'ওহে বৃন্দে! সেই ব্রজমঙ্গল মরকতটিকে (ইন্দ্রনীলমণিকে) সত্বরে আমার নিকট আনয়ন কর ত। [পক্ষান্তরে—মরকতকান্তি ব্রজমঙ্গল শ্যাম-সুন্দরকে সানন্দে নির্জনে এস্থলে আনয়ন কর হে!!] (৭৩) ললিতাদি সখীগণও ঐপ্রকার [শ্যামসহ রাধার মিলনোপায়] চিন্তা করিতেছেন। তাঁহারা পৌর্ণমাসীর ঐ কথা শুনিয়া প্রচুর আনন্দ পাইলেন। সেই ভানুদুলালীও তখন স্বগত বলিলেন—"অহো! চপলচিত্ত!! সমাশ্বস্ত হও॥"

সরস্বতীর আগমন ও দেবীগণ প্রেরিত বস্তুসমূহের নিবেদন

(৭৪) তৎপর কুসুম-সৌন্দর্য্যে গগনমণ্ডল পূর্ণ (শোভিত) হইলে কুসুমসুষমার অধিষ্ঠাত্রীদেবী স্বয়ং মূর্ত্তিমতী হইয়াই যেন সরস্বতীরূপে আগতা হইয়াছেন দেখিয়া যমুনা যোগীশ্বরী পৌর্ণমাসীকে জানাইলেন। (৭৫) অনন্তর পৌর্ণমাসীর অনুমতি পাইয়া নদী-স্বরূপা দেবী সরস্বতী সুতেজোময় মঞ্জূষা (পেটিকা) হস্তে লইয়া সেইস্থানে প্রবেশ করিলেন এবং দেবীর অগ্রে ঐ মঞ্জূষা উদ্ঘাটন পূর্ব্বক বলিলেন—(৭৬) "ব্রহ্মাণী (সাবিত্রী) এই কমল-মালা, ইন্দ্রাণী (শচী) এই স্বর্ণাসন, কুবেরপত্নী (ঋদ্ধি) মণিময় অলঙ্কার-সমূহ, বরুণগৃহিণী (গৌরী) এই উত্তম স্বর্ণদণ্ড, (৭৭) বায়ুভার্য্যা (শিবা) শ্বেতচামরদ্বয়, অগ্নি-প্রিয়া (স্বাহা) উত্তম বস্ত্রদ্বয় এবং যমপত্নী (ধূমোর্ণা) মণিদর্পণ ইত্যাদি আমার হস্তে সমর্পণ করিয়া বলিয়াছেন—(৭৮) "এই সমস্ত বৃন্দাবনীয় ধন-সম্পত্তি পূর্ব্বে অসুরগণ চুরি করিয়াছিল—দেবগণ তাঁহাদিগকে যুদ্ধে জয় করিয়া পুনরায় ঐ সকল বস্তু লাভ করেন; সম্প্রতি তাঁহারা আমাদিগকে ঐ সব সমর্পণ করিয়াছেন। (৭৯) কিন্তু আমাদের এই অত্যুজ্জ্বল দেবাঙ্গনা-পরিবারে

ইহাদের উজ্জলতা স্বর্গবন্দ্যজ্যোতি বিনাশই করে, এইজন্য উপভোগ না করিয়াই এই সব বস্তু প্রেরিত হইতেছে। ইহারা রাধিকার অঙ্গলাবণ্যে নবনবায়মান রুচি (আসক্তি বা সঙ্গ) লাভ করুক।” (৮০) তখন বৃষভানুসুতার অঙ্গকান্তি সহিত ঐ প্রত্যর্পিত দিব্য পরিচ্ছদচয়ের কান্তিরাশি দূর হইতেই সখ্যভাবের মিলন সংস্থাপিত করিলে সখীগণ নারদমুনির পূর্ব্বকথিত (প্রথম উল্লাস ১৩১) বাক্যকেই বন্দনা করিলেন। (৮১) ভগবতী পৌর্ণমাসী পুলকাঞ্চিতা হইয়া এই সকল বস্তুজাত ললিতার হস্তে সমর্পণ করিলেন এবং দেবাঙ্গনাদিগকে বলিলেন—“আপনারাই স্বয়ং এই মঙ্গলকার্য্যের অনুষ্ঠান করুন।”

গঙ্গাদি নদী, নিখিল সরোবর ও তীর্থরাজির আগমন

(৮২) অনন্তর বৃহৎ বৃহৎ ঢক্কা প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্রসমূহ যুগপৎ বাজিতে লাগিল ; জগতের বিস্ময় উৎপাদন করিয়া গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতী এই তিন নদীর অত্যুৎকৃষ্ট জলধারা দক্ষিণহস্তের ব্যবধানে যুগপৎই সমুদ্গত হইল। (৮৩) নিখিল তীর্থশিরোমণিগণ, বৃন্দাবিপিনের উপাধ্যায়া পৌর্ণমাসীর ঘর্ম্মজলপ্রবাহ এবং অনতিদূরদেশ হইতে বেগে সমাগত নির্ঝর সকল এইস্থানে বৃহৎ সরোবররূপে পরিণত হইল। (৮৪) তখনই মণিময় স্থলটি জলব্যাপ্ত হইয়া বিবিধ পদ্মপুষ্পসমূহে সংশোভিত হইল। বিবিধ পক্ষিগণের কাকলিধ্বনিতে উৎসবদায়ী এবং সভার সহিত শীঘ্রই উচ্ছলিত অর্থাৎ আনন্দময় হইল।

অভিষেকের জলানয়ন পর্ব্ব

(৮৫) সেই শুভ মুহূর্ত্তের অদ্ভুত প্রভাবে সমগ্র জনমণ্ডলী প্রফুল্ল হইল, নৃত্যগীতাদি কলাবিদ্যা দ্বারা উন্নত, মঙ্গলকর ও উল্লসিত বাদ্যযন্ত্র সমূহ পরিমূর্চ্ছিত (সপ্তমগ্রামে উপনীত) হইল। (৮৬) নদীত্রয়ের সহিত যাহারা পরস্পর আনন্দাতিরেক বশতঃ প্রথম হইতেই তিনভাগে বিভক্ত হইয়া স্বরযুক্ত হইয়াছিল অর্থাৎ পৃথক্ পৃথক্ ভাবে স্বর ধরিয়াছিল —তাহারাও নদীগণের বা শ্রীরাধার পরিকরগণের সহিত প্রেমে মিলিত হইয়া সমধিক পুষ্টি প্রাপ্ত হইল। (৮৭) তৎপরে পৌর্ণমাসীর অনুমতি-

ক্রমে প্রতিনন্দিত এবং দেবাঙ্গনাগণ-কর্ত্তৃক বেষ্টিত হইয়া বৃন্দার সহিত ললিতাদি অষ্টসখী আনন্দ সহকারে সেই নয়টী ঘট ধারণ করিলেন। (৮৮-৮৯) তখন তাঁহারা উপরিভাগে সঞ্চাল্যমান অত্যুত্তম চন্দ্রাতপের ছায়ার ছায়ায় গমন করিতে লাগিলেন এবং নবরত্নময় সেই নয়টি উৎকৃষ্ট কলসকে পুষ্প, পল্লব, গন্ধ ও ফলাদি দ্বারা অর্চ্চনা করিয়া আনন্দভরে নিপুণতার সহিত নিজ নিজ মস্তকে ধারণ করিলেন। সুবর্ণ-মণ্ডিত শূর্প (কুলা) স্থিত দীপযুক্তা, সঙ্গীত করিতে করিতে গমনকারিণী শত শত যুবতীগণের পশ্চাৎ পশ্চাৎ পরস্পরের যূথে পরস্পরের হাস্ত-কান্তি প্রতিফলিত করিয়া হাস্যযুক্ত ও রসময়ী হইয়া তাঁহারা বিরাজমানা হইলেন। (৯০) অনন্তর চতুর্বিধ বাদ্য [বীণাও চক্কাদির 'তত' বাদ্য; মুরজ, পটহ প্রভৃতির 'আনদ্ধ' বাদ্য; বংশী, কাহল, ও শঙ্খাদির 'শুষির' বাদ্য এবং কাংস্য করতাল ঘণ্টা নূপুরাদির 'ঘন' বাদ্য] ও সঙ্গীত সহকারে বিধিবোধিত মতে পূজিত দিব্য তড়াগের জলে সুন্দরীগণ কলস সমূহকে সংপূরিত করিলেন; বোধ হইল যেন তাঁহারা নিজ নিজ মনোভাব-সম্পত্তিকেই নিবিড়রসে পরিপূর্ণ করিলেন। (৯১) সখীগণ মস্তকে মণিময় মঙ্গল কলস-সমূহ মুকুটবৎ ধারণ করিয়া ঘাটের তটে শোভা বৃদ্ধি করিলেন এবং ইঁহাদের চতুর্দ্দিক হইতে সুন্দরীগণ তখন কুসুমরাজি ও নিজ নিজ মনের সুন্দর বর্ষা করিয়া সম্মান করিতে করিতে চলিতেছেন। (৯২) এই যুবতীগণ সুন্দর উরুযুগলে হস্তি-সমুদয়ের শুণ্ডের পুষ্টতা (গৌরব) অপহরণ করিয়াছেন—গতি-বিলাসে উহাদের গমন-ভঙ্গীকেও পরাজয় করিয়াছেন। অহো! করি-কুম্ভ সমূহও ইঁহাদের কোনও অঙ্গ চুরি করে নাই কি? (স্তন মণ্ডল) নিশ্চয়ই তাহাও চুরি করিয়াছে। (৯৩) নবনিধি-[পদ্ম, মহাপদ্ম, শঙ্খ, মকর, কচ্ছপ, মুকুন্দ, কুন্দ, নীলা এবং বর্চ্চ বা খর্ব্ব] প্রসূত, শক্তিময়, দেবমূর্ত্তি-সদৃশ এই মণিময় কলস নয়টি স্বয়ংই এই তড়াগ হইতে চলিলে মনে হইল যেন ইহারা ঐ কোমলা সখীগণে পরিপাটীর সহিত শোভাই বৃদ্ধি করিয়াছিল। (৯৪) তৎপরে কতিপয় সুন্দরী ঐ মঙ্গলঘটরাজ-সমূহের সহিত কুসুমগৃহে সমাগতা, সম্মুখবর্ত্তিনী স্বর্ণ-সিংহাসনের দিকে মুখ করিয়া অবস্থিতা ঐ ললিতাদি সখীগণকে মণিবরসমূহ দ্বারা নির্মঞ্ছন করিতে লাগিলেন।

———

কলস সমূহের সংস্থাপন ও অর্চ্চনাদি ব্যবস্থা

(৯৫-৯৭) তাঁহারা পরিক্রমা-ক্রমে অন্তঃপুরের পূর্ব্বদিক হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমশঃ অষ্টদিকে এবং স্বর্ণপট্টতলে (স্বর্ণ সিংহাসনের নিম্ন-দেশে) শালিধান্যের উপরিভাগে এই নব কলস স্থাপন করিলেন; কুঙ্কুম, রক্তবস্ত্রযুক্ত মাল্যাদি, বহুবিধ গন্ধ ও মহৌষধির জল এবং কলসী মুখমধ্যে চন্দন-লিপ্ত নব পল্লবাদি স্থাপন করিয়া মন্ত্রপূত করিলেন। তখন ঐ কলসরাজগণের অধিদেবতা ভগবতী-প্রমুখ সকলেই নিজ নিজ মূর্ত্তি পৃথক্ পৃথক্ ভাবেই যেন প্রকট করিয়া বর্ত্তমান থাকিলে সকল লোকেরই নয়নরাজি প্রফুল্ল হইয়াছিল।

শ্রীরাধার নিকট শ্রীকৃষ্ণাগমন বার্ত্তা বিজ্ঞাপন

(৯৮) এদিকে যোগীশ্বরী এস্থান হইতে কোনও সখীদ্বারা শ্রীরাধাকে বলিয়া পাঠাইলেন যে 'শ্রীহরি নির্জনে আসিয়াছেন।' এই সন্দেশজাত আনন্দরাশিই তখন তত্রত্য মঙ্গলবস্তু সমুদয়কে প্রীতিপূরিত করিয়াছিল!! (৯৯) পৌর্ণমাসী-প্রেরিতা সেই সখী কিন্তু শ্রীরাধাকে শ্রীকৃষ্ণাগমন নিবেদন না করিতেই প্রথমতঃ শ্রীকৃষ্ণের পরিমলে (বার্ত্তা-রূপ গন্ধে) নির্মলান্তঃকরণা সখীকৃত-সঙ্কেতেই শ্রীরাধা সব ব্যাপার বুঝিয়া লইলেন।

শ্রীরাধার অভিষেক-মণ্ডপে গমন ও তদ্দর্শনে শ্রীকৃষ্ণের ভাব-বিহ্বলতা

(১০০) ঐ সকল গোপিকাগণ পুনরায় নিজ নিজ হস্তে অত্যুত্তম মঙ্গল বস্তুজাত ধারণ করিলেন এবং পৃথিবীভূষণ রমণীগণ তাঁহাদিগকে পূজা করিতে লাগিলেন। তখন তাঁহারা শ্রীরাধাকে ঐ অভিষেক-মণ্ডপে আনয়ন করিবার ইচ্ছায় 'আপনি এক্ষণে বিজয় করুন'—এই বলিয়া শ্রীরাধার স্তব করিতেছেন। (১০১) তখন বিবিধ নৃত্যগীত-বাদ্যাদি দ্বারা ত্রিভুবন যেন পরস্পরের বিজয়েচ্ছা করিতে লাগিল; শ্রীভানুকুল-

লক্ষ্মী শ্রীহরির বিহারবনের অধীশ্বরীত্ব-লাভের জন্য পরমশোভা-সমৃদ্ধি-যুক্ত গমনভঙ্গী অঙ্গীকার করিলেন এবং (১০২) শ্রীহরি নির্জ্জন বন-প্রদেশে হইতে শ্রীরাধার দর্শন পাইয়া বাক্যে বিবর্ণতা (গদ্‌গদতা) ও দেহে বৈবর্ণ্য (মলিনত্ব) ধারণ করিলেন, তাঁহার অঙ্গে পুলক, কম্প ও ঘর্ম্ম হইতে লাগিল ; নয়নযুগল হইতে অশ্রুপ্রবাহ ছুটিল এবং দেহচিত্তে জড়বৎ অবস্থা (জাড্য) প্রাপ্ত হইলেন। (১০৩) পুনরায় পদ্মপলাশ-লোচন শ্যাম নিভৃত নিকুঞ্জ-মন্দির হইতে সেই স্থানেই তাঁহাকে দর্শন করিয়া হতচেতন হইলে সুবলের চেষ্টায় সচেতন হইলেন এবং আনন্দাতিরেক সহকারে পুলকাঞ্চিতবিগ্রহে মৃদুমন্দস্বরে সুবলকে বলিলেন—(১০৪) "সখে সুবল! ইনিই আমার পুণ্যপুঞ্জের চরম পরিণতি বা অভ্যুদয়ের অন্ত্যকাষ্ঠা। ইহাকে ছাড়া আমি আনন্দলেশও পাই না! ঐ ত আমার সম্মুখবর্ত্তিনী চেতনা (বুদ্ধি বা আত্মা), আমার মন ত ইঁহাকে ছাড়িয়া ধৈর্য্য ধরিবে না!! (১০৫) "সখে হে! ইঁহার কান্তি-কুঙ্কুম সূর্য্যকে বিজয় করিয়াছে, ইঁহার দেহলতাটি বিদ্যুৎকেও বিড়ম্বিতই করিয়াছে ; ইঁহার বদন-পদ্মটিও চন্দ্রমাকে বিজয় করিয়াছে! আমার হৃদয়াকাশে এই সকল জ্যোতিঃই (সূর্য্য, বিদ্যুৎ ও চন্দ্র-বিজয়ি-কান্তিসমূহই) যুগপৎ প্রকাশমান হইয়াছে! (১০৬) তিনি চন্দ্রকলাকে পাদ-নখরেই স্থান দিয়াছেন—তাঁহার রতিকলা-প্রারম্ভেই কামপত্নী রতি বিস্মিত হইয়া থাকে, গুণ-চন্দ্রে কমলাও পদ্মবৎ সঙ্কুচিত হইয়াছেন ; সখে সুবল! তাঁহার তুলনা আর কোথায় হইবে বলত! সুতরাং অপরা (সর্ব্বোত্তমা রাধা অপরাই (অদ্বিতীয়াই) বটে!! (১০৭) কনককান্তিময় মানস-কুঞ্জগামিনী ও বক্র অর্দ্ধনৃত্য-পরায়ণ-নয়নকান্তিবিশিষ্টা, মত্তমাতঙ্গরাজবৎ গমনশালিনী এই সুন্দরী ললিতা-সখী রাধা প্রতিবিভ্রমেই (প্রতিবিলাসেই অথবা শৃঙ্গারজ ভূষা-স্থান-বিপর্য্যয়াদি দ্বারা) আমাকে জয় করিতেছে হে!! (১০৮) দেবীগণের যশোরাশি যেরূপ শ্রীরাধার মহামহিম যশো-মণ্ডলীর মধ্যে পরিদৃষ্টই হয় না, তদ্রূপ বৃষভানুসুতার স্মিত-কান্তিতে দেবাঙ্গনাগণের হস্ত হইতে নিপতিত শত শত কুসুমপুঞ্জও বিন্দুমাত্র দৃষ্টি গোচর হইতেছে না!! (১০৯) হে সখাশ্রেষ্ঠ সুবল! ঐ যে ললিতা হাসিতে হাসিতে এই পদ্মলোচনা শ্রীরাধার কর্ণপ্রান্তে যৎ কিঞ্চিৎ বলিতেছে, তাহাতে মনে হয় যে সুচিরকাল পরে আমারই কোনও ভাগ্য-

প্রস্তাবই করিতেছে হে !! (১১০) "হে রাধে! বিভব-রাজি বিশিষ্ট, প্রশস্ত চত্বরযুক্ত, দিব্যযানবৎ প্রতীয়মান অথবা সুবিশাল 'বিমান' নামক সার্ব্বভৌম গৃহেরই বাঞ্ছা (অনুসরণ) কর। কিন্তু মনঃপ্রাণ-হরণ-ধর্ম্মশীল কৃষ্ণের ক্রীড়া কৌতুকাদি সকল পরিত্যাগ করিয়া যাও; [যদি বল, ইহাতে প্রাণ-প্রিয়তমের অপমান করা হইবে, তবে বলি শুন] অপমানের বিচার ত্যাগ কর অথবা বিশিষ্ট মানে অর্থাৎ চিত্ত-সমুন্নতিতে অনাদর ত্যাগ কর; [যেহেতু মানই নারীগণের পরম সম্পৎ ইত্যাদি]। অথবা শ্রীহরির বিনোদ ও প্রীতির গন্ধযুক্ত বনপ্রদেশে মানের প্রতি অনাদর ত্যাগ কর। পক্ষান্তরে—শ্রীহরির 'বিনোদ' নামক রাজগৃহ-বিশেষে ক্রীড়াকৌতুকাদির সম্বন্ধভাগী হইয়াই যাও অর্থাৎ তত্রত্য নিকুঞ্জবরে গমন পূর্ব্বক স্বাভিলাষ চরিতার্থ কর। অথবা বিনোদ অর্থাৎ কামশাস্ত্রোক্ত আলিঙ্গন-বিশেষে প্রীতিলাভ করিয়া যাও; অথবা—হরির সুরতক্রীড়াদি দ্বারা তোমার চিত্ত-সন্তোষণ হইলে ত্বদীয় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে লিপ্ত মলয়জ অগুরু কস্তুরী প্রভৃতির পরিমলে সুগন্ধিত বনে মানের বিচার বা মানের প্রতি বিশেষ সম্মান ত্যাগ করাই যুক্তিসঙ্গত। (১১১) [ললিতাকৃত অধিক্ষেপার্থ গ্রহণ করিয়া পুনরায় কৃষ্ণ বলিতেছেন] হে ভাবিনি! যদিও বা কৃষ্ণ তরুগৃহ হইতে আসিয়া ভবিষ্যতে নয়নের অনুভাবাদি (কামকটাক্ষাদি) প্রকাশও করে এবং সম্মুখে উপস্থিতও হয়, তথাপি হে সখি! তোমার নিজ নয়নকে যেন আনন্দভরে বিলাস-মত্ততা বশতঃ সঞ্চালন করিয়া কোনও প্রকারেই সম্ভ্রমযুক্ত করিও না। অথবা, হে রাধে! যখন শ্যাম নয়নকটাক্ষ সমূহ দ্বারা তোমাকে ছিন্ন-ভিন্ন করিবে, তখন তুমিও তাঁহাকে প্রতিনয়নবাণে ভেদ করিতে পার। ইহা তোমার ইচ্ছামূলক জানিও। তাহাতে কোনও বাধাদির সম্ভাবনা হইবে না, যদিও বা কিঞ্চিৎ উদয় হয়, আমি সকল সমাধান করিব, জানিবে॥" (১১২) অহো! মদীয় নিকুঞ্জগৃহ-দর্শনাভিলাষিণী প্রিয়তমাকে ললিতা কি এই প্রকার শিক্ষা দিতেছে? এদিকে কিন্তু আমাতে আবির্ভূত কামদেব আমার প্রতি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সহিত তাদাত্ম্য প্রাপ্ত হইয়া নিশ্চিতই বুঝি আমাকে নিষ্পীড়ন করতঃ আত্মপ্রকাশ করিতেছে !! (১১৩) হে সখে! ঐ দেখ—অমল পুষ্প-গৃহোপরি সুন্দররূপে উদীয়মানা এবং নিজ জনগণের নেত্ররূপ চকোররাজি কর্তৃক

সেবিতা আমার রাধা পুনর্বসু নক্ষত্রে স্ব-গৃহস্থ (কর্কটরাশি গত) চন্দ্রমা-বৎ প্রকাশ পাইতেছে !! (১১৪) ঐ দেখ, স্বর্ণাসনসম্মুখে যোগীশ্বরী, সখীগণ, সুহৃদ্‌গণ ও দেবীগণ কর্ত্তৃক বেষ্টিতা শ্রীরাধাকে রবিরমণী ছায়া নিজের উত্তমোত্তম মণিদীপ দ্বারা অনবরত নির্ম্মঞ্ছন করিতেছেন। (১১৫) তখন সভাসদ্‌গণ গদ্‌গদবাক্যে মঙ্গলগীত গাহিতে লাগিলেন, এবং অনবরত অশ্রুপাত করিতে করিতে পুলকাবলি-ভূষিত হইলেন। ভানু-কুমারীর সুষমার সমীপে রত্নসমূহ (নীরাজনকালে) ভ্রমণ করিতে থাকিলে আমার হৃদয় ভ্রান্ত হইল !! (১১৬) দেখ সখে ! শ্রীরাধার সিংহাসনের দুই পার্শ্বে পূর্ব্বদিকে সখীগণ দুইটী কলস রাখিয়াছে, মনে হয় যেন উহারা নিজ দেহস্থ মঙ্গল কলসযুগলই (স্তনদ্বয়ই) হইবে ! অথবা ঐ কলসদ্বয়ই স্বয়ং তাহাদের হৃদয়ে (বক্ষে) [স্তনরূপে] নিজস্থান প্রাপ্ত হইয়াছে কি ? (১১৭) পণ্ডিতেরও অতর্ক্য প্রভাবশালিনী শ্রীমতী যে স্বর্ণপাত্রে আতপতণ্ডুল, যবাঙ্কুর ও ফলাদি স্থাপন করিলেন, তাহাতে ঐ পদ্মবদনা লক্ষ্মী মহোৎসবকে শুভ অখণ্ডিতাঙ্কুর-বিশিষ্ট অর্থাৎ সর্ব্ব সাফল্যমণ্ডিতই করিয়াছেন। (১১৮) সুবল ! ঐ দেখ—সম্মুখবর্ত্তিনী পৌর্ণমাসীর অনুমতিক্রমে এবং নিখিললোক-কর্ত্তৃক স্তুত এই রাধা নিজদেহে (সাক্ষাৎভাবে) এই স্বর্ণ-সিংহাসনে আরোহণ করিতেছেন এবং নিজ কান্তিতে ক্রমশঃ বৃদ্ধিশীলা হইতেছেন অথবা ঐ আসনের কান্তি-বৃদ্ধিসম্বন্ধে সহায়তাই করিতেছেন অথবা মনে হয় যেন কান্তি দ্বারা ঐ আসনকেও অতিক্রম করিলেন !! (১১৯) নিকুঞ্জ-মন্দিরে গ্রথিত বেদির অত্যুত্তম নৃপাসনে কামবৃতা (কামময়ী অথবা কাম কর্ত্তৃক বাঞ্ছনীয়া) ঐ বরবর্ণিনী রাধা বহুক্ষণ পর্য্যন্ত চতুর্দ্দিকে রুচি (অভিলাষ বা কান্তিরাশি) বিকীরণ করিয়া আমাকেই নিরুদ্ধ করিয়াছে !! (১২০) মণিগণ-খচিত অতুলনীয় চিত্র বিচিত্র স্বর্ণাসনে সেই স্বর্ণপদ্মমুখী ভানু-কুমারী স্বর্ণদণ্ডাদি রাজোচিত সম্পত্তি দ্বারা আমার মনকে বলপূর্ব্বকই আকর্ষণ করিতেছে হে !! (১২২) সখে হে ! পরিহিত-বসনা, জগতে অপূর্ব্বতরা কোনও জনমোহিনী এ স্থানে আবির্ভূত হইয়াছেন কি ? অথবা, আমার রাধিকাই বিবিধ মোহজনক সম্পত্তির প্রকট করিয়া এস্থানে বিলাস করিতেছেন হে ? (১২২) অহো ! আমার রাধিকার অত্যুৎকৃষ্ট দীপ্তিরাশি-দর্শনে এই ললিতাদি সখীগণ অধিকতর বিমুগ্ধ ও

প্রকৃষ্টতম আনন্দ-সমুদ্রে নিমগ্ন হইয়া এক্ষণে বাক্য, কার্য্য বা দর্শন-ব্যাপারাদি কিছুই করিতে পারিতেছেন না !! (১২৩) সুবল রে ভাই ! অহো ! ইনি আমাদের সেই রাধিকাই বটে !!! আমার প্রতি মান পরিহার করিয়া সম্প্রতি ইনি অভ্যুদয়শীলা হইতেছেন ! এক্ষণে ইনি আমার ন্যায় রাজপদেও অভিষিক্ত হইবেন ; তবে আর আমার অধিকতর ঈপ্সিত বস্তু কি আছে ?" (১২৪) মুরারি এইভাবে সখার সহিত কথাবার্ত্তা বলিতেছেন, আর শ্রীরাধাও তাঁহাকে দর্শন করিতে নিরতিশয় উৎকণ্ঠিতা হইয়াছেন—মুনিবরা পৌর্ণমাসী বিশাখা-মুখে এই সংবাদ অবগত হইলেন।

পৌর্ণমাসী কর্ত্তৃক শ্রীকৃষ্ণানয়ন

(১২৫) অনন্তর মুনি-মান্যা ভগবতী পৌর্ণমাসী সকল কথা জ্ঞাত হইয়া শিবানীকে জিজ্ঞাসা করিলেন—'বল দেখি ভবানি ! এক্ষণে কি সুমঙ্গল প্রাপ্ত হইলে আমি কৃতকৃতার্থ হইতে পারিব ?' (১২৬) তখন ভবানী বলিলেন—"এই ভুবনমধ্যে ব্রজই জীবমাত্রেরই সুযোগ্য সুমঙ্গল স্থান—আবার ইহার মধ্যেও গোপেন্দ্রনন্দনই ভাবুকগণের মঙ্গলরাজি দান করিতে সমর্থ !" (১২৭) তৎপরে পৌর্ণমাসী মৃদু হাস্যে বলিলেন—'আমার যোগবল দেখ দেখি !' এই কথা বলিয়া তিনি সেই বিজন-প্রদেশ হইতে মৃদুমন্দভাবে হস্তে ধরিয়া হাস্যশোভিত আনতমুখপদ্ম হরিকে এইস্থানে আনয়ন করিলেন।

তাৎকালীন শ্রীকৃষ্ণশোভাদি

(১২৮) বিদ্যুদ্‌বিজড়িত গাঢ় কৃষ্ণ মহাচঞ্চল মেঘ যেমন চন্দ্রকলার সান্নিধ্য প্রাপ্ত হইয়া অত্যুজ্জ্বল হয় এবং জল বিকীরণ করে, তদ্রূপ পীত-বসনধারী, কৃষ্ণকান্তি মুরারি তখন রাধিকার সম্মুখে নিরতিশয় চাঞ্চল্য প্রকাশ করতঃ নিবিড় রস বিস্তার করিতে লাগিলেন। (১২৯) [ময়ূর যেমন চঞ্চলায়মান পুচ্ছ বিস্তার করিয়া পরিস্ফুট কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করে, এবং মেঘদর্শন করিয়া তাহাতে প্রচুরতর আসক্তিই প্রকাশ করে, তদ্রূপ] সুন্দর ময়ূরপুচ্ছ-সমূহ-ভূষিত, গুঞ্জামালা দ্বারা গ্রথিত ইহাঁর চূড়াযুক্ত

কেশকলাপরূপ ময়ূরও শ্রীরাধার অভিষেকরূপ বৃষ্টির সৌন্দর্য্যে প্রকটভাবে রাগময় হইয়াই যেন প্রকাশমান হইতেছে !! (১৩০) কামদেব যেমন হাস্যশোভিত, পুষ্পশরধারী, রতির রুচিপূরক, মকরাঙ্কবিভূষণ এবং জনতার চিত্তক্ষোভকারী, তদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণও বদনমণ্ডলে হাস্যরূপ পুষ্পবাণ ধারণ করিয়াছেন, ঐ বদন-দর্শনে কামপত্নী রতিরও অভিলাষ জন্মে অথবা অনুরাগ উদ্দীপন করে ; কর্ণে স্বর্ণময় মকরাকৃতি কুণ্ডল দোদুল্যমান ; ঐ অভিষেকোৎসবে সমাগত জনমণ্ডলীর চিত্তে ভাব-বিকার উপস্থিত হইতেছে—অতএব শ্রীকৃষ্ণ মদন (মত্ততা-বিধায়ক) বদনমণ্ডলে সাতিশয় দীপ্তিশীল হইয়াছেন !! (১৩১) সুবিস্তৃত আকাশ যেমন তারকারাজি-বিরাজিত হইলেও কিন্তু তাহাতে সুষমা-বিশেষ আনয়ন করিবার জন্য পূর্ণিমা তিথিতে বিশাখানক্ষত্রযুক্ত বিপুল চন্দ্রমাকে বরণ করিয়া থাকে, তদ্রূপ শ্রীহরির বক্ষঃস্থল মণিহার-সমূহে অত্যুজ্জ্বল হইলেও কিন্তু তাহাতে অপূর্ব্বতর লাবণ্য-রাশি সমর্পণ করিবার উদ্দেশ্যে দেবী পৌর্ণমাসী কর্ত্তৃক পরিচালিত এই মহোৎসবে শ্রীরাধার সার্দ্ধত্রয়োবিংশতি চন্দ্র কর্ত্তৃক বিভূষিত দেহকে (নিজের ক্রোড়ে) শীঘ্রই সংযোগ করিতে চেষ্টা করিতেছে !! (১৩২) সেই মদ-বিলাসী গজরাজ হস্ত-(শুণ্ড) স্থিত মুরলীর কলনাদরূপ অমৃতদ্বারা ঐ কমলিনীকে স্বয়ং অভিষেক করিবার জন্যই বুঝি এইস্থানে উপস্থিত হইয়াছেন ! হায় রে !! এমন ভাগ্যঘটনা কোথায়ই বা দেখা যায় ? (১৩৩) সেই অভিষেকরূপ মঙ্গলে সম্যক্ পুষ্ট, সমান-কান্তিযুক্ত-দীপ-সমন্বিত-কদলীশ্রীযুক্ত, মণিখচিত কাঞ্চিদামযুক্ত সুন্দর বসন-শোভিত শ্রীহরি-সক্থি (ঊরু) যুগল বিশেষ শোভা পাইতেছিল। (১৩৪) (এই মহোৎসবের) কৌতুকবশতঃ জাগরণশীলা লক্ষ্মীর অত্যধিক অরুণ-বর্ণ লোচনের সাম্য প্রাপ্ত হইয়াই কি মুকুন্দের অত্যুত্তম পাদপদ্মযুগলে নখমণিসমূহও সাতিশয় কান্তি বিস্তার করিতেছে ? (১৩৫) যিনি কান্তিতে চন্দ্র-জয়ী, বয়সে সাক্ষাৎ কামেরও প্রকৃষ্ট মত্ততা-বিধায়ক, গুণগণে সদ্‌গুরু (আচার্য্য অর্থাৎ নিখিল কল্যাণগুণগণ-মণ্ডিত) এবং প্রণয়-প্রাচুর্য্যে সেই প্রিয়তমাকে নিজ হইতেও সমধিক প্রীতি করিতে করিতে সেই রাধারই বশীভূত হইয়া পড়িয়াছেন !! (১৩৬) মাধুর্য্যামৃতের জন্মস্থান, নবযৌবনরূপ উজ্জ্বল মণিগণের প্রভবস্থলী, রস-সমুদ্র সেই শ্যাম মহারসময় প্রিয়সখাগণ

সহ শ্রীবৃষভানু-কুমারীকে অভিষেক করিতে প্রবৃত্ত হইয়া নিরতিশয় শোভা প্রকাশ করিলেন !!

পরস্পরের অঙ্গে মিলিত সুষমা-বর্ণনা

(১৩৭) সভাস্থলে সেই যুগলকিশোরের দেহদ্বয়ের পরস্পর মিলনের অবসর নাই—এই বুঝিয়াই কি বহুপূর্ব্বেই তাঁহাদের সুন্দর সুষমাদ্বয়ই শীঘ্রই স্বয়ংই পরস্পরের সঙ্গমন (মিলন) করিয়াছে ? (১৩৮) শ্যামসুন্দরের কান্তিরূপ মৃগমদের মৃদু বিলেপন দ্বারা সেই ক্ষণপ্রভা (বিদ্যুৎ-কান্তি রাধা) শোভিত হইলেন এবং সেই নবঘনশ্যামও তাঁহারই কিরণ-মালায় ভূষিত হইলেন। যেহেতু এইরূপ পরস্পরের বর্ণ-মিলনে উভয়ের প্রকৃতি স্বভাব-সিদ্ধই বটে !! (১৩৯) শ্রীহরির দেহরূপ নিকষ-পাষাণে রাধাদ্যুতিরূপ স্বর্ণময়ী লেখাসমূহ প্রকাশ পাইল। অহো! মদন কর্ত্তৃক উপহৃত সেই হরিণীকে [স্বর্ণপ্রতিমাকে বা উত্তমা নারীকে] সেই প্রমদন (মহামদন) পরীক্ষা করিতেছেন কি ? (১৪০) অহো ! কোথাও এরূপ তেজোময় তিমির (কৃষ্ণবর্ণ) নাই, আর কোথাও এমন স্বর্ণোজ্জ্বল চন্দ্রকান্তিও দেখা যায় না !! হায় ! সুচিরকাল পরিশ্রান্তমনে তপস্যা করিলেও কেহ কি যুগলকিশোরের কান্তি-সমুদ্রের রুচিরতার (মনোহরত্বের) ভজন করিতে সক্ষম হইবে ? (১৪১) এইস্থলে অভিষেকযজ্ঞ-দর্শনে উদ্দীপিত [সম্যক্ তৃপ্তিযুক্ত] যুগলের যে কান্তি-চন্দ্রমা দেবীগণের নয়নরূপ পদ্মসমূহকে সম্যক্ প্রকারে বিকসিত করিল, সখীদের প্রমোদ-সমুদ্রবর্দ্ধনকারী এই কান্তিচন্দ্রের পক্ষে উহা কিন্তু ঐশ্বর্য্য-প্রকাশ (আশ্চর্য্যজনক) নহে !! (১৪২) চতুর্দ্দিকে গুরুজন, সম্মুখে শ্রীহরি, আবার মন পরমোৎকণ্ঠিত হইলেও কিন্তু লজ্জার উদয় হইল ! এইজন্যই কিন্তু ঐ হরিণনয়না রাধার নয়ন-যুগল বক্রগতিতে গমনাগমন করিতে লাগিল !! (১৪৩) অতঃপর নিখিল জন-মণ্ডলী আনন্দে বিভোর হইলে তখন ললিতাদি সখীগণ আনন্দাতিরেকে অবয়ব-সমূহে অপরিমিত অর্থাৎ স্ফীত হইয়াই যেন বিপুলপুলকভরে এই কথাটি স্মরণ করিলেন। (১৪৪) "মুরারি স্বর্গসুন্দরীগণ কর্ত্তৃক আমারই সেই সখী রাধিকাকে বৃন্দাবনেশ্বরীপদে অভিষেক করাইতেছেন। হে নয়ন ! এই ত তোমারই অভিরাম মদ-মাধুরী আসিয়া উপস্থিত হইল হে !!"

শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক শ্রীরাধার কটাক্ষপ্রাপ্তি বিবরণ ও অধ্যায় সমাপ্তি

(১৪৫) নিখিল জনগণের মন হৃষ্ট হইল, সর্ব্ববিলক্ষণা শ্রীরাধাকে রত্নসিংহাসনপৃষ্ঠে অভিষিক্ত দেখিতে ইচ্ছা করিয়া শ্রীহরিও স্বগত বলিলেন—'অহো ! এই সময়ে তিনি কি একবারও আমার প্রতি দৃষ্টিপাত করিবেন !' তদনন্তর শ্রীরাধাও রসবর্ষণ-সহকারে তাঁহার প্রতি বক্রদৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। (১৪৬) নিজমহোৎসবের প্রতি হাস্যপূর্ণ-প্রভা বিস্তার করিয়া—পূজনীয়া নারীগণে বিনয়শীলা হইয়া—শ্রীহরির প্রতি নদীর ন্যায় নানা বিচিত্রভাব সমর্পণ করতঃ—এবং স্বয়ং মদকৃত ঘূর্ণাজাত লাবণ্যরাশিতে পরিপূর্ণা হইয়া ললিতাসখী শ্রীরাধার নেত্রলক্ষ্মী উন্নতি লাভ করুক্ ॥ (১৪৭) যিনি এই মৃতপ্রায় জীবকেও প্রসাদামৃত-রাশিতে নিমগ্ন করিয়াছেন, যিনি বাল্যস্বভাববিশিষ্ট বা মূর্খ এই জীবকেও পাদপদ্মের অবলম্বন দান করিয়াছেন, এবং তাহাতেও পুনরায় চঞ্চল দেখিয়া স্নেহদৃষ্টি দ্বারা আবরণ বা সংরক্ষণ করিয়াছেন—[সেই কোটি কোটি মাতৃবাৎসল্য-বিজয়ী] শ্রীগুরুদেববরকে বা শ্রীকৃষ্ণদেবকে আমি নিত্য সেবা করিতেছি।

ইতি ষষ্ঠ উল্লাস ॥ ৬ ॥

সপ্তম উল্লাস।

অভিষেক সম্পাদনের আয়োজন, বাদ্য নৃত্য গীতাদি

(১) অনন্তর শ্রীরাধাকে শীঘ্রই অভিষেক করিবার জন্য পৌর্ণমাসীর চক্ষুর ইঙ্গিত-ব্যঞ্জক হাস্যরূপ কুসুম-শোভিত মূর্ত্তি জনমণ্ডলীর আনন্দ সম্পাদন করিল। অহো! তাহারই জন্য হর্ষভরে ইঁহাকে আদেশ করিয়াই কি অনুকূল দৈব স্বয়ংই ইঁহাকে মাল্যদানে বরণ করিল? (২) রাকা পূর্ণিমাতিথির উদীয়মান (ক্রম বিকাশশীল) শোভাবিশিষ্ট পূর্ণচন্দ্রমা যেরূপ স্বপ্রকাশে বিরোধী অন্ধকারাদিকে নাশ করতঃ জলোত্থ মহাকলকলনাদ-পরায়ণ সমুদ্রের বেলাভূমিকেও লঙ্ঘন করাইয়া থাকে, তদ্রূপ মহানন্দিতা পৌর্ণমাসীর সমধিক শোভা ও সবিশেষ অনুমোদন লাভ করিয়া গোকুল-চন্দ্রমা বেণুগানেই অসুরস্বভাব বিরোধী (পদ্মাদি বিপক্ষা) গণের উৎপাত অথবা অশুভাদি সব দূরীভূত করিয়া ভুবন-বিজয়ী মহাবাদ্যধ্বনিবিশিষ্ট মহামহোৎসব-কালকে সম্বর্দ্ধনা করিলেন। (৩) মুরারির সেই মুরলী এবং সেই মহোৎসব-কৌতুক —এই উভয়ে প্রায়ই পরস্পরকে বিজয় করিবার ইচ্ছায় স্বচ্ছন্দে নিজ কেলি-সামর্থ্য প্রকট করিতে লাগিল। তাহাতে একের মাধুর্য্যে নিখিল প্রাণিবর্গ মোহিত হইলে অপরটির গুন-সম্পত্তি শীঘ্রই তাহাদের চৈতন্য সম্পাদন করিল। (৪) এই মহোৎসব-কৌতুকে আরও একটি আশ্চর্য্য ব্যাপার পরিলক্ষিত হইল যে সকলেই মহানন্দে যুগপৎ নাট্য-কর্ত্তা (নৃত্য গীত বাদ্যকারী) হইল। নিজগণের মধ্যেও পরস্পর সভাসদ ও নটগুণ (নৃত্য) প্রাপ্তি করিয়া একে অন্যের গুণ পরিবর্ত্তন করিল!! (৫) এই মহাভিষেকে দেববাদ্য মেঘধ্বনি প্রভৃতিরও আতিশয্যকে জয় করিল, অপ্‌সরাগণ নৃত্যে বিদ্যুৎসম্পত্তি প্রকট করিল, মেঘ পুষ্প-বর্ষা করিয়া শিলার সৌন্দর্য্য আবিষ্কার করিল এবং গন্ধর্ব্বগণ গীতে অত্যুৎকৃষ্ট সুধার মাধুর্য্যকে পরাভব করিল!! (৬) দেবগণ মুহুর্মুহু

যে কুসুমরাজির বর্ষণ করিলেন, তাহাও আবার পরাগযুক্ত আম্রেরই (কুসুম)। [আম্রপুষ্প কামশর বলিয়া প্রসিদ্ধ, কাজেই দেবতা-বৃষ্ট কুসুম সর্ব্বত্র কাম-ব্যাপ্তি করিল]। অমৃতসদৃশ পঞ্চবর্ণ চূর্ণ [হরিদ্রা, তণ্ডুল, কুসুম্ভ, দগ্ধতুষ ও বিল্বপত্রের চূর্ণ] বিকীর্ণ হইলে স্বয়ং সেই রাধাও যেন শীঘ্রই পূর্ণকামা হইয়া নানা বৈবর্ণ্য ধারণ করিলেন। (৭) সঙ্গীতজ্ঞ লোকগণের সহিত কোকিলগণ পঞ্চমস্বরে আলাপ করিতে লাগিল; উপাঙ্গবিদ্ (বীণাবাদক) গণের সহিত ভৃঙ্গগণ মৃদু-মন্দস্বরে অব্যক্ত মধুর ধ্বনি করিতে লাগিল; এবং নৃত্যকারিদের সহিত ময়ূরসমূহ বাদ্যধ্বনির তালে তালে নাচিতে লাগিল। অহো! মানবের সহিত এই পক্ষিগণের একমত (সঙ্গত) হইল কি প্রকারে হে?

উমা কর্ত্তৃক অভিষেক পূজাদি সমাধান

(৮) এইভাবে সর্ব্ববিধ মঙ্গলরাজি যুগপৎ উদিত হইলে স্বীরগণ এবং সূর্য্যপত্নী ছায়া ও সংজ্ঞার আজ্ঞাক্রমে উমা রাধিকার মহামহিমান্বিত পূজা-মঙ্গল করিতে লাগিলেন। তখন কি আর অন্য রাজার রাজত্ব শোভা পায়? অথবা অন্য রাজার স্বভাব ও দম্ভবিশেষ থাকিতে পারে? (৯) সভাগৃহে তাঁহার অভিষেকের পূজাবিধান আরম্ভ হইলে সকলের নয়নরাজি বিস্ফারিত হইল। ঐ নয়ন-রাজি কি সদা বর্ত্তমান [বা নিরন্তর বৃদ্ধিশীল] বাঞ্ছিত বিলাস-সমূহ দ্বারা পূর্ত্তির জন্য অথবা যোগ-প্রভাবে নিখিল শোভা আস্বাদন করিবার জন্যই বিস্ফারিত হইয়াছে? (১০) মন্ত্রপূত সুন্দর সুন্দর কুসুম, দূর্ব্বা, লাজ (খই), শ্বেতসর্ষপ প্রভৃতি দ্বারা বিহিত পূর্ব্বকৃত্যের মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান, যাহা কিছু গিরিজা করিলেন,—তৎসমস্তই সর্ব্বমঙ্গলের অধিষ্ঠাত্রী দেবী শ্রীরাধাবিষয়ে এবং লোকলোচনে পরম তুষ্টিদই হইয়াছিল। (১১) অনন্তর দেবী বিন্ধ্যবাসিনী প্রচুরতর আনন্দাতিরেক সহ তাঁহার মহা সুন্দর শিরোদেশে যে **অর্ঘ**দান করিলেন—তাহা সেই মহোৎসবে তোরণ-সৌন্দর্য্য-বিধায়ক নয়নমণি-সমূহের অর্ঘ (মূল্য) স্বরূপ বলিয়া ঐ সৌন্দর্য্য-রচনাকারী লোকগণের প্রতীত হইল; অর্থাৎ চতুর্দ্দিকে সমাগত লোক চক্ষু সমূহ দ্বারাই গঠিত পরম **সুষমার** মূল্য স্বরূপ হইয়াছিল। (১২) **পাদ্য** দিবেদন করিতে করিতে উমা বলিলেন—'হে রাধে! যমুনার

উপকূলে অনবরত কেলিবিলাসাদি সম্পাদন করিতে প্রয়াসশীল আমরা দেবীগণ স্বসন্তোষের জন্য তোমার নিকটে আসিয়াছি বা ভবিষ্যতেও আসিব। অতএব হে সখি! আমাদিগকে প্রণাম করিও না !!' (১৩) ঐ দেবী কর্তৃক সমানীত **আচমনীয়** গণ্ডূষ-জলে প্রতিবিম্বচ্ছলে শ্রীহরির মুখচন্দ্রবিম্বপাত হওয়াতে শ্রীরাধা কম্পিত অধর-পুটে তাহা সংস্পর্শ করিয়া আচমন করিতেই 'শীৎ শীৎ' করিয়া শীৎকার করিলেন। (১৪) ইহা অতি সত্য কথা যে অভিলষিত পদার্থের সহিত অন্য পদার্থের সামান্য সামঞ্জস্য থাকিলেও উহাতে সকলেরই চিত্ত হরণ হইয়া থাকে। কাজেই দুর্গা যে **মধুপর্ক** সমর্পণ করিলেন, তাহাতে শ্রীমাধবের অধরের মধুর আভাস (লবলেশ) আছে, এইবোধে তিনি পরমতৃপ্তি প্রাপ্ত হইলেন। (১৫) অনন্তর যথাবিধি পূজার পরে **পুনরাচমনীয়** গ্রহণ পূর্ব্বক নিজের অভিষেক-বর্ষা প্রোদ্গম (উদয়) করিবার জন্য তখন কীর্ত্তিদাকীর্ত্তিদায়িনী জ্যৈষ্ঠমাসীয় সূর্য্যবৎ দশদিকে অন্ধকার-নাশন নিজতেজোরাশির বিস্তার করিলেন। (১৬) তদন্তর বিন্ধ্যাদেবী বহুবিধ **গন্ধ** নিবেদন করিলেন এবং বিকসিত **কুসুম**-রাজি দ্বারা রাধার আরাধনা করিলেন। তাহাতে ভ্রমরাবলি এরূপ বিশাল ঝঙ্কার-বাদ্য করিতে প্রবৃত্ত হইল, মনে হয় যেন উহারা দৈত্যারি কৃষ্ণের চিত্তকেও নৃত্য করাইতেছে !! (১৭) অগুরুর মহা **ধূপ** রাশি দ্বারা শ্রীরাধার অঙ্গ সুবাসিত করিলে শ্রীকৃষ্ণের চিত্তও বহুবিধ বাসনাজালে বাসিত (ভাবিত বা সুগন্ধিত) হইল। মণিময় **দীপ** সকল দ্বারা শ্রীমতী আলোকিত হইলে শ্রীকৃষ্ণের চিত্তেও নানাভাব উদ্দীপিত হইল ; যেহেতু যাহার যে বাসস্থান, সেই বাসস্থানের গতি অনুসারে তাহার চিত্তেরও গতি (ভাব) পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে। (১৮) অভিনব যব, দূর্ব্বা, মঞ্জরী, অশ্বত্থ-শাখা প্রভৃতির সহিত সুন্দর মণিময় সম্পুট দ্বারা দেবী বিন্ধ্যবাসিনী তাঁহার যে **নীরাজন**-সৌন্দর্য্য সুপ্রকাশ করিলেন—তাহাতে তিনিও অখিলজন-মণ্ডলীর নয়নরত্নরাজি দ্বারা যেন নিজেও নীরাজিতই হইয়াছিলেন !! (১৯) অনন্তর পৌর্ণমাসী অভিষেকে বিহিত পূজাদি শীঘ্রই সমাধা করাইয়া পরে একেবারে বাক্যস্তম্ভই প্রাপ্ত (নীরব) হইলেন এবং অভিষেকের জন্য অনুজ্ঞা প্রার্থনাকারী যুবতিগণকে নয়নের জলধারার সঙ্কেতেই আদেশ দান

করিলেন। (২০) প্রথমতঃ সেই মুনীশ্বরী অভিষেকের বিঘ্নবিনাশন জন্য **বসুধারা** [বৃদ্ধিশ্রাদ্ধাদি-পূর্ব্বকর্ত্তব্য চেদিরাজ বসুর উদ্দেশ্যে প্রদত্ত ঘৃতধারা-বিশেষ] পাতনাদির বিধান করিলেন। ঐ প্রকার মাঙ্গলিক কার্য্যে সকল সুজনের চিত্তকেই সম্যক্ সন্তুষ্ট করিলেন বটে, কিন্তু দেবী পৌর্ণমাসী স্বয়ং তাহাতে তৃপ্তি পাইলেন না !!

চন্দ্রকান্তির সখী গন্ধর্ব্বকন্যাদের আগমন ও লীলা গান

(২১) এই মহোৎসব উপলক্ষে চন্দ্রকান্তির প্রিয়সখী অতি সুকণ্ঠী শ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ গন্ধর্বকন্যাগণ আগমন করিলেন। দেবী পৌর্ণমাসী ইঁহাদিগকে সখী-সমাজে আনন্দভরে আনয়ন করতঃ রাধাকৃষ্ণের চরিত্রে (লীলায়) বিদগ্ধতা সম্পাদন পূর্ব্বক ঐ লীলাই গান করিতে আদেশ করিলেন। (২২) এই শ্রীরাধার বিগ্রহে চন্দ্রকান্তির প্রকৃতিযুক্ত অংশের দর্শন পাইয়া ঐ প্রফুল্লা সখীগণ তখন অভিনব পদ্যে বিরচিত নিজ সখীর প্রমোদকর রসবিশেষে উচ্চ বা নীচস্বরে সভামধ্যে গান করিতে লাগিলেন। (২৩) [শ্রীরাধাকে লক্ষ্য করিয়া] এই ইনিই আমাদের প্রাণসখী চন্দ্রকান্তির মূল স্বরূপ এবং [শ্রীকৃষ্ণকে লক্ষ্য করিয়া] এই ইনিই চন্দ্রকান্তির পূর্ব্বতপস্যায় ক্রীত নাথ—তাঁহার এই পট্টাভিষেকও ঐ কৃষ্ণ কর্তৃকই অনুষ্ঠিত হইতেছে !! রে বাষ্প ! হঠাৎ যেন আমাদের কণ্ঠ ও নয়নযুগলকে আবরণ করিও না !! (২৪) এই যুগলের একই মাধুর্য্যাতিরেক, তাহাতে আবার নিখিলগুণগণ-সম্পৎ, এই বৃন্দাবনে তাঁহাদের মুহুর্মুহু বিলাস, তাহাতেও আবার কান্ত শ্রীকৃষ্ণের সাম্রাজ্য কান্তা শ্রীরাধাকর্তৃক লাভ, আবার তাহাতে উভয়ের গূঢ় স্মিত (মৃদু মধুর হাস্য) প্রভৃতি এই স্থানেই অতিমাত্রায় প্রসৃত (প্রকটিত) হইতেছে !! (২৫) [সমুদ্রে বায়ুজনিত বিক্ষোভ বশতঃ তরঙ্গরাজির সৃজন হয়, তদ্রূপ] প্রীতিপাত্র শ্রীকৃষ্ণের সম্বন্ধে শ্রীরাধার রসসমুদ্রতুল্য অনুরাগ-বিশেষে নিখিল সখীগণকৃত মুহুর্মুহু শিক্ষাদান-প্রভাব শ্রীরাধাতে উৎকণ্ঠাদি অনুভাবসমূহের নিবৃত্তি (উপশম) বা আবর্ত্তন (আলোড়ন) করিতে সমর্থ হইল না। অর্থাৎ মহাভাবস্বরূপা শ্রীরাধার স্বতঃসিদ্ধ উৎকণ্ঠা প্রভৃতি ভাবকদম্বের উপর সখীগণকৃত শিক্ষাদি বিশেষ চাঞ্চল্য

আনয়ন করিল না !! (২৬) সর্ব্বশাস্ত্রে-বিশারদা সেই পৌর্ণমাসী গুরুকার্য্যে অধিষ্ঠিতা হইলেন, এবং সূর্য্যপত্নী ছায়া ও গর্গকন্যাদি জ্যোতিষোক্ত বিহিত কার্য্য-সম্পাদনে বৃতা হইলেন। অহো! এই অভিষেকে সেই সুপ্রসিদ্ধা সুরেশ্বর ও গ্রহেশ্বরগণ রাধাকৃষ্ণের প্রতি-মুহূর্ত্তে সেব্য হইয়াও কিন্তু সেবকত্ব বরণ করিলেন। [অহো মহামহিমা !] (২৭) বৃন্দাবনের নৃপাসনে মহারাজ্যাভিষেক-মহোৎসবের কালে বৃষভানু-কুমারীর শ্রীঅঙ্গের সুষমা প্রসৃত হইলে অত্রত্য সমবয়স্ক লোকগণ পরস্পর আলিঙ্গন করিয়া মুগ্ধ হইলেন এবং ঐ দেখ, সখীগণও বয়স্যোচিতকর্ম্ম পরিচর্য্যা, চেতনাসম্পাদন ইত্যাদি অনুষ্ঠান করিতেছেন !! (২৮) যদিও [একসময়ে] নিজের আনন্দ-সিন্ধুর সহিত তুলনায় গোকুলের প্রাণিমাত্রই সহস্রনয়ন ইন্দ্রের সৌন্দর্য্যকেও সম্যক্‌রূপে অবজ্ঞাই করিয়াছিলেন—ঐ দেখ, এক্ষণে কিন্তু শ্রীরাধার অভিষেক-কালে তাঁহারাই আবার সহস্রনয়নের ভাগ্যই বাঞ্ছা করিতেছেন !! (২৯) হে বিধুমুখি ! অদ্য গোপেন্দ্রনন্দনের পুলকাদি ভাবাবলি কি পরকায়ে প্রবেশবিদ্যাই শিক্ষা করিয়াছে? দেখনা কেন, প্রথমতঃ উহারা শ্যামের অঙ্গে উৎপন্ন হইয়া পরে শ্রীরাধার অঙ্গেও যে বলপূর্ব্বক প্রবেশ করিতেছে !! (৩০) এই ব্রজবন অত্যুত্তম আনন্দরাশিরই ক্ষরণ করিতেছে ! এই স্থান, এই লতানিকুঞ্জ—পদ্মা লক্ষ্মীরও কাম্য (বাঞ্ছনীয়); এই স্থানের ঐ কুসুম-গৃহটি স্বর্ণসিংহাসনে বিরাজমান হইয়াছে ! এই সকল বস্তুই শ্রীরাধার অঙ্গনিঃসৃত তেজোরাশির বিস্তার করিতেছে অথবা শ্রীরাধাই তত্তদখিল বস্তুর প্রতি তেজোরাশি প্রতিফলিত করিতেছেন !!

সখীগণ-কৃত স্নান, অষ্টমৃত্তিকাদি দ্বারা স্নান

(৩১) প্রথমেই সখীগণ পূর্ব্বে আনীত ঐ **জল**-ধারায় শ্রীরাধাকে মুহুর্মুহু স্নান করাইলেন। তৎপরে তাঁহারা [নদীকূল, বরাহদন্ত, বেশ্যাদ্বার, বৃষশৃঙ্গ, বল্মীক, সমুদ্র, দেবদ্বার ও গঙ্গা—এই] **অষ্টমৃত্তিকা** দ্বারা স্নান করাইলেন। ঐ ঐ জলও মৃত্তিকা সর্ব্বত্র সঞ্চরণশীল শ্রীহরির চরণ-কমল হইতে প্রাপ্ত পরিমল (জনমনোহর গন্ধবিশেষ) ইতস্ততঃ

প্রস্তুত করিতেছিল। (৩২) অনন্তর **পঞ্চগব্য** দ্বারা আপ্লুতদেহা কান্তা (কমনীয়া) রাধা অখিল সখীদিগের পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়েরই বিষয়-সমূহ হরণ করিলেন এবং তাহাতে শীঘ্রই মুরারিরও অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে উৎসাহভরে পঞ্চবাণই ত্যাগ করিলেন কি? (৩৩) ঐ দেখ—এক্ষণে প্রৌঢ়া বয়স্যাগণ ও প্রিয়দাসীগণ ক্রমশঃ পূর্ব্বদিক্ হইতে আরম্ভ করিয়া উত্তরদিক পর্য্যন্ত বিমল **স্বর্ণ** ও **রূপ্য** এবং **ষোড়শ-প্রকার প্রশস্ত মৃত্তিকা** [পূর্ব্বোক্ত অষ্টবিধ ও রাজদ্বার, চতুষ্পথ, গজদন্ত, নদীর উভয়কূল, নাগর, গোষ্ঠ ও ত্রিপথের মৃত্তিকা] দ্বারা নির্ম্মিত, সুরভি [সুগন্ধি অথবা কদম্ব বা বকুল] **পুষ্প, ঘৃত, ক্ষীর, দধি,** ও জলে পূর্ণ কলস দ্বারা ইঁহাকে ক্রমশঃ মজ্জন করাইলেন। (৩৪) এই উত্তম ঋগ্‌বেদী ব্রহ্মচারী **মধু**ধারা দ্বারা ও ছন্দোগায়ক (সামবেদী) বটু **কুশোদক** দ্বারা ইঁহাকে স্নান করাইতেছেন। অহো! শান্তিকর্ম্মে সম্যক্ উপদিষ্ট সূক্ত (মন্ত্র) উচ্চারিত হইলে সম্প্রতি তাহা শ্রীহরির মোহকরই হইয়াছে অর্থাৎ সর্ববিঘ্ন-বিধ্বংস হইলে শ্রীরাধার সহিত নির্ব্বাধসঙ্গলাভের আশায় তিনি মোহিতই হইলেন!! (৩৫) সখি হে! দেখ দেখ—ব্রহ্মচারিগণের কলমন্ত্রের সঙ্গে সঙ্গে পৌর্ণমাসী জলধারাযুক্ত কলসটি ঊর্দ্ধে তুলিতেছেন। এক্ষণে 'রাজসূয়' মন্ত্র পঠিত হইলে ভানুকিশোরী রাজত্ব প্রাপ্ত হইবেন কি? (৩৬) ঐ স্নাতক প্রথমতঃ সুগন্ধি কুঙ্কুমচূর্ণদ্বারা তাঁহাকে অভিষিক্ত করিয়া পরে সহস্র ক্ষুদ্র ছিদ্রবিশিষ্ট স্বর্ণময় কলসীতে ওষধি, গন্ধ, বীজ, কুসুম, ফল ও মণি প্রভৃতি দ্রব্যদ্বারা ক্রমে ক্রমে পূর্ণ করিয়া যজুর্বেদের মন্ত্র পাঠ করিয়া উঁহাকে **সহস্রধারা** জলে স্নান করাইতেছেন। (৩৭) হে সখি! সমান, রুচির ও সহস্রচ্ছিদ্রযুক্ত ঐ স্বর্ণকলস হইতে শ্রীরাধার শিরোদেশে নিপতিত ধারাসহস্র চতুর্দ্দশ ভুবনে আদৌ সুচারু দৃষ্টান্ত (উদাহরণ) না পাইয়া সুচারু দৃষ্ট বস্তুসমূহের আন্ত অর্থাৎ সর্বশ্রেষ্ঠই হইল অথবা মনোজ্ঞ দৃষ্ঠ বস্তুজাতের পরাকাষ্ঠাই প্রাপ্তি করিল!! (৩৮) তৎপরে বটুগণ যথাযোগ্য ঋগ্বেদমন্ত্রপাঠ করিতে থাকিলে ঐ পৌর্ণমাসী **গোরোচনা** প্রভৃতি দ্বারা নিজহস্ত সুগন্ধিত করিয়া অশ্রুপ্রবাহে দৃষ্টিশক্তি লুপ্ত করিয়া কুশধারিণী রাধার শিরঃ ও কণ্ঠদেশ স্পর্শ করিলেন। (৩৯) পৌর্ণমাসী এইভাবে পূর্ব্বকালীন বিধিসমূহ রচনা করিয়া

তৎপরে তাঁহাকে নিধিময় কুম্ভের জলে স্নান করাইতে ইচ্ছা করিলেন। কার্য্য-লাঘবের জন্য ঐ বাঞ্ছাকল্পতরু কুম্ভনয়টি প্রত্যেকেই পাঁচটি করিয়া তৎসমান মণিময় ছোট ঘট উৎপাদন করিল। (৪০) কোনও স্থানে পরিজনগণ ছত্র, চামরাদি রাজলক্ষণ-ব্যঞ্জক বস্তুসমূহ হস্তে করিয়া, কোথাও বা বেত্রধারণ পূর্ব্বক অবস্থান করিতেছেন। শঙ্খ ভেরী প্রভৃতির নিনাদে এবং বিচিত্র ও গুণগণ-গানের প্রতিধ্বনিতে মুখরিত সেই অভিষেকের আগু কৃত্য করিতে করিতে ঐ জনগণ সম্ভ্রমসহকারে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে লাগিলেন।

প্রথম অভিষেক

(৪১) "হে পুত্রি! তুমিই গোপাঙ্গনাদিগের মধ্যে সর্ব্বপ্রধানা; এইজন্য তুমিই আগু (সর্ব্বপ্রথম) রস (জল) দ্বারা [অথবা আগু শৃঙ্গাররস] দ্বারা অভিষিক্ত হও।"—এই বলিয়া মুনিবরা পৌর্ণমাসী আশীর্ব্বাদ দান করিলে শ্রীরাধা মস্তক অবনত করিয়া যেন তাহাই স্বীকার করিলেন। (৪২) অনন্তর ব্রহ্মচারিগণ-কর্ত্তৃক মন্ত্রপাঠ করাইয়া পৌর্ণমাসী সমীপবর্ত্তী ঘটের জলদ্বারা তাঁহার শিরোদেশ অভিষেক করিতে থাকিলে নয়নানন্দ-দায়িনী শ্রীরাধাও তখন কান্তিরূপ মনোরম সুধা-বর্ষণে জনমণ্ডলীর অঙ্গসমূহ সুন্দররূপে অভিষেক করিতেছেন। (৪৩) নিধিময় কলসীসমূহের জলদ্বারা ক্ষুদ্র স্বর্ণঘটগুলি পূর্ণ করিয়া তৎপরে শ্রীরাধার অঙ্গে যখন সেই জলের ধারাপাত করা হইতেছিল, তখন মনে হইল যেন উদয়াচলের বনমধ্যে কোনও স্বর্ণলতার অঙ্গে রাকাচন্দ্রের সম্পূর্ণ মণ্ডল হইতে কিরণামৃত-প্রবাহই পতিত হইতেছে!! (৪৪) বৃষভানুনন্দিনীর মুখের উপরিভাগে ঐ রত্নকুম্ভ 'ঝম্ ঝম্' শব্দে জল-ধারাপাত করিতেছে, কিম্বা চন্দ্রমণ্ডল তাঁহার মুখমণ্ডলকে স্তব করিতে করিতে নিজেই নিজের অমৃতপ্রবাহ-পাত করিয়া কি ইহার অভিষেক করিতেছে? (৪৫) **যোগীশ্বরী** পৌর্ণমাসী **মহাপদ্মনিধি**-সম্ভূত কলস হইতে জল আনয়ন করতঃ শ্রীরাধাকে অভিষিক্ত করিলেন। এক্ষণে মহাপদ্মবদনা শ্রীরাধাকে দর্শন করিয়া আমাদের মনেও প্রচুরতর আনন্দ সমুপস্থিত হইয়াছে!! (৪৬) ঐ দেখ—মাণিক্যময় এই কলস-রাজের জলধারা দ্বারা অভিষিক্ত শ্রীরাধা অপূর্ব্ব শোভা বিস্তার

করিতেছেন। মনে হয় যেন শুক্লপক্ষের চন্দ্রকলাই সহস্রকিরণ সূর্য্যের প্রকাশ-বিশেষ প্রাপ্ত হইয়া প্রতিলবেই তেজোবিস্তার করিতেছে !! (৪৭) শ্রীরাধা অভিষেক-জলে সংক্রান্ত কৃষ্ণবিম্ব নিজাঙ্গে সুচারুরূপে ধারণ করিলেন এবং শ্রীকৃষ্ণও অভিষেকসহ প্রতিফলিত শ্রীরাধার বিম্ব নিজাঙ্গে ধারণ করিয়াছেন !! অহো ! এই যুগলকিশোর ব্রজবন-নবরাজ্যে রামসীতার অভিষেক হইতেও দ্বিগুণতর রাজ্যাভিষেকই প্রাপ্ত হইলেন কি ? (৪৮) "অহো ! ইনি আমার গুণপ্রবাহে অন্তরে ধৌতমান (মানশূন্য) হইলেও কিন্তু বাহিরে ত সমধিক সঞ্চিত মানজাত কষায়টি ত্যাগ করিতে পারেন নাই !!"—এই ভাবিয়াই কি সেই কষায়টিও দূর করিবার অভিপ্রায়ে মুরারি পূর্ণিমাদি দেবীগণ কর্তৃক শ্রীরাধার অঙ্গও ক্ষালন করাইতেছেন ? (৪৯) যদিও 'প্রেম' নামক দুইজন উত্তম কৃষকই উভয়ের নয়ন-নীর দ্বারা উভয়ের পুলকরূপ শস্য-সমূহকে সিঞ্চন করিতেছে, তথাপি কিন্তু আমি ঐ শ্রীরাধার প্রণয়-কৃষকেই সতত স্তব করি ; যেহেতু ঐ কৃষকই আবার কুন্তসমূহ দ্বারা উপলক্ষিত (শোভিত) হইয়াই অঘারির নিজের পুলকশস্যকেও তাঁহার কৃষক দ্বারা সিঞ্চন করাইতেছে [অর্থাৎ উভয়ের প্রেমাশ্রু পুলকাদি সমানভাবে উদয়লাভ করিলেও কিন্তু শ্রীরাধার কিঞ্চিৎ বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হইতেছে। শ্রীরাধার মহাপ্রিয়তা ও মহালাবণ্যাদিই শ্রীকৃষ্ণ-প্রণয়ের প্রযোজক, কাজেই তাঁহার ভাবমাধুর্য্যাদি আস্বাদন করিয়াই শ্রীকৃষ্ণের প্রেমবৃদ্ধি হয়।] (৫০) তৎপর **'স্তোককৃষ্ণ'** কৃষ্ণকে উপহাস করিয়া ছলক্রমে বলিলেন—'হে প্রিয়সখে ! তুমি দেখিতে দেখিতে যেন সঙ্কোচ করিওনা —কেননা, এই মহোৎসবে তোমার ভাব কোনও লোকই দেখিতে পাইতেছে না ! যেহেতু ইহারা সকলেই বৃসভানুদুলালীর বিগ্রহের সৌন্দর্য্যে আবৃত হইয়াছে !!' (৫১) তখন শ্রীহরির নয়ন-শর সভাস্থিতা শ্রীরাধার ধনুর ন্যায় কুটিল নেত্রের তৃতীয়াংশে (প্রান্তভাগে) পতিত হওয়া মাত্রই তাহা ত্যাগ করিয়া যুগপৎ শ্রীকৃষ্ণের, শ্রীরাধার এবং সখীগণের অন্তর ছিন্নভিন্ন করিল !! অহো ! বৃন্দাবনে অলৌকিক বস্তুর গতি বিচিত্র বলিয়াই প্রতীয়মান হইতেছে !!! (৫২) দেখ—এই অভিষেকে সমাগত নানাভাবের জনমণ্ডলী এই যুগলের নব নব বিলাস-সুষমায় নিজ নিজ রস আস্বাদন করিতেছে ! পরমাত্মীয় বা পরম নিত্য

জীবাতুস্বরূপ এই ভাবামৃত-সমুদ্রে অনিবিষ্ট হইয়া সেইজন কি কখনও প্রত্যাবর্ত্তন করিতে পারে? (৫৩) ঐ দেখ হে সুমুখি! ভানুকুমারীর গাত্র জলবিন্দুরূপ মুক্তামালায় ভূষিত হইলে তাহার অনুপম লাবণ্য-দর্শনে সখীগণের নয়ন-যুগল তাহাতে আবিষ্ট হইয়া সুচারুরূপে তাঁহারই অনুকরণশীল হইয়াছে এবং প্রমদাশ্রুরূপ মুক্তা-মালাই ধারণ করিয়াছে!! (৫৪) "হে সুমুখি! ভ্রমেও যেন হরির প্রতি নয়নকটাক্ষপাত করিওনা, যেহেতু অবলাগণের মানই প্রিয়তমের প্রণয়-প্রাপ্তির কারণ।" সখী-কর্ত্তৃক এই অনভীষ্ট মন্ত্রণালাভে তাঁহার চক্ষু কুটিল হইয়া শ্যামসুন্দরের প্রতি ছলক্রমে রোষই যেন প্রকাশ করিল!!

দ্বিতীয় অভিষেক

(৫৫) জনমণ্ডলীর অক্ষিদ্বয়ের সন্ধিস্থান জলধারায় আপ্লুত হইল বটে, কিন্তু এই পর্ব্বের (মহোৎসবের) রসরাশিদ্বারা নয়নদ্বয় আদৌ পূর্ণ হইল না; এইজন্যই বুঝি মুনীশ্বরী ঐ রসসমূহ দ্বারা একটি ঘট পূর্ণ করাইয়া পুনরায় দেবী উমা কর্ত্তৃক রসধারা-বর্ষার আরম্ভ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। (৫৬) অনুপম ঐশ্বর্য্যযুক্ত বৃন্দাবনের মেঘকর্ত্তৃক জলবর্ষণে সিঞ্চিতা, ভ্রমরের আসক্তি, লীলা ও বহুবিধ অভিলাষের সাম্রাজ্যবৎ মহাসুখপ্রদ স্থান-স্বরূপা এবং হরির মুখবৎ চন্দ্রের কিরণজালে অঙ্কুরোদ্‌গমশীল ফলপাকান্ত গুল্মসমূহের কান্তিপুষ্টা রাধালতা ভ্রমরগণকে অতিশয় উন্মত্ত করিতেছে। পক্ষান্তরে—নিরুপম-বিভবশীল গোকুলনাথ শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক বৃন্দাবন রাজ্যে অভিষিক্তা, মধুরিপু কৃষ্ণের সুরতবিলাস ও কাম অর্থাৎ মূর্ত্ত-মহাশৃঙ্গারের সাম্রাজ্যভূমি [যজ্ঞশালা বা শস্ত্রশালা ইত্যাদি!], শ্রীকৃষ্ণের মুখচন্দ্রের কান্তি দর্শনে পুলকবতী রাধা আমাদের নয়নাবলিকে নিরতিশয় উন্মত্ত করিতেছেন!! (৫৭) নিজসখীরূপা কলাগণ সহিত এই **শিবানী** ইঁহাকে পুনরায় অভিষেক করিবার জন্য উন্মতা হইয়া প্রথমতঃ নিজের অঙ্গই নয়ন-জলে সিঞ্চন করিলেন, যেহেতু শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে যে দীক্ষিত (দেব) হইয়াই দেবপূজা করিতে হয়। (৫৮) 'বকরিপু কৃষ্ণের বনে এই অদ্বিতীয়া বন-লক্ষ্মী তোমাকে শ্রীকৃষ্ণেরও অদ্বিতীয়া প্রেয়সী করিবার জন্য এক্ষণে অভিষিঞ্চন করিতেছে।' এই কথায় আশীর্ব্বাদ জ্ঞাপন করিলে দ্বিতীয়া চন্দ্রকলার ন্যায় রাধা অদ্বিতীয়

(অনুপম) শোভা বিস্তার করিতেছেন—ঐ দেখ হে সখি !! (৫৯) পার্ব্বতী **বৈদ্রুম** (প্রবাল) রচিত কুম্ভ হইতে বিমল জল নিয়া সমান মণিময় ঘটসমূহে ক্রমশঃ পরিপূরণ করিয়া ভানুকুমারীর যে দেহে সিঞ্চন করিতেছেন, সেই দেহ এবং ঘটী জলচ্ছলে অন্যোন্য কিরণ বিতরণ অর্থাৎ পরস্পর তেজের বিনিময় করিতেছেন। (৬০) হে সখি ! উপরিভাগে কলসচ্ছলে সূর্য্যমণ্ডল শোভাবিস্তার করিতেছে, তাহার নিম্নভাগে ঐ জলধারার সামান্য কিরণ—তাহারও নীচে আবার কেশ-কলাপের সৌন্দর্য্যযুক্ত মেঘরাজি এবং তন্নিম্নে বদন-কল্প চন্দ্রমা বিলাস করিতেছে ; তাহারও অধোদেশে কোনও অনির্ব্বাচ্যা জঙ্গমা (বা স্বর্ণময়ী) লতা বিলাস করিতেছে !! (৬১) **'পদ্ম'** নামক নিধিময় কলসীকুলরাজ রাধাকে অভিষেক করিতেছে ; এবং 'পদ্মা' নামক সখী হইতে বিবিধভয় আশঙ্কা-কারিণী রাধা পৃথ্বীর অধীশ্বরীরূপে আমাদিগকে সুখদান করিতেছেন। (৬২) শ্রীরাধার বিশ্বব্যাপক অঙ্গকান্তি এই দিব্য পর্ব্ব-উপলক্ষে প্রতিপদে উদয়শীলা (নবনবায়মানা) সুষমার প্রকাশ করিয়া অভিষেক-মণ্ডপের সকল স্থানকেই পীতবর্ণ করিয়া তুলিয়াছে ! এক্ষণে সুমেরু পর্ব্বতে দেবী (দ্যোতমানা) গঙ্গার ন্যায় লোকগণের পুণ্যাবলির পরিণতি-স্বরূপ জলধারাই বহিতে লাগিল !! (৬৩) পর্ব্বতোৎপন্না মেঘমালা যে প্রকার অন্তরে জলকণা বহন করিয়া সর্বত্র সঞ্চারিত হইয়া জলার্থী পৃথিবীমণ্ডলে নিরন্তর জলধারা নিঃক্ষেপ করতঃ সকলকে স্নিগ্ধ করে এবং নিজেও সুখ পায়, তদ্রূপ এই পার্ব্বতী উমাও স্নেহে দ্রুতচিত্তা হইয়া রাধিকাকে অভিষেক করিতে করিতে নিজজীবাতুরূপ মহারসরাশি ইতস্ততঃ বিতরণপূর্ব্বক পরমানন্দিতা হইতেছেন !! (৬৪) হে দেবি ! মহাভিমান-সূচক নিজ মহাপূর্ণত্ব অথবা নিজের দানশীলতারূপ পূর্ণতা এই অভিষেকের ব্যাপার দর্শন করিয়া ত্যাগ কর। যেহেতু দেখনা কেন, ঐ নিরন্তর জলবর্ষণশীল কুম্ভসমূহ নিধিময় বলিয়া প্রাকৃত কুম্ভ নয়, অতএব সর্বদা বর্ষণ করিলেও ইহারা এবং জনগণের নয়ন-সমুদয় কিরূপে সর্ব্বদার তরে জলভারে অন্তঃপূর্ণ থাকে হে ? (৬৫) অবিরত জলসেকে শ্রীরাধার মর্দ্দিত পদ্মবৎ কোমল কঞ্চুককে শ্রীহরি স্মিতযুক্ত কটাক্ষরূপ বাণদ্বারা ছিন্নভিন্ন করিলেন, আবার এই রস-বলিষ্ঠা শ্রীরাধাও শীঘ্রই ভ্রূধনু সজ্জীভূত বা চক্রাকৃতি করিয়া শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বস্ব হরণ করিলেন !!

(৬৬) শ্রীকৃষ্ণ গোপনে শ্রীরাধার নেত্রকোণ (কটাক্ষ) প্রাপ্ত হইলে অর্থাৎ উভয়ের কটাক্ষ মিলন হইলে শ্রীরাধা শীঘ্রই বলপূর্ব্বক নিজনেত্রপ্রান্ত সরাইয়া লইলেন। তৎপরে পুনরায় শ্রীকৃষ্ণ নিজ নেত্র অপনীত করিলে তিনি স্বয়ং তাঁহার সৌন্দর্য্য আস্বাদন করিতেছেন !! অহো ! যুগল-কিশোর কি এইভাবে [কটাক্ষাকটাক্ষি] গতাগতি করিয়া এই মহোৎসবে বিহার করিতেছেন ? (৬৭) "হে মুকুন্দ ! সুহৃদ্গণের সাক্ষাতে রাধার বদনারবিন্দে নিজ মনোহর কটাক্ষ-ভৃঙ্গ দান করিয়াও কেন গোপন করিতেছ ? দেখ, ইহাতে লজ্জা করিও না। ঐ বদন-পদ্মের সহযোগে মহোৎকর্ষপ্রাপ্ত এই অপাঙ্গ-ভৃঙ্গ সকলেরই মোহ উৎপাদন করিতেছে !!" (৬৮) **বসন্ত** সখা নির্জনে শ্যামকে ক্রীড়াব্যঞ্জক এই পরিহাসবাক্য বলিলে তিনি কিন্তু রাধার মুখপদ্মে সাতিশয় অভিনিবেশী হইলেন এবং নিজের বামনেত্রপ্রান্তে অপর নেত্র অর্পণ করতঃ তাহার সহিত সৌহার্দ্দ্যে কুটিল হইয়াই বুঝি তখন মাধব অন্তরেও দ্বিবিধ স্বাভিলাষ-পূর্ণ ব্যাকুলতাময় ভাব ধারণ করিলেন। (৬৯) হে বিধুমুখি ! পূর্ব্বে সখী-গণের চক্ষুসমূহ ভৃঙ্গস্বরূপ হইয়াছিল এবং এই যুগলের ভাবরাজিও পদ্মসদৃশ হইয়াছিল ; সখি হে ! ঐ দেখ—ঐ ভাব-পদ্ম ঈষন্মাত্র উল্লসিত হইলেও ঐ নয়নভৃঙ্গসমূহ অত্যধিক মাত্রায় আনন্দভরে ইহাদের প্রতিই ধাবিত হইতেছে !! (৭০) "হে সখি ! এই জগতে তুমিই ধীরা নারীদের রাজ্ঞী (শিরোমণি)—ইহা প্রসিদ্ধই আছে। অতএব ঐ কৃষ্ণের প্রতি স্বল্পমাত্রও আত্মতৃষ্ণার (স্বাভিলাষের) বিলাস বিস্তার করিও না।"—বয়স্যার এই রহঃ কথা শ্রবণ করিতে করিতেই শ্রীরাধা সুদীপ্ত স্বাভিলাষবশতঃ স্তম্ভভাবই প্রাপ্তি করিলেন।

তৃতীয় অভিষেক

(৭১) সখি হে ! ঐ দেখ—সূর্য্যপত্নী ছায়া ও সংজ্ঞা নিধিময় কুম্ভ হইতে জল আনিয়া অন্যান্য ঘটীতে রাখিতেছেন। এক্ষণে শ্রীরাধার অভিষেক করিয়া নয়নের যে ফলোদয় হইল, তাহাতেও কেন সেই দর্শনসুখ রোধ করিয়া অশ্রু উদয় হইতেছে ? (৭২) দেবসভা সুধর্ম্মার উপমা যাহার নিকট অতি হেয় বলিয়া বিবেচিত হয়, সেই কৃষ্ণকাননে লতাগৃহে রত্নাসনে শ্রীরাধা অভিষিক্তা হইতেছেন। গোকুলচন্দ্রমার

রুচি (কিরণ বা অভিলাষ) ইঁহার সুখবিধানে নিযুক্ত হইয়াছে। মৃদু হাস্যশোভি নয়নের বিলাস রূপ পুষ্পযুক্তা এই রাধা কল্পলতাবৎ আমাদের নয়নে সুধাই বর্ষণ করিতেছে হে !! (৭৩) ইন্দ্র, অগ্নিপ্রমুখ দিক্‌পতিগণ কর্ত্তৃক রক্ষিত এই পূর্ব্ব, অগ্নি প্রভৃতি দিক্‌সকলে ক্রমশঃ যে মণিময় কলসীসমূহ জলধারা বর্ষণ করিতে করিতে স্বয়ং সুখবিধান করিতেছে —তাহারা যেন দিক্‌পালগণের পদ হরণ করিবার অভিপ্রায়ে নিজেরাই লোকপাল হইয়াছে !! (৭৪) "হে রাধে ! এই ব্রজবিপিনের তুমিই জীবন, মুরারিও ইহার জীবাতুই বটে ; তৃতীয়তঃ এই জীবন (জল) তোমাকে বৃন্দাবনেশ্বরীপদে অভিষিক্ত করিয়া 'জীবন' নামের সার্থকতা বিধান করুক !,'—ঐ দেবীগণের এই আশীর্ব্বাদ পাইয়া শ্রীরাধা শোভা বিস্তার করিলেন। (৭৫) অভিষেক-বিধিজ্ঞানবতী **সংজ্ঞা** নিজ কনিষ্ঠা সপত্নী **ছায়ার** সহিত শ্রীমতীর স্নেহবিশেষের অতীব অধীন হইয়াই যেন তুমুল শঙ্খনিনাদের মধ্যে **'শঙ্খ'** নিধি-নির্ম্মিত কলসের জলে শ্রীরাধার অভিষেক করিতেছেন। (৭৬) সখি হে ! ঐ দেখ— কেবল মুক্তাময় কলসবরের বিমল জলের ধারাপাত শ্রীরাধাদেহে কেমন শোভা পাইতেছে ! 'শ্রীরাধা কান্ত্যমৃত, তারুণ্যামৃত ও লাবণ্যামৃতরাশির সিন্ধুবেলা (সাগরের সৈকতভূমি)'—এই মনে করিয়াই বুঝি ঐ কলসরাজের লাবণ্যনদীও এই রাধাতে প্রকৃষ্টরূপে মিলিত হইতেছে !! (৭৭) হে সুমুখি ! দেখ দেখ—ঐগুলি ত জন-গণের নয়ন-ধারা নহে, তবে কি জান ? ঐ অশ্রুসিক্ত নয়নাবলিতে শ্রীরাধা সাক্ষাৎ প্রতিবিম্বিত হইয়াছেন, অতএব সকল দিক হইতে সুশীতল ও স্বচ্ছ নির্ঝরসমূহ তাঁহারই অভিষেক জন্য নিপতিত হইতেছে !! (৭৮) **'উজ্জ্বল'** সখা তখন শ্যামসুন্দরকে মৃদুমন্দস্বরে বলিলেন— "সখা হে ! ঐ দেখ দেখি—শ্রীরাধার বয়স্যাগণ 'ব্রজবনে তাঁহার রাজ্যলাভ দর্শন করিয়া প্রথম নৃপতি শ্রীকৃষ্ণ ভীত হইয়াছে'—এই বলিয়া হাস্য করিতেছে ! অতএব হে কৃষ্ণ ! নিজ কম্পের বিলোপ-সাধন (আবরণ) কর ত।" (৭৯) মৃদু মৃদু জল-প্রবাহেও এই রাধিকাভিষেক ক্রমশঃ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া সমুদ্রের সহিতই যেন সাক্ষাৎ ভাবে স্পর্দ্ধা করিয়া বিজয়লাভ করিতেছে ! অহো !! নয়ন-বিষয়ের সীমা উল্লঙ্ঘন করিয়া অর্থাৎ অদৃষ্টপূর্ব্ব মহাবৈভবে এবং সেই সেই

রাধার বা কৃষ্ণের অথবা তত্রত্য নিখিল বস্তুরাশির সৌন্দর্য্যে সেই অভিষেক নিরতিশয় চমৎকারকারীই হইয়াছিল !! (৮০) হে সুমুখি ! ঐ দেখ—এই অভিষেক সমুদ্রবৎ সকললোকের মুখরূপ চন্দ্রমণ্ডলকে উন্নত করিয়া প্রকাশিত হইতেছে এবং মৎস্য যেরূপ জল ব্যতিরেকে জীবিত থাকে না, তদ্রূপ নিজের নিবিড়রসই একমাত্র জীবাতু যাহাদের, এবম্বিধ নিজজনগণের নেত্ররূপ মৎস্য-সমূহকে যে উহা চঞ্চলায়মান করিতেছে—ইহা আদৌ বিচিত্র বা বিস্ময়কর নহে !! (৮১) "হে সখি ! আমার প্রতি ত তুমি মান-প্রপঞ্চই (কোপরাশিই) বিস্তার করিতেছ ! এই হরিও ত অতি ভীতই হইয়াছে ; আমি আর তোমাকে কিই বা বলিব হে ?" কোনও সখী শ্রীরাধাকে এই রহঃকথাটি বলিলে তিনি তাহাকে দেখিতেই যেন ঘূর্ণিত নয়নের প্রান্তভাগদ্বারা কৃষ্ণকে আলিঙ্গন করিলেন !!

চতুর্থ অভিষেক

(৮২) মুহুর্মুহু অভিষেক করার দরুণ সেই বৃহদায়তন গৃহটি জলময় হইলেও কিন্তু তাহাতে উৎফুল্লদেহ লোকচক্ষুরূপ মৎস্য সমূহের স্থান সঙ্কুলান হইতেছে না ; শ্রীহরি শফর (মৎস্য) দেহে অবতার গ্রহণ করতঃ ক্রমশঃ বৃহদায়তন পরিগ্রহ করিতে থাকিলে যেমন বৈবস্বত মনু তাঁহাকে নদীমধ্যে নিঃক্ষেপ করিয়াছিলেন—তদ্রূপ সেই লীলাই পুনরায় প্রকট করিয়া মুনিবরা পৌর্ণমাসী তত্র সমুপস্থিতা যমুনাদি নদীগণকে শ্রীরাধার অভিষেক জন্য আদেশ করিলেন কি ? * (৮৩) অনন্তর রসভরে নির্লজ্জা অথচ প্রেমতৃষ্ণাশীলা যমুনা প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ নদীগণ অনুষ্ণ নেত্রজলে নিজ বিপুলদেহকেও তীর্থরূপে পরিণত করিয়া অতি প্রফুল্লচিত্তে স্বর্ণকুম্ভ-সমুদয়কে কলসীজলে পরিপূর্ণ করিলেন। (৮৪) 'অতি ধীরে ধীরে তোমরা ইহাঁকে অভিষেক করহে ! দেখত ঐ জল ঘর্ষণেই ইনি রক্তবর্ণ হইয়াছেন।"—এই বাক্যটি পৌর্ণমাসী অশ্রুসিক্ত-নয়নে উচ্চারণ করা মাত্রই তাঁহাকে দর্শন করিয়া অত্রত্য কাহার চিত্ত না বিগলিত হইয়াছে হে ? (৮৫) "হে সখি ! এই

---

* শ্রীভাগ ৮।২৪, এবং মৎস্য ১।১ দ্রষ্টব্য।

কৃষ্ণবনে জলাভিষেকে তূর্য্য উপায় দ্বারা অর্থাৎ বাদ্যধ্বনি সহকারে [পক্ষান্তরে—'সাম, দান, ভেদ ও দণ্ড' এই উপায় চতুষ্টয়ের চতুর্থ 'দণ্ড' দ্বারাও] তুমি প্রিয়তমের সৌন্দর্য্য ও বিলাসরস আস্বাদন কর।"—নদীগণের এই আশীর্ব্বাদরূপ সিদ্ধিসূচক পরামর্শ লাভ করিয়া শ্রীরাধা নিজের নেত্রপদ্মদ্বয় ঈষৎ নিমীলিত করতঃ পদ্মা-সখীর চিহ্নবিশেষকেই শাস্তি করিলেন। [অর্থাৎ তাঁহাদের আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া তিনি নেত্রদ্বয় মুদ্রিত করিলেন, তাহাতে নিজনেত্রস্থিত পদ্মেরই যেন শাসন করিলেন; সুতরাং পদ্মা সখীকে সাক্ষাতে শাস্তি করিতে না পারিয়া তাঁহার নামের সাদৃশ্যবহনকারী ঐ (নেত্র)-পদ্মকেই শাসন করিলেন।] (৮৬) মকর কুণ্ডলাদির ধারণহেতু প্রসারিত-কান্তি-বিশিষ্টা শ্রীরাধাকে সেই **নদীগণ** অভিষেক করিবার জন্য আশ্রয় করিলেন এবং **'মকর'** নিধিময় কলসরত্ন হইতে নিঃসৃত সেই জলসমূহদ্বারা তাঁহার অভিষেক করিতে লাগিলেন। বৈশাখ মাসের শেষে গ্রীষ্মাত্যয়ে বর্ষাজল লাভ করতঃ লতারাজি যেরূপ উন্নতিশীল হইয়া কুসুমরাজিচ্ছলে হাস্য করিতে থাকে—তদ্বৎ শ্রীরাধাও সেকলাভে সন্তুষ্ট হইয়া হাস্যরাশি বিস্তার পূর্ব্বক বিশেষভাবে শোভা বিতরণ করিতে লাগিলেন। (৮৭) হে সখি! এই হীরকময় কুম্ভটি নিজ কিরণচ্ছটায় যে কৃষ্ণবর্ণ ও শুভ্রবর্ণ উৎকৃষ্ট তেজোময় অংশ আহরণ করিয়াছে—তৎসমস্তই যমুনা ও মানসগঙ্গা জলদানচ্ছলে ঐ নিজেদের অধীশ্বরী শ্রীরাধাকেই উপহার দিলেন। (৮৮) 'হে ভানুকুমারি! তুমি রসেন্দ্র [রসরাজ কৃষ্ণ বা আদিরস শৃঙ্গার; পক্ষান্তরে জলনিধি] কর্তৃক সেব্য। নিধি সমূহেরও নিধি মাধব তোমার অনুগত হইয়াছেন। অতএব এই জলরাশি বর্ষণশীল নিধিময় কুম্ভের বা নিবিড় রসরাশি-বর্ষুক মহানিধি কৃষ্ণের তুমিই একমাত্র গতি—" এই বলিয়াই যেন জল 'ঝাং' করিয়া স্তবপাঠ করিতেছে!! (৮৯) ঐ দেখ হে! এই মহাদীর্ঘা নদীরূপ লতাসমূহও এই অভিষেকে নিজাঙ্গে বিফলতা ত্যাগ করিয়াছে!! দেখনা কেন, উহারাও দন্তকান্তি রূপ শুভ্রপুষ্প ধারণ করিয়া সুন্দর বক্ষোজরূপ শ্রীফলযুগলও বহন করিতেছে!! (৯০) ঐ দেখ—বনমালী ছলক্রমে শ্রীরাধার আনন্দভরের পরিণতি-মূলক অপাঙ্গদান বাঞ্ছা করিতেছেন; ইনিও সেই নিজকান্তকে দর্শন করিতে সমুৎকণ্ঠিত হইয়াছেন। তথাপি উভয়কে যে কোন্ রসই

নিরোধ করিতেছে, তাহা ত জানি না !! (৯১) 'হে প্রিয়সখা ! তোমার মুরলী বিশ্বের মর্ম ভেদ করে ; হে প্রিয়তম ! এই কটাক্ষও নিজগুণকলা দ্বারা মুরলীর সাদৃশ্য প্রাপ্ত হইয়াছে ! তোমার অঙ্গগন্ধের প্রবর্ত্তনেই এই রাধাও মোহিতাই হইয়া থাকে, অতএব হে মুরারে ! অদ্য তাহাই কর যাহাতে এই তিন বস্তু একত্র না হয়।' (৯২) এইভাবে সখা **'গন্ধর্ব্ব'** শ্রীকৃষ্ণের কর্ণান্তিকে মুহুর্মুহু পরিহাস-বিলাস দ্বারা তাঁহাকে বুঝাইলেও শ্রীবিধু (চন্দ্র, পক্ষে গোকুলচন্দ্রমা) নিজগুণ দ্বিগুণভাবে বিস্তার করিলেন ; তখন শ্রীরাধার ভাব-সমুদ্র অতিপ্রফুল্ল (স্ফীত) হইলেও কিন্তু তাহা লজ্জারূপ বেলাভূমিকে অতিক্রম করিতে পারিল না !! (৯৩) সখি হে ! এই যমুনা প্রভৃতি নদীসকলের ইন্দীবরতুল্য নয়নবিম্ব সহিত যে একসঙ্গে জলধারা স্ফুরিত (প্রতিবিম্বিত) হইতেছে, তাহা এইস্থানে অতিবিচিত্র নহে ; যেহেতু দেখনা কেন, এই রাধার 'চন্দ্রকান্তি' নামিকা গন্ধর্বকন্যাও ভানুকুমারীত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে ! [পক্ষান্তরে—ঐ জলধারায় চন্দ্রকান্তি জ্যোৎস্নাও সূর্য্যকান্তিবৎ প্রতীয়মান হইয়া থাকে !!] (৯৪) ঐ দেখ হে !—অভিষেক-সৌন্দর্য্যসাগর হইতে জন্ম লাভ করতঃ সখীদের ভাবরূপ এই চন্দ্রমা কোটি কোটি লোকের নিকট বিস্ময়জনক হইতেছে, অথচ ঐ গোপীদেরই মনোরম চক্ষুরূপ চকোরসমূহকে প্রকৃষ্টরূপে উন্মত্ত করিতেছে !! (৯৫) 'হে সখি ! অদ্য এই রাজ্যাভিষেক-পর্ব্বের কুতুকে প্রিয়তমের দিকে সর্বতোভাবে নিরীক্ষণ করতঃ নেত্রমুদ্রা দূরীভূত কর অর্থাৎ নেত্রদ্বয় উন্মীলন কর। যদি আমার কথানুযায়ী আচরণ না কর, যখন মৃদুমধুর হাস্যভরে বিকসিত-নয়নবিশিষ্টা তোমার অগ্রে কৃষ্ণ আসিবেন, তখন আমরাও সকলে আগামী কল্য তোমার প্রতি কোপ করিব, [পাঠান্তরে—'অদ্য মান পরিত্যাগ করিয়া হাস্যবদনে তাঁহাকে কটাক্ষভঙ্গীতেও আদর কর। আগামীকল্য আমরা সকলেই একত্র শ্যামের বিরুদ্ধে ক্রোধের অভিযান করিব।'] সখীর এই বাক্য শ্রবণ করিয়া যেইমাত্র শ্রীরাধা নয়ন উন্মীলন করিলেন, তখনই তিনি আশ্চর্য্য সহকারে দেখিলেন যে সম্মুখে সেই কৃষ্ণই বিরাজমান !!]

পঞ্চম অভিষেক

(৯৬) সখি হে! ঐ দেখ! [তটস্থপক্ষা] **শ্যামলা মঙ্গলা** প্রভৃতিও রাধাকে অভিষেক করিবার জন্য সুহৃদ্ভাব অবলম্বন করতঃ উপস্থিত হইয়াছে !! [শ্রীরাধা বিষয়ে তাঁহাদের এই ভাব আদৌ অযুক্ত নহে, যেহেতু] এই রাধাকে শ্রীহরিও তুল্যস্বভাবা বা সমানসৌন্দর্য্যা এবং আত্মৈকমনাঃ মনে করেন এবং এই অভিষেকের যাবতীয় অনুষ্ঠানাদিকে নিজেরই বলিয়া বিবেচনা করেন; জনগণও এইরূপই মনে করে। (৯৭) ঐ দেখ—সাক্ষাৎভাবে সিংহাসন, চামর, ছত্র প্রভৃতি রাজ্যশোভাই শ্রীরাধাকে গম্ভীরচিত্তা করিতেছে! আবার তাঁহার অতি সুহৃদ্ভাব (মহাসৌহার্দ্য) পাইয়া প্রোদ্ধতা শ্যামলা তাঁহারই নিকট যেন আপনাকে সুব্যক্ত করিতেছে !! (৯৮) আবার শ্রীরাধার নিজ সহচরীগণ প্রেমভরে অতি তুষ্ট, তাঁহার নিত্য অভিনব কান্তি-বৃদ্ধিতে সমৃদ্ধা এবং নিত্য মনে ও দেহে ঐক্যপ্রাপ্ত হইয়াও কিন্তু অদ্য তাঁহাকে নেত্র-পথের পথিক করিতে সমর্থ হইলেন না, যেহেতু তাঁহারা ঐ উৎসবের দিকেই নয়ন সমর্পণ করিয়াছেন। (৯৯) "হে রাধে! এই পঞ্চম-সংখ্যক জল তোমাকে অভিষিক্ত করুক, [পক্ষান্তরে—পঞ্চম-স্থানীয় রুচির বা দক্ষ শৃঙ্গারাখ্য সান্দ্ররস তোমাকে সেবা করুক] এবং এই অভিষেকে তুমি অর্থশাস্ত্রোক্ত 'সহায়, সাধনোপায়, দেশকালবিভাগ বিপত্তি-প্রতিকার এবং সিদ্ধি' নামক রাজ্যের পঞ্চাঙ্গ মধ্যে পঞ্চম সিদ্ধি-রূপ প্রিয় সম্পৎকেই বরণ কর। [পক্ষান্তরে—অণিমা লঘিমাদি অষ্ট-সিদ্ধির মধ্যে পঞ্চমসিদ্ধি প্রাকাম্য অর্থাৎ সংকল্প-পূর্ত্তিরূপ প্রিয় সিদ্ধিকেই তুমি আশ্রয় কর, তাহা হইলে কখনও স্বাধীনভর্ত্তৃকা, আবার কখনও বা 'মাধবী' নায়িকার অবস্থা-বিশেষ প্রাপ্ত হইবে।] এইরূপে শ্যামলা-প্রোক্ত আশীর্ব্বাদ নিগূঢ় তৃষ্ণার অভিসূচনা করিলে শ্রীরাধার হাস্য-শোভিত নয়ন ঐ ঐ ঘনরস, প্রিয়সিদ্ধি প্রভৃতি বস্তুনিচয় অঙ্গীকার করিল। (১০০) **'কূর্ম'** নামক নিধি বিরচিত গর্গরী (গাগরী) জলে রাধা উত্তমরূপে অভিষিক্তা হইয়া প্রকাশ পাইতেছেন। অহো! (এত-দ্দর্শনে) শ্রীহরির ঐ তনুও কি স্বর্গ বা চন্দ্রের সুধা সঞ্চয় করিয়া এই প্রকার গর্গরীরূপ ধারণ করিয়া বিজয় করিলেন কি? (১০১) উপরে

বৈদূর্য্যমণিরচিত কুন্তের নীলকিরণ হরণ করিয়াছে, এবং নিম্নে শ্রীরাধার দেহকান্তির স্বর্ণপ্রভা সংগ্রহ করিয়াছে—এইভাবে নীলগৌর-উভয়-কান্তি সখীগণের মনোমধ্য হইতে চুরি করিয়াই বুঝি ঐ জলধারা শোভা বিস্তার করিতেছে !! (১০২) সেই জলধারা—তাঁহার কেশকলাপরূপ কৃষ্ণবনে সংলগ্না হইয়া কৃষ্ণা (যমুনা) হইল, অধররূপ মধ্যপুরে অবস্থান করিয়া ব্রহ্মকন্যা (সরস্বতী) হইল এবং কুচরূপ গিরিগোবর্দ্ধন যুগলের সন্ধিস্থলে লগ্ন হইয়া হারস্বরূপা মানসগঙ্গা হইল !! এইরূপে [কৃষ্ণ, রক্ত ও শ্বেতবর্ণে রূপান্তরিত] শ্যামলাদি তটস্থা সখীগণের স্বকৃত অভিষেকেও শ্রীরাধার অঙ্গকান্তি প্রতিফলিত হওয়ায় উহা কান্তি-রাশিরও কান্তি-বর্দ্ধক (পরমদীপ্তিময়ই) হইয়াছিল। (১০৩) সখি হে ! শ্রীহরির নয়নযুগল সহ শ্রীরাধার নয়নদ্বয় চকোরের সজাতিত্ব লাভ করিয়াই কি মিথুনীভাব প্রাপ্ত (মিলিত) হইয়াছে ? উহারা (লোচন-চতুষ্টয়) পরস্পরের মুখচন্দ্রমার কান্তি পরস্পর বেশ পান করিতেছে এবং পরস্পরের সঙ্গও প্রকটভাবেই প্রার্থনা করিতেছে !! (১০৪) শ্রীরাধারূপ চন্দ্রমা পারাবার-রহিত অমৃতসমুদ্রে (শ্রীগোকুলচন্দ্রমায়) সম্যক্ পূর্ত্তিলাভ করিয়াছেন !! এইজন্যই সেই চন্দ্রে (রাধায়) জনগণের নয়ন-চকোর সমূহ নিমজ্জিত হইয়া রহিয়াছে ! অহো ! তাহারা আর কোন্ পথেই বা নির্গত হইয়া আসিবে ? (১০৫) "হে প্রিয়সখ ! কৃষ্ণ ! তুমি যাহার দর্শনে মুহুর্মুহু কম্পান্বিত হও, পুনরায় তাঁহাকেই দেখিতেছ কেন হে ?" এইভাবে কৃষ্ণ-কর্ণে **'বিদগ্ধ'** নামে সখা তাঁহার শান্তির জন্য রহঃকথা বলিয়া উপহাস করিলেও কিন্তু নদীর বেগে বিরুদ্ধ বায়ুর অভিঘাত যেরূপ তরঙ্গ-রাশিরই উৎপাদন করে, তদ্রূপ শ্যামের ইন্দ্রিয় সমূহেও ইহা দ্বারা মহাচাঞ্চল্যেরই সৃষ্টি হইল !! (১০৬) "হে সুমুখি ! এই মহোৎসবে একবার ছল করিয়াও কৃষ্ণের দিকে নয়ন দাও না হে ! তোমার বুদ্ধির ন্যায় কৃষ্ণের দৈন্য-ভাবও যেন আমাকে আর তাপ না দেয় !" সরলা সখীর এই বাক্যে সখীর প্রতি রুষ্টা হইয়াই যেন রাধা আনতা হইলেন এবং মণিময় ভিত্তিতে শ্রীহরির প্রতিবিম্ব অতিগোপনে দর্শন করিতে লাগিলেন !!

———

ষষ্ঠ অভিষেক

(১০৭) অনন্তর **বৃন্দা** সগণে শ্রীরাধাকে পুনর্বার অভিষেক করিবার জন্য আনন্দসহকারে উদ্যোগ করিতে থাকিলেন। এইজন্য তাঁহার বনও প্রেমভরে রোমাঞ্চ ও ঘর্ম্মজল প্রভৃতি চ্ছলে কুসুম ও মধুধারা বর্ষণ করিয়া স্ফূর্ত্তি পাইতে লাগিল। (১০৮) বৃন্দাদেবী বহুকাল পর্য্যন্ত এই কৃষ্ণবন পালন করিতে করিতে যেন বহু পরিশ্রান্ত হইয়াছেন ; আনন্দমূলস্বরূপা শ্রীরাধাকে ত্রিভুবনে পরিচয় করাইয়া স্বেচ্ছাক্রমে ঐ কৃষ্ণবনের অধীশ্বরী-পদে প্রকাশ্য ভাবেই অভিষেক করিতেছেন এবং সেই বনরাজ্যকেও উল্লাস দান করিতেছেন। (১০৯) 'এই বনের ছয় ঋতুর ছয় গুণবৎ রাজোচিত ছয় গুণে (সন্ধি, বিগ্রহ, যান, আসন, সংশয় ও দ্বৈধীভাবে) তুমি এই বনকে পালন কর ; এই জন্যই তোমার ছয় অঙ্গের (জঙ্ঘাদ্বয়, বাহুদ্বয়, শিরও মধ্যদেশের) এই ষষ্ঠ অভিষেক হইতেছে।'—এই বাক্য শুনিয়া দেবী মন্দাকিনী স্বয়ংই জলমধ্যে প্রবেশ করিলে বা তাহাতে মিলিত হইলে সেই জল দ্বারাই শ্রীরাধা অভিষিক্ত হইতেছেন কি ? (১১০) **'মুকুন্দ'** নামক নিধিবিরচিত ও কুসুমদ্বারা পূজিত সেই উত্তম কলসটি তখন বাঞ্ছিত-প্রাপণের নিধান-স্বরূপা সেই রাধাকে অভিষেক করাইবার জন্য কুন্দকুসুমবৎ শুভ্র হাস্য বিস্তার করিল। (১১১) অনন্তর (হরিন্মণিঘটিত) নিধিময় কলসী-বর্য্য হইতে শুভ্র জল গ্রহণ করিয়া স্বর্ণময় ক্ষুদ্র ঘটী দ্বারা এই রাধিকা আরাধিত (অভিষিক্ত) হইতেছেন। ইহা দেখিয়া লোকগণ স্মরণ করিল যে এই বৃন্দাই রসভরে কৃষ্ণ-সংবাদ আনিয়া শ্রীরাধাকে উপহার দিতেছেন !! (১১২) ঐ দেখ—এই অভিষেক-বারি তাঁহার কেশ-সৌন্দর্য্যের নিকট মধুতুল্য (নীলবর্ণ)—মুখচন্দ্রমার নিকট সুধারাশির মাধুর্য্যধারী (শ্বেতবর্ণ) এবং কুচরূপ গিরি-যুগের মূলদেশে যাইয়া নিজের অন্তরস্থ কান্ত (কমনীয় বা প্রিয়তমের) মূর্ত্ত প্রণয়রসের ঝরণাবৎ (শ্যামলবর্ণ) প্রতীয়মান হইতেছে !! (১১৩) সখি হে ! ঐ দেখ—সহস্রাক্ষ-লক্ষ্মী (ইন্দ্রাণী) কর্তৃক এই কৃষ্ণবনে যে শ্রীরাধা রত্নাভিষিক্ত হইতেছেন—একথা সত্য নহে। কিন্তু চতুর্দ্দিক হইতে নিজাঙ্গে প্রতিবিম্বিত সহস্র সহস্র চক্ষুর সুষমা বহন করিয়াই তিনি শ্রীকৃষ্ণ দর্শন-লালসাতেই যেন সহস্রাক্ষ-লক্ষ্মী রূপে বিরাজ

করিতেছেন, অর্থাৎ সহস্র নয়নের সৌন্দর্য্যধারণ করিয়াছেন। [শ্রীকৃষ্ণ-দর্শন সময়ে গোপীগণ সকলেই প্রবল অনুরাগ বশতঃ লক্ষ চক্ষু কামনা করেন, শ্রীরাধার ত এই ভাব হইতেই পারে। স্নানকালে শ্রীরাধার অঙ্গে চতুর্দ্দিক হইতে প্রতিবিম্বিত চক্ষুগণের সুষমাকেই কবি প্রৌঢ়োক্তি সহকারে বলিতেছেন যে উহারা শ্রীরাধারই চক্ষু, শ্যামসুন্দরকে দর্শন করিবার লালসায় দুই চক্ষু অকিঞ্চিৎকর মনে করিয়া তিনি সহস্র-চক্ষুই আবিষ্কার করিয়াছেন !!] (১১৪) "হে প্রিয় সখা! যে তোমার ভাববিকার গোপন করিবার অভিপ্রায়ে **কিঙ্কিণি** সখা উচ্চ শব্দ করে এবং এই কিঙ্কিণী (অলঙ্কার) নীরব থাকে, এখন সে তুমিই যদি অনবধানতা বশতঃ কম্পায়মান হইলে, তখন এই সখা কিঙ্কিণি বা সেই অলঙ্কার কিঙ্কিণী অবস্থান্তর (বৈপরীত্য) প্রাপ্ত হইয়া কিই বা করিতে পারে হে ? (১১৫) কিঙ্কিণির এই বাক্য শুনিয়া হরি ভাব-সম্বরণ করিতে গিয়া নিজেই সর্ব্বতোভাবে স্তব্ধ হইয়া পড়িলেন। অহো! বলবান্ ব্যক্তিকে জয় করিতে ইচ্ছা করিয়া কাহার না শীঘ্রই 'পরা' পূর্ব্বক 'জি' ধাতুর কর্ম্মসংজ্ঞাত্ব প্রাপ্তি হয় ? অর্থাৎ বলবান্‌কে পরাজয় করিতে গিয়া দুর্ব্বল ব্যক্তি শীঘ্রই পরাজিত হইয়া থাকে। (১১৬) গঙ্গা যেমন গিরি-গহ্বরে ক্ষণকাল ভ্রমণ করিতে করিতে পুনরায় বেগাতিশয্য-সহকারে সর্ব্বদেশ ভাসাইয়া পরে জলনিধিতে ঝাঁপাইয়া পড়ে—তদ্রূপ নিজজনের সমক্ষে লজ্জানুভব করিয়া কিছুকাল অবস্থান পূর্ব্বক পুনরায় এই পর্ব্বোপলক্ষে দুর্দ্দমনীয় বেগভরে শ্রীরাধার নয়ন-সলিল সর্ব্বত্র প্রসৃত হইতে হইতে শেষে রসনিধি কৃষ্ণের দিকেই অভিসার করিয়া চলিল !! (১১৭) সখীদের নয়ন-রাজি তখন নির্ণিমেষ-প্রায় হইয়া রাধিকার বদন-পদ্মের মাধুর্য্যই পান করিতেছে। আর সম্ভ্রমবশতঃ অন্যত্র [বিপক্ষাদি হইতে] ভয় আশঙ্কা করিয়া পুনঃ পুনঃ মধু আস্বাদনের ভাণ করিতে করিতে মুখকেও ঐ প্রকার মুদ্রাযুক্তই করিতেছে !! (১১৮) ঐ দেখ—কোনও বয়স্যা শ্রীরাধাকে যেন রহস্য কথাটিই বলিতেছেন—'হে যুবতি রাধে! তোমার অভিষেক-সম্পাদনে সমাগতা আমার মতে [অথবা অভিষেকবতী তোমার ও আমার এই সম্মতি] কিন্তু শ্রীহরিকেও অতিকুটিল অমৃত-দৃষ্টি-বর্ষণে স্নান করান সঙ্গতই। যেহেতু শ্রীকৃষ্ণও ত এবম্বিধ [যুবতীগণের] বিলাসভরে প্রকাশশীল বলিয়াই পরিলক্ষিত হইতেছে !! (১১৯)

অনন্তর রাধা চঞ্চল-নয়ন কৃষ্ণের প্রতি যে আলুলায়িত কুঞ্চিত কেশদাম-ভূষিত রসপরিপূর্ণ মনোহর নেত্র-বিক্ষেপ (কটাক্ষপাত) করিলেন—তাহা অত্যুত্তম কেলিনীলোৎপলবৎ হইলেও কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের মর্ম্মস্থলকেই বেশ বিদ্ধ করিয়াছিল !! (১২০) রাধার বৃন্দাবন-রাজেশ্বরী-পদে অভিষেকে সখীদের প্রণয়রূপ ঘন (মেঘ) বিকাশই কেবল প্রভু (কর্ত্তা) হইয়াছে। সুতরাং এই উপলক্ষে মুনীশ্বরীও বর্ষাকাল-তুল্য ঐ সখীগণকে নিজ-চক্ষুরূপ ময়ূর-নর্ত্তকের নটনকারিণী রূপে নিযুক্ত করিয়াছেন। অর্থাৎ তাঁহাদিগকে নয়নে নয়নে রাখিয়া সকল কার্য্য সমাধা করাইতেছেন। (১২৩) হে সুমুখি ! ঐ দেখ—এই রাধাভিষেকে প্রধানা সখীগণ দয়া করিয়া নিজ নিজ যূথবর্ত্তিনী তুল্যভাবা বয়স্যাগণকে ক্রমশঃ অর্থাৎ কনীয়সী কনিষ্ঠানুসারেই যেন অগ্রগামিনী করিয়াছেন। কাব্যকলাকুশল অর্থাৎ কবিগণ এই সখীযূথকে শুক্লপক্ষে দ্বিতীয়া তিথি হইতে ক্রমপুষ্ট চন্দ্রের দ্যুতিমালার সহিতই তুলনা করিয়া থাকেন।

সপ্তম অভিষেক

(১১২) ধনিষ্ঠা-প্রমুখ নারীগণ কর্ত্তৃক বেষ্টিতা হইয়া **'কুন্দলতা'** প্রভৃতি গোপীগণ আনন্দিতচিত্তে শ্রীরাধার অভিষেকক্রিয়া সম্পাদন করিতেছেন। তখন শ্রীরাধার মুখচন্দ্রের মহাশোভার উৎকর্ষযুক্ত জ্যোতিও প্রসৃত হইল। অহো ! সমান-গুণবিশিষ্ট ব্যক্তির সহিত প্রকৃষ্ট রূপে সঙ্গ অর্থাৎ মিলন হইলে কোনও অনির্ব্বাচ্য কান্তিবিশেষই স্ফুরিত হয়। (১২৩) "হে সখি ! এই সপ্তম কলসীর জল দ্বারাও তুমি অভিষিক্ত হইয়া ব্রজবনরাজ কৃষ্ণের চন্দ্রাবলী প্রভৃতি প্রেয়সীগণকে এবং (ভূবাদি) সপ্তলোকের সেই সেই লক্ষ্মীগণকেও নিজকীর্ত্তি দ্বারা শুভ্র করিয়া [প্রেয়সীগণে রাজ্যাপ্রাপ্তি-জনিত বিষাদে বা প্রতিপক্ষের প্রবল পরাক্রম-জনিত ভয়বশতঃ বৈবর্ণ্য এবং লক্ষ্মীগণে কীর্ত্তির শুভ্রতায় শ্বেতীকৃত করিয়া] এই নবরাজ্য পালন কর। এই বৃন্দাবনই পুষ্পচ্ছলে তোমার শুভ্রকীর্ত্তি ইতস্ততঃ প্রকাশ করিবে। (১২৪) সখি হে ! ঐ দেখ—সর্ব্বত্র বিস্তারিত নিজের কীর্ত্তি-সৌন্দর্য্য ও বদন-প্রসন্নতার সহিত তাহাদের বাক্যানুসারে আচরণ করিতেই রাধা অভিষেক-জলের সহিত নিজের ঐক্য ভাবনা পূর্ব্বক জগৎকেও জড়ীভূত বা জলাশয় রূপে পরিণত

করিয়া শোভিত হইতেছেন !! (১২৫) **'কুন্দ'** নামক নিধিময় কুম্ভের জলে, মনোরথ রূপ সমুদ্রকে স্তম্ভন পূর্ব্বক অথবা দ্রুত মনোরূপ জলাধার-বিশেষ অর্থাৎ স্নেহবিশেষ দ্বারা শ্রীরাধা কুন্দলতাদি গোপীগণ কর্ত্তৃক চারিদিক হইতে অভিষিক্ত হইতেছেন। কোন্ প্রাণধারী জীব না এই ব্যাপার-দর্শনে আনন্দ লাভ করিয়া থাকে ? (১২৬) সখি হে ! ঐ দেখ—পুষ্পরাগ-মণিময় এই কলসরাজ বৃন্দাবনের অধীশ্বরীর আসনে রাধাকে বিমল সুগন্ধি জলে স্নান করাইতেছে—মনে হয় যেন সাক্ষাৎ চন্দ্রমাই বিশুদ্ধ সুধা-প্রবাহে কল্পলতাকে অভিষিক্ত করিতেছে !! (১২৭) হে সখি ! ঐ দেখ—ব্রজেশ্বরীর স্নেহ-পীযূষমূর্ত্তি, শ্রীকৃষ্ণের চিত্ত-কৈরবের প্রকাশ-কারিণী, সখীগণের হৃদয়-চন্দ্রকান্তের দ্রব-কারিকা এই রাধা ধনিষ্ঠাদি-কর্ত্তৃক অভিষিক্ত হইতেছেন। (১২৮) এই বিচিত্র হরিবনে অভিষেকে সেই কুটিল-নয়না [বা বক্রব্যবহার-শীলা] রাধার নিজ রমণ-কৃত বিলাসে ঈষদ্ বিকসিত বা হাস্যযুক্ত এবং চঞ্চলায়মান লীলাসম্বলিত ও নয়নরূপ ভ্রমর-মণ্ডিত এই মুখপদ্মটি মধুর সুধা-বর্ষণে [পাঠান্তরে—প্রকাশশীল অধর-সুধাদানে] চতুর্দ্দশ ভুবনকেই অভিষেক করিতেছেন। (১২৯) "হে মুরারি ! শ্রীরাধার ভাবজাত কম্পটিকে জলধারাই গোপন করিতেছে ; তোমার এই কম্প কে গোপন করিবে হে ?"—স্পষ্টবক্তা **'মধুমঙ্গলের'** এই বাক্য শুনিয়াই শ্রীহরি তখন নিজ নীলপদ্মের মধু দ্বারা বদন পূর্ণ করিলেন !! (১৩০) রাধা গোপনে নিজ প্রাণনাথের দিকে কটাক্ষ-বিক্ষেপ করিতেছেন, অথচ সখী-কর্ত্তৃক ঐ রূপ কটাক্ষ করিতে অনুরুদ্ধা হইলে নয়ন কুটিল করিতেছেন। অহো ! নিজের ভোগী অর্থাৎ বিলাসী নাগর বা নারীলম্পট বলিয়া প্রসিদ্ধ ইঁহার সহিত ঐ নয়নের বিশেষ মিলন-সাদৃশ্যই আছে ? কাজেই ঐ নয়নের গতি (আকার বা গমনভঙ্গী) বক্রই দেখা যাইতেছে !!

অষ্টম অভিষেক

(১৩১) হে সখি ! কৃষ্ণের আলিঙ্গনাস্বাদ-বাঞ্ছা হইতে বিরক্তিরূপ ব্রতাচরণকারিণী অথচ নিজসখীর সুখেতেই একমাত্র তৃষ্ণাশীলা এই **'কস্তূরী'** প্রভৃতি সখীগণ ব্রতফলও লাভ করিয়াছেন, যেহেতু অদ্য তাঁহারা রাধাকে কৃষ্ণবনবররাজ্যে অভিষেক করিতেছেন। (১৩২)

"সখি হে! অষ্ট মহাসাত্ত্বিক ভাব-ভূষণে তুমি যেমন নিত্য বিলাস কর, তদ্বৎ অষ্ট প্রকৃতি [স্বামী, অমাত্য, সুহৃৎ, কোষ, রাষ্ট্র, দুর্গ, বল এবং পৌরবর্গ] দ্বারা রমণীয় প্রিয়তমের বৃন্দাবনবররাজ্যে অষ্টমুখ্যাসখীর [ললিতা, বিশাখা, চিত্রা, চম্পকলতা, তুঙ্গবিদ্যা, ইন্দুলেখা, রঙ্গদেবী ও সুদেবীর] প্রীতি-সমবেত এই অত্যুত্তম অষ্টম অভিষেক স্বীকার কর।" (১৩৩) এই মনোরম ও কল্যাণময়ী হিতাকাঙ্ক্ষার সহিত তাঁহারা রাধাকে অভিষিক্ত করিতেছেন এবং প্রতিপদেই এই নিত্যসখীদের বিস্ফারিত চিত্তরথে আরোহণপূর্ব্বক ইনি জগৎ অতিক্রম করিয়া নিজরূপলাবণ্যে অন্তঃপুর বা পরব্যোমকেও তাহার 'বৈকুণ্ঠ' নামের পরিকুণ্ঠা অর্থাৎ সঙ্কোচ করিয়া দিলেন!! (১৩৪) যে [নীলকুন্তরাজে] রাধার রসাধিরাজতা [শৃঙ্গাররস-সাম্রাজ্য বা জলনিধিত্ব] সুব্যবস্থিত হইয়াছে—যাহাতে প্রচুরতর ধনের জন্মকর্ত্তা রাধার অনুগত হইয়া বিরাজ করে—সপ্রকাশ বিবিধ সম্পৎসমূহের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর বশীকরণে সুপটু সেই **'নীল'** নিধি বিরচিত কুন্তরাজ দীপ্তি বিস্তার করিতেছেন!! (১৩৫) নীলরত্নখচিত এই কুন্তটি নিজকে স্নান করাইতে আগত প্রাণবন্ধুর দ্বিতীয় দেহ মনে ভাবনা করিয়া এবং কৃষ্ণকেই ঐ কুম্ভের সাক্ষাৎ প্রতিবিম্ব মনে নিশ্চয় করতঃ শ্রীরাধা বিপুল কম্প ধারণ করিলেন!! (১৩৬) সখি হে! ঐ দেখ—এই সভায় শ্রীরাধার নয়ন লজ্জাবশতঃ নিজ সম্মুখ-দেশে উপস্থিত প্রিয়তমেরও সঙ্গ না পাইয়া নিরতিশয় চঞ্চল হইয়াছে এবং সেই বংশীবদনের মুখপদ্ম হইতে পরিস্রুত মধুদ্বারা পরিপূর্ণা নিজশ্রুতি (কর্ণ) রূপ পরম প্রিয় সখীকেই নিরন্তর আলিঙ্গন করিতেছে!! অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণদর্শন-লালসায় নয়ন-যুগল বিস্ফারিত হইয়া কর্ণদেশ পর্য্যন্ত স্পর্শ করিয়াছে। (১৩৭) ঘনবস্ত্ররাজি দ্বারা শ্রীরাধার অঙ্গসমুদয় সম্যক্ আচ্ছাদিত হইলেও কিন্তু স্বীয় কিরণচ্ছটায় ব্যক্তপ্রায় হইল। তখন শ্রীহরি লজ্জাতেই যেন এই সব অভিষেক হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্, শ্রীরাধার অঙ্গের নিবিড় আচ্ছাদন (উড়নী) বস্ত্র বৎ নয়ন-সুষমা বিস্তার করিয়া তাঁহাকে গোপন করতঃ এক অভিনব অভিষেকেরই বুঝি আবিষ্কার করিলেন। (১৩৮) সখীদের নয়নরূপ পদ্মকুসুমরাজি সেই অভিষেকের জলধারায় বিকশিত হইল এবং শ্রীহরির নয়নভৃঙ্গ-যুগলও এই মহোৎসব-রূপ দিনবর বা সূর্য্য-দর্শনে সযত্নে সেই স্থলে যথেষ্ট বিহার করিতে

লাগিল। (১৩৯) "হে মিত্র! এই উৎসবে তুমি শ্রম-সলিলে (ঘর্ম্মজালে) বিপক্ক দেহটীকে আবার নয়নজলে স্তিমিত করিও না। অহহ! কেনই বা ইহাকে কণ্টকরূপ রোমাঞ্চ সমূহ দ্বারা পীড়া দিতেছ হে?"—**সুবল** কৃষ্ণ কর্ত্তৃক গাঢ় আলিঙ্গন-পাশে বদ্ধ হইলেও এই রহঃ কথা বলিয়া তাঁহাকে উপহাস করিলেন। (১৪০) সেই অভিষেক-জলে রাধিকার নয়নরূপ মৎস্যদ্বয় যে নিরন্তর লম্ফ দিতে লাগিল, তাহা যুক্তিযুক্তই হইয়াছে; যেহেতু ঐ যে বিদ্যুৎকান্তিযুক্ত অর্থাৎ পীতাম্বরধারী কৃষ্ণরূপ মেঘ সম্মুখেই উদিত হইয়াছে। [বিদ্যুদ্ বিজড়িত মেঘাচ্ছন্ন আকাশ দেখিলে মৎস্য ত সচরাচর উল্লম্ফন করিয়াই থাকে !!] (১৪১) সখি হে! ঐ দেখ—[সখীগণকৃত] বাম্যবিষয়ে শিক্ষাদানই যে কেবল শ্রীরাধাকে কুটিল-নয়না করিয়াছে, তাহা নহে, পরন্ত ইনিই স্বতঃই বোধ হয় স্বার্থলাভের যোগ দেখিয়া এই মন্ত্র লাভ করিয়া থাকিবেন; কেননা, এই মন্ত্রের সেবা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াই অর্থাৎ শ্রবণ-মাত্রই রাধা সম্মুখে কৃষ্ণকে দেখিয়াই যে নয়ন বক্র করিলেন !! (১৪২) (শ্রীরাধা) চন্দ্রমূর্ত্তির ন্যায় অপর সখীমণ্ডলকে এবং নিজ মণ্ডলকেও সাতিশয় ভূষিত করিয়া কৃষ্ণসাগরকে নিত্য পোষণকরতঃ কান্তিবিস্তারে এই বৃন্দাবন-সুষমাকে আনন্দবর্ষণে অভিষেক করিবার জন্যই বুঝি সর্ব্বত্র প্রকাশমান হইয়াছে !!

নবম অভিষেক

(১৪৩) হে সুমুখি! মহামহিম গুণমণ্ডিত জনগণ-কর্ত্তৃক ন্যস্ত একস্থলে মঙ্গলকার্য্য শীঘ্রই সর্ব্বত্র মঙ্গল প্রসব করিয়া থাকে, [পক্ষান্তরে —একা শ্রীরাধায় অর্পিত অভিষেক-মঙ্গল সর্ব্বত্র কল্যাণ-নিদান হইয়াছে।] ঐ দেখ—এই **'মধুরিকা'** আদি প্রিয়সখীগণও রাধাকে স্নান করাইতেছেন ও নিজ নিজ নয়নজলে নিজে ও সমগ্র বিশ্ব স্নান করিতেছে। (১৪৪) আর একটি আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে ললিতাদি সখীগণ প্রেমভরে স্তব্ধ বা শীতল হইলেও কিন্তু এই অভিষেকে স্ব স্ব পূর্ব্বকৃত্যসমুদয় যথাযথভাবে সম্পাদন করিয়াছেন! অথবা, হে সখি! [নিজ জড়তা-সত্ত্বেও স্বকার্য্য-সাধন] ব্যাপারটি বিস্ময়জনক নহে; দেখনা কেন—শীতলকান্তি চন্দ্রের জ্যোৎস্নারাশি কুমুদ সমূহের বিকাশ-বিষয়ে সুদক্ষই

পরিদৃষ্ট হয় !! (১৪৫) "হে সখি! শ্রীহরির এই কাননে নব নব বনভাগে অর্থাৎ নিত্য নবনবায়মান বা প্রশংসনীয় নয়টি বন-প্রদেশে— [(১) বর্ষাহর্ষ, (২) শরদামোদ, (৩) হেমন্ত-সন্তোষ, (৪) শিশির-সুখাকর, (৫) বসন্তকান্ত, (৬) নিদাঘ-সুভগ, (৭) শরদ্‌হেমন্ত-সন্তোষ, (৮) শিশির-বসন্তকান্ত, (৯) নিদাঘ-বর্ষাহর্ষ] গোপিকাদের মধুর রতিরূপ ধনের নবনিধিস্বরূপ নবনিধি-খচিত এই কলসীরাজ দ্বারা সর্ব্ব লক্ষ্মী (সুষমা) ধারণ কর এবং হে দেবি (পরমসুন্দরি!) এই নবম দিব্যাভিষেকও গ্রহণ কর ॥" (১৪৬) অহহ! ঐ দেখ দেখ!—ইনি নিজগুণরূপ সূক্ত (মধুরবাক্য বা বেদমন্ত্র) পাঠের সহিত অনুষ্ঠিত অভিষেক প্রাপ্ত হইয়া মাধুর্য্যরাশির বর্ষণে সকলের আত্মীয় (দেহদৈহিক) ধর্ম্ম বিস্মরণ করাইয়া দিলেন এবং মাধবকে (শ্যামসুন্দরকে বা বৈশাখ-মাসকে)ও শুচি গুণ (শৃঙ্গাররস বা আষাঢ়মাসের গুণ) প্রাপ্তি করাইলেন, অথচ কৃষ্ণাদি সর্ব্ববিশ্বকেও সারঙ্গত্ব দান করিলেন [কৃষ্ণপক্ষে —পরমোৎকর্ষশীলত্ব, ক্রীড়াকুরঙ্গত্ব, চাতকত্ব, মতঙ্গজত্ব, ভৃঙ্গত্ব, রাজহংসত্ব, পুংস্কোকিলত্ব, অথবা তদ্রূপে রূপায়িত করিলেন এবং অন্য-পক্ষে—কৌতুকময়ত্ব দান করিলেন।] 'সানঙ্গতা' পাঠে—কৃষ্ণাদি সর্ব্ব-জগৎকেই কামময় করিয়া তুলিলেন !!! (১৪৭) সিদ্ধিনামক মানসবিভূতি দ্বারা বা তদ্ধেতুক যাহার সন্নিধি (সন্নিকর্ষ বা উপস্থিতি) হয়, যাহা **'খর্ব্ব'** নামক প্রসিদ্ধ মান (প্রাশস্ত্য বা সংখ্যা) দ্বারা সর্বোত্তম নিধিরূপে কল্পিত হয়—সেই ঘটের খর্ব্ব সংখ্যা দ্বারা অভিষেককালে শ্রীরাধা শোভান্বিতা হইলেন। এবং সস্মিত কটাক্ষাদি অনুভাব দ্বারা পরমোৎকৃষ্ট চক্ষুতারা ঘূর্ণনে সর্ব্বতোমুখ শ্রীকৃষ্ণকে বশীকৃত করিয়া ঐরূপে বিন্যস্ত জলধারা প্রাপ্ত হইলেন অথবা ঐ শ্রীকৃষ্ণকৃত অভিষেক প্রাপ্তি করিলেন। (১৪৮) হে দেবি! ঐ দেখ—এই অভিষেকোপলক্ষে বৃক্ষসমূহের মকরন্দধারায় পৃথিবী অতিস্নিগ্ধা হইয়াছে; তাহাতে মনে হয় যে গোমেদরত্ন কলসীরূপ ধারণপূর্ব্বক (গোমেদরত্ন বিরচিত কলসী দ্বারা) পৃথিবীতে নিজে 'গোমেদ' নামের যথার্থতা উদ্‌ঘোষণা করিয়াই যেন রাধাকে উত্তমরূপে অভিষেক করিতেছে। [গো = পৃথিবীকে মেদন অর্থাৎ স্নিগ্ধ করে যে এই অর্থে গোমেদ।] (১৪৯) অদ্য এই হরিবন-সমূহে অধীশ্বরীপদে অভিষেকে রাধা প্রিয়তমের রুচি অর্থাৎ অভিলাষ বা কান্তি

দ্বারা বিচিত্রিতা এবং স্বয়ংও অনুরাগে রঞ্জিতা হইলেন। পুনশ্চ নিজ-দেহস্থিত জলে স্তব্ধ হইতেছেন, কেশ ও বসনের যথাযুক্ত বিন্যাসে সুমধুরা হইয়া নিজাঙ্গভূষা সম্পাদন করিতেছেন। (১৫০) [তখন ঐ গন্ধর্বকন্যা স্বগত অথবা নিজ সখীকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিতেছেন—] সকলের তৃপ্তি বিধান জন্য নিজকান্তি-বিস্তারকারী এবং উদয়পর্ব্বতের বনরাজ্যে গমনকারী চন্দ্রমা যেমন পূর্ব্বদিক্ প্রাপ্ত হইলে চন্দ্রকান্তমণি নিজজলে নিজেই নিমজ্জিত হয়—তদ্রূপ নিখিল দর্শকমণ্ডলীর সন্তোষ-উদ্দেশ্যে নিজবাসনাপূরণকারিণী বৃন্দাবনরাজ্যে অভিষিক্তা শ্রীরাধার বদনচন্দ্রমা এই স্থানেই হরি-সাম্মুখ্য প্রাপ্ত হইলে আমার আত্মা নিজরসে নিজেই নিমজ্জিত হইল !! (১৫১) হে সুভগনেত্রে ! ঐ দেখ—চন্দ্রমাদেব উদয়পর্ব্বতে আরোহণ করিয়া যেমন অত্যুন্নত দেশেও স্বকিরণমালা বিস্তার করিয়া থাকে, তদ্রূপ ঐ গৌরবর্ণা রাধিকা রাজসিংহাসনে আসীনা হইয়া কুঙ্কুমাদির প্রচুর গন্ধযুক্ত জলধারা উপরিভাগেও বিকীরণ করিতেছেন। (১৫২) "হে প্রিয়তম ! ঐ দেখ—যে রাধার প্রতি তুমি প্রতিমুহূর্ত্তে তোমার কটাক্ষে হাস্যমিশ্র সৌন্দর্য্য ন্যস্ত (অর্পিত) করিয়াছ ; তাহাতেই শ্রীরাধার সাতিশয় শোভাসমৃদ্ধি হইয়াছে !! জ্যোৎস্না ব্যতিরেকে কুমুদিনী কি কখনও বিকশিত হইতে পারে ?" (১৫৩) প্রিয়সখা **'অর্জ্জুন'** কৃষ্ণের কর্ণকুহরতলে সংলগ্ন হইয়া এই কথাটি বলিলেও কিন্তু ইনি কিছুই জানিলেন না ! তাঁহার নেত্রদ্বয়ও নিজরতির অর্থাৎ শ্রীরাধা বিষয়ে নিজানুরাগের উপশম-ভয়ে চঞ্চল হইল এবং শ্রীরাধার প্রতি-নয়নকটাক্ষই বরণ করিবার জন্য যেন ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে লাগিল। (১৫৪) সখি হে ! ঐ দেখ—এই মহোৎসবে সখীদের আনন্দ-সিন্ধু একই সময়ে উচ্ছলিত বা উদিত হইয়া শ্রীরাধাকে অভিষেক করিতেছে। অতএব ঐ আনন্দ-সিন্ধু পান করিয়া এই নয়নরূপ মেঘাবলি বিদ্যুদ্যুক্ত বিলাসাবলি-মণ্ডিত হইয়া বর্ষণশীল হইয়াছে !! (১৫৫) "হে সখি ! কোনও সখী শ্রীহরির প্রতি তোমাকে যে বাম্য শিক্ষা দিয়াছে, এবং অন্য কেহ বা দাক্ষিণ্যই প্রকাশ করিতে বলিতেছে—এই উভয়ই আমাদের তত সম্মত নহে ; কিন্তু সেই সেই বিধান দ্বারা তোমার অভিষেক-পূরণের জন্যই তিনি তিনি আগ্রহমাত্রই করিয়াছেন।" (১৫৬) কোনও সখী-মুখোচ্চারিত এই কথাটি শ্রীরাধার গুপ্ত মনোভাবটিকে

অনুগত করিলেও কিন্তু গুপ্তভাবই ইহাকে অনুগত করিল! দেখাও যায় যে—গঙ্গাস্রোতে সন্তরণকারী তাড়াতাড়ি করিবার জন্য নিজ হস্তেও সন্তরণ করিয়া থাকে। (১৫৭) ঐ দেখ—প্রসিদ্ধ দৈবজ্ঞ-রমণীগণকে সম্মুখে করিয়া ললিতা ও বিশাখা নিজ করযুগলদ্বারা ঐ মহাসুন্দর স্বর্ণ-কলসটিকে ধারণ করিয়াছেন—উহা অন্যান্য ঘটের জলধারায় পূর্ণ করা হইয়াছে; তাহার মধ্যে সর্ব্বগন্ধ, সর্ব্বৌষধি ও উপরে ফলাদি দেওয়া হইয়াছে; এবং তাহার মধ্যদেশটিও রক্তবীজ (সিন্দূর ও বীজ অথবা রক্তোৎপলবর্ণও শোণরত্ন পদ্মরাগমণি বা মাণিক্য, অথবা শোণোৎপলবীজ বা রক্তবর্ণ দাড়িমবীজ) দ্বারা শোভিত ছিল। (১৫৮) শ্বেতবস্ত্রদ্বারা পরিবেষ্টিত, শুভ্রসূত্রে কণ্ঠদেশ শোভিত, ধৃতপবিত্রবেশ ও অগ্রভাগে বটাদি বৃক্ষপল্লব বিরাজিত—এবম্বিধ পূর্ণ কলসটিকে তাঁহারা গ্রহণ করিয়া জগৎসমূহকে পূর্ণ করিয়াই যেন শ্রীরাধাভিষেক করিতে লাগিলেন। (১৫৯) শুভ্র মেঘপংক্তি ভেদ করিয়া যে প্রকার চন্দ্রকান্তি যমুনার জলপ্রবাহস্থিত পদ্মসমূহে প্রতিফলিত হইয়া শোভা-বিশেষ সম্পাদন করে—তদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণের অক্ষিদ্বয় নিরতিশয় চাঞ্চল্যপ্রযুক্ত ব্যূহতুল্য (বহুমূর্ত্তিবৎ) প্রতীয়মান হইলে [অভিষেককালে] কলসী হইতে নিপতিত জলধারাযুক্ত শ্রীরাধার মুখশোভা ঐ ব্যূহতুল্য অক্ষিতে প্রতিফলিত হইয়া অত্যুত্তম বিলাসাবলির সমর্পণ করিল। (১৬০) হে সখি! উঁহার বাহিরের অভিষেকটি প্রিয়তম কর্ত্তৃক সুন্দররূপে আবিষ্কৃত (অনুষ্ঠিত) হইয়াছে—ঐ রাধার হৃদয়ও নয়নদ্বারা ঐ জলধারা ত্যাগ করিতেছে। অহো! অন্তরঙ্গ নিগূঢ় প্রেমবস্তু বিচিত্র বা অদ্ভুত বস্তুরাজির ছলে বাহিরেও প্রকটিত হইয়া থাকে। [তাহাতে প্রেমের লাঘব না হইয়া বরং গুরুত্বই স্বীকৃত হয়।] (১৬১) এই অভিষেকে শ্রীরাধার কেশ-বন্ধন আলুলায়িত, পত্রভঙ্গীরচনাদি বিলুপ্ত, শ্রমজলে দেহ পরিব্যাপ্ত এবং মাল্যগুলিও শীর্ণ হইয়া গিয়াছে!! এই অবস্থায় তখন নিজেকে দেখিয়া যে রাধা অবনতমস্তকে অবস্থান করিতেছেন—তাহাতে মনে হয় যে তাঁহার হৃদয়ে কৃষ্ণের কোনও চপলতাই উদিত হইয়া থাকিবে!! (১৬২) হে শশিমুখি! অনবরত অভিষেকে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত স্বীয় কান্তিরাশিবিস্তারে ইনি কৃষ্ণবনে এবং লোকগণের অন্তঃকরণে দেদীপ্যপান হইতেছেন। মনে হয় যেন বর্ষাঋতুর বৃষ্টিতে দিব্য ওষধি

সমূহের বিশ্ব-জীবন-সুষমাবিশিষ্ট কোনও এক জাতিবিশেষই শোভা পাইতেছে !!

ললিতা বিশাখার আস্বাদন-বৈচিত্রী ও জনগণের অবস্থাদি

(১৬৩) শ্রীবৃন্দাবনে রাজ্য-লাভহেতু সঞ্জাত শ্রীরাধার সেই আত্মৈকবেদ্য পরম সৌন্দর্য্যামৃত আস্বাদন করিয়া ললিতা ও বিশাখা অনির্বচনীয় কোনও ভাবোত্থ রসচর্ব্বন-হেতু অনুভাববশতঃ যে বস্তু উদ্‌গার করিলেন—তাহাতেই জনসংঘ ভ্রমিভরে ঘূর্ণায়মান হইল; অহো ! তাঁহাদের অন্তরে যে কি বস্তু সম্যক্ দেদীপ্যমান হইতেছে, তাহা কেই বা জানে ? (১৬৪) রাধাভিষেক পূর্ণ হইলে লজ্জারূপ সৈকতভূমি অতিক্রম করিয়া যে কান্তিশীল রত্নাকর উচ্ছলিত হইতেছিল—তাহাতে রাধাকৃষ্ণের ভাবাখ্য অদ্ভুত মৎস্যযুগল আনন্দে লম্ফ দিতে দিতে এই প্রকারে অমৃত (জল বা সুধা) ও আত্মানুভাব (প্রভাব বা অশ্রু পুলকাদি) বিস্তার করিতে লাগিল, যাহাতে কেবল তাহাদের আনুগত্যেই চিত্ত-বৃত্তি সংলগ্ন করিয়া লোকমণ্ডলী দিগ্‌বিদিকে ঘুরিতে লাগিল। (১৬৫) জিহ্বা ও অধর সহ হে কর্ণদ্বয় ! শ্রীরাধার বৃন্দাবনে মহাধীশ্বরী পদে অভিষেকের অঙ্গত্ব অর্থাৎ উপায় বা সাধনত্ব প্রাপ্ত এই কাব্য এবং সেই নিবিড় সুষমার মঙ্গল গান বাদ্যই তোমাদিগকে জন্মজন্মে নিষ্কপটে রক্ষা করুক, বা প্রীতিদান করুক। হে নাসিকাদ্বয় ! ঐ সুষমার সুগন্ধ তোমাদিগকে রক্ষা করুক, হে চক্ষুদ্বয় ! ঐ সুষমারাজি তোমাদিগকে এবং হে হস্তদ্বয় ! ঐ অভিষেকের সেবাসুখ তোমাদিগের পালন করুক।

প্রার্থনা ও অধ্যায়-সমাপ্তি

(১৬৬) এইভাবে সখীমণ্ডলী প্রভৃতি শ্রীরাধাকে বনরাজ্যে অভিষেক করিলেন; সেই গন্ধর্বকন্যাগণও ইঁহাদিগকে কবিত্বরূপ মধুধারা-বর্ষণে নিরন্তর অভিষিঞ্চন করিতেছিলেন। অহো ! এই প্রকার সেবা-সম্পত্তি হৃদয়ে জাগিলেও তৎক্ষণাৎ সর্ব্ব প্রয়াসের অবিকল ফলই দান করিয়া থাকে !! (১৬৭) স্বর্গের দেবীগণও তাঁহাকে ভিন্নজাতীয়লোক-

শূন্য এই মহোৎসবে বৃন্দাবন-রাজ্যাসনেই অভিষেক করিলেন! অহো! যাঁহার কিরণমালা চতুর্দ্দশ ভুবনের যুবতীসমূহের শিরোদেশে গর্ব্বভরে বিজয়লাভ করিতেছেন—সেই সার্ব্বভৌমী [মহারাজরাজেশ্বরী] শ্রীরাধা স্বজনগণের অর্থাৎ সখীভাবাশ্রিত সকলের ভজন-কুশল সর্ব্বথা রক্ষা করুন—এই প্রার্থনা। (১৬৮) আমি মহাতপ্ত, অথচ যিনি কৃপাপূরিত চন্দ্রমা (সুশীতল); আমি মহাশীতল বা অলস, আর যিনি পাপ-সমুহের বা আলস্যরাশির অগ্নিতুল্য অর্থাৎ জড়তাবিনাশী; আমি মহা অজ্ঞান আর যিনি সাক্ষাৎ (মূর্ত্তিমান্) বেদ—সেই মহারূপবান্ কৃষ্ণদেবকে অথবা কৃষ্ণসেবী শ্রীশ্রীরূপগোস্বামি প্রভুবরকে নিত্য সেবা করি॥

ইতি সপ্তম উল্লাস॥

অষ্টম উল্লাস।

শ্রীরাধার বেশবিন্যাসাদি বর্ণনা

(১) অনুষ্টুপ্ প্রভৃতি ছন্দঃসমূহের মধ্যে যেমন [মুখ্যভাবে] গায়ত্রী বিরাজ করে, তদ্রূপ বৃন্দাবনেশ্বরী রাধাও পূজিত হইয়া স্বগণের মধ্যে শোভা বিস্তার করিলেন। (২) তখন তাঁহাদের নেত্র-ভ্রমরগণ মদভরে ঘূর্ণায়মান হইলেও কিন্তু তাঁহার বিভূতিরূপ-মধুরাশি পান করিতে পুনঃ পুনঃ ইচ্ছা করিতেছিল। (৩) শ্রীরাধার অঙ্গ-লাবণ্যে আর্দ্র সূক্ষ্মবস্ত্রও লীন হইয়া রহিল—ঐ লাবণ্য নয়নের সাক্ষাৎ দুর্লক্ষ্য হইলেও শাটীর পটুতা প্রাপ্ত হইল; অর্থাৎ অঙ্গকান্তিই তাঁহাকে বস্ত্রবৎ আবৃত করিয়াছিল। (৪) তখন শ্রীঅঙ্গমার্জনা-প্রমুখ প্রসাধনকার্য্যে সখীগণ যোগীশ্বরী হইতে বাঞ্ছিত আদেশ-প্রাপ্তির প্রতীক্ষায় রহিলেন।

(৫) তৎপরে তাঁহারা রাধার চতুর্দ্দিকে অন্তঃপট দিয়া আবরণ করিলেন —মনে হইল যেন চন্দ্রমাকে বেষ্টন করিয়া পরিধি (মণ্ডল) বিরাজ করিতেছে। (৬) যাঁহাদের পরস্পর দর্শনে নয়নের একটি নিমেষও 'কল্প' বলিয়া গণিত হয়, সেই যুগল-কিশোরের অন্তর্বর্ত্তী যবনিকাটী তখন লোকালোক পর্ব্বতের ন্যায়ই আচরণ করিল না কি ? (৭) প্রেমই যবনিকার অন্তরায় করাইয়া সেই প্রিয়তমযুগলের পরস্পর বিয়োগ অনুভব করাইলেন ; আবার সেই প্রেমই পরস্পরের চক্ষুর সম্মুখে উভয়কে স্ফুরণ করাইতে লাগিলেন !! (৮) নয়ন চকোরীগণের তৃপ্তি সাধন করিতেই যেন সখীগণ সেই যবনিকার মধ্যে সর্ব্বত্র প্রসৃত কিরণমালা দ্বারা সেই চন্দ্রবদনা রাধাকে আবৃত করিলেন। (৯) তখন গুরুজনগণের ব্যবধানকারী এই যবনিকা মধ্যে থাকায় শ্রীরাধা যথেচ্ছ হাস্যশোভি নয়নপাতে সখীগণকে অবলোকন করিয়া আনন্দ দান করিলেন। (১০) তখন সখীগণ তাঁহাকে রমণীয় ধৌত বস্ত্রযুগল সমর্পণ করিলেন, প্রস্ফুটোন্মুখ দলযুক্ত নীলপদ্মবৎ নয়নের সৌন্দর্য্য ধারণ করিয়া শ্রীরাধা তাহা গ্রহণ করিলেন। (১১) দেবী রাধা দেহ উদ্বাপন (উন্মুক্তীকরণ) কালে যে বস্ত্রখণ্ড পরিধান করিয়াছিলেন —তাহা ক্ষণকালপরে শ্রীরাধা ত্যাগ করিবেন জানিয়াই যেন ভীত হইয়া স্নানজল-চ্ছলে স্বেদবিন্দু মোচন করিতে লাগিল। (১২) অতঃপর কেশ-কলাপ শুষ্ক বস্ত্র দ্বারা পরিশুষ্ক করা হইলে সখীগণ তাহাতে মল্লীমালা দ্বারা **কবরীবন্ধন** করিয়া দিলেন। (১৩) অভিষেকের পরে রাধা নিজের কান্তিসাম্রাজ্য দেখিবার জন্যই যেন সখীগণদ্বারা ভূষণ-সমূহ অঙ্গ হইতে উত্তারিত করিলেন। (১৪) তখন তিনি হংস-চিহ্নে বিচিত্রিত শুভ্র **বসন পরিধান** করিলেন—বোধ হয় তিনি এস্থানে কাঞ্চীলতা দ্বারা শব্দ করিয়াই ঐ হংসগণের জীবন্যাসও করিয়াছেন। (১৫) তিনি মৃগমদ-লেপনে রঞ্জিত, বিচিত্র সুগন্ধে সুবাসিত এবং অঙ্গরাগ হইতে অভিন্ন সূক্ষ্ম **চোলিকাধারণ** করিলেন। (১৬) শ্যামবর্ণ সেই কঞ্চুলিকার বাহিরে রক্তবর্ণ দেখা যাইতেছিল—মনে হয় যেন কৃষ্ণই তাঁহার অনুরাগময় হৃদয়ে অভিসার করিয়াছেন। (১৭) দেহ যাহাতে শূন্য (নিরাভরণ) না থাকে, তজ্জন্য ইনি পুষ্প-ভূষণে ভূষিতা ছিলেন, মনে হয় বুঝি কৃষ্ণের কামবাসনা চরিতার্থ করিয়াই

ইনি বৃন্দাবনের পুষ্পসম্পদে কৃষ্ণের কান্তিদানকারিণী বনলক্ষ্মীবৎ শোভা বিস্তার করিতেছেন। (১৮) যবনিকার অন্তঃস্থলে থাকিয়াও তিনি কান্তিদ্বারা তদ্‌বহিঃস্থিত লোকগণকে আনন্দ দান করিতেছিলেন —অন্তঃপট অপসারিত করিলেও তখন তিনি উৎকৃষ্টা নটীবৎ উত্তমরূপে দীপ্তি বিস্তার করিতে লাগিলেন। (১৯) শ্রীরাধাকৃষ্ণ তখন মুহুর্মুহু পরস্পরের রূপদর্শন করিয়া করিয়া যে বিস্ময়ান্বিত হইয়াছিলেন—তাহা ঐ প্রকার (অদৃষ্টচর) রূপে একটা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। (২০) তৎপর সুর-সুন্দরী প্রভৃতি নারীগণ তাঁহাকে **স্তব** করিতে লাগিলেন, মনে হয় বুঝি সূর্য্য উদিত হইলে প্রাতঃকালে সন্ধ্যাবন্দনাকারিগণই ঐ সূর্য্যকে স্তব করিতেছেন !! (২১) শ্রীরাধার নির্মঞ্ছন-কার্য্যে চন্দ্র ভাগ্যহীন (ধর্ম্ম বা তপস্যা বিহীন) বলিয়া বিবেচিত হওয়ায় তাঁহারা তাহাকে আনয়ন না করিয়া নিজ নিজ চিত্তারত্ন দ্বারাই তাঁহার **নির্মঞ্ছন** করিলেন। (২২) দেবীগণ পরার্দ্ধসংখ্য মণি ও নিজ নিজ চক্ষুরাজির ভ্রমণ দ্বারা প্রেমভরে তাঁহার নির্মঞ্ছন-কার্য্য পরিস্ফুটরূপে সমাধা করিলেন। (২৩) বৃন্দাবনেশ্বরী তৎপরে স্নান-সিংহাসন হইতে অন্য এক সিংহাসনে বিজয় করিয়া তাহাকে নিজ চরণের নখরত্ন-সমূহ দ্বারা উদ্‌ভাসিত করিলেন। (২৪) অতঃপর তিনি **সম্মোঘতে** আনন্দভরে মুখাবলোকন করিলেন, মনে হয় বুঝি ঐ মুখখানি নিজজনগণের চাক্ষুষ (চক্ষুজাত) স্নেহ রাশিতে নিমগ্ন হইয়াছে !!

দান-বিলাসাদি

(২৫) [চন্দ্র গগনমার্গে উদয়লাভ করিয়া নিজ সুধা বিতরণ করিতে ইচ্ছা করিয়া ইতস্ততঃ কিরণ বিকীর্ণ করতঃ চন্দ্রকান্ত নামক মণিকে গলাইয়া থাকে, তদ্রূপ] রাজরাজেশ্বরী পদে অধিষ্ঠিতা রাধা সর্ব্বত্র দেব ব্রাহ্মণাদিকে অভীষ্ট বর দিতে ইচ্ছা করিয়া প্রসন্নতা বিতরণে ইতস্ততঃ লোকমণ্ডলীর হৃদয় গ্রহণ করিলেন। (২৬) দানারম্ভেই তিনি বৃন্দা-বনের পল্লব-নির্ম্মিত একটি পুষ্প-পূর্ণ সম্পুট নিজ নামাঙ্কিত করিয়া মুনীশা পৌর্ণমাসীকে দান করিলেন। (২৭) তিনি ব্রাহ্মণ-বালকগণকে স্নেহ-রত্নদানে সর্বদা সন্তুষ্ট করিলেও পুনরায় অভিষেকোৎসবের দরুণ বহু দক্ষিণা স্বরূপে অন্যান্য ধনরত্নাদিও বিতরণ করিলেন। (২৮) ঐ

অধীশ্বরী স্নাতকগণকে প্রত্যেক রত্নের একটা করিয়া দিলেও যদিও পরম-গুরুদক্ষিণাই হয়, তথাপি যতগুলি তাঁহারা বহন করিতে পারেন, ততগুলি করিয়াই দান করিলেন। (২৯) সৌহার্দ্দ্য-ভরে রত্নরাজি দান করিতে করিতে তাঁহার যে এক অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য উদ্‌গত হইল, [অথবা হাস্যচ্ছটা প্রসৃত হইয়াছিল] তাহাতে মনে হয় যেন ঐ কান্তিই সেই স্নাতকদের অনুগমন করিতেছিল। (৩০) শ্রীরাধার বিনয়-সম্পত্তি দর্শনে ব্রাহ্মণগণ যেরূপ তৃপ্ত হইয়াছিলেন—বদান্যলোকদের মহাদান-সমূহেও তাঁহারা তত তৃপ্তি লাভ করেন নাই। (৩১) ব্রহ্মপূজা-কালে শ্রীরাধা-কর্ত্তৃক দত্ত অপাঙ্গমণি যখন 'গোপালকে' প্রাপ্ত হইল, তখন ব্রহ্মবাদিগণের ব্রহ্মত্বই সিদ্ধ হইল অর্থাৎ সম্প্রদানকালে শ্রীরাধা গোপালের দিকে নিরীক্ষণ করিলে, সেই ব্রহ্মচারিগণে গোপালের সমর্পণই সূচিত হইল, অতএব তাহারা সাক্ষাৎ ব্রহ্ম গোপালকেই প্রাপ্ত হইলেন। (৩২) অনন্তর **মধুমঙ্গল** নামক কৃষ্ণ-বন্ধু বিদূষক মণিময় (গেঁড়ু) পাইয়া ভোজ্য মোদক-ভ্রমে তাহার লেহন করিতে লাগিলেন। (৩৩) কোনও গোপী তাঁহার নামের আদ্যাংশ অর্থাৎ 'মধু' বলিয়া তাঁহাকে আহ্বান করিয়া তাঁহার জিহ্বায় (বা রসনাপ্রিয়) দধি দুগ্ধাদির অগ্রভাগ (সর), মধু ইত্যাদির বিন্দুমাত্র দিয়া হাসিতে লাগিলেন। রাধিকা যখন সখীগণ দ্বারা বলাইলেন 'হে বিপ্রগণ ! তোমরা অভীষ্টবর প্রার্থনা কর।' তখন মধুমঙ্গল অঞ্জলি বন্ধন করিয়া বলিলেন—'তোমার অভীষ্টকেই দান কর।' (৩৫) সখীগণ এই কথায় হাসিতে থাকিলে তখন প্রতিজ্ঞারদ্ধা রাধা এরূপ ভাবে ভ্রুভঙ্গী করিলেন—যাহাতে মাধব মোহিত হইয়া মধুমঙ্গলকেই অবলম্বন করিলেন। (৩৬) অনন্তর তিনি মাল্যদানচ্ছলে যেন এই কথাই বলিলেন—'হে মধুমঙ্গল ! এই আমার ইষ্ট বস্তু গ্রহণ কর।' তখন মধুমঙ্গলও 'স্বস্তি' বলিয়া মাধবকে গ্রহণ করিলেন। (৩৭) ঐ বিদূষক তখন কৃষ্ণকে নিজকণ্ঠে আলিঙ্গন পূর্ব্বক এরূপ ভাবে নৃত্য করিতেছিলেন যাহাতে মনে হয় যেন শ্রীকৃষ্ণই সভাস্থলে নাচিতেছেন। (৩৮) তৎপর সখীগণ চূর্ণকুন্তল হইতে বস্ত্রাবরণ (অবগুণ্ঠন) আকর্ষণ পূর্ব্বক গোবিন্দের সখাগণকে নয়নকোণে দেখিয়া দেখিয়া পরস্পর হাসিতে লাগিলেন। (৩৯) সখা উজ্জ্বল হাস্য সম্বরণ করতঃ প্রকৃতিস্থ কৃষ্ণকে বলিলেন—'হে মিত্র ! তুমি বহুক্ষণ যাবৎ দণ্ডায়মান থাকিয়া ক্ষীণ হইয়াছ, এক্ষণেও

কি নিজের শ্রান্তি বোধ হইতেছে না?' [অতএব এক্ষণে উপবেশন কর।] (৪০) এইভাবে সমভাবাপন্ন বিদগ্ধচিত্ত এই সখাদের নর্ম্মকর্ম্ম (পরিহাস) প্রসঙ্গেও প্রেমের গোপন বা চুরি বিরাজ করিতেছিল।

শ্রীরাধাকে আশীর্ব্বাদ-দান, বন্ধ-বিমুক্তি

(৪১) 'হে রাধে! সখীদের নয়নরূপ পদ্ম-সৌন্দর্য্যবিকাশিনী তুমি পূর্ণিমা কর্তৃক সেবিতা হইয়া এই বৃন্দারণ্য-সাম্রাজ্য ভোগ কর।' (৪২) এই বাক্যে পৌর্ণমাসী কর্তৃক নিয়োজিতা মুখ্যা মুখ্যা গুরুস্ত্রীগণ তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন; অহো! শ্রীরাধাতে আশীর্ব্বাদের ক্রিয়া সঙ্গে সঙ্গেই ফলবতী হওয়ায় তাঁহারাই বৃদ্ধি শীল-শ্রী-যুক্ত হইলেন অর্থাৎ আশীর্ব্বাদ-দানের সময়েই তাঁহার শ্রীবৃদ্ধি দেখিয়া তাঁহারাও নিরতিশয় প্রফুল্ল হইলেন। (৪৩) শ্রীরাধা অভিষেকান্তে আদেশ করিলেন—'যত বদ্ধ প্রাণী আছে, সকলের মুক্তি হউক।' এই আদেশের ফলে এক বিচিত্র ব্যাপার সংঘটিত হইল; কেন না, শ্রীকৃষ্ণের মনই পুনঃ বন্ধন-দশায় পড়িল। (৪৪) তাঁহার মুক্তিদান-পর্ব্বোপলক্ষে এই আদেশ শ্রবণ করিয়া তাঁহারই প্রেমে বদ্ধ সখীগণ নিজেদের মুক্তি হইবে ভয়েই যেন কাঁপিতে লাগিলেন! (৪৫) অন্য বন্দী (কয়েদী) না থাকাতে লীলা বিলাসাদির জন্য রক্ষিত পশু-পক্ষিগণ বাহিরে মুক্ত হইয়াও কিন্তু অন্তরে স্ব-প্রেমবন্ধন হইতে আর মুক্ত হইতে পারিল না!! (৪৬) তাঁহার বৃন্দাবনে অভিষেক হইলে যখন জগতেও হিংসাবৃত্তি লোপ পাইল, এবং সর্ব্বদার জন্য শান্ত হইল, তিনি আর বধাযোগ্য (মারণার্হ) বলিয়া কাহাকেও শাসন করিতেন না। (৪৭) তিনি পেটুক, সাধু, সাধুস্ত্রী ও যুবতিগণের যথেষ্ট পরিতৃপ্তি বিধানের চিন্তা করিতেই নদীগণ তখন মুহুর্মুহু নানাবিধ রস এবং পর্ব্বত-রাজি বহু রত্ন দান করিলেন! (৪৮) বৃন্দাবনেশ্বরী ভারবাহিগণের ভার-বিমোচনের আদেশ দিলে কিন্তু বিপরীত ভাবই দৃষ্ট হইল; স্বভাবতঃই স্তব্ধ (জড়) বৃক্ষরাজি মধু ও পুষ্পভারই বহন করিতে থাকিল!! (৪৯) ইঁহার রাজত্বে অদোহ্যা ধেনুদিগেরও দুগ্ধ-ক্ষরণে আপ্লাবিত ভূমিসমূহ এবং স্বয়ং উৎপন্ন শস্যরাশি বৃষ্টির যশই লাভ করিল। (৫০) প্রাচীনকালে গোবিন্দের অভিষেকেও যদ্যপি বৃন্দাবন এতাদৃশ সৌষ্ঠব-

সম্পন্নই ছিল, তথাপি ইঁহার অভিষেকই অদ্ভুত (বিস্ময়কর) শোভা বিস্তার করিল !!

বাসন্তী গৃহে বেশভূষাদি-ধারণ জন্য গমন-প্রকার

(৫১) তৎপর রাধা বেষভূষাদি পরিগ্রহ করিবার জন্য পৌর্ণমাসীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ পুরীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন। মনে হয় যেন তারাগণকে ভূষিত করিবার ইচ্ছাতেই চন্দ্রমা পূর্ব্বাচলে বিজয় করিতেছেন। (৫২) তখন বিশ্ব-বন্দিতা দেবী পৌর্ণমাসী কৃষ্ণকে ও দেবীগণকে অগ্রবর্ত্তী করিয়া দিব্য অলিগণ কর্ত্তৃক মুখরিত বা রমণীয় সখীগণ কর্ত্তৃক প্রশংসিত পুষ্পরাশি দ্বারা অভিষিক্ত হইয়া সেইস্থানে যাত্রা করিলেন। (৫৩) যাঁহারা কান্তিতে কুঙ্কুমরাশিকেও পরাজয় করিয়াছেন—সেই গৌরীগণ শ্রীকৃষ্ণের পশ্চাদ্‌ভাগে গমন করিতে থাকিলে মনে হয় যেন তাঁহারা নিজ বক্ষোজ-দ্বয়ের সহিত উপমিত হইবেন। (৫৪) নক্ষত্রাবলির মধ্যে যদি চন্দ্রলেখা থাকে এবং তদগ্রে যদি মেঘও বিরাজ করে, তবে যে শোভা হয়, তাহারই সহিত আলিগণ-বেষ্টিত কৃষ্ণপশ্চাদ্‌বর্ত্তিনী রাধার উপমা হইতে পারে। (৫৫) তখন সখীগণ শ্রীরাধাকে পরিবেষ্টন করিয়া বৃন্দা-নির্দ্দিষ্ট পথে মাধবী-গৃহের মধ্যকক্ষে আনয়ন করিলেন। (৫৬) বৃন্দাবনেশ্বরী মূর্ত্তিমতী বাসন্তী-লক্ষ্মীর ন্যায় সেই বাসন্তী (মাধবী) গৃহের মধ্যকক্ষকে উদ্‌ভাসিত করিলেন। (৫৭) রাধা যখন ঐ প্রকোষ্ঠ-মধ্যে বিধিমত বিষ্ণুপূজা করিতেছিলেন, তখন দেবীগণ হাসিতেছিলেন এবং শ্রীহরি লজ্জাভরে মৃদু হাস্য করিলেন। (৫৮) তূলিকা (তোষকাদি) প্রভৃতির সৌন্দর্য্য-পুষ্ট হস্তিদন্ত-বিরচিত আসনে অভিষিক্তা দেবীকে বসাইয়া চতুর্দ্দিকে প্রিয় সখীগণ যথাযথ ভাবে বসিলেন।

তত্রত্য পূজা-বৈশিষ্ট্য

(৫৯) অনন্তর পৌর্ণমাসী শ্রীরাধার সম্মুখে মধুপর্ক অর্পণ করিলেন; কেন না জ্যোতিষ শাস্ত্রে উক্ত আছে যে ঘৃতযুক্ত পায়স দ্বারাই চন্দ্রমার তৃপ্তি করা হয় [অর্থাৎ গ্রহযাগে বিভিন্ন গ্রহের বিভিন্ন তৃপ্তিকর বস্তু প্রদান করিতে হয়; সূর্য্যযাগে গুড়োদন, চন্দ্রযাগে ঘৃতপায়স ইত্যাদি;

তদ্রূপ শ্রীচন্দ্রমুখীরও তৃপ্তিকর-বোধে তৎসম্মুখে মধুপর্ক স্থাপিত হইল।] (৬০) তৎপরে তিনি নিজ গুরু মুনীশ্বরীকে পূজা করিলেন এবং সর্ব্ব গ্রহবিদ্ গণের গুরুদ্বয় সংজ্ঞা ও ছায়াকে অর্চ্চনা করিলেন।

শ্রীরাধার বিবিধ মাধুরী-বর্ণনা

(৬১) যাঁহার কান্তি-কীর্ত্তি হইতে ত্রাস পাইয়া অকীর্ত্তি ইতস্ততঃ পলায়ন করিতে করিতেই বুঝি ইঁহার সহিত স্পর্দ্ধাশীল চন্দ্রেতেই সংবদ্ধ হইয়া তাহার কলঙ্ক-স্বরূপ হইয়াছে!! (৬২) সর্বদা অনবরত প্রশংসিত মাধুর্য্যের শ্রবণ-লালসায় কিম্বা যাহার সুচারুতার সঙ্গীত সর্বদা অবিরত শুনিবার ইচ্ছা করিয়াই বুঝি কামদেব মহাদেব কর্ত্তৃক দগ্ধ হইলেও রতি তাঁহার সহমরণ করিলেন না!! (৬৩) তাঁহার নিরন্তর সেবা-সৌভাগ্য লাভ করিবার জন্য পুরুষ দেহ উপযুক্ত নহে—এই বিবেচনা করিয়াই কি মদন শিব হইতে ক্রোধাগ্নি উৎপাদন করিয়া দগ্ধ হইলেন, এবং অনঙ্গত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন? (৬৪) যাঁহার দেহ প্রকাশিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণাঙ্গদ্যুতি-সমুদ্রের পুনঃ পুনঃ স্ফীততা বিধান-পূর্ব্বক চন্দ্রসাদৃশ্য লাভ করিতেছেন অর্থাৎ যেমন সমুদ্রের বৃদ্ধি করিয়া চন্দ্রের প্রকাশ হয়, তদ্রূপ শ্রীরাধাঙ্গ-দর্শনে শ্রীকৃষ্ণের দেহলাবণ্য বৃদ্ধি হয়। (৬৫) যাঁহার অঙ্গলাবণ্য রূপ সম্পত্তিতে দুর্ব্বর্ণ অর্থাৎ রজত অথবা নিকৃষ্ট বর্ণও স্বর্ণত্ব বা সুন্দরবর্ণ প্রাপ্ত হয় এবং পুলিন্দ-কন্যাগণ যাহার অঙ্গবিশেষের কুঙ্কুম চন্দনাদি বিলেপন রূপ সম্পত্তি প্রাপ্ত হইয়া রজত অর্থাৎ হার স্বরূপে পরিধান করে। (৬৬) যাঁহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি বিশ্বচ্ছলে যেন এই কথারই অভিব্যক্তি করিতেছে—'আমাদের অলঙ্কারের কি প্রয়োজন? আমরাই ত স্বয়ং অলঙ্কার!!' (৬৭) যাঁহার সুবলিত অঙ্গ-সমূহ দর্শন করিয়া শ্রীহরির অবয়বসমূহ প্রস্বেদযুক্ত হয়, যেহেতু গুণিগণের নিকট গুণবান্ জনই স্নেহপরায়ণ হইয়া থাকেন। (৬৮) যাঁহার সর্ব্বাঙ্গ-সুষ্ঠুতার সৌন্দর্য্য শ্রীকৃষ্ণের চিত্তে ধৈর্য্যসমূহ অপহরণ করে বলিয়া মুনিগণ নিত্য প্রশংসা করেন। [অধিক শ্লোকে—যাঁহার গুণাতীত রূপ-সৌন্দর্য্যাদি গোবিন্দকে পর্য্যন্ত মোহিত করে এবং সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডে প্রধান (মুখ্য) হইয়া খেলা করে।] (৬৯) যাঁহার বিলাস-মাধুর্য্যে অতৃপ্ত হইয়া মাধবী [অর্থাৎ লক্ষ্মী বা বাসন্তীলতা] এবং মাধব [অর্থাৎ কৃষ্ণ,

নারায়ণ বা বসন্ত ঋতু] পুষ্পচ্ছলে লক্ষ লক্ষ চক্ষুরই যেন আবিষ্কার করিতেছে !! (৭০) তিনি যে কুঞ্জে সমাসীনা হইয়াছেন, হঠাৎ সেই কুঞ্জ হইতে সৌরভ সহ স্বর্ণজাতী-সমান কান্তিরাশি নির্গত হইয়া ভ্রমর গণের বিভ্রম উৎপাদন করিতেছে !! (৭১) যমুনা ও মানসগঙ্গা কর্তৃক সুচারু চামর-বীজনের ফলে ইতস্ততঃ বিস্তৃত হইয়াই বুঝি তাঁহার প্রসরণ-শীলা কান্তিরাশি উদ্‌ভাসিত হইতেছে ! (৭২) অধঃস্থিত হইয়াও যাহা (স্বকান্তি-বলে) পূর্ণিমার চন্দ্রকে তিরস্কৃত করিয়া থাকে,—সেই ছত্র উর্দ্ধস্থিত (উপরিধৃত) হইলে শ্রীরাধার সমুন্নতিই করিতেছে !! (৭৩) যাঁহার দর্শনাকাঙ্ক্ষায় সুরসুন্দরীগণও যে সখীগণকে বন্দনা করিয়াছেন—তাঁহারাই এক্ষণে নির্নিমেষত্ব-প্রাপ্তির জন্য পরম তৃষ্ণা (লালসা) প্রকট করিতেছেন। (৭৪) যাঁহার বামদিকের সম্মুখে কৃষ্ণাদি গোপালগণ, সম্মুখে পৌর্ণমাসী প্রভৃতি গুরুগণ এবং দক্ষিণদিকের সম্মুখে দেবীগণ স্ব স্ব চক্ষুকে পূর্ণামৃত-সমুদ্রে মজ্জন করাইতেছেন—(৭৫) সেই বৃন্দাবনেশ্বরীর বেষভূষাদি করিবার জন্য সমাগতা সখীমণ্ডলী শ্রীরাধার রূপ-বৈভবে স্বয়ংই বিভূষিত হইলেন।

দেবীকৃত আকল্প-রচনাদি

(৭৬) সেই বেশরচনা আরম্ভ হইলে শ্রীরাধানাথের কোনও অনির্বচনীয় মুখ-সৌন্দর্য্য তাঁহাতে প্রতিফলিত হইয়াছে দেখা গেল; তাহাই উপযুক্ত হইয়াছে, যেহেতু সেই সুষমাই শ্রীরাধার অঙ্গের সুন্দর বেশ। (৭৭) শ্রীরাধার শৃঙ্গার-রচনা করিবার জন্য দেবীগণকে সমুৎসুক দেখিয়া সখীগণ বলিলেন—'পূর্ব্বে আপনারা রাধাকে স্পর্শ করিয়া আশীর্ব্বাদ দান করুন।' (৭৮) বিশ্বকর্ম্মার কন্যা **সংজ্ঞা** তাঁহার বেশপ্রসাধন-কার্য্যে প্রবৃত্তা হইলেন; এইজন্যই ইহাতে তাঁহার বিশ্বকর্মার কন্যারূপে জন্মগুণ দ্বিগুণিত হইল। (৭৯) সখীগণ পুনরায় যবনিকা প্রসারণ পূর্ব্বক তাঁহাকে নির্জনস্থানে লইয়া গেলেন; তিনি তখন শ্রীহরির নয়নবাণে অভেদ্য অর্থাৎ চক্ষুর অগোচর হইলেও কিন্তু তাঁহার ধ্যানভেদ্য অর্থাৎ স্ফূর্ত্তিলভ্য হইয়াছিলেন !! (৮০) ইঁহার সমগ্র নিতম্ববিম্ব দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে তখন মুক্ত কেশপাশের সীমান্তদেশ পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত হইয়াছিল। (৮১) সুমঙ্গল বেশরচনার সামগ্রীসমূহের

সংগ্রহে স্থানটি মনোহরই বলিয়া দৃষ্ট হইতেছে। মুক্ত কেশকলাপ রূপ মেঘমালা তখন পুষ্প-বর্ষা করিতে লাগিল। (৮২) এই কেশদাম কান্তিতে নীলমেঘসমূহকে জয় করিলেও কিন্তু যমুনার তরঙ্গ-সঙ্কুল জলপ্রবাহবৎ পরস্পরকে সংমর্দ্দন করিয়াই যেন কুটিলতা বিস্তার করিতেছিল !! (৮৩) যখন তাঁহার কেশরূপমেঘ-রাজি সৌরভামৃত বর্ষা করিতেছিল, তখন কৃষ্ণের শ্বাসপ্রশ্বাসরূপ চাতকগণ বিহার করিতে লাগিল। (৮৪) ঐ কেশ-কলাপ তখন রূক্ষিত (তৈলাদি অভাবে অচিক্কণ) হইলেও স্নিগ্ধই (মসৃণই) ছিল এবং বিযুত (পৃথগ্‌ভূত) হইয়াও যুতই (দীপ্তিযুক্তই) ছিল ; কাজেই বস্ত্র ও কঙ্কতিকা দ্বারা তাহার শোধন বা সংস্কার ব্যর্থই হইল ! (৮৫) সংজ্ঞা শ্রীরাধার সুচারু কেশপাশকে সূক্ষ্মবস্ত্র দ্বারা মার্জন করিলেন এবং মণিময় কঙ্কতিকার (চিরুণীর) অগ্রভাগদ্বারা প্রতি কেশই পৃথক্ পৃথক্ করিলেন। (৮৬) মেঘের ক্রোড়ে যদি চিরসুন্দর বিদ্যুৎ বহুক্ষণ যাবৎ ভ্রমণ করে, তবেই তাহা রাধাকেশে রত্ন-কঙ্কতিকার সাদৃশ্য বিধান করিতে পারে। (৮৭) তখন তিনি দুই হস্তে কেশকলাপকে সুন্দররূপে পরিষ্কার করিয়া সীমন্ত (সীতি) রচনা করিলেন—মনে হয় যেন তাহাতে সৌন্দর্য্যের সীমান্ত অর্থাৎ পরাকাষ্ঠাই প্রতিপাদন করিয়াছেন। (৮৮) অনন্তর তিনি বৃন্দাবনেশ্বরীর **বেণীবন্ধন** করিতে লাগিলে মুকুন্দেরও মন শীঘ্রই অতিমাত্রায় শৃঙ্খলিত হইতে লাগিল। (৮৯) পুষ্পও মণি প্রভৃতি দ্বারা প্রবর্দ্ধিত-সৌন্দর্য্য বেণীরূপে একটি লতাই যেন বিরাজ করিতে লাগিল। তাহার উপরিভাগে সখীগণের নয়নাবলি চঞ্চল ভ্রমরপংক্তির লীলাই বরণ করিল অর্থাৎ ঐ বেণী-গ্রন্থন সখীগণের নয়নরসায়নই হইয়াছিল !! (৯০) ঐ বেণীর অগ্রভাগে ময়ূর-চন্দ্রক (পুচ্ছের চাঁদ] অর্পিত হইলে তাহাতেই বদ্ধ কৃষ্ণচিত্তে উহা কামমুদ্রাবৎ প্রতীয়মান হইতেছিল। (৯১) সেই পুষ্পিত বেণীতে শ্রীরাধা কামদেবের তূণীরবৎ শোভা ধারণ করিলেন এবং তাহার সাহায্যে অজিতকেও নির্জয় করিবার জন্য তিনি শস্ত্রাজীবিত্ব (শস্ত্রধারিত্ব) প্রাপ্ত হইলেন। (৯২) সূর্য্যপত্নী সংজ্ঞা নিজেকে সংজ্ঞা (নাম) রূপে যেমন আনন্দ দিলেন অর্থাৎ স্বয়ং আনন্দলাভ করিলেন, তদ্রূপ নিজ সপত্নী ছায়াকেও আনন্দ দান করিলেন ; তাহার কারণ ছায়াত্ব (কান্তি বা প্রতিবিম্ব অর্থাৎ

সংজ্ঞার প্রতিকৃতি 'ছায়া' বলিয়া) অথবা সখীত্ব (সমান প্রাণ) কিম্বা উভয়ই হইবে। (৯৩) রাধার শিরোদেশ আঘ্রাণ করিয়া 'সংজ্ঞা' অপসৃতা হইলেন (সরিয়া আসিলেন) আর তাঁহার প্রসাধনেচ্ছায় **'ছায়া'** প্রবৃত্তা হইলেন। (৯৪) অনন্তর দেবী ছায়া কঙ্কতিকা দ্বারা মার্জিত এবং নলিকা নামক সুগন্ধিদ্রব্য বিশেষ দ্বারা আর্দ্র অথচ পরস্পর অসংলগ্ন কেশের রত্ন ও পুষ্পমালাদি দ্বারা যে বিচিত্র রচনা করিলেন —তাহা যেন আকাশে তারকা-সমূহবৎ বিরাজ করিতে লাগিল। (৯৫) তখন তিনি শিরোদেশের মধ্যভাগে যে সিন্দূর-রেখা দান করিলেন—তাহা বকারি (বীরশিরোমণি) কৃষ্ণেরও হৃদয়ে রক্তরেখাবৎ প্রতীয়মান হইল অর্থাৎ কামদেব অস্ত্রদ্বারা তাঁহার হৃদয় দ্বিধা করিয়াছে বলিয়া বাহিরে ঐ রক্তবিন্দুসমূহ দেখা যাইতেছে !! (৯৬) শ্রীরাধা তখন ছায়া কর্তৃক অর্পিত মহারত্নে উদ্‌ভাস্বর সীমন্তপট্টী ধারণ করিলেন। ইহার কান্তিতে উদ্‌ভাসিত হইয়া কৃষ্ণের নেত্রপদ্মদ্বয় প্রকাশ পাইতেছিল। (৯৭) তদনন্তর তাঁহার শিরোদেশে স্বচ্ছ রত্নরাজি বিরাজ করিতে লাগিল। সেই কবরী-সৌন্দর্য্য দেখিয়া মনে হয় যেন কোনও অনির্ব্বাচ্য লক্ষ্মীই প্রতিবিম্বিত হইয়াছে। (৯৮)—[রক্তবর্ণ আকাশে প্রথমতঃ গ্রহ-নক্ষত্রাদির উদয় হয়, তৎপর লোকচক্ষুর অন্তরালে বিদ্যমান চন্দ্রমাও সমুদিত হয়েন, তদ্রূপ] শ্রীরাধার রক্তবর্ণ বস্ত্রতলে শিরোভূষণ রূপ গ্রহগণের সমাবেশ হইয়া দীপ্তি বিস্তার করিল এবং তাঁহারই মধ্যে আবার গোপনে (অবগুণ্ঠনাবৃত) বদন রূপ চন্দ্রমাও সমুদিত হইয়াছেন !! (৯৯) তখন ছায়া দেবী বলিলেন—'পরে আমি তিলক রচনা করিব।' অতঃপর সখীগণ সখীত্ব-পরিচায়ক বেশভূষাদি করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

সখীগণ কৃত বেশ-রচনা

(১০০) কম্পস্তম্ভাদি ভাব-বিভূষিত সখীগণ তখন তাঁহার বেশ-রচনার জন্য সেই সখীগণকেই সম্মুখে উপস্থাপিত করিলেন, যাঁহারা গদ্‌গদবাণী, বৈবর্ণ্য ও পুলকাবলি প্রভৃতি সাত্ত্বিক ভাব রাজিতেই কেবল বিরাজিতা ছিলেন। (১০১) অতঃপর কুঞ্চিত কেশদামের সখীভাব প্রাপ্ত হইয়া তৎপার্শ্বে গোরোচনাকৃত পল্লবযুক্ত ও কস্তূরী-বিরচিতা

লতা (পত্রভঙ্গী) বিশেষভাবে দীপ্ত হইতেছিল। (১০২) ভ্রূযুগল ও পত্রাবলির মধ্যে ইঁহার ললাটদেশ ভ্রমর-শ্রেণীদ্বয়-চুম্বিত স্বর্ণপদ্মদলের সম্পত্তিতেই যেন বিশেষ শোভিত হইয়াছিল। (১০৩) কৃষ্ণকান্তিদ্বারা আলিঙ্গিত অথবা লীলাবিশেষে কৃষ্ণাঙ্গবিশেষ অর্থাৎ মুখদ্বারা চুম্বিত এবং সদা কৃষ্ণের প্রতি তৃষ্ণাপরায়ণ হইয়াই বুঝি তাঁহার চক্ষুদ্বয় উত্তম অঞ্জনে অনুরঞ্জিত হইয়াছিল !! (১০৪) কজ্জলরেখা দ্বারা তাঁহার নেত্রকমলের শোভাধিক্য হইল, মনে হয় যেন কামদেব প্রস্তরে সংস্কৃত (শাণিত) করিয়া দুইটি নূতন শস্ত্র পরিষ্কৃত করিয়াছেন !! (১০৫) বিধাতা রাধার চক্ষুদ্বয় চঞ্চল দেখিয়াই বোধ হয় তাহাদিগকে কর্ণ পর্য্যন্ত বিস্তারিত করিয়া দিয়াছেন, কিন্তু তথাপি তাঁহারা ঐ প্রকার চঞ্চলই রহিয়াছে !! (১০৬) তাঁহার অক্ষিলোমপংক্তিদ্বয় নয়নরূপ কুমুদের ভ্রমরই হইবে কি ? কেননা, শ্যামচন্দ্রের উদয়দর্শনে উহারা নেত্রকৈরবের মধু সংগ্রহ করে অর্থাৎ চন্দ্রকিরণে কৈরব বিকশিত হয় এবং ভ্রমর তাহার মধু গ্রহণ করিতে থাকে, তদ্রূপ শ্যাম দর্শনে রাধার নেত্র বিস্ফারিত হয়, তৎপরে অশ্রুপাত হওয়াতে নেত্ররোমাবলি সিক্ত হইয়া থাকে !! (১০৭) তাঁহার ভ্রূরূপ-ধনুর সহিত দীপ্ত (উজ্জ্বল) নাসারূপ তিলপুষ্পবাণ [পক্ষান্তরে—বজ্রবৎ সুদৃঢ় বাণ] যুক্ত হইয়াছে ; তাহাতে আবার মুক্তারূপ ফল বা বাণাগ্রভাগ দেখিয়া কৃষ্ণের বল স্থিরত্বাদি, [পক্ষান্তরে—কৃষ্ণসার মৃগ] অবিদ্ধ হইলেও বিদ্ধই হইতেছে। অর্থাৎ বক্র ভ্রূ, আবার সুন্দর নাসিকা, তাহাতে আবার মুক্তাধারণে শ্রীকৃষ্ণের কামপীড়া জন্মিয়াছে !! (১০৮) ঘূর্ণাপরায়ণ ভ্রমরদ্বয়বৎ নেত্রপ্রান্তযুগল কর্তৃক সুচুম্বিত তাঁহার কর্ণলতাদ্বয় তাটঙ্কাদি ভূষণে উৎফুল্ল হইয়া বিরাজ করিতে লাগিল। (১০৯) পাণ্ডুর-বর্ণ কপোল-(গণ্ড) দ্বয়ে লোধ্ররেণু-ধারণ ব্যর্থ হইল ; তাহাতে আবার [কর্ণদ্বয়ে] বিন্যস্ত স্বর্ণালঙ্কারের আভায় সান্ধ্যচন্দ্রের সৌন্দর্য্যই ধারণ করিল। (১১০) গণ্ডস্থলে যে কস্তূরিকা-বিনির্ম্মিত চিত্রকাদি বিরাজ করিতেছিল—তাহা কি (বদন) চন্দ্রের কলঙ্ক-স্বরূপেই বিরাজ করিতেছে ? (১১১) যাহাদের (দন্তপংক্তিদ্বয়ের) সম্পত্তিতে (সৌন্দর্য্যে) তাঁহার ওষ্ঠরূপ রক্তপদ্ম দুইটি সর্ব্বদা প্রফুল্ল দেখা যাইতেছে, তাহাতে বোধ হয় যে ঐ দন্তপংক্তিদ্বয়ই চন্দ্ররূপে প্রকাশিত হইতেছে !! (১১২) স্বভাবতঃই রক্তবর্ণ ওষ্ঠদ্বয় মৃদুমধুর হাস্যে আপাটল (শ্বেতরক্ত) ধারণ

করিয়াছে, অতএব উহাতে তাম্বূলরাগ নিরর্থক হইয়াই বুঝি লজ্জায় বিলীন হইয়াছে !! (১১৩) কৃষ্ণাগুরু চন্দনাদি-রচিত সুগন্ধ শ্যাম-বিন্দুটি তাঁহার চিবুককে শোভান্বিত করিল ; মনে হয় বুঝি একটি ভৃঙ্গ শায়িত হইয়া পক্ক আম্রফলের তলদেশই আস্বাদন করিতেছে !! (১১৪) ইঁহার কপোল, দন্তরাজি ও ললাটরূপ চন্দ্রগণ যেমন মুখকে অধীশ্বর মনে করিয়া সেবা করিতেছে, তদ্রূপ সেই বিন্দুটিও ঐ মুখেরই সেবক হইয়া বিরাজ করিতেছে !! (১১৫) সময়-বিশেষে কংসারি কৃষ্ণের হস্তস্পৃষ্ট হইয়া তাঁহার যে গ্রীবা সুরসুন্দরীদের পাঞ্চজন্য-শঙ্খের ভ্রম জন্মায়, সেই গ্রীবা পরমশোভা পাইতেছে। (১১৬) শ্রীরাধা, শ্রীহরি বা উভয়ের প্রেম—এই তিনটীই পরম বস্তু। ইহার সূচনা করিয়াই বুঝি তাঁহার গ্রীবা রেখাত্রয়ে ভূষিত হইয়াছে !! (১১৭) কৃষ্ণনামাঙ্কিত গ্রৈবেয়ক (কণ্ঠভূষা) দেবী রাধার কণ্ঠে দীপ্তিশীল হইয়াছে ; মনে হয় যেন সদাকালের জন্য অন্তরে বিরাজমান কৃষ্ণনামরূপ মন্ত্রই বাহ্যদেশেও প্রভাব বা তেজোবিস্তার করিতেছে !! (১১৮) তাঁহার স্কন্ধদেশ অবনমিত হইলেও শোভিতই দেখা যাইতেছে—বোধ হয় শ্রীহরির বাহুরূপ ইন্দ্রনীলমণি-নির্ম্মিত যূপযুগলের পুনঃ পুনঃ বহন করিয়াই অথবা মাল্যভার বহন করিয়াই উহা এত অবনত হইয়া থাকিবে। (১১৯) তিনি যে শ্রীহরির বিহার-সরসী (সরোবর) একথা সত্যই ; যেহেতু নিতম্ব অবলম্বন করিয়া আপাদমস্তকে মৃণালযুক্ত পদ্মরাজি সংসক্ত রহিয়াছে !! (১২০) তাঁহার বাহুর উপর বাহু দিয়া শ্রীকৃষ্ণ আলিঙ্গন করিতে করিতে যখন দন্তক্ষতরূপ নিজচিহ্নের মণ্ডন (অলঙ্কার) অর্পণ করিলেন—তাহাতেই শ্রীরাধা সবিশেষ অলঙ্কৃত হইলেন। [পক্ষান্তরে —তাঁহার বাহুতে মঙ্গলপ্রদ ['স্বস্তিক' নামক] মণিমালারচিত অলঙ্কার রচনা করিলে যখন তাহা উহা কৃষ্ণবর্ণের সহিত জড়িত হইল—তখন শ্রীরাধাও মহাশোভিতাই হইলেন।] (১২১) তাঁহার প্রগণ্ডদ্বয়ে (কনুইর উপরিভাগে বাহুদ্বয়ে) অলঙ্কার-স্বরূপে যে মণি-খচিত অঙ্গদ-দ্বয় বিরাজিত হইল, তাহাতে কৃষ্ণের সবিশেষ অনঙ্গ (কাম) বৃদ্ধি হইল। (১২২) কনুইয়ের নীচের অংশে মহারত্ন ও সুবর্ণাদির কান্তিতে বিচিত্র-বর্ণ কটক (বলয়াবলি) বিরাজ করিতেছিল ; মনে হয় যেন কলনাদ করিতে করিতে চটকপক্ষিগণই উপস্থিত হইয়াছে। (১২৩) তাঁহার বলয়ের

কৃষ্ণবর্ণ মুক্তাময় মুখবিশিষ্ট স্তবক (নীলবর্ণের থোবা) দুইটি দেখিয়া মনে হয় যে হস্তপদ্ম হইতে গলিত মধুপায়ী ভ্রমরই হইবে। (১২৪) তাঁহার দুইহস্ততলে অলক্তকরস বিরাজমান থাকাতে বোধ হয় যেন উদীয়মান সূর্য্যের কিরণে রঞ্জিত পদ্মযুগলের প্রভাই হইবে। (১২৫) শ্রীরাধা অঙ্গুলিসকলে যে অঙ্গুরীয়ক ধারণ করিয়াছেন—তাহারাই এই কৃষ্ণের হৃদয়ে সর্ব্বথা তরঙ্গ (পীড়া) দান করিতেছে! (১২৬) তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া যেরূপ ললিতাদি সখীগণ বিরাজ করে, তদ্বৎ তাঁহার নখর-মাণিক্যের সুষমার সহিত ঐ অঙ্গুরীয়কগুলির মনোহর মণিসমূহ প্রকাশ পাইতেছে। (১২৭) ভুজযুগলের মধ্যে তাঁহার নিরবকাশ স্তনস্তবক (পরিসর) বিরাজ করিতেছে, ঐ ভুজদ্বয়ই ত শ্রীকৃষ্ণের সম্বন্ধে কল্পলতার লীলা বিস্তার করিতেছে। (১২৮) তাঁহার কুচযুগল ও মণিখচিত নীলকঞ্চুলিকার পরস্পর মেলনে যে শোভা উদ্‌গত হইল, তাহা মুক্তাহাররূপ বলাকার (বক-পংক্তির) সহিত ইন্দ্রধনুবৎ বিরাজ করিতেছিল। (১২৯) তাঁহার গুঞ্জাদিহারে ভূষিত বক্ষঃস্থল যে কেবল রুচিরই হইয়াছিল, তাহা নহে; কিন্তু হরিরও চিত্তহরণ করিয়াছে বলিয়া উহার 'মনোহর' নাম প্রসিদ্ধ হইয়াছে। (১৩০) শ্রীহরির সাক্ষাতেও তাঁহাকে অনাদর পূর্ব্বক চিত্ত চুরি করিয়াছে বলিয়াই যে উহারা 'হার' নাম প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহা নহে; পরন্তু নিজের মধ্যমণিতেও শ্রীকৃষ্ণ-মূর্ত্তিটিকেও সংক্রমিত করিয়া হরণ করাতেও 'হার' নামের সার্থকতা সম্পাদন করিতেছে!! (১৩১) সূক্ষ্মরোমরাজিরূপ ভ্রমরগণ তাঁহার স্তনরূপ নব্য পদ্মযুগলের রসসমুদ্র পান করিয়া বুঝি নাভি-সরোবরকেই মধুগৃহ (মৌচাক) করিয়াছে!! (১৩২) [বলি মহারাজ বামনদেবের অভিলাষ-পূর্ত্তি করায় যেরূপ বামনদেব কর্ত্তৃক আলিঙ্গিত হইয়াছেন এবং তিনি স্বয়ং তাঁহার দ্বারপাল হইয়া রহিয়াছেন, তদ্রূপ] সেই কৃশোদরীর বলিসমূহ [দর্শন স্পর্শনাদিদ্বারা] তাঁহার কাম-তর্পণ করায় বলিতা (মহাবলশালিত্ব) প্রাপ্ত হইয়াছে এবং ইহাতেই কৃষ্ণ তাঁহার দ্বারে দ্বারী হইয়া নিত্য গতাগতি করিতেছেন!! (১৩৩) তাঁহার কণ্ঠে রঙ্গণমালাদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী তুলসীমালাটি শোভা বিস্তার করিতেছে; ইহাতেও যেন ভৃঙ্গগণের মালা (শ্রেণী) গ্রথিত রহিয়াছে বলিয়া দেখা যাইতেছে! (১৩৪) পঞ্চবাণের (কামদেবের) বাণসমূহের ব্যূহবৎ (শ্রেণী-স্বরূপ) পঞ্চবর্ণ-পুষ্প (অরবিন্দ,

অশোক, আম্র, নবমল্লিকা ও নীলপদ্ম) দ্বারা গ্রথিত মালা দ্বারা শোভিতা শ্রীরাধাকে শ্রীহরি দর্শন করিলেন। (১৩৫) নিতম্ব ও বক্ষোজদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী তাঁহার মধ্যদেশটি ত আর বর্ণনাই করা চলে না ; যেহেতু স্থূলদেহ লোকগণের সভায় যদি একজন কৃশলোক থাকে, তবে তাহাকে কেই বা গণনা করে ? (১৩৬) তাঁহার শ্রোণিফলক বস্ত্রাবৃত ছিল, ঐ বস্ত্রও আবার মেখলা-সংযুক্ত ছিল ; মেখলাটি অব্যক্ত মধুর ধ্বনিকে অঙ্গীকার করিল ; এই সমস্তই শ্রীহরির মনকে যুগপৎ আকৃষ্ট করিল। (১৩৭) সকলের নেত্রের প্রতিবিম্ব-স্বরূপ পদ্মের বনে সুশোভিত ও মনোহর ধ্বনিযুক্ত ইঁহার হংসযুগল (পাদকটক) কমনীয়তা বিস্তার করিতেছে !! (১৩৮) শ্রীরাধার চরণ-পদ্মে ঐ মঞ্জীরদ্বয় নিশ্চিতই খঞ্জনপক্ষী হইবে, যেহেতু উহাদের শব্দ কর্ণগোচর হইলেই শ্রীহরির কামনা ফলবতী হয়। (১৩৯) ইঁহার চরণাঙ্গুলি-সমূহে মণি-নির্ম্মিত অঙ্গুরীয়করাজি বিরাজ করিতেছে ; মনে হয় যেন নখচন্দ্রসমূহকে বেষ্টন করিয়া সুচারু তারকা-রাজির সুষমারাশিই প্রকাশমান হইয়াছে !! (১৪০) বিধাতা [অপূর্ব্ব বিধানে] তাঁহাকে অপূর্বা (অস্পৃষ্টপূর্ব্বা বা বিস্ময়করী) রচনা করিয়া ইঁহার পাদকমলে বিচিত্র বহুবিধ স্বশিল্প-ব্যঞ্জক সৌভাগ্য মুদ্রাদিও [শঙ্খ, অর্দ্ধচন্দ্র, যব, অঙ্কুশ প্রভৃতি] সমর্পণ করিয়াছেন !! (১৪১) অহো ! সখীর করপদ্ম স্পর্শ করিয়াই শ্রীরাধার পাদপল্লবদ্বয় সাতিশয় রক্তবর্ণ হইয়াছে, কিন্তু অলক্তক মিথ্যাই যশোলাভ করিয়াছে !! (১৪২) শ্রীরাধার অঙ্গকান্তিরূপ সাম্রাজ্যে হেমময় ভূষণাবলি যেন স্বর্ণভূমিতে (সুমেরু পর্ব্বতে) ইন্দ্রগোপ (রক্তবর্ণ কীট বিশেষ) সমূহের বর্ণই ধারণ করিল। (১৩৩) ভূষণ-সমুদয়ও তাঁহার লাবণ্যে ভূষণত্ব (শোভা) প্রাপ্ত হইল, কেননা, সাগরের নিকটবর্ত্তী হইলে নদীগণও পরিষ্কাররূপে মহত্ত্বই প্রাপ্ত হয়।

সাবিত্রী-প্রেরিত সৌগন্ধিক মাল্যবৃত্তান্ত ও যমুনা এবং একানংসার বাকোবাক্য

(১৪৪) যখন যবনিকা অপসারিত হইল, তখন সরস্বতী নিজমাতা সাবিত্রী কর্ত্তৃক প্রেরিত সৌগন্ধিক (নীলপদ্মের) মালাটি দান করিতে ইচ্ছা করিলেন। (১৪৫) শিবা (একানংসা) সেই মালিকাটি তাঁহার

হাত হইতে লইয়া পরিহাসপূর্ব্বক আবেশচ্ছলে ভ্রমবশতঃই যেন শ্রীকৃষ্ণ-কণ্ঠে অর্পণ করিলেন। (১৪৬) তখন যমুনা হাস্য সহকারে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—'আচ্ছা, বল দেখি তুমি আমার সখীর এই মালাটি নিজ ভ্রাতার কণ্ঠে অর্পণ করিলে কেন? অথবা তোমাদের উভয়ের প্রেম কিই বা না করিতে পারে?" (১৪৭-৮) দেবী বিন্ধ্যবাসিনী নিজে নর্ম্মচাতুরীর অপলাপ করিয়াই যেন হাসিতে হাসিতে বলিলেন—'আমি ত সদাই ভ্রান্তিশীলা (কুটিলপথে গমনকারিণী) আছিই!' তখন তিনি শ্রীকৃষ্ণ-কণ্ঠ হইতে হারের সহিত ঐ সৌগন্ধিক মালাটি আনয়ন-পূর্ব্বক শ্রীরাধার বক্ষে দিয়া বলিলেন—'ওহে দেবি! তোমার নিজ মালাটি গ্রহণ কর!!' (১৪৯) স্বর্গীয় পদ্মমালার উপরিভাগে তাঁহার মুখপদ্ম বিরাজ করিতেছে! মনে হয় বুঝি স্বসম্মুখে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া দুই পার্শ্বে অবস্থিত নিজলোকগণের মধ্যে রাজাই বিরাজ করিতেছেন। (১৫০) হার-সমূহ-ধারণে শ্রীরাধা বিরাজমানা বলিয়া তিনি ভূষণাবলির উপজীব্য (জীবাতু) রূপাই হইয়াছেন। মহা আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে এই সব হার অবতারিত হইলেও কিন্তু শ্রীহরি তাঁহাতে অতিমাত্র প্রসন্নই থাকেন অর্থাৎ নিরাভরণা রাধাও শ্রীকৃষ্ণের চক্ষুতে পরমা সুন্দরী বলিয়া প্রতিভাত হয়েন। (১৫১) 'পরপুরুষের দেহ-স্পৃষ্ট এই মুক্তাবলীতে আমার সখীর কি প্রয়োজন?' এই বলিয়া ছলপ্রকাশে যমুনা রাধার হারখানা হরির কণ্ঠেই সমর্পণ করিলেন। (১৫২) 'দেখ ত—এই লোলুপ যমুনা প্রত্যাখ্যান করিয়াই যেন এই সভায় নিজ গর্ব্ব দেখাইয়া রাধার মালার সহিত হরির হারের বিনিময় করিল!' (১৫৩-৪) এই বলিয়া পার্ব্বতী শ্রীহরির মনোরম বক্ষঃস্থলে হস্ত দিয়া তাঁহার বক্ষো বিলেপন কস্তূরিকারসধারাদি উত্তোলিত করিয়া মৃদুহাস্য সহকারে ভানুকূললক্ষ্মীর ললাটে তিলক রচনা করিলেন—ঐ তিলক নিজজাতির মধ্যে শ্রেষ্ঠই হইয়াছিল অর্থাৎ পরম রমণীয়ই হইয়াছিল! (১৫৫) বিদগ্ধ এই দুইজনের এই পরিহাসরসে সকল সভাসদই হাস্য করিতে লাগিলেন। অহো! সকলের অলক্ষিতে এই হাস্যে কুসুমবর্ষণই হইতেছিল!

বেশ-সমাধান ও যুগলের বিম্বাবিম্বি মিলনানন্দ

(১৫৬) তৎপর তাঁহাকে সর্ব্বাঙ্গ অবগুণ্ঠিত করিয়া ধূমদ্বারা প্রবোধন (চন্দনাদিদ্বারা সুবাসিত) করা হইল ; তাহাতে কৃষ্ণেরও চিত্তে কামের প্রবোধন (জাগরণ) হইয়াছিল !! (১৫৭) শ্রীরাধার মুখমণ্ডলে কৃষ্ণ-দর্শন-জনিত যে আনন্দময়ী কান্তি বিরাজ করিতেছিল, তাহার প্রতিবিম্ব বহির্দেশে উদ্‌গত হইয়া ক্রমে কৃষ্ণকেও ব্যাপ্ত করিল অর্থাৎ রাধার আনন্দ-দর্শনে শ্রীকৃষ্ণের মুখেও আনন্দ-প্রাচুর্য্য দেখা দিল। (১৫৮) অনন্তর তাঁহার হস্তে মণিদর্পণ অর্পিত হইলে তন্মধ্যে শ্রীরাধার মূর্ত্তি প্রতিফলিত হইল এবং তাহাতে সখীগণ ঐ কৃষ্ণকেও প্রতিবিম্বিত করিয়া এই মঙ্গলোৎসবে উপহার দিলেন। (১৫৯) তখন পরস্পর প্রতিবিম্ব-মিলনেই প্রিয়তমের সঙ্গ পাইয়া মদালসা রাধা দর্পণ-সমর্পণ-কারিণী সখীকে নিজভুজলতা দান করিলেন। (১৬০) [কামগায়ত্রী ধ্যানের উদ্দিষ্ট-স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ সূর্য্যমণ্ডলেও অবস্থান করেন—শ্রীহরি-ভক্তিবিলাসের এই বচন।] সখীগণ কর্ত্তৃক চতুর্দ্দিকে অভিব্যক্ত কৃষ্ণ-রাধাদির সঙ্গম দ্বারা উপলক্ষিত কামগায়ত্রীর ধ্যানোদিষ্ট স্বরূপই তখন সকলে দর্পণরূপ সূর্য্যমণ্ডলে নিরীক্ষণ করিলেন।

বন্দিগণ কৃত স্তুতিপাঠ, পারিতোষিক-দানাদি

(১৬১) অনন্তর শ্রীরাধার স্বজনগণ মুহুর্মুহু বিবিধ ভূষণ দান করিলেন—এবং তাঁহার চতুর্দ্দিক বেষ্টন করিয়া আরও কতকগুলি অলঙ্কার ধারণ করিয়া কোনও কোনও সখী বিরাজ করিতেছেন দেখিয়া তাঁহাদিগকে রাধা নিজহস্তে বিবিধ অলঙ্কারাদি পুরস্কার দিলেন। তৎপরে শ্লোকে নিবদ্ধ এই গীতটি তিনি বন্দিগণের মুখে শ্রবণ করিলেন —(১৬২) "অয়ি শ্রীগোবিন্দপ্রিয়বনরাজ্যের অধীশ্বরি ! তোমার এই সুষমাই ভুবনস্থ রত্নসমুদয়কে ও বিধুকে (চন্দ্রকে বা শ্যামচন্দ্রকেও) অলঙ্কৃত করিয়া থাকে !! অথবা ভুবনরূপ গৃহের রত্নভূত (পরম শ্রেষ্ঠতম) বিধুকে শোভিত করে ; সেই তুমি যে কারুণ্যবশতঃ অন্যান্য

রত্নসমূহজটিত অলঙ্কারাদি ধারণ কর---তাহা কেবল দীনচিত্ত আমাদের বিষয়ে তোমার সুষমারাশির স্তুতিকরণ রূপ ভজন-রুচি পরিস্ফূর্ত্তি করিবার জন্যই বলিতে হইবে !! (১৬৩) তোমার কেশকলাপের মধ্যবর্ত্তী স্থানটি সিন্দূররাগে রক্তবর্ণ ধারণ করিয়াছে, নয়নযুগল অঞ্জন-কান্তি (কৃষ্ণবর্ণ) হইয়াছে, বক্ষঃস্থলটি মুক্তাহারে বিচিত্র বর্ণ প্রাপ্ত হইয়াছে !! তোমার সকল অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বা নিখিল ভুবন প্রচুরতর যশে শ্বেতবর্ণ হইল ; তোমার ঐ অসমোর্দ্ধরূপমাধুর্য্য সহ অসাধারণ গুণরাজি এই স্থান হইতে ঊর্দ্ধতন ধামসমূহেও গমন জন্য আহ্বান পাইয়াছে কি ? অর্থাৎ তোমার যশ চতুর্দ্দশভুবনে ব্যাপ্ত হইয়াছে ! উমাদি রমণীগণ তোমার গুণাদি বাঞ্ছা করেন এবং তোমার নথপ্রভার ছটাটিকেও গৌরী লক্ষ্মী প্রভৃতি বন্দনা করেন। (১৬৪) হে শশিমুখি ! তোমার শিরোদেশে ঐ কিরীট, দুই কর্ণে কুণ্ডলদ্বয়, নাসিকায় মহামুক্তা, বক্ষোদেশে বিবিধ মালাসমূহ, কটিদেশে মেখলা এবং কর-পদযুগলে কঙ্কণপ্রভৃতি পরিহিত হইয়া কি বন্ধন-মুক্ত হইয়াছে অথবা আমাদের হৃদয়েই বিরাজ করিতেছে হে ? অর্থাৎ তোমার রাজ্যাভিষেকে সর্ব্বজন্তুর মুক্তিদান-প্রসঙ্গ আমরা নয়নে দেখিলাম, কিন্তু স্বাঙ্গস্থিত ঐ ভূষণাবলির কেন মোচন হইল না ? এই মাত্র আমাদের প্রশ্ন। (১৬৫) অহো ! ইহাঁর হস্তে ও অধরে কিশলয় বিরাজ করিতেছে ! ভূষণের মণিগণই ইহাঁর কুসুম— ইনি কান্তিরাশিরূপ পরাগসমূহ দিগ্‌বিদিকে বিস্তার করিতেছেন।। ইহাঁর হাস্যে সুধাবর্ষণ হয় ! আবার চঞ্চল নেত্রদ্বয়ে মধুকরও বাস করিতেছে !! অতএব তোমাদের সকল কামনা পূরণ-কারিণী ইনি বৃন্দাবনের কল্পলতারূপেই কি বিরাজ করিতেছেন না ? (১৬৬) হে প্রিয়সখি ! অন্য দাতা হৃষ্টচিত্তে স্তুতিপাঠক কবিদিগকে মুকুট কটক (বলয় মেখলা) প্রভৃতি দানে বিশেষভাবে দীপ্তিশালী করিয়া থাকেন —তুমি কিন্তু নিজেই ভূষণাদি ধারণ করিয়া স্ফুরিতদেহে নিজ কান্তি রাশির বিস্তারে আমাদের রত্নখচিত পুরাতন অলঙ্কার-সমূহকেও দমন করিতেছ !! (১৬৭) হে রাধে ! চন্দ্র তোমার ছত্র, জ্যোৎস্না তোমার উভয় পার্শ্বে চামরদ্বয়, গ্রহ-সমূহ তোমার ভূষা, এবং জনগণের লোচনই তোমার চকোর হইয়াছে ; তবে তুমি ভৃঙ্গযুক্ত মাল্যরূপ

ঐ প্রতিপক্ষকে রজ্জুদ্বারা ধারণ করিয়া বুঝি লজ্জাবশতঃ এক্ষণে স্তুতিপাঠকের নিকট গোপন করিতেছ? (১৬৮) তোমার এই রূপ-লাবণ্য সমৃদ্ধি, এই বেশরচনা,—এই বয়ঃসুষমা, ঐ হরিরূপ প্রাণপ্রিয় দয়িতের নিকট এই গুণরাজির প্রকটন, এই লীলারাজ্য, এবং উত্তম-দয়িতের এই ভাগ্যনিধি (বা ভাগ্যরত্ন)—বিধাতা যে এই সকল বস্তুর পরস্পর একত্র মিলন করিয়াছেন—তাহাতে আমাদের চিত্তে মহাভ্রমই উপস্থিত হইয়াছে!!" (১৬৯) তখন প্রচুরতর পুলকমণ্ডিত সভ্যগণ সহ স্বয়ং রাজ্ঞীই স্তুতিপাঠকগণকে শত শত ভূষণাদি পারিতোষিক দান করিলেন। অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ নিজের কৌস্তুভমণিটী পর্য্যন্ত দান করিলে সেই কবিগণ প্রেমভরে স্বয়ং মণিটী গ্রহণ না করিলেও কিন্তু নিজ মনস্থ বস্তুই কামনা করিলেন।

অধ্যায়-সমাপন ও স্বদৈন্য-বিজ্ঞপ্তি

(১৭০) এই রাধা রসরাজি বা জলরাশি দ্বারা দিব্য রাজরাজেশ্বরী পদে অভিষিক্তা হইয়া শ্রীহরিরূপ উত্তম মেঘকে নিরন্তর আনন্দ দান করিলেন, নিজগণের নয়নরূপ চাতক-সমূহের পুষ্টিবিধান করতঃ সকললোকের নয়নজলরূপ নদীসমূহকেও উত্তমরূপে প্রসারিত করিলেন!! (১৭১) ব্রজবন-গণরাজ্যে রাজসিংহাসনে অভিষেক হইলে যাঁহার সমধিক শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে—যিনি মনোজ্ঞ কুঞ্জাসনে বিরাজ করিতেছেন —যিনি হরিমুখচন্দ্রের সুষমায়, অত্রত্য নিবিড় ভাব-কদম্ব এবং মণিগণ দ্বারাও সাতিশয় **'উজ্জ্বলা'** হইয়াছেন—সেই শ্রীরাধা সকলকে পালন করুন। (১৭২) যিনি নিজ গুণগণরূপ রজ্জুদ্বারা প্রাপ্তমোক্ষ-জীবদিগকে নিরোধ করেন, এবং তাঁহাদের প্রণয়গর্ভবিনয়-জালে স্বয়ংই আবদ্ধ হয়েন; অথচ বিপথে সঞ্চরণশীল আমার ন্যায় জীবকেও যিনি ত্রাণ করেন, সেই মহারূপবান্ কৃষ্ণদেবকে বা কৃষ্ণভজনকারী পূজ্য পাদ শ্রীরূপগোস্বামিকে নিত্য সেবা করি॥

ইতি অষ্টম উল্লাস॥

———

নবম উল্লাস।

সিংহাসন-বিজয়োৎসবাদি

(১) শ্রীরাধার সেই সিংহাসনযাত্রা উপলক্ষে যোগীন্দ্রা পৌর্ণমাসী প্রভৃতির [সকল বিরুদ্ধ মত খণ্ডন পূর্ব্বক নিজমত ব্যবস্থা রূপ] বাক্য ও মাধুর্য্যময়ী বাসনাই অনুকূল বায়ু হইয়াছিল—এই দুইটিই জনমণ্ডলীর তুষ্টিদান করিয়াছে বলিয়া তাহারা এই দুইয়েরই স্তব করিতেছিল। (২) চন্দ্রের অখণ্ডমণ্ডলী যেরূপ ইন্দ্রের অধিষ্ঠিত (পূর্ব্ব) দিকে উর্দ্ধপ্রসৃত হইয়া উদয়াচলকে উদ্ভাসিত করিয়া থাকে, তদ্রূপ শ্রীরাধাও শ্রীহরির আশানুরূপ রাজাসনে গমনের ইচ্ছা করিয়া নিরতিশয় শোভা বিস্তার করিলেন। (৩) প্রফুল্ল-নয়ন সকল সভাসদের প্রতি নিরীক্ষণ করিয়া প্রিয়তমের বংশী ও কলাবিদ্যাদি দ্বারা প্রশংস্য সেই প্রশস্ত চত্বরে বহুবিধ মঙ্গল-বিধানক্রমে রাজ্ঞী শ্রীরাধা ধীরে ধীরে অবতরণ করিলেন। (৪) ছত্র প্রভৃতি রাজচিহ্ন সমূহ হস্তে ধারণ করিয়া ললিতা বিশাখাদি নিজগণ তাঁহার অনুগমন করিতেছেন—তখন তাঁহাদের দেহ স্তব্ধপ্রায় হইলেও কিন্তু শ্রীরাধার গুণেই আকৃষ্ট হইতেছে বলিয়া তাঁহাদের মনে হইল। (৫) দেবগণ পুষ্পবর্ষণ করিলে মধুলোভে যে যে দিব্য ভ্রমর যে যে পুষ্পে বসিয়াছিল—উহারা সকলেই ঐ ঐ রস আস্বাদন করিতেই যেন শ্রীরাধার (চরণ-কমলের) সন্নিধানে আসিল। (৬) এই স্থলে পঞ্চবর্ণ গন্ধচূর্ণরাশির সহিত সংমিশ্রিত পুষ্পধূলি (পরাগ) সমূহ এবং লাজ-(খই) বৃন্দ-মিশ্রিত পুষ্পসমূহ বৃষ্টির ন্যায় পতিত হইয়া দৃষ্টির (নয়নের) মোহবিধান করিল। (৭) শ্রীরাধাকে সমানভাবে অনিমেষলোচনে দর্শন করায় ভূলোকে নারীবন্দিনীগণ ও আকাশে দেব-বন্দিনীগণ যুগপৎ বিস্মিত হইয়াছিলেন এবং তাঁহার প্রত্যেক অঙ্গের কান্তিচ্ছটাকেই বন্দনা করিতেছিলেন। (৮) উপরিভাগে বনপ্রদেশ যে স্থানে দূরসন্নিবিষ্ট ছিল, সেস্থলে তখন ভানুসুতাকে দর্শন করিতে আগমনকারিণী সুরসুন্দরীদের রথ-সমূহের পরস্পর সংঘট্ট উপস্থিত হইল। (৯) অনন্তর তিনি নিজ সখীগণের সহিত তিনটী অন্তর-প্রকোষ্ঠ ক্রমে ক্রমে অতিক্রম করিয়া পট্টগৃহে

(সার্ব্বভৌম গৃহে) আগমন করিলেন। মনে হয় যেন চন্দ্রমণ্ডলী নিজ অনুবর্ত্তী গ্রহগণ সহ উদয় পর্ব্বতের স্থল (সূর্য্যাদির গমন-পথ) অতিক্রম করিয়া আকাশে উদিত হইতেছে !!

তত্রত্য গৃহাদির শোভা-বৈচিত্রী

(১০) সেইস্থানে জাতিলতা কর্ত্তৃক সমাশ্রিত প্রস্ফুটিত চম্পকবৃক্ষ-রাজি শ্রীরাধাকে বরণ করিল ; অহো ! চন্দ্র সহিত নক্ষত্রাবলি সেই জাতিজালের সম্বন্ধে তোরণদ্বারের বিলাস-প্রাচুর্য্যই বহন করিতেছিল। (১১) তথায় বহুবিধ কান্তিবিশিষ্ট পুষ্প-শোভিত লতা-নিকুঞ্জসমূহ হইতে সমুত্থিত অভ্রসমূহে স্বজ্জাতিবোধে মাৎসর্য্য-পরায়ণ মধুকরগণ মণিময় সানু-ভ্রমেই যেন নিরন্তর পতিত হইতেছে। (১২) যে স্থানে বহুবিধ বর্ণের পরাগযুক্ত এবং মলয় বায়ুর বিলাস (সঞ্চালন) দ্বারা উপসেবিত মণিখচিত অঙ্গনটি শোভা পাইতেছে, মনে হয় যেন উহা নিজরজঃকণা-সমূহেই আবৃত রহিয়াছে। (১৩) সেই কুসুমরাজি-বিরাজিত স্থানে একটি মণিময় কুট্টিম (চত্বর) আছে—তাহাতে পুষ্পে ফলে সুশোভিত একটি বৃক্ষরাজ আছেন। দেখিলে মনে হয় যেন হরিদাসবর্য্য গোবর্দ্ধনগিরির শিরোদেশে শৃঙ্গ-ব্যাপ্ত স্থলে মণিময় আভরণ-মণ্ডিত কৃষ্ণই হইবেন। (১৪) এই বিচিত্র বৃক্ষটি কৃষ্ণবনের যাবতীয় বৃক্ষরাজির রাজা—যেহেতু ইহাই সর্ব্ববিধ শোভাসম্পত্তিশীল হইয়া ঐ বৃক্ষশ্রেণী হইতে রাজত্বই যেন গ্রহণ করিতেছে ! (১৫) অতি সুন্দর ফল পুষ্প-সম্পদে এবং বৃন্দাবনের অখিল গুণগণদ্বারা বৃত হইয়া ইনি কল্প-বৃক্ষকেও জয় করিয়াছেন—ইহা কিছু বেশী (অত্যাশ্চর্য্যকর) নহে ; যেহেতু এই বৃন্দাবনে হরির ও ব্যসনিতা হইয়াছে অর্থাৎ হরিও এই বৃন্দাবন ত্যাগ করিতে অসমর্থ !! (১৬) যে স্থানে সেই বৃক্ষরাজ মলয়পর্ব্বত-প্রভবা চন্দন-লতাকে বিবাহ করিয়া সর্ব্বদাই প্রফুল্লাঙ্গ হইয়াছেন। তাহাতে বিহগ-কাকলিরূপ সুচারু রতিকূজন হইতেছে ; এইভাবে যে উনি নিরবধি শোভা বিস্তার করিতেছেন—তাহাও আদৌ অতিবিচিত্র ব্যাপার নহে। (১৭) যে স্থানে নিখিল ঋতুগণের সুষমা-সম্পত্তি প্রভৃতি পরস্পরের বিরোধী ধর্ম্মবান্ হইলেও কিন্তু সেই কল্পবৃক্ষরাজ উহাদের সকলকেই মিলন করিয়া সর্ব্বদা আলিঙ্গন করিয়া থাকেন। (১৮) যিনি

সিংহাসন-রূপে কাঞ্চনবর্ণ বৃক্ষশাখাকে আশ্রয় করিয়াছেন অথবা লীলা বিশেষে যিনি কোবিদার, চম্পক, নাগকেশর প্রভৃতির স্কন্ধদেশ সমাশ্রয় করিয়াছেন অথবা অধিষ্ঠিত সিংহাসনের স্বর্ণকান্তি দ্বারা যিনি পরমশোভিত হইয়াছেন—পীতবসন-ধারণে যাঁহার নিম্নদেশ পরমসুন্দর হইয়াছে, যিনি পদ্মাসনে বসিয়া রহিয়াছেন—সেই অচ্যুত কৃষ্ণের ন্যায় ঐ বৃক্ষরাজও সিংহবৎ আসনে অবস্থান করিতেছে, তাহার প্রকাণ্ড দেশটি (মূল হইতে শাখা পর্য্যন্ত অংশটি) কাঞ্চন বর্ণ, এবং নিম্নদেশটি স্বর্ণবর্ণে বা পলাশ, নাগকেশর ও চম্পকাদি বৃক্ষের কিরণে শোভিত হইতেছে, এবং অচঞ্চল পদ্মবৎ সর্ব্বদিকে প্রসারিত শাখা-প্রশাখাযুক্ত হইয়া বিরাজ করিতেছে !! (১৯) আবার ঘনরস (জল) পূর্ণ সেই মণিময় কলসীশ্রেণী যে স্থানের আশ্রয় করিয়া চঞ্চল পল্লব রূপ ওষ্ঠদ্বয় কম্পন পূর্ব্বক ভ্রমর-গুঞ্জনচ্ছলে যেন স্বয়ংই সঙ্গীত করিতেছে ! (২০) যেস্থানে কজ্জলদায়ক শিখাযুক্ত অগ্রভাগ-বিশিষ্ট অত্যুচ্চ দীপমালা বিরাজ করে ; দেখিলে মনে হয় যেন শ্রেণিবদ্ধ অলি-সমূহব্যাপ্ত স্বর্ণপদ্ম-মুকুলই বিজয় করিতেছে ! (২১) যে স্থানে মণিচত্বর, রাজাসন, বৃক্ষ ও রত্নগৃহাদি এবং সাধুগণ সর্ব্বত্র পরস্পরের উৎকৃষ্ট ভাগই (গুণোৎকর্ষই) গ্রহণ করিয়া থাকে ! (২২) [যে স্থানে] শ্রীরাধার পাদপীঠদ্বারা যাহার সীমান্তদেশ শোভিত হইতেছে—এবম্বিধ সিংহাসন বিরাজ করে, মনে হয় যেন রাধিকার পাদপদ্ম সেবা করিবার জন্য সমাগত শিষ্য বালক দ্বারাই এই সিংহাসন সেবিত হইতেছে ! (২৩) যেস্থানে এই রাজাসনটি, অন্য বিবিধ আসন দ্বারা সেবিত (শোভিত) হইতেছে, বোধ হয় ইনি সমাসবিধানে রাজদন্তাদিত্বই প্রাপ্ত হইয়াছেন অর্থাৎ 'দন্তসমূহের রাজা' এই পদদ্বয়ের সমাস করিলে যেরূপ 'রাজদন্ত' পদ নিষ্পন্ন হয় এবং উপরিশ্রেণীর মধ্যবর্ত্তী দন্তদ্বয়কেই বুঝায়, তদ্রূপ 'আসন সমূহের রাজা' এই পদদ্বয়ের সমাস করিয়াই কি 'রাজাসন' শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে ? (২৪) ঐ রাজ-সিংহাসনোপরি ব্যাঘ্রচর্ম-প্রমুখ ও তদুপরি তুলিকা (তোষক) বিদ্যমান আছে। দেখিলে মনে হয় বুঝি সুমেরু পর্ব্বতস্থ ধাতুচিত্রোপরি চন্দ্র-কিরণ প্রতিফলিত হইয়াছে !! (২৫) গুবাকাদিযুক্ত সম্পুট (অথবা পিকদানী সহিত), দুর্লভ পুষ্পযুক্ত পুট (পত্রাদি-রচিত পুষ্পাধার), স্বচ্ছ কন্দুক (গেঁদ) এবং লীলাপদ্ম প্রভৃতি নানা দ্রব্য—যাহা দ্বারা এই রাজ্ঞী রাধা সুখরাশি প্রাপ্ত হয়েন,

তৎসমস্তই ঐ তোষকের চতুর্দ্দিকে বিরাজমান আছে। (২৬) যে স্থলে এই রাজাসনটি নিজের অবস্থান দ্বারাই শ্রীকৃষ্ণ সহ সেই শ্রীরাধাকেও প্রফুল্লদর্শন হইয়া চমৎকার করিয়া থাকে। এই রাজ্যে এই সম্পৎ (বিভবোৎকর্ষ বা গুণোৎকর্ষ) বিরাজমান আছে এবং তাহাতে এই যুগলকিশোরের পরম উৎফুল্লতা বা আনন্দাতিরেক নিরন্তরই প্রকাশ পাইতে ছিল। (২৭) অনন্তর সিংহাসন-সুষমা-মণ্ডিত, গোবিন্দ-স্ফুরণশীল সেই সভাগৃহ দর্শন করিয়া শ্রীরাধা বিশাখাকে অবলম্বন পূর্ব্বক ক্ষণকাল বিচিত্রভাব প্রকাশ করিলেন—এবং সকলেই তাঁহার এই ভাবের আনুগত্য করিল।

রাজাসনে শ্রীরাধার নীরাজনাদি

(২৮) কল্পবৃক্ষ-সমূহের নিকট অবস্থানকারিণী দেবীগণের নয়নরাজি রাধাকৃষ্ণের সমগ্র কান্তিরাশিই পান করিতে ইচ্ছা করিলেও কিন্তু ঐ কান্তি-সমুদ্রের অপর প্রান্ত প্রাপ্ত হইলেন না! অতএব ঐ যুগলকিশোর তাঁহাদের নয়ন-সমূহকে নিজ কান্তিধারা পান করাইবার অভিপ্রায়ে তখন সভামধ্যে প্রবেশ করিলেন। (২৯) তখন মঙ্গলময়ী রাধা রাজাসনে অবস্থান করিলেন—জনমণ্ডলীর নয়ন-রত্নরাজিদ্বারা শত শতবার নীরাজিতা হইলেও কিন্তু বৃন্দাদেবী উত্তমোত্তম মণিসমূহ দ্বারা তাঁহার নীরাজন (আরাত্রিক) করিতেছেন—পুনরুক্তবৎ মনে হইলেও উহা কিন্তু প্রেমভরে অনুষ্ঠিত হইতেছে বলিয়া পুনরুক্ত (ব্যর্থ) দোষে দুষ্ট নহে। (৩০) তখন সর্ব্বত্র অনবদ্য (নির্দ্দোষ) বাদ্য বাজিতে লাগিল, সেই বাদ্য-ধ্বনিও আবার 'জয় জয়' শব্দে দ্বিগুণিত হইল—লোক-সমূহ এবং স্থাবর জঙ্গমাদি পরস্পর পরস্পরকে অশ্রু ও মধুধারায় সিঞ্চন করিতে লাগিল—পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল—বকারি শ্যামচন্দ্রের লক্ষ লক্ষ মনোবৃত্তি বিস্ময়রসে নিমজ্জিত হইল; আর গান্ধর্ব্বাও নিখিল-জনমণ্ডলীর নয়ন-রাজি কর্ত্তৃক অর্চ্চিত হইতে হইতে সেই সিংহাসনে আরোহণ করিতেছেন। (৩১) শ্রীরাধা ললিতার হস্ত-কমল ধারণ করিয়া পাদপীঠে নিজ চরণ-যুগল অর্পণ করিলেন; সখীগণ তাঁহাকে নিজ নিজ হৃদয়ে বহন করিতে ইচ্ছা করিলেও কিন্তু তিনি প্রচুরতর আনন্দবিধান-সহকারে সেই সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। (৩২) গগনচন্দ্র যদি হেমবর্ণ ধারণ

করে, বিদ্যুল্লতা যদি অচল হয় এবং উহা যদিও পূর্ব্বদিকে মণিময় পর্ব্বতের শিখরদেশে প্রফুল্লতা সহকারে আরোহণ করে, তথাপি সেই রাজাসনে অধিরোহণ-কলা (মাধুরী) প্রকাশনশীলা রাধার দিব্য বিলাসাবলিযুক্ত তনু-সুষমার অণুমাত্রও প্রাপ্ত হয় না !! (৩৩) ব্রহ্মচারিগণ তখন 'ধ্রুবা দ্যৌ' ইত্যাদি মন্ত্রপাঠ করিতে থাকিলে মুনীশ্বরী তাঁহাকে নীরাজন করিয়া সেই আসনে বসাইলেন। (৩৪) উপরিভাগে শ্বেতচ্ছত্র—তদুপরি প্রস্ফুটিত কুসুমরাজির চন্দ্রাতপ দুলিতেছে—উভয় দিকে পদ্মকান্তি (শ্বেত-বর্ণ) চামরদ্বয়ের কিরণ প্রকাশ পাইতেছে ! এবম্বিধ স্বর্ণাসনে শ্রীরাধা অবস্থান করিতেছেন !! মনে হয় যেন চন্দ্রোদয়ে শোভমান (শুভ্র) তারকারাজিতে মনোহর, দুই পথে বিভক্ত সুরধুনীর বিন্দু-সম্পৃক্ত-সুমেরুর শিখরদেশটি নিজকান্তি রূপ দেবতা দ্বারাই দীপ্তিশীল হইয়াছে !! (৩৫) সেই নীরাজন-কালে মণিপ্রদীপাবলিতে শ্রীরাধার তেজোরাশি সংক্রমিত হওয়ায় ঐ প্রদীপগুলি দুই তিন গুণ কান্তি বিকীর্ণ করিতে লাগিল ! অহো !! মহদাশ্রয় করিলে কোন্ স্বচ্ছ বস্তুই না সম্পৎসমূহ প্রাপ্ত হয় ? (৩৬) বৃন্দাপ্রমুখ বনদেবীগণ প্রফুল্লমুখে নিজ দেবী শ্রীরাধাকে যুগপৎ এইস্থানে নমস্কার করিলেন। শ্রীরাধা মহাভক্তি করিলেও কিন্তু ইঁহারা বিবুধত্ব (দেবী) জাতি বরণ করিলেন না !! (৩৭) তৎকালে পর্ব্বত, বৃক্ষ, লতা, ওষধি সমূহের এবং হ্রদ, নদী, তীর্থদেশ ও দেবগণের দিব্য দিব্য তনু স্ব-স্বভাব সহ এই সভায় উপস্থিত হইলেন।

রাজাসন-সমীপে শ্রীকৃষ্ণের আসন স্থাপন বিষয়ে পৌর্ণমাসীর জল্পনা

(৩৮) তৎপরে নবরাজ্ঞী রাধা পূজনীয়গণকে আসন দান করিতে অনুমতি করিলেন। শ্রীরাধার সম্মুখে শ্রীহরিকে আসনদান-বিষয়ে পৌর্ণমাসী আনন্দিত মনে নিগূঢ় বিচার করতঃ ত্রিবিধ কল্পনা করিলেন। (৩৯) নিজের নৃপাসনে প্রিয়তমাকে সম্মুখে না রাখিয়া অন্যত্র অবস্থান করা হরির পক্ষে উচিত কি ? উদয়পর্ব্বতে চন্দ্রমা পূর্ব্বদিককে উত্তমরূপে অনুরঞ্জন করিয়া বিন্দুমাত্রও ঔদাসীন্য অবলম্বন করিতে পারে কি ? (৪০) আবার এইরাজ্য যখন ভানুকুমারীর হস্তগতই হইয়াছে, তখন তাঁহার সহিত একই আসনে অবস্থান করাও

ত যুক্তিযুক্ত নহে! ভানুকুমারীর অঙ্গ হইতে প্রসৃত সুষমাধারাতেই সেই গোকুল-চন্দ্রমা সুমনোহর বা মুগ্ধ হইয়া সেই কিরণমালাই বিস্তার করে। [বেদেও জ্যোতিষ শাস্ত্রে উক্ত আছে যে জলময় স্বচ্ছ চন্দ্রবিম্বে সূর্য্য-কিরণ প্রতিফলিত হয়, চন্দ্রের নিজের কিরণ নাই, কেবল সূর্য্য-কিরণসঙ্গেই ইনি স্বয়ং আলোকিত হন এবং বিশ্বকেও আলোকিত করেন; তদ্রূপ ভানুকন্যার সুষমাই গোকুল-বিধুর একান্ত জীবাতু এবং তাঁহার আনন্দেই ইঁহারও আনন্দ] (৪১) মিত্রের (সূর্য্যের) দর্শনে লজ্জাযুক্ত হইয়াই যেন চন্দ্র স্বীয় কলা (অংশ) উপস্থাপিত না করিয়াই দিবসান্তে দর্শন দান করে, তখন নব কুমুদিনী যেন মানিনী হইয়াই মুখাগ্রভাগ হইতে মুদ্রণ (নিমীলন) ত্যাগ করে না; কিন্তু চন্দ্র যখন ঐ কুমুদিনীর নিকটে গমন করে, তখন উভয়েরই অঙ্গসমূহ অলিগণের দৃশ্য হয়। [পক্ষান্তরে—বন্ধুজন সকাশে লজ্জিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় নাগরোচিত বৈদগ্ধী কলা প্রভৃতির প্রকাশ না করায় নবপদ্মিনী শ্রীরাধা মানিনী হইয়াই যেন এখনও মুখমণ্ডল হইতে মানচিহ্ন ত্যাগ করিতেছেন না; শ্রীকৃষ্ণ যখন আনন্দভরে তাঁহার নিকটবর্ত্তী হইবেন, তখনই উভয়ের মিলনে উভয়ের অঙ্গসুষমা সখীগণের নয়ন গোচর হইবে !!]

তাৎকালীন সুষমা

(৪২) এই ভাবে যথার্থ নির্দ্ধারণ করিয়া পৌর্ণমাসী শ্রীহরির নিকটে গিয়া তাঁহাকে রত্নাসন দান করিলেন—ঐ আসনটি সুবিপুল কিরণমালা দ্বারা স্বয়ং সেই রাজাসনের সহিত যেন ঐক্যই প্রাপ্ত হইল! (৪৩) তখন যুগলকিশোর বিভিন্ন আসনে অবস্থান করিলেও কিন্তু পরস্পরের নিকটে এবং জগজ্জনেরও মনোমধ্যে স্ফুরিত হইতেছেন। নিজেরা এবং সমাগত সকলেই বিনিশ্চয় করিলেন যে তাঁহারা বহুক্ষণ পরে একই সিংহাসনে উপবিষ্ট রহিয়াছেন। (৪৪) অনন্তর তাঁহারা আসনে বিরাজমান হইয়া মৃদুমধুর হাস্য বিস্তার করিতেছেন দেখিয়া জনমণ্ডলী এই বিতর্কই করিলেন—'দুইটী উদয়-পর্ব্বত পরস্পরের সম্মুখে অবস্থান করিতেছে এবং কি প্রকারেই বা দুইটী চন্দ্রমা অসংখ্য-চন্দ্রের (শ্রীকৃষ্ণের ২৪৷৷০ ও শ্রীরাধার ২৩৷৷০ ; মোট ৪৮) উৎপাদন করিতেছে হে?' (৪৫) অপরাপর লোক এইরূপ আশঙ্কাও করিলেন

—এই মণিবেদীতে ইনি তমালকল্পবৃক্ষ, আর উনি হইতেছেন এক অদ্ভুত দিব্য স্বর্ণলতা। ইঁহারা উভয়েই সঙ্গমাভিপ্রায়ে পরস্পরের কান্তিরূপ পল্লব-সমূহকে যেন ক্রমশঃই বিস্তার করিতেছেন !!

শ্রীরাধার রাজচিহ্নাদি-ধারণ

(৪৬) অনন্তর শ্রীরাধার চতুর্দ্দিকে সেই মান্যা বঙ্কিমনয়না স্ত্রী জন-মণ্ডলী আনন্দে উপবেশন করিলে মনে হইল যেন সিন্ধু-মথনকালে সুধাপূর্ণ কলসীর চতুষ্পার্শ্বে দেবগণ বসিয়া রহিয়াছেন !! (৪৭) তখন ঘন ঘন দিব্য কুসুমসমূহের বর্ষা হইতে থাকিল, শ্রীকৃষ্ণের মৃদুমধুর হাস্যরাশি প্রকাশিত হইল, আড়ম্বর (পটহ বা মহানন্দ) রূপা উত্তমা লক্ষ্মীর নর্ত্তন হইতে থাকিল এবং জগদ্বাসী তাহারই আনুগত্য করিতে লাগিল—(৪৮) স্তুতি-পাঠকদের বন্দনা-বাক্যে, জনগণের আনন্দাশ্রু সমূহরূপ উত্তম মুক্তারাজির সৌন্দর্য্যের প্রকাশে এবং যুবতীসমূহ কর্ত্তৃক গন্ধর্বকন্যাদিগের বিলাসাবলির অনুকরণে [পাঠান্তরে—নটীসমূহ কর্ত্তৃক শ্রীরাধার বিলাসাবলির অনুকরণে অর্থাৎ লীলাদির প্রাকট্যে] (৪৯) সখীগণ নিজেদের শ্বাসোল্লাসে চঞ্চলায়মান বক্ষোজরূপ মন্থানশৈল-শোভিত নিজ মুখসৌন্দর্য্যরাশি রূপ অমৃত-সমুদ্র হইতে আবির্ভূত অপূর্ব্ব লক্ষ্মীবৎ শ্রীরাধাকে শুভ্রাসনে সমাসীনা করতঃ সকল সল্লক্ষণে চিহ্নিত করিলেন। (৫০) অহো! ঐ দেখ—যে বৃষভানুজার প্রতি বৃন্দাবনীয় স্বর্ণদণ্ডাদি বিভূষণ সমূহ কান্তি বিস্তার করিতেছিল—এক্ষণে তাহারাই আবার নিত্য শ্রীরাধারই কান্তির আশ্রয় করিতেছে! [শ্রীরাধার অঙ্গকে ভূষিত না করিয়া নিজেরাই তৎকর্ত্তৃক ভূষিত হইতেছে !!] এই বিবেচনায় লোকসমূহ উৎফুল্লনেত্রে উহাই দর্শন করিতেছে। (৫১) তখন ভগবতী পৌর্ণমাসী আনন্দভরে শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন—হে 'ব্রজবাসি-গণের হৃদয়পতি কৃষ্ণ! এইস্থলে রাধা গুরুজন সমক্ষে লজ্জা করিতেছেন! অতএব সখীগণকে যথাযোগ্য অধিকার দান করিয়া রাধাকে আনন্দ দান করুন !!'

সখীগণের অধিকার-সূচনা

(৫২) শ্রীহরিও তখন শ্রীরাধার কটাক্ষলীলাসমূহ নিভৃতে আজ্ঞা-মালার ন্যায় নতনয়নে গ্রহণ করিয়া সখীগণের প্রত্যেককে উত্তম ভূষণাদি সমর্পণ পূর্ব্বক যথাযুক্ত অধিকার দান করিলেন। তৎপরে পৌর্ণমাসী কৃষ্ণের অপূর্ণ অংশটি নর্ম্মবাক্যে পূরণ করিলেন। (৫৩) অনন্তর শ্রীরাধার বদনের জ্যোৎস্নাদ্বারা আবৃত—শ্রীহরির বদনমণ্ডল হইতে উদ্গত চাতুরীপূর্ণ স্মিতরূপ সুচারুচন্দনে লিপ্ত—পৌর্ণমাসীর বাক্যরূপ কর্পূর-বাসিত সেই বাক্য অত্রত্য কোন্ ব্যক্তির না অন্তর বাহির সুশীতল করিয়াছিল ? (৫৪) 'হে ললিতে ! তুমি বৃন্দাবনেশ্বরী রাধার যুবরাজ্ঞী হও, তোমার নামও ত অনুরাধাই বটে ! তোমরা দুইজনে প্রেমের সহিত ত একসঙ্গেই অবস্থান কর [রাধা = বিশাখা নক্ষত্র, ইহারই পরে অনুরাধা নক্ষত্রের নাম উল্লেখ আছে,] তুমি এই বনরাজ্যের আধিপত্যে স্বকীয় জৈবাতৃককে (চন্দ্রকে, পক্ষে আয়ুষ্মন্ত কৃষ্ণচন্দ্রকে) অগ্রে করিয়া তাঁহাকে সংপ্রদান কর অর্থাৎ তুমি স্বয়ং আস্বাদন না করিয়া পূর্ব্বেই নিজভোগ্যতম বস্তুটিকেও স্বযূথেশ্বরীকেই উপহার দিয়া থাক, [অতএব তুমিই যুবরাজ্ঞী হওয়ার উপযুক্ত পাত্র।] (৫৫) "হে বিশাখে ! তুমি শ্রীরাধার মতি (বুদ্ধি)-দাতা মন্ত্রীপদকে অলঙ্কৃত কর। তোমাদের উভয়ের মতিও ত নামের তুল্য [রাধা = বিশাখা নক্ষত্র] এক প্রকারই। তুমি তাঁহার বুদ্ধিসচিব হইলে তোমা কর্ত্তৃক প্রদত্ত অতিমধুর মন্ত্রণা বলে এই বৃন্দাবন-লক্ষ্মী অঙ্গলাবণ্যের উত্তরোত্তর বৃদ্ধির সহিত তোমাকেও দিবানিশি আশ্রয় করিয়া থাকিবেন !!' (৫৬) এইভাবে ললিতা প্রভৃতি সখীগণকে যথাযথ বিনিয়োগ করিয়া কৃষ্ণ ইঁহাদের প্রতিনিধি-স্বরূপে কোনও সখীকে নিয়োগ করিলেন। সগণ বৃন্দাকে শ্রেষ্ঠ আভরণ প্রভৃতি দানে সম্মান করিয়া বনভূমি-পালন কার্য্যে নিযুক্ত করিলেন। (৫৭) তৎপর শ্রীকৃষ্ণ স্বকীয় বৃন্দাবনবাসী জীবমাত্রকেই যথোপযুক্ত প্রসাদ করিলেন। অনন্তর পৌর্ণমাসী নিজ মুখের অদ্ভুত বর্ণ প্রাপ্তি করাইয়া অর্থাৎ বৈবর্ণ্য প্রাপ্ত হইয়া গদ্গদভাবে বৃন্দাবনস্থ স্থাবর জঙ্গমকে বলিতে লাগিলেন—

———

পৌর্ণমাসীকৃত আশ্বাস, শ্রীরাধার গুরু-পূজাদি

(৫৮) "হে বৃক্ষসভ্যগণ! তোমরা প্রফুল্ল হইয়া লতা-বধূগণের সহিত অভিলষিত বস্তু দান কর; হে বিহঙ্গশ্রেষ্ঠগণ! তোমরা মধুকর-যূথের সহিত সঙ্গীতালাপ করিতে থাক; হে পশুগণ! তোমরা গর্ব্বভরে রমণ-সুখভোগ করিতে থাকে। যেহেতু নিজসেনাপতি-স্বরূপা এই সখীগণ কর্তৃক সেবিতা রাধা রাজত্ব বুঝিয়া লইয়াছেন! এবং কৃষ্ণকে ও বৃন্দাকে তিনি বশীভূত করিয়াছেন!! এক্ষণে এই বনভূমি বিশুদ্ধ অথবা শৃঙ্গাররসোপযুক্ত ও রাজন্বতী হইয়াছে অর্থাৎ অত্যুত্তম রাজা এই বন-প্রদেশকে উত্তমরূপে শাসন করিতেছেন!" (৫৯) তখন অধীশ্বরী রাধা আচার্য্য পৌর্ণমাসীকে পূজা করিয়া সূর্য্যভার্য্যা-দ্বয়কে ও ব্রহ্মচারিত্রয়কে অর্চ্চনা করিলেন। (৬০) নট, পুরাণবক্তা, মগধ (বন্দী) গণের কুলবালারা তখন নিজ নিজ কলাবিদ্যা সেই সভায় প্রকট করিলেন। যদিও সকল সভ্য-সমাজই তখন ইতস্ততঃ মনোযোগ দিয়াছিলেন, তথাপি ঐ স্ত্রীগণ প্রত্যেকেই মনে করিল যে ইঁহারা আমারই সম্মুখে দৃষ্টিপাত করিয়া রসাস্বাদন করিতেছেন!!

অভিনয়, স্তোত্রপাঠাদি

(৬১) তখন ঐ আনন্দে সাতিশয় উদ্ঘূর্ণিত রাধা-চরিত্রাভিনয়-কারিণী নটীগণের নৃত্যই নাট্য বা অভিনীত হইল এবং কখনও বা ঐ নৃত্য 'তণ্ডু' নামক শিবানুচরপ্রণীত অনুষ্ঠান বিশেষের আকারই ধারণ করিল অর্থাৎ তাণ্ডবনৃত্যে পরিণত হইল। (৬২) শ্রীরাধা তখন স্তোত্রকোলাহলই শ্রবণ করিতেছেন—কিন্তু অন্যান্য যাঁহারা গুণগৌরবে গর্ব্বিতা ছিলেন, তাঁহাদের নিকট ঐ কোলাহল তাড়নদণ্ডবৎ প্রতীয়মান হইল। (৬৩) "হে বৃন্দাবন দেবি! তোমার চন্দ্রসদৃশ বিমল কীর্ত্তির সৌন্দর্য্যে এক্ষণে পদ্মাঙ্গ (পদ্মগর্ভ, শ্লেষে—'পদ্মা সখীর অঙ্গবিশেষ) চিরতরে মধুসূদন-(ভ্রমর, পক্ষে কৃষ্ণ) রহিত করিয়াছ। হায়! হায়!! মহা আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে ঐ কীর্ত্তি মহামহিম-মণ্ডিত হইয়া ব্রহ্মাণ্ডকোটি-ব্যাপ্ত করতঃ ঐ চন্দ্রাবলিকেও (চন্দ্রশ্রেণীকে, পক্ষে

'চন্দ্রাবলী' গোপীকে) কৃষ্ণচিহ্ন-রহিত (কলঙ্করহিত, পক্ষে কৃষ্ণের ভোগাঙ্করহিত) করিয়াছে !! (৬৪) "সূর্য্য কখনও বা রশ্মিজাল দ্বারা ভূভাগকে বিফলে দগ্ধ করে, আবার কখনও বা জল-বর্ষণে মরুভূমিকেও প্লাবিত করে। কিন্তু হে রাধে ! তোমার প্রতাপ একই সময়ে অমৃত দ্বারা প্রিয়জনকে নিত্য সিঞ্চিত ত করেই, অথচ তাপদ্বারা বিমুখী জনের গ্লানিও আনয়ন করে !! (৬৫) "হে বৃন্দাবনদেবদেবি ! অহো ! তোমার যশোরাশির শুভ্রতা হইতেই সমুদ্রগণ সহসা দুগ্ধসমুদ্রের ভাব প্রাপ্তি করিয়াছে, তামসী (নিশা) ও জ্যোৎস্নাময় গুণলাভ করিয়াছে এবং অন্ধকার ভূমিও হঠাৎ বিচিত্র শ্বেতদ্বীপত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে !! বিস্ময়ের বিষয় তাহাতেও এই যে শ্রীহরিতে কিন্তু নিত্যই শ্যামা রুচি (শ্যামকান্তি, শ্যামানায়িকাতে আসক্তি অথবা শ্যামাসখীর প্রতি অনুরাগ) বর্দ্ধিত হইতেছে কেন হে ? (৬৬) "হে শ্রীবৃন্দাবনেশ্বরি রাধে ! তোমার তেজ জিগীষু হইয়াই পূর্ব্বে চন্দ্রাবলীকে উত্তমরূপে বিজয় করিয়া অন্যদিকে সাধারণভাবে অন্বেষণ করিতে করিতে ইন্দ্রপত্নীর প্রতি অক্ষি-কোণও অর্পণ করিল না, ব্রহ্মাণীকে সৌষ্ঠব দ্বারা অসম্মতা (সৌষ্ঠব-বিহীনা) জানিয়া এই গর্বিতা, পার্ব্বতী উমাকে নিজ নামের প্রতাপেই আদ্য দশা (গর্ভবাস) প্রাপ্তি করাইলেন এবং নিজ সৌভাগ্য-প্রাপ্তি ও লীলাদির উদ্দেশ্যে বিনীতা লক্ষ্মীকেও স্বাংশত্ব প্রাপ্তি করাইয়া ত্যাগ করিয়াছে !!! (৬৭) "হে বৃষভানু-নন্দিনি ! তোমার রাজ্য কৃষ্ণ-বিলাসভূমি , কৃষ্ণের অতিপ্রিয়া সেই ললিতাদি তোমার সখী—সেই ব্রজেন্দ্রনন্দন তোমার প্রিয়তম নাগর ; আর তুমিও সেই তুমিই বিদ্যমানা !! তাহাতেই আমাদের মন তোমার এই বিভূতিসমূহ দর্শন করিয়া বিস্ময় প্রাপ্ত হইয়াছে। অতএব এক্ষণে স্তুতি-কথাই বা কি প্রকারে গান করিব হে ?" (৬৮) এইভাবে সেই স্তবরাজি দ্বারা বিস্ময়দান-কারিণী নারীগণ যুগলকিশোরের স্মিত-শোভিত নয়ন-কটাক্ষ লাভ করিয়া তখন ঐ যুগল-কর্ত্তৃক প্রদত্ত (উপহৃত) ঐ ঐ চিন্তারত্নসমূহ পাইয়াও আশ্চর্য্য বোধ করিলেন না !!

শ্রীরাধার শ্রীকৃষ্ণসঙ্গ লালসা ও তৎপ্রাপ্তি

(৬৯) তৎপরে রাধিকাও শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গ হইতে উদ্গত মাধুরীর পরিমলে সুবাসিত সেই সভাগৃহে এবং তদঙ্গ-মাধুরীর গৌরবে অন্তর্ঘূর্ণা-প্রাপ্ত হইয়া নেত্রদ্বয় অবনত করতঃ বিশেষ চিন্তা করিতে লাগিলেন !! (৭০) 'হে দুরন্ত মনোরথ ! গুরুগণ-মধ্যেও যে শ্রীকৃষ্ণ দর্শন করিতেছ —ইহাকে সুদৈব (সৌভাগ্য) বলিয়া স্মরণ কর। উঁহার সহিত পুনরায় প্রণয়কেলিসমূহের জন্য আর লালসা করিও না।" (৭১) অদ্য এই মহোৎসব উপলক্ষে অতিবিনোদপ্রদ বিলাস-মন্দিরে আমি কোনও প্রকারে (ভাগ্যে) মহালালসাভরে হরিকে লাভ করিলাম! যদি এই দুর্লভ হরি গুরুগণ-সহই চলিয়া যায়েন, তবে হে হৃদয় ! সখীগণের (বাক্য-বাণরূপ) অগ্নিশিখা আমাকে কিরূপে সহ্য করাইবে হে ? (৭২) 'হে বিধাতঃ ! তুমি আমাকে মানানল হইতে রক্ষা করিয়া শ্রীশ্যামচন্দ্র কর্তৃক রাজপদে অভিষিক্ত করিয়াছ বটে,কিন্তু তাঁহার আলিঙ্গন-প্রাপ্তির ইচ্ছারূপ দাবাগ্নিতে যে সন্তপ্তা হইতেছি—এ অবস্থায় তুমি আমাকে রক্ষা করিতেছ না কেন হে ?' (৭৩) তৎপরে শ্রীরাধার ভাবাভিজ্ঞা অনুপমা মন্ত্রীদ্বয় ললিতা ও বিশাখা পৃথক্ভাবে শ্রীরাধা ও মাধবের প্রতি যত্নশীল হইয়া ভাবিলেন—'এস্থানে নির্জন সহবাস হইলে মধুর হয়।' অনন্তর তাঁহারা স্থানটিকে নির্জ্জন করিতে বাঞ্ছা করিতেছেন—এমন সময়ে তাঁহাদের অনুভাব-বিজ্ঞা ভগবতী পৌর্ণমাসী আনন্দসহকারে দেবীগণকে বলিলেন —(৭৪) "তোমরা এই সভাতে শ্রীরাধাকে উত্তমরূপে রাজপদে অভিষেক করিয়াছ, ইঁহার লক্ষ্মী (সুষমা)ও অমৃতধারা দ্বারা তোমাদিগকে বহুক্ষণ যাবৎ নিরন্তর সিঞ্চন করিয়াছে ; অতএব এক্ষণে এই লজ্জিতা বা বিনীতা রাধা নিত্যই আমোদরাশি লাভ করুক আর তোমরা দেবীগণও এস্থলে মহা উপকার সাধন করিয়া যদৃচ্ছাক্রমে স্বর্গরাজ্যে আনন্দ-বিজয় কর।" (৭৫) তখন দেবীগণ নিজ কম্পিত ও দীপ্তিশীল হস্তে আতপ-তণ্ডুল গ্রহণ পূর্ব্বক তৃষ্ণাশীল লোচন হইতে অনবরত অমৃত (জল) পাত করিতে করিতে বৃন্দাবনেশ্বরী রাধাকে প্রকৃষ্টতর আনন্দভরে গদ্গদবাক্যে আশীর্ব্বাদ করিলেন। (৭৬) 'হে রাধে ! এই কৃষ্ণবনে সদা উন্মত্তা হইয়া প্রাণকান্তসমীপে নিজ সৌভাগ্যলাভ কর। এই

লতাগৃহটি অন্যের দুর্লভ—এইজন্য ইহার নামও 'উন্মদ-রাধিক' (উমরাই) হইল।' (৭৭) তখন যোগীশ্বরী পৌণমাসীর সম্মুখে যথাবিহিত বিনয়পূর্ব্বক বিধিমত দেবীগণকে সম্মানিত করিলে তাঁহারা নিজ নিজগণসহ পৃথক্ পৃথক্ যাত্রা করিতেই যে মুহুর্মুহু শ্রীহরির প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেছেন এবং শ্রীরাধার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বহুক্ষণ যাবৎ আলিঙ্গন করিতেছেন—তাহাতে তাঁহাদের পক্ষে পথ-পরিচয় করাও সুদুষ্কর হইয়াছিল। (৭৮) সন্দেশচ্ছলে অন্যান্য লোকগণকে মুনীশ্বরী ব্রজরাজ-গৃহিণীর নিকট পাঠাইয়া বলিলেন—'শ্রীরাধার অভিষেক-মঙ্গল সুসম্পন্ন হইয়াছে! আমার তত্ত্বাবধানে শ্রীমতী এখানে রাত্রিযাপন করিবেন।' (৭৯) 'হে হরে! আমি কিঞ্চিৎকালের জন্য নিজ্যকার্য্য সমাধা করিতে যাইতেছি। যতক্ষণ পর্য্যন্ত আমি পুনরায় ইঁহার নিকট না আসি, ততক্ষণ তুমি ইঁহাকে পালন কর। তৎপরে পুনরায় জননীর আনন্দবর্দ্ধন করিয়া এস্থলে আসিবে, যেন বিধিমতে আমাদের তত্ত্বাবধানে ইনি এই রাত্রিবাস করিতে পারেন।'—এই বাক্য বলিয়াই মুনীশ্বরীও অন্তর্হিতা হইলেন। (৮০) 'আমি ত ধেনুদর্শনে যাইব' —শ্রীকৃষ্ণ এই কথা বলিলেন, কিন্তু পৌর্ণমাসীর তিরোধান দেখিয়া একবার চতুর্দ্দিকে নিরীক্ষণ করিলেন এবং (বিরুদ্ধ-ভাবাপন্ন কাহাকেও না দেখিয়া) শ্রীরাধার রাজসিংহাসনেই সত্বর উপনীত হইলেন—তাহাতে এক বিচিত্র বিস্ময়কর ব্যাপার ঘটিল—মেঘ ও বিদ্যুতের বিজড়িত অঙ্গকান্তিমালা চতুর্দ্দিকে প্রসৃত হইতেছিল !!

যুগল-মিলন, বিলাস প্রভৃতি

(৮১) এই ব্যাপার দর্শন করিয়া দিগীশগণের রমণীবৃন্দের হাস্য-বিলাসরাশির ন্যায় সুরসুন্দরীদের জয়জয়ধ্বনির সহিত কুসুমবর্ষণ হইতে লাগিল। (৮২) তখন নৃপাসনে সেই যুগলকিশোর কান্তিরাশির বিস্তার করিয়া উদয়-পর্ব্বতস্থ মরকতমণিসমূহ ও চন্দ্রদেবের কান্তিরাশিকে বলপূর্ব্বক হরণ করিলেন, যাহাতে কামদেব সহসা স্বস্থিতি (ধৈর্য্য) ত্যাগ-করতঃ মুহুর্মুহু অবাধে মর্য্যাদাতিরেক প্রাপ্তি করিল অর্থাৎ নিজ বীর্য্যাতিশয় প্রকাশ করিতে প্রবৃত্ত হইল !! (৮৩) [রাজসূয়যজ্ঞ সমাধা করিয়া রাজদম্পতী যে প্রকার শোভাসম্পন্ন হন, তদ্রূপ] যুগল-

কিশোরও তখন পরস্পরের কান্তিময় অমৃত-নদীতে মজ্জন করিয়া এবং উভয়ের বদন-চন্দ্রমার গন্ধ আস্বাদন করতঃ রসনৃপসভায় অর্থাৎ রসরাজ শৃঙ্গার-গৃহে অথবা অভিষেকে সমবেত রাজসভায় দীক্ষিত হইয়া স্বকামনা-পূর্ত্তি করিতে করিতে ব্রজবনের মহারাজ-সিংহাসনে আরোহণ করিয়া সাক্ষাৎ রাজসূয়-সুষমাধারণে বিরাজ করিতেছেন !! (৮৪) এই বৃন্দাবনে নিজ রাজত্বরক্ষকবৎ শ্রীকৃষ্ণও সম্ভ্রান্তচিত্তে শ্রীরাধাকে আকর্ণ-বিস্তারি চঞ্চল নয়নকটাক্ষবাণে বিদ্ধ করিলেন; আর বিদ্ধা হইলেও কিন্তু শ্রীরাধা সম্প্রতি রাজ্যাভিষিক্ত হইয়াই নিজের ভ্রূধনু আকর্ষণ করিলেন। অহো! অতিবলবান্ জন কখনও নিজের ছিদ্র বা দোষ বিস্তার করেন না !! (৮৫) সখীগণ বলিলেন—'হে শঠ! তুমি আমাদের প্রিয়সখীর সিংহাসনে আরোহণ করিলে কেন?' শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—'হে মুগ্ধা (মূর্খা) ব্রজবালাগণ! ব্রজবনের রাজা আমারই ত পট্টদেবীরূপে উনি অভিষিক্ত হইয়াছেন !!' এইভাবে পরস্পরের যথেচ্ছ বিবাদও যে প্রেমে সম্বাদের অর্থাৎ সম্মিলনের প্রসিদ্ধিই লাভ করিল এবং ঐ সম্মিলনও যে কামময় উৎসব আনয়ন করিল—ইহা আমাদের বুদ্ধির অগোচর !! (৮৬) অনন্তর মিথ্যা ক্রোধাবশে সখীগণ ভগবতী পৌর্ণমাসীর নিকট যাইতে থাকিলে 'অদ্য এই উৎসবে কলহ করা যুক্তিযুক্ত নহে; আগামী কল্য তিনি সব মীমাংসা করিবেন।'—এই বলিয়া বৃন্দা হাসিতে হাসিতে বিনয়যুক্ত ভঙ্গীদ্বারা পুষ্ট কুটিল পটুতাজাল বিস্তার পূর্ব্বক তাঁহাদিগকে হাতে ধরিয়া আকর্ষণপূর্ব্বক প্রতিনিবৃত্ত করিলেন। (৮৭) যুগলকিশোরের লীলায় তৃষিতমতি গোপীদের অবস্থা দেখিয়া এবং তাঁহাদের মিথ্যা কলহ-ব্যঞ্জক প্রলাপাদি শুনিয়া তখন বৃন্দা তাঁহাদিগকে হাসাইতে প্রকাশ্যভাবে বলিলেন—"তোমাদের আর হুঙ্কারের প্রয়োজন নাই। আমাদের এই সম্রাজ্ঞী স্বীয় অনুভাব দ্বারা এক্ষণই আমাদের 'বনপতি' উঁহাকে বশীভূত করিবেন; আমরাও কখনই উঁহার হাত হইতে এড়াইতে পারিব না হে !!" (৮৮) এই কথায় পতিপদের ধব (স্বামী) অর্থ গ্রহণ করিয়া সখীগণ হাসিতে লাগিলেন এবং বাম্যভাবও অবলম্বন করিলেন দেখিয়া শ্রীরাধা প্রফুল্ল নয়ন-প্রান্তে বৃন্দাকেই দেখিতে দেখিতে সেই প্রিয়তমের প্রতি সুন্দর নয়ন-কলাবিদ্যা প্রকাশ করতঃ পুনরায় কমনীয় বিলাসশীল অথচ নম্রবদনে অবস্থান

করিতে লাগিলেন! (৮৯) মুকুন্দ তখন রাধার অনির্ব্বচনীয় মুখ দেখিয়া তাঁহাকে বলিলেন—'হে কান্তে! কেন তুমি এই সুন্দর উৎসবময় সুক্ষণ (মুহূর্ত্ত) বৃথা ক্ষেপণ করিতেছ?' শ্যামসুন্দর এই কথা বলিয়াই তাঁহার করপদ্ম নিজ-বক্ষে বলপূর্ব্বক স্থাপন করিলেন। তখন শ্রীরাধা হাস্যসম্বলিত রোদন করিতে থাকিলে তিনিও তাঁহাকে বাহুযুগল দ্বারা বেষ্টন (আলিঙ্গন) করিলেন। (৯০) বামহস্তদ্বারা রাধাকে আলিঙ্গন করিয়া শ্রীকৃষ্ণ দক্ষিণ হস্তদ্বারা রাধার অশ্রুধারা মার্জন করিতেছেন, যেহেতু তিনি প্রতিমুহূর্ত্তেই প্রিয়ার দেহ অশ্রুসিক্ত হইবে এই আশঙ্কাই করিতেছিলেন। অহো! তখন নিজ নয়ন-ধারায় সংপ্লাবিতা হইয়া শ্রীরাধা যে সেই রাজ্যাভিষেকের সাধারণ (সমান) সৌন্দর্য্যাতিরেকও ধারণ করিয়াছেন—একথা কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ আদৌ জানিতে পারেন নাই!!! (৯১) বৃন্দাবনে কল্পবৃক্ষরাজির বনে রত্নবেদিকার উপরে মহামহিম সিংহাসনে শ্রীরাধা রাজচিহ্নাদি সুষমাধারণে পূজিতা ও কৃষ্ণক্রোড়-বিলাসিনী হইয়াও যে উপমিতা হয়েন নাই—ইহাতে কবিগণের কোনই দোষ নাই; কিন্তু উঁহার বিচিত্র সৌন্দর্য্যরাশির সমস্যা (সংগ্রহ) কারী বিধাতারই দোষ বলিতে হইবে। (৯২) তখন পরস্পর শ্যামকান্তি বা শৃঙ্গাররসোচিত কান্তি প্রাপ্ত হইলেন, আবার সম্যক্ প্রকারে অনুরাগে রক্তবর্ণ ও বিলিপ্তমূর্ত্তি হইতেছেন। অপরিমিত অলঙ্কার-সুষমায় বা ভাবভূষায় পরস্পরের অঙ্গ বিচিত্র বর্ণ বা শ্যাম-গৌর মিশ্রিত বর্ণ রচনা করিলেন; পরস্পরের নয়ন-দ্বারা প্রতিদিক্‌কে অমৃতবর্ষণশীল গুণময় করিলেন—এই ভাবে রসাকর রূপাগার ঐ মিথুন নৃপাসনে বিরাজমান রহিয়াছেন!! (৯৩) বিপুল পুলকভরে সর্ব্বথা উন্মুখী কৃষ্ণের ক্রোড়দেশে অবস্থান করিয়া রাধা রোমাঞ্চিত-কলেবরে তাঁহার নয়ন-যুগলের প্রকৃষ্ট আমোদ দান করিতেছেন। হায়! এই অবস্থায় শ্রীমতীর অঙ্গরাজিও কদম্বভাবই প্রাপ্ত হইল আর শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গ-সমূহও সর্ব্বতোভাবে ভ্রমরত্ব প্রাপ্ত হইয়া তাহার আস্বাদন করিতে লাগিল!! (৯৪) ঐ নবযুবযুগল স্বেদ ও অশ্রুজলে আপ্লাবিত হইতেছেন—পুলকচ্ছলে যেন অঙ্কুরই ধারণ করিতেছেন—দেহে যুগপৎ স্তম্ভ ও কম্প ধারণ করিতেছেন—মূর্চ্ছাগত হইয়া বৈবর্ণ্যদশাও প্রাপ্ত হইলেন!! এই ভাবে যুগলকিশোর পুনঃ পুনঃ প্রফুল্লদেহ হইয়া মেঘ-বিদ্যুতের কান্তিমালা বহন করিয়া নিখিল লোককে

অমৃতধারায় সংসিক্ত করিতেছেন !! (৯৫) অহো ! ঐ শ্রীরাধামাধব নামক কোনও অনির্ব্বচনীয় যুগল-কিশোর—সৌন্দর্য্যের শরীর, নব-তারুণ্যের মন্দির, সদ্‌গুণরাজির সাম্রাজ্য—অখিল সম্মদের ধন, চতুঃষষ্টিকলাবিদ্যার সভার আদিশাস্ত্র অর্থাৎ সঙ্গীতরসময়, [অথবা পরিষদ্‌গণের আদিশাস্ত্র বেদ, অথবা দ্যূতক্রীড়ার আদিশাস্ত্র মহাদ্যূত-শাস্ত্রজ্ঞ, কিম্বা নিকুঞ্জগৃহের আদি (কাম) শাস্ত্র ।] কামদেবের স্বামোদময় বা কামময় স্বকীয় পরিমলসেবী জনগণের পক্ষে পারিজাতাদি দেবকুসুম, স্বাশ্রিতগণের নিধানস্বরূপ এই বৃন্দাবনে সুচারু রাজত্ব অঙ্গীকার করিয়াছেন !! (৯৬) সখীগণ উভয়ের অনির্ব্বচনীয় মনোরম রূপলীলার প্রকাশ দর্শনকরতঃ ঐ সভামধ্যে যষ্ঠিবৎ কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন ; পুনরায় আনন্দরাশি কর্ত্তৃক সংজ্ঞালাভ করিয়া দেখিলেন যে সেই রাধামাধব পরস্পরের সঙ্গলাভে মহানন্দে মহামোহ প্রাপ্ত হইয়াছেন !! তখন তাঁহারা নানাবিধ পরিহাসভঙ্গী ও কলাবিদ্যা-প্রকাশনে শীঘ্রই তাঁহাদের চেতনা সম্পাদন করিলেন । (৯৭) শ্রীরাধাকে উৎপুলকান্বিত-কলেবরে ঊরুদেশে (ক্রোড়ে) স্থাপন বা ধারণ করিয়া কংসনাশন কৃষ্ণ অতি মধুর ব্যবহারে সম্যক্ প্রীতি উৎপাদন করিতেছেন ; তাঁহার মুখচন্দ্রে স্বয়ং তাম্বূল অর্পণ করিয়া কতভাবে লালন করিতেছেন । দেবীগণ পুষ্পবিকিরণ করিতেছেন আর পৃথিবী আনন্দে ভরপূর হইল—সিংহাসন-পার্শ্বে অবস্থান করিয়া সেই সখীগণ আনন্দভরে তাঁহাদিগকে রাজবৈভবে সেবা করিতে করিতে চিন্তা করিতে লাগিলেন—(৯৮) 'এই সখী রাধা স্বীয় সমগ্র দুঃখসমুদ্র উত্তীর্ণ হইয়াছে ! পুনরায় ব্রজ-কুলজাতনিধি কৃষ্ণের এই বনপ্রদেশে সমুপস্থিত হইয়াছে !! নিজ শোভাসমৃদ্ধিদ্বারা শীঘ্রই ঐ উভয়কে [কৃষ্ণ ও কৃষ্ণবনকে] বলপূর্ব্বক বশীভূতও করিয়াছে !! অতএব হে সখে হৃদয় ! এক্ষণে বল দেখি তোমার অন্য কি মনোরাজ্য পূজা করিতে অবশিষ্ট আছে ?'

গ্রন্থ-সমাপনে স্বীয় বিজ্ঞপ্তি

(৯৯) শ্রীগুরুদেব শ্রীশ্রীরূপগোস্বামিপাদ কর্ত্তৃক উপদিষ্ট ও শ্রীদানকেলি-কৌমুদী নামক গ্রন্থে আংশিক বর্ণিত কাব্যখণ্ড সম্পূর্ণ হইল। ইহা আমার বুদ্ধি ও মেধা অনুসারে কিঞ্চিৎ গুপ্তভাবেও বলিতে

সমর্থ হইলাম না ; অর্থাৎ সবিস্তারে বর্ণনা ত দূরের কথা, সামান্যতঃও বলিতে পারিলাম না !! অহো ! চন্দ্রে জাতবৃত্তই পরম রাজবৃত্ত (সংপূর্ণ গর্ভবৃত্ত) বলিয়া পরিস্ফুরিত হয়। [দুর্ভাগ্য আমাকে উপদেশ দিয়াছিলেন বটে, কিন্তু শ্রীগুরুদেবের আজ্ঞা সম্যক্ প্রকারে পালন করিতে পারিলাম না।] (১০০) এই ত মৎকর্ত্তৃক এই কাব্যখণ্ড রচিত হইল। রসজ্ঞগণ যদি কোনও প্রকারে ইহার সামান্য অংশও আস্বাদন করেন—তবে আমার সমগ্র প্রচেষ্টা ফলবতী হইতে পারে। অহো ! একবারও অঘনাশন কৃষ্ণের লোক (ভক্ত) দর্শনকারি-জনগণের সমগ্র আয়ু সফল হইয়াই ত থাকে !! (১০১) ব্রজবিপিনে নৃপাসনে প্রিয়তম কৃষ্ণের ক্রোড়দেশে সাক্ষাৎভাবে প্রিয়তম কর্ত্তৃক সমুপস্থাপিত নানাবিধ ভাব-মাধুর্য্য আস্বাদন করিতে করিতে যিনি মুহুর্মুহু পুলকাদি দ্বারা ব্যাপ্তদেহা হইয়া মুগ্ধ হইতেছেন—সেই 'উন্মদশ্রী' রাধিকা সকলের প্রতি শ্রেষ্ঠ (ভক্তি) লক্ষ্মী বিতরণ করুন। (১০২) যিনি আমার ইহপর-কালের মঙ্গল নিত্য বিধান করিতেছেন—যাঁহার পাদপদ্ম নিধিবৎ আমার পরম সেব্য—যিনি মহাদাতা স্বরূপে কৃপাবিতরণে সর্ব্বদা নিজ প্রেমভক্তি দান করিতেছেন—সেই মহারূপবান্ কৃষ্ণদেবকে আমি নিত্য সেবা করি ; [সেই কৃষ্ণসেবী পূজ্যপাদ শ্রীশ্রীরূপগোস্বামিপাদকে নিত্য ভজন করি।]

ইতি নবম উল্লাস ॥ ৯ ॥

গ্রন্থ-রচনা কাল

১৪৭৭ শাকে বৃন্দাবনবাসী এক **'জীব'** নিজমনোরথযুক্ত এই নব্য কাব্য পূরণ করিয়াছে।

সমাপ্ত ৷

—০—

(শ্রীশ্রী) গিরিধারী-পাদপদ্ম হৃদয়ে বিলাস।
'মহোৎসব'-ভাষা কৈল দাস হরিদাস ॥

শ্রীশ্রীমদ্ গুরবে সমর্পিতমস্তু ৷

পরিশিষ্ট (ক)

ধ্যান-ত্রয়ম্ । *

শ্রীশ্রীসনাতন গোস্বামি-ধ্যানম্ ঃ

তেজঃপুঞ্জোজ্জ্বলদ্বর্দ্ধিপ্রকাশং স্নিগ্ধমদ্ভুতং ।
ধূলি-ধূসরিতাঙ্গঞ্চ গলদ্‌বাষ্প-সমন্বিতং ॥
গোপীচন্দন-লিপ্তাঙ্গং রাধাকৃষ্ণাঙ্ক-শোভিতং ।
তথা সতিলকং শুভ্রবস্ত্রযুগ্ম-সমন্বিতং ॥
আজানুবাহুদোর্দণ্ডমণ্ডিতং স্থূলতুন্দিলং ।
দিব্যশ্রীতুলসীমালা-প্রোল্লসৎকণ্ঠবক্ষসং ॥
পুলকাঙ্কুরিতাঙ্গঞ্চ চঞ্চলোষ্ঠাধরোষ্ঠকং ।
শীর্ষাতিক্ষীণশিখিনং সুন্দরং শ্রীসনাতনং ॥
শ্রীগৌরাঙ্গপদদ্বন্দ্ব-ন্যস্ত-চিত্ত-কলেবরং ।
চিন্তয়েদ্দেবমনিশং শ্রীকৃষ্ণপ্রিয়ভক্তকং ॥ ১ ॥

শ্রীশ্রীরূপগোস্বামি-ধ্যানম্ ঃ

স্নিগ্ধং চন্দ্র-প্রকাশাঙ্গং গৌরাঙ্গপ্রিয়মদ্ভুতং ।
ক্ষীণমাজানুদোর্দণ্ডং কেশরিক্ষীণমধ্যকং ॥
সুনাসং চন্দ্রবদনমীষদ্ধাস্য-সমন্বিতং ।
কৃতোর্দ্ধপুণ্ড্র রজসা ব্যাপ্তদেহং সুকোমলং ॥
কৌপীনং দধতং দিব্যশুভ্রবস্ত্রাবৃতং শুভং ।
কণ্ঠস্থ-তুলসী-মালং ললামস্রগ্‌ বিভূষিতং ॥
শ্রীগোবিন্দ-প্রসাদাপ্তমালা-পঞ্চ-সমন্বিতং ।
বরদং শুদ্ধহৃদয়ং স্বান্তস্থব্রজসুন্দরং ॥

---

* শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীশ্রীরাধাদামোদর-গ্রন্থাগারস্থ প্রাচীন-লেখাৎ উদ্ধৃতং ।

কৃষ্ণলীলা-রসাস্বাদ-মত্তচিত্ত-মধুব্রতং।
ধ্যায়েদ্দেবং মহদ্রূপং শ্রীরূপং সুন্দরং সদা ॥ ২ ॥

শ্রীশ্রীজীবগোস্বামি-ধ্যানম্।

গৌরাঙ্গং চন্দ্রবদ্ভাসং শীতলং শুভ্রবাসসং।
গভীরং সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞং সারাসার-বিবেকিনং॥
লসৎক্ষীণশিখং শুদ্ধং হরিমন্দির-শোভিতং।
হরিনামাঙ্কিতাঙ্গঞ্চ হরিনাম-পরায়ণম্॥
হরিনামস্রজং পাণৌ দধতং দীর্ঘবাহুকং।
তুলসীমালিকা-ব্যাপ্তকণ্ঠং প্রেম-প্রপূরিতং॥
শ্রীগৌরহৃদয়ং শুদ্ধকৃষ্ণভক্তিপ্রকাশকং।
শ্রীজীবং চিন্তয়েদ্দেবং গোস্বামিনমনারতং ॥ ৩ ॥

পরিশিষ্ট (খ) পদাবলী

পদকল্পতরু (খ)

একদিন সুন্দরী রাই সুনাগরী সব সহচরীগণ সঙ্গ।
শ্রীবৃন্দাবনে কুঞ্জ নিকেতনে বৈঠল কৌতুক রঙ্গ ॥
তঁহি পুন ভগবতী পৌর্ণমাসী দেবী ব্রজবনদেবীকি সাথ।
রাইক শুভ অভি- ষেক করণ লাগি আওল উলসিত গাত ॥
কত শত ঘট ভরি বারি সুবাসিত তাঁহি করল উপনীত।
দধি ঘৃত গোরস কুঙ্কুম চন্দন কুসুমহার সুললিত ॥
বাসভূষণ উপ- হার রসায়ন আনল কত পরকার ॥
রতনবেদী পর বৈঠল শশিমুখী সখীগণ দেই জয়কার।
শ্রীবৃন্দাবন ভূমীশ্বরী করি ভগবতী করু অভিষেক।
চৌদিগে জয় জয় মঙ্গল কলরব আনন্দে মোহন দেখ ॥ ১

বীণা উপাঙ্গ ডম্ফ কত বাজত মধুর মৃদঙ্গ সঙ্গে করতাল।
চৌদিগে সহচরী জয় জয় রব করি নাচত গাওত পরম রসাল ॥
দেখ দেখ রাইক শুভ অভিষেক।
কনক মুকুর তনু বদন চাঁদ জনু নিরমল নীরে ঝলকে পরতেক।
ভগবতী কতহুঁ যতন করি রাইক শিরপরি ঢালই বাসিত বারি ॥
সুমেরু শিখরে জনু শতমুখী সুরধুনী বেগে গিরয়ে মহী ঐছে নেহারি।
কুঞ্চিত কুন্তল বাহি পড়য়ে জল চামরে মোতিম ঢরকে জনু।
হেরইতে অখিল নয়ন মন ভুলয়ে আনন্দে মোহন অবশ তনু ॥ ২

সিনান সমাধান মুছল অঙ্গ। পহিরণ নীলিম বসন সুরঙ্গ ॥
মণিময় আভরণ ভগবতী দেল। যাহা যেই শোভল পহিরণ কেল ॥
মণি-মন্দির মাহা আওল রাই। রতন সিংহাসনে বৈঠল যাই ॥
বনফুল মালা দেওল বনদেবী। ঐছন চন্দনে বহুমত সেবি ॥
বৃন্দাবনেশ্বরী করি ভেল নাম। ডাহিনে ললিতা বিশাখা বৈসে বাম

মধুমতী ছত্র ধরিল ধনী মাথ। চিত্রা বিচিত্রা দণ্ড ধরু হাত ॥
চম্পকলতিকা চামর করু গায়। শশিকলা শশী সম বীজন বায় ॥
ভগবতী পঞ্চদীপ করে নেল। আরতি করি নিরমঞ্ছন কেল।
আর সব সহচরী মঙ্গল গায়। মোহন দুঁরহি নেহারই তায় ॥ ৩

পরিশিষ্ট (গ)

রাইরাজা বা রাধাভিষেক।

বৃন্দাবনে প্রবেশিয়া রাই চারি পানে চায়।
হেনকালে বৃন্দাদেবী আইলা তথায় ॥
বিনোদিনী পুছে বৃন্দে কহ সমাচার।
বৃন্দা কহে আজ বনে আনন্দ অপার ॥ ১ ॥

(তখন) বৃন্দা হাসিয়া সম্মুখে বসিয়া কহয়ে মধুর করি।
শুন বিনোদিনি ! সুখের কাহিনী শুন সব সহচরী ॥
আজু বনমাঝে অপরূপ সাজে রাজা হইলা শ্যামরায়।
যত শুক সারী ময়ূরা ময়ূরী সবে জয় জয় গায় ॥
রাখালে রাখালে মিলিয়া সকলে সাজাইল রাজবেশ।
কেহ পাত্র মিত্র কেহ ধরে ছত্র কেহ বা কোটালবেশ ॥
রাখাল রাজার হৈল দরবার সভ্য হৈল কতজনে।
কেহ দণ্ড ধরি কারে চোর করি স্ববলে ধরিয়া আনে ॥
পতাকা ধরিয়া কেহ বা ডাকিয়া কাননে কাননে ধায়।
(মোদের) রাখাল রাজার সব অধিকার দেহ সবে জয় জয় ॥
(মোদের) কানু বনে রাজা সবে তার প্রজা পশু পাখী নরনারী।
শুনি চমকিতা বৃষভানুসুতা আর সব সহচরী ॥২

ললিতা কহিছে বৃন্দা শুনহ বচন।
কহিবার কথা নয় অযোগ্য কথন ॥
এই বৃন্দাবনে রাইকে রাজরাজেশ্বরী।
করিলেন যোগমায়া অভিষেক করি ॥

ষোলক্রোশ বৃন্দাবনে মোদের অধিকার।
পশু পাখী আদি যশ ঘোষয়ে রাধার ॥
সকলেই জানে বৃন্দাবনে রাই রাজা।
বৃন্দাবন বাসী সকলেই তাঁর প্রজা ॥
হেন রাজরাজেশ্বরী অপমান করি।
কাননে হৈল রাজা শ্যাম বংশীধারী ?
তোমরা সকলে মিলি করহ বিচার।
রাজ্যাপহরণ দোষের কি হয় প্রতিকার ॥
বৃন্দাদেবী বলে শুন সব সখীগণ।
যদি কেহ করে কার' রাজ্যাপহরণ ॥
উভয় রাজার যুদ্ধ এই সুবিচার।
জয় পরাজয় মানি হবে প্রতীকার ॥
পরাজিত রাজারে লইয়া বন্দিশালে।
যে হয় উচিত শাস্তি বুঝিব সকলে ॥
বৃন্দার বচন শুনি কহে ধনী রাই।
এই বৃন্দাবনে রাজা আর কেহ নাই ॥
ষোলক্রোশ বৃন্দাবন মোর অধিকার।
পশু পাখী আদি পূজা করয়ে আমার ॥
পৌর্ণমাসী দেবী কৈল বৃন্দাবনেশ্বরী।
তাহা না মানিয়া রাজা হৈল বংশীধারী ?
যাও দূতী ত্বরা করি দেহ সমাচার।
সমরে সজ্জিত হঞা হবে আগুসার ॥
কটাক্ষেতে জরজর করি তনুখানি।
এককালে পঞ্চবাণ হৃদয়েতে হানি ॥
বন্দী করি রাজারে রাখিব কারাগারে।
জানিব কেমন রাজা যুঝুক আমারে ॥
ললিতা কহিছে শীঘ্র রাইকে সাজাও।
শ্রীরাধার জয় দিয়া মদনে জাগাও ॥
ষড় ঋতু বসন্তাদি সেনাপতিগণে।
আজ্ঞা দেহ রতিযুদ্ধে হবে আগুয়ানে ॥

আসুক মদন করে ল'য়ে পঞ্চবাণ।
কোকিলার 'কুহু' রবে মাতুক পরাণ॥
নূপুর কিঙ্কিণী রণবাদ্য কলরবে।
কাঁপুক নিকুঞ্জবন জয় জয় রবে॥ ৩॥

রাই'র আদেশে ধরি নিজ শিরে কাননদেবতী চলে।
কুঞ্জবনান্তরে পাইয়া শ্যামেরে কহে চিত কুতুহলে॥
শুন রসরাজ বৃন্দাবনমাঝ একেলা কিশোরী রাজা।
তাহারে লঙ্ঘিয়া উনমত হঞা সাজিলে রাখাল রাজা॥
(তাই) হইয়া কুপিতা সমরে সজ্জিতা রাজরাজেশ্বরী প্যারী।
পাঠাল আমারে কহিতে তোমারে এবে বুঝহ বিচারি॥ ৪॥

যাকর মাঝ হেরি মৃগরাজ। ভয়ে পৈঠল গিরিকন্দর মাঝ॥
শুনইতে সচকিত সবহুঁ মাতঙ্গ। চরণহি সোঁপল নিজগতি ভঙ্গ॥
আনি দেই নিজ লোচন ভঙ্গী। বন পরবেশল সবহুঁ কুরঙ্গী॥
মঙ্গল কলস পয়োধর যোড়। তঁহি নব পল্লব অধর উজোর॥
চৌদিশে মধুকর মন্ত্র উচার। ঋতুপতি যোধে ভেল আগুসার॥
একলি চড়লি মনোরথ মাহ। দৃঢ় করি কঞ্চুক কয়ল সন্নাহ॥
অব কি করব হরি করহ বিচারি! তুয়া পর সুন্দরী সাজল ধারি॥
লোচন বাণ করল শরজাল। দশদিশ সবহুঁ ভেল আঁধিয়ার॥
যব্ করে পরশল কুসুমক চাপ। তব্ ধরি মঝু হিয়া থরহরি কাঁপ॥
কুসুম বিশিখ যব্ লেয়ব হাত। পড়ব কুসুম শর বজর-বিঘাত॥
বিধুমুখী নিধুবন-সমরে সুধীর। যতনে পাওল ঋতুপতি বীর॥
সোই করব তঁহি বীরক দাপ। তাকর কোন সহব পরতাপ॥
সো যব আওব রঙ্গক ঠাম। না জানি কি হোয়ব তছু পরিণাম॥ ৫

---*---

শুনইতে উলসিত সব অঙ্গ মোর। ভেটব সমরে ধীর সখী তোর॥
সঙ্গর-রঙ্গ হৃদয়ে মঝু আছ। আগে তুহুঁ সরবি হাম পাছ॥
এ সখি এ সখি! তুহুঁ নাহি ডরবি। হামারি বীরপণ দেখি কিয়ে মরবি॥

সিংহ মাতঙ্গ কুরঙ্গ নহ কোই। ত্রিভুবন শোহন মোহন হোই॥
ঋতুপতি কোটি ছোটি করি জান। মনমথ-কোটি-মথন হাম কান॥
কি করব মধুকর-মন্ত্র-উচ্চার। শ্যাম-ভ্রমর যাঁহা কমল-বিহার॥
অবলা কি করব রণ-বলক্ষীণা। সহচরীগণ রণ-যুকতি-বিহীনা॥
কিয়ে ছিয়ে ফুলধনু কুসুমক বাণ। হিয়ে মণি-কিরণহি করব মৈলান॥
ভাঙ চাপ মঝু বিশিখ কটাখ। বরিষণে জর জর করবহিঁ তাক॥
ভুজযুগ-বল্লী-পাশে করি বন্ধ। গিরব গিরায়ব কতহুঁ করি ছন্দ॥
সো ধনী কয়ল যো কঞ্চুক-সন্না। নখর-কৃপাণে হাম করব বিভিন্না॥
নিরদয় হৃদয়-কপাটক চাপে। লজ্যিব কুচ-গিরি আপন-প্রতাপে॥
রণরথ জঘন করব অবলম্ব। যুঝব যুঝায়ব করি কত দম্ভ॥
নব পল্লব জিনি অধর সুরাতে। করব বিখণ্ডন রদন-বিঘাতে॥
তব্ যদি দৈবে করয়ে বিপরীতে। ঐছন যুকতি করব হাম চিতে॥
সরবস দেই লেওব তছু শরণে। প্রাণ-পারিজাত সোঁপব চরণে॥৬॥

সাজল শ্যাম সুরতরণ-পণ্ডিত, করে করি কুসুম-কামান।
সৌরভে ভ্রময়ে কতহুঁ কত মধুকর, জিতল মনমথ বাণ॥
ধনি ধনি! অপরূপ ছান্দে।
বেশবিলাস রসময় মাধুরী, কামিনী-লোচন-ফাঁদে।
চুয়াচন্দন অগোর বিলেপন, সংযোগ বিবিধ বিচিত্রে॥
সমর-শমিত কেশ বেশ করু বন্ধন, বরিহা চারু চরিত্রে॥
কঙ্কণ কিঙ্কিণী ঝনঝন রণরণি, রতিরণ-বাজন বাজে॥
অপরূপ ছান্দে রসিক শিরোমণি, সাজল রমণী-সমাজে॥৭॥

—:০:—

তুহুঁ তুহুঁ নয়ানে নয়ানে ভেল মেলি।
লখই না পারি কলহ কিয়ে কেলি॥
গদগদ বচন কহই নাহি পারি।
যৈছন রোখে অবশ রহু থারি॥ ৮॥

রাধা মাধব কুঞ্জহিঁ পৈঠল, রতিরণরঙ্গ রসালা।
রণ বাজন ঘন কোকিল কলরব, ঝঙ্করু মধুকর মালা॥
সজনি! হেরি হেরি দুহুঁ দিঠি ঝাঁপ।
মনমথ সমরে কুসুমশর কো কহু, সঙরি সঙরি জীউ কাঁপ॥
পহিলহি রাই নয়ন-শরে হানল, আকুল কুঞ্জর-রাজ।
ভুজযুগ বরুণ-পাশে ধরি বান্ধল, নিকরুণ হৃদয়ক মাঝ॥
রোখলি রাই তঁহি পুন হরি-উরে, কুচ কাঞ্চন গিরি হান।
সো গিরিবরধর নখরে বিদারল, বিচলিত মানিনী-মান॥
শ্রমভরে দুহুঁ দুহুঁ অধর মধু পিবই, দুহুঁ গুণ দুহুঁ পরশংস।
দুঁহু দুহুঁ গণ্ড-মুকুরে নিজ ছাহ হেরি, ভরমহি দুঁহু করু.দংশ॥
সিন্দূর-দহন-বাণ হেরি মাধব, মৃগমদ-জলদে নিঝাউ।
পিঞ্ছমুকুটভয়ে বেণী ভুজঙ্গিনী, বিলুঠই মহী গড়ি যাউ॥
মাতল মদন-রাজ মদ-কুঞ্জর, অলক-অঙ্কুশ নাহি মান।
তোড়ল নীবি-বন্ধ গীমকর বন্ধন, নিজ পর কহুঁ নাহি জান॥
রতিরণ তুমুল পুলক কুল সঙ্কুল, ঘন ঘন মঞ্জীরবোল।
নিজমদে মদন, পরাভব পাওল, কুণ্ডল গণ্ডহি লোল॥
অনুখন কঙ্কণ কিঙ্কিণী ঝঙ্করু রতিজয় মঙ্গল তূর।
মনমথ-কেতু মকরগতি যাওত, দুহুঁ রতি-সায়রে বুর॥ ৯

———

রতিরণে পরাভব মানিয়া মাধব, করযোড়ে পরিহার মাগে।
তুঁহু রাজরাজেশ্বরী তুয়া প্রজা বংশীধারী, জয়পত্র লিখি লেহ আগে॥
এত বলি শ্যামরায় বৃন্দারে ডাকিয়া কয়, আজি হৈল বড় শুভক্ষণ।
মোরে পরাভব করি, রাজা হৈল রাই কিশোরী, (এখন) অভিষেকের কর আয়োজন॥ ১০

———

রাজ আভরণ, ল'য়ে সখীগণ, কহে সুমধুর বাণী।
এস গো কিশোরি! অভিষেক করি, সিংহাসনে বৈস ধনি!!
যমুনার নীর অতি মনোহর, হেমঘট পূরি আনে।
কদলী সুন্দর বৃক্ষ মনোহর, রোপয়ে স্থানে স্থানে॥

বাজয়ে ভেঙরী মৃদঙ্গ ঝাঁঝরী, রবাব খমক বীণা।
জগঝম্প বাজে পাখোয়াজ সাজে, ব'লে গায় তানানানা॥
পঞ্চগব্য ল'য়ে নীর মিশাইয়ে, সুগন্ধি চন্দন তায়।
জয় জয় ধ্বনি করয়ে গোপিনী, সঘনে মঙ্গল গায়॥
সব গোপনারী রহে সারি সারি, রাধার বদন চেয়ে।
বৃন্দা পরতেকে করে অভিষেকে, মাঙ্গলিক দ্রব্য ল'য়ে॥ ১১॥

অভিষেক হেরি, লুবধ মুরারি, অলখিতে বৃন্দা পাশ।
আসি কহে দেবি! নিজ হাতে সেবি, হেন মনে অভিলাষ॥
বৃন্দা কহে কান! করহ সেবন, যেমন যেমন মন।
(শুনি) পাতল চীরে, মাজয়ে শরীরে, অতি হরষিত-মন॥
করি পরিপাটী, কণ্ঠ পৃষ্ঠ কটি, মাজয়ে নিতম্ব-দেশ।
(রাই) সখী হেন জ্ঞানে, অসঙ্কোচ মনে, দেখাওত উরুদেশ॥
(রাই) নয়ন মুদিয়া, রসেতে ডুবিয়া, ভাবয়ে রসিকরাজে।
(হেথা) রসে গরগর, রসিক নাগর, সাধয়ে আপন কাজে॥
মুচকি হাসিয়া, সমুখে আসিয়া, বক্ষঃস্থলে দেই হাত।
করিতে মার্জন, উলসিত মন, পুলকে পূরিত গাত॥
ধরিতে চরণ, মেলিয়া নয়ন, বঁধুরে হেরিয়া রাই।
(বলে) কি কর কি কর, রঙ্গিয়া নাগর, তোমার বালাই যাই॥
আর কত সাধ, আছে প্রাণনাথ! বলিয়া কয়ল কোর।
ওরূপ নেহারি, প্রিয় সহচরী, আনন্দরসেতে ভোর॥ ১২॥

সিনান সমাধল মুছল অঙ্গ। পহিরণ নীলিম বসন সুরঙ্গ॥
মণিময় আভরণ সহচরী দেল। যাঁহা যেই শোভল পহিরণ কেল॥
মণি-মন্দির মাহা আওল রাই। রতন-সিংহাসনে বৈঠল যাই॥
বনফুলমালা দেয়ল বনদেবী। ঐছন চন্দনে বহুমত সেবি॥
বৃন্দাবনেশ্বরী করি ভেল নাম। ডাহিনে ললিতা বিশাখা বৈসে বাম॥
ধরিলা কুসুমছত্র চিত্রাদেবী মাথে। শ্রীচম্পকলতা সে তাম্বূল দেই হাতে॥
তুঙ্গবিদ্যা ইন্দুরেখা চামর ঢুলায়। রঙ্গদেবী সুদেবী রাধার যশ গায়॥

জয় জয় শ্রীরাধিকা বৃন্দাবনেশ্বরী। জয় জয় জগতমোহন-মনোহারী ॥
জয় সখীচাতকী-আনন্দ কাদম্বিনী। কৃষ্ণকান্তা সকল রমণীশিরোমণি ॥১৩॥

তবে অতিশয় আনন্দিতা। শ্রীকৃষ্ণেরে কহেন ললিতা ॥
বনমালি! শুন মোর বাণী। কি সেবা লইবে বল তুমি ॥
সখীসব সেবা বাঁটি নিল। যার যে বাসনা মনে ছিল ॥
হেন সেবা আর নাহি দেখি। যাহাতে তোমার নাম লেখি ॥
শুনিয়া কহেন বনোয়ারী। মোর সেবা আছে বড় ভারি ॥
আমি রাজ্যের কোতায়াল হইব। রাজ-জয় ঘুষিয়া বেড়াব ॥ ১৪ ॥

ললিতা কহয়ে শুন শুন বনমালি! বড়ই কঠিন সেবা রাজার কোটালি ॥
আবেদন লিপি আগে আন দেখি লিখি। হয় কি চাকুরী কোথা মন্ত্রীকে উপেখি ॥
যথাবিধি রচনার করিয়া বিচার। তবে ত লইব মাগি আদেশ রাজার ॥১৫॥

ললিতার কথা শুনি, মরম ইঙ্গিতে জানি, পুলকিত ভেল শ্যাম অঙ্গ।
অতিশয় মানস, আশ সোই পূরব, সেবা সুখ-পরসঙ্গ ॥
সো অনুভব যব, উর মাহা জাগল, উঠলহি অন্তর কাঁপ।
বরলোচনযুগ, বরষব অনুমানি, দেওয়ল পলকপট ঝাঁপ ॥
ক্ষণমাহা ধৈরয, ধরি পুন নাগর, নিখিল নিজ আবেদন।
ভাব-তরঙ্গ ঘন, বারত কর জনু, থির নাহি মানত পরাণ ॥
বিগলিত কজ্জল, উজ্জল মসী করি, পুহপুক বৃন্ত-লেখনী।
বিস্তৃত চিত্রিত, সরোরুহ-পল্লবে, ইহ রচল গুণমণি ॥
লিখিত পত্র লেই, কম্পিত করে ধরি, দেওয়ল মন্ত্রিক হাত।
মন্ত্রী হরষে তব, উচ্চ করি পড়তহি, শ্যাম রহু অবনত মাথ ॥ ১৬ ॥

শ্রীশ্রীলশ্রীশত, শ্রীযুত পদনখ, (মহা) মহিমার্ণব চরণেষু।
চতুরিণী শিরোমণি, বিশ্ববিমোহিনী, যূথপতিগণ সেবিতেষু ॥
শ্রীবৃন্দাটবী, রাজরাজেশ্বরী, প্রবলপ্রতাপ-শালিনীষু।
কোটি মদনমদ, পরাভব-কারিণী, নিজজনগণ-জীবিতেষু ॥

জয় গুণ-মণ্ডিতে, প্রেম-স্বপণ্ডিতে, শুনহ আকিঞ্চন মোর।
তুয়া রাজ-স্বযশ, নিতনব ঘোষই, প্রজাকুল প্রেম-বিভোর॥
তুয়া রাজভিতর, বাস যো পাওত, তাকো পালক দেই সেবা।
মো হেন দীনজন, রহব কি বঞ্চিত, ইথে না হোওব তব শোভা॥
এহি বিনতি মোর, মানবি ন টারবি, করযোড়ি মাগোঁ তুয়া পাশ।
তব এই রাজকর, কোতোয়ালপদ দেই, করবহি মোহে চিরদাস॥
হাম তুয়া নাম যশ, কুঞ্জ কুঞ্জ প্রতি, ঘোষব প্রতি দিনযাম।
তুয়া পুরভিতর, চোর যদি আওব, বিফল হোওব তছু কাম॥
এহি বিধি সেবা, নিত প্রতি লহবি, পালবি নিজ ঠাকুরাল।
জয় জয় রাধা, বৃন্দাবিপিনাধীশ, গাওব হাম চিরকাল॥
পালইতে রাজাদেশ, যদি হাম চুকব, সমুচিত দেওবি দণ্ড।
ভুজগ-পাশে বাঁধি, ডারি মহা সরোবরে, রদাঘাতে করবি বিখণ্ড॥
রম্ভাখম্ভযুগ, মাঝ মঝু দেহ ধরি, করবি ভীষণ তাড়ন।
সুমেরু শিখর পরি' মোহে বাঁধি রাখবি, মন মত করবি পীড়ন॥১৭॥

রাই রাজা কোটালের আবেদন শুনি।
ললিতারে বলে 'শুন মন্ত্রি গো সেয়ানী॥
চতুর বটে গো জন ভাল ত রচনা।
বিশ্বাসী বুঝহ যদি করহ থাপনা॥
দরবারে হাজির যদি রহে অনুখন।
রীতিমত দেয় কর পালয়ে নিয়ম॥
তবে ত আমার ইথে আছয়ে সম্মতি।
বুঝিয়া ইহারে রাজকার্য্যে কর ব্রতী॥
পাত্র মিত্র লেই মন্ত্রী করিয়া বিচার।
বলে ইথে সম্মতি আছয়ে সবাকার॥ ১৮ ॥

বৃন্দাবন পাটেশ্বরী তাম্বূল দেওল শুন শুন কোতোয়াল রাজ।
রাজ উচিত কর আনিবে সত্বর কহে সবে এই তুয়া কাজ॥
কোটাল কোটাল বলি ঘন ঘন ঢুলি ঢুলি মন্ত্রী ফুকারই বাত।
শুনি শুনি পীতাম্বর মানিয়া সুগৌরব শিরোপর লেওল হাত॥১৯॥

তবে কোতোয়াল হইয়া বংশীধারী। রাধিকার জয় ঘোষে কুঞ্জে কুঞ্জে ফিরি ॥
ভ্রমিতে ভ্রমিতে সবাকার অদর্শনে। রাখিলা আপন বাঁশী ললিতা-বসনে ॥
তবে রাধিকার আগে করযোড় করি। নিবেদন করিতে লাগিলা বংশীধারী ॥
বৃন্দাবনেশ্বরি! শুন মোর নিবেদন। মোর বাঁশী চুরি করি নিল কোন জন্ ॥
শুনিয়া বিশাখা কহে মৃদু মৃদু হাসি। ভাল হৈল চুরি গেল কুলনাশা বাঁশী ॥
এবে কুলবতীর কুল মান রক্ষা হবে। গৃহে থাকি নারীগণ সুখে ঘুমাইবে ॥
কিশোরী কহেন 'সখি! ভাল না কহিলে। রাজার অখ্যাতি হবে এমন কহিলে ॥ ২০

ললিতা চতুরমতি কহে কোতোয়াল প্রতি তুমি নিজে কোতোয়াল হ'য়ে।
নিজে নার রাখিবারে রাজ অগ্রে প্রচার ক'রে এ কথা কহিছ লাজ খেয়ে ॥
(মাগো মা) মোরা মরি যাব এই লাজে।
রাজার অখ্যাতি হবে, সঙ্গী সব দোষ পাবে হেন জনে রাখিলে এ কাজে ॥
কহিছেন বনয়ারী রাজপ্রিয় জনে চুরি যদি করে রাজ-বিদ্যমানে।
কোটাল হইতে তার কি হইতে পারে আর রাজ অগ্রে নিবেদন বিনে ॥
শুনি রাণী রাধা কন, শুন শুন সখীগণ করিলেক কেবা এই কাজ।
শুষ্ক বাঁশ এক পাঁব হরিলে কি হবে লাভ সকলেরে দিল মহালাজ ॥
কিশোরীর কথা শুনি সখীগণ কহে বাণী মোর কিছু বাঁশীর না জানি।
যাহারে সন্দেহ করে কোটাল ধরিয়া তারে দেখুক আপন রত্নখানি ॥ ২১

বনয়ারী কন মোর তুষ্ট মন সন্দেহ করয়ে সবে।
তাহার প্রত্যয় যে করিলে হয় তাহাই করিতে হবে ॥
মনে শঙ্কা করে কাঁচুলি ভিতরে বাঁশী রাখিয়াছে কেহ।
অতএব তাহা প্রকাশ করিয়া আমারে প্রত্যয় দেহ ॥
ললিতা কহয়ে তাহাই হইবে রাজারে জিজ্ঞাসি আসি।
এতেক কহিতে পড়িল উঠিতে বসন হইতে বাঁশী ॥
তবে কহে শ্যাম দেখ দেখ কাম বৃন্দাবন-পাটেশ্বরী।
কর আজ্ঞাপন ইহার যেমন শাস্তি হয় সুবিচারি ॥
কিঞ্চিৎ কুপিতা কহেন ললিতা শুন শুন মহারাণি।
কোটাল কপটে বাঁশী মোর পটে রেখেছিল অনুমানি ॥

যদি না মানহ তবে আজ্ঞা দেহ উহারে শাসন করি ॥
কোটাল সম্প্রতি করুক শপতি তোমার চরণ ধরি ॥ ২২ ॥

———

তাহা শুনি ভাল ভাল বলি।
হৃদয়ে সাহস করি চলিলেন বংশীধারী দিব্য করিবারে কুতুহলী ॥
তাহারে নিকটে দেখি সশঙ্কিতা শশিমুখী নিজপদ ঢাকেন যতনে।
তথাপি বলেতে হরি রাধার চরণোপরি নিজকর দিল সুখি-মনে ॥
সে পদ পরশ সুখে বচন না স্ফুরে মুখে কম্পিত হইল থরহরি।
তাহা দেখি সখীগণ অতি আনন্দিত মন হাস্য করে দিয়া করতালী ॥
ললিতা কহেন বাণী দেখ দেখ মহারাণি ! ধর্ম্ম-বল আপন গোচরে।
মুখে বাক্য নাহি স্ফুরে কম্প হয় কলেবরে অধার্ম্মিক দিব্য কোথা তরে ॥
তুঙ্গবিদ্যা কহে ভাল হইয়াছে কোতোয়াল মিথ্যা পর অপবাদকারী।
মোরা রীতি অনুসারে করি এবে প্রতীকারে কিশোরীর আজ্ঞা অনুসারি ॥ ২৩ ॥

———

নাগরে কম্পিত দেখি রসবতী রাই। [illegible] হাসি বঁধু করে ধরিলেন যাই ॥
গদ্গদ কণ্ঠ কহয়ে ধনী বাণী। মরম কহিয়ে এবে শুন বনমালী ॥
নিজ বাঞ্ছা পুরাইলে মোরে রাজা করি। মোর সাধ পুরাইতে হইবে মুরারি ॥
ও বেশ ফেলিয়া নিজ বেশ পর তুমি। সিংহাসনে বৈসহ কিঙ্করী হই আমি ॥
(তখন) বৃন্দাদেবী নাগরের বেশ ঘুচাইয়া। রাজবেশ করি দিল যতন করিয়া ॥
রসময় রসিকশেখর বনোয়ারী। বসিলেন সিংহাসনে বামেতে কিশোরী ॥
আহা মরি কিবা শোভা হেরগো নয়নে। তুলনা নাহিক যার এ তিন ভুবনে ॥
হেরি সব সখীগণ দেই জয় জয়। বৃন্দা কহয়ে আজু কি আনন্দ হয় ॥ ২৪ ॥

———

রাই রাজরাজেশ্বরী শ্যাম রসরাজ। তনু তনু মিলল অপরূপ সাজ ॥
অঙ্গে অঙ্গ হেলাহেলি বয়ানে বয়ান। কত সুধা বরিখয়ে নয়ানে নয়ান ॥
তাই এক রঙ্গিণী পরম রসাল। দুহুঁ গলে দেয়ল এক ফুল মাল।
টুটব ভয়ে দুহুঁ পড়ু এক বন্দ। দৈবে ঘটাওল প্রেম আনন্দ ॥
চামর বীজই কোই দুহুঁ অঙ্গে। নাচত গাওত প্রেমতরঙ্গে ॥
ললিতা বিশাখা আদি যত সখীগণ। দুঁহু গুণ গাওত আনন্দে মগন ॥২৫

আহা মরি ! কিবা ছুটী রূপ অনুপাম ।
রূপ অনুপাম গো ছুটী রসময় ধাম ॥
আধ কনক কাঁতি নব বিজুরী ভাতি
আধরসে ঢরঢর নবঘনশ্যাম ।
বয়ানে বয়ান, দোঁহার নয়ানে নয়ান ।
(জনু) চাঁদে চাঁদে কমলে কমলে এক ঠাম ॥
অতি পরম রসাল হুঁহু গলে এক ফুলমাল
অঙ্গে অঙ্গ হেলাহেলি অপরূপ ঠাম ॥
কিয়ে কমলে ভ্রমর, কিয়ে চাঁদেতে চকোর
(নব) চাতকিনী সুবদনী জলধর শ্যাম ॥
নাচে ময়ূর ময়ূরী গায় শুক আর সারী
ফুলে ফুলে ভ্রমরা ভ্রমরী ধরু তান ।
নব জলদ-কোলে থির বিজুরী খেলে
কত রস বরিখয়ে হুঁহু রসধাম ॥
যত সখী মঞ্জরী দোঁহার মাধুরী হেরি
বোলত ঘেরি বো[illegible]য় রাধেশ্যাম' ।
যত সহচরীগণ করে পুষ্প বরিষণ
'রাধা রাধারমণ' বলি গায় অবিরাম ॥ ২৬ ॥